"অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।"

বঙ্গাধিপ-পরাজয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

"কৃত্বা কৃত্নো অকৃতম্ যৎ তে অস্তি উক্‌থম্
নবীয়ো জনয়স্ব যজ্ঞৈঃ——"

কলিকাতা।

যোড়াসাঁকো; শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, ৭ নং জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৬।

ভূমিকা।

—:০:—

বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারিত হওয়ায় গ্রন্থকার ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন—প্রথমখণ্ডে সমুচিত সমাদর ও উৎসাহ পাইলেই দ্বিতীয় খণ্ড প্রচারের প্রতিজ্ঞা ছিল, সমুচিত সমাদর হইয়াছে কি না পাঠকেরা তাহা অবগত আছেন। শাস্ত্রে বলে, "বরমেকাহুতিঃকালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ," কিন্তু নব্য দার্শনিকেরা বলেন এককালে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া শ্রেয়স্কর।

যখন প্রথম খণ্ড প্রচারিত হয় সেই সময়েই অবশিষ্টের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল, কিন্তু ব্যয়বাহুল্যহেতু তৎকালে কেবল প্রথম খণ্ডমাত্র মুদ্রিত করিয়া নিরস্ত থাকিতে হইয়াছিল। পরে সময় ও অবস্থার পরিবর্তনে পাণ্ডুলিপিখানি হস্তাতীত হয়, যদিচ জনৈক আত্মীয় বিশেষ যত্নে যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু অগত্যা পুরাতন পাণ্ডুলিপির অভাবে নূতন পাণ্ডুলিপি প্রকটন করিতে বাধ্য হওয়া যায়। প্রথম খণ্ডের পর অন্যূন দ্বাদশবার সূর্যদেব রাশিচক্র ভোগ করিয়াছেন, ঐতিহাসিকসূত্রও স্মৃতিপথ অতিক্রম করিয়াছে, সুতরাং গ্রন্থকারকে প্রথমখণ্ড আদ্যন্ত পাঠ করিতে হইল।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইবার পর কয়েকজন কৃতবিদ্য কায়স্থ কুলতিলক মহাশয়েরা পুস্তকস্থ প্রতাপাদিত্যের

চরিত্রের সম্বন্ধে রুষ্ট হইয়া গ্রন্থকারকে দুষিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র প্রকৃত এত কলুষিত ছিল না; গ্রন্থকার অত্যাচার করিয়া প্রতাপাদিত্যকে কদর্য্যবর্ণে বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কলিকাতারিভিউ লেখক বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের সমালোচনায় অপরাপর দোষসহস্রেরমধ্যে বলেন যে, প্রতাপাদিত্য বঙ্গের একজন সামান্য জমীদার ছিলেন, তাঁহাকে দিল্লীর সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করাইয়া উচ্চপদ দেওয়া অত্যুক্তি হইয়াছে ও ইতিহাসের বিপরীত বর্ণন হইয়াছে।

গ্রন্থের আদিতে "অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনং" বলিয়া গ্রন্থসূচনা করায়, উল্লিখিত দোষারোপের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন; কিন্তু গ্রন্থকারমাত্রেরই এমত দুরদৃষ্ট যে "সাফাই" সাক্ষ্যদিতে তাহারা অপারগ—এজন্য গ্রন্থের শেষে নোটের ছলে কতিপয় ঐতিহাসিক পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করা গেল। ইংরাজীবিৎপণ্ডিতেরা নায়িকা বর্ণন অশ্লীল বলিয়া দোষারোপ করিয়াছেন, আবার প্রেম কাহাকে বলে, বঙ্গের লোকেরা অবগত নহে বলিয়া—সরমা সূর্য্যকুমারের ব্যবহার নিতান্ত অনৈসর্গিক বলিয়াছেন। প্রেম বিষয়ের বিচারের মধ্যস্থ—সহৃদয় বঙ্গবাসীগণ আর নায়ক নায়িকারূপ বর্ণনের অশ্লীলবিষয়ক নজীর—সংস্কৃত কাব্যমাত্রেই, তবে অতীব বিশুদ্ধান্তঃকরণ ইংরাজীবিৎনব্য সম্প্রদায় বিজাতীয় চসমায় সকল বিষয় দৃষ্টি করিলে হতভাগ্য বঙ্গগ্রন্থকারদিগের সর্ব্বনাশ বলিতে হইবেক। বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের বিষয়—বাঙ্গালী, গ্রন্থকর্ত্তা—বাঙ্গালী, অতএব ভাব প্রণালী সমস্তই

বাঙ্গালী, তাহাতে ভালই হউক আর মন্দই হউক বাঙ্গালীর চক্ষে প্রিয় হওয়া উচিত। বিজাতীয় ভাবের বঙ্গাক্ষরে বর্ণন, বিজাতীয় প্রণালী বঙ্গশব্দে লিপিকরণ, বিজাতীয় বস্তু বঙ্গভাষায় বিন্যাস, অনুবাদে যতদূর মঙ্গলকর তাহাই হয় কিন্তু তদ্বারা স্বজাতীয় ভাষার স্বতন্ত্রতার লোপ পায়। আমরা এমনই মুগ্ধ যে যখন সভ্য ইউরোপ ও সভ্যতম আমেরিকা ভারতীয় কাব্য, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় সৌন্দর্য, ভারতীয় অলঙ্কার, ভাব ও প্রণালীর ঔৎকর্ষ প্রশংসা করিয়া গ্রহণ করিতেছে ও এমত কি দেশবিদেশের বিশ্বপ্রদর্শনীতে কাশ্মীরশাল, ঢাকার মসনব, বারাণসী জড়ী, মুরশিদবাদের গজদন্ত দ্রব্য, বিদরী পাত্রাদিতে ইউরোপীয় অলঙ্কার ও প্রণালী থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করে, তখন আমরা আমাদিগের নব্য বাঙ্গালাকাব্য কেবল ইংরাজী আশ্রয় করিয়া বঙ্গাক্ষরে বিন্যাস করিয়া দেশের লোকের প্রবৃত্তি পরিবর্তন করিতে চেষ্টা পাই।

যাহারা বঙ্গাধিপ-পরাজয়োল্লিখিত ঘটনা অমূলক বলিয়া পরিহাস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সন্তোষের জন্য ও প্রত্নবিদ্যানুরাগী পাঠকবর্গের তর্পণেচ্ছায় ক্ষিতীশবংশাবলি' নামক পুরাতন মূলসংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বঙ্গাদিবিষয়ক কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। অপিচ কয়েকখানি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও এসিয়াটিক সোসাইটির জরনাল হইতে কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাতে আপাততঃ প্রত্নবিদ্যানুরাগীগণমধ্যে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিত্যরায়ের জীবনবৃত্তান্ত কতক হৃদ্বোধ হইবেক। ইতিহাসটি নিতান্ত অমূলক নহে,—রায়গড় দুর্গের ভগ্নাবশেষ-অংশের প্রায় ২০ বৎসরপূর্বের 'ফটোগ্রাফ'

হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া গেল। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত ফরীদপুর হইতে আনীত একটি লৌহপিঞ্জরের প্রতিরূপও দেওয়া গেল। আদর্শের একটি হাত অভাব ছিল বলিয়া চিত্রেও সেইরূপ অঙ্গহীন পিঞ্জর অঙ্কিত হইল। আইন আকবরী গ্রন্থ হইতে দিল্লীশ্বরের কয়েকটি রাজলিঙ্গ যথা ধ্বজ, পঞ্জা, অশ্বাদান, জালিকাকঞ্চুক প্রভৃতি চিত্র দিয়া বর্ণনার 'খাম' পূরণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। রচনায় অসন্তুষ্ট পাঠকগণ চিত্র দেখিয়া প্রীতিলাভ করুন। গ্রন্থে নৈসর্গিক বিষয় যাহা বর্ণনা করা হইয়াছে ও যে সকল আপাততঃ দৃষ্টিবিরুদ্ধ প্রথা বর্ণিত আছে তাহা সমস্তই সম্যক, প্রমাণ প্রয়োগ দিবার এস্থান নহে।

পূর্ব প্রতিজ্ঞামতে সংস্কৃত ও অন্য পারিভাষিক শব্দ যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার নিঘণ্টু শেষে দেওয়া গেল—সময় মত প্রয়োজনে আসিতে পারে।

বৃত্তান্তমূল, মানচিত্র, চিত্র ও নিঘণ্টু দিয়াও যদ্যপি পাঠকের মন না পাই তবে নিঃশব্দ হওয়া বিবেচনায় স্বস্তি বলিয়া নীরব হইলাম। ইতি

রায়গড়। }
শক ১৮০৬। } গ্রন্থকার।

নিঘণ্টু।

বঙ্গাধিপ-পরাজয়ে ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ।

অক্কা—মৃত্যু (অক্কা—মাতা) অক্কা পাওয়া—মাতৃক্রোড়ে স্থাপিত অর্থাৎ সমাধিপ্রাপ্ত, বঙ্গীয় মুসলমানমধ্যে প্রচলিত শব্দ।

অক্ষদণ্ড—চক্রদ্বয় মধ্যগত দণ্ড, শকটাঙ্গ বিশেষ ধুরা, ইতি ভাষা।

অগ্নিহোত্র হবনী—চমসাকার যজ্ঞ পাত্রবিশেষ, অগ্নিহোত্র যাগে নিয়োজ্য।

অজচর্ম্মদৃত—সলোম সমগ্রছাগচর্ম্ম থলি, পার্বতীয়মধ্যে আহারাদি বহনে ব্যবহৃত।

অঞ্জন—বক সদৃশ স্বনাম খ্যাত উভচর পক্ষিবিশেষ।

অনুস্তরণী—বৈদিক ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়োপযোগী পশু। শ্মশানে হননান্তে তাহার বপারদ্বারা দাহনাদি সম্পাদিত হয়। বৈতরণীর মূলপ্রথা।

অর্হত—বৌদ্ধ সন্ন্যাসি বিশেষ।

অবগ্রহ—হস্তীর ললাটদেশ, গজশাস্ত্রে ব্যবহৃত।

অশোচিত—শোকে অনভিভূত।

অষ্ঠীবত—হাঁটু।

আচার—অম্লরসযুক্ত সূর্যপক ব্যঞ্জন বাচক, কাশুন্দী ইতি ভাষা।

আজি—সমভূমি, সমতল, (Level, plane)

আদান—অশ্বোপযোগী বল্‌গা, পর্য্যাণ প্রভৃতি সজ্জা, অশ্বশাস্ত্রে ব্যবহৃত।
(চিত্র দেখ।)

আবদার—মোগলপাতশাহের জলাদি পানীয় পরিবেশক অনুচর বিশেষ।

আবর্ত্তবায়ু—ঘূর্ণী বাতাস।

আবেশন—প্রবেশ, অবগাহনে জলপ্রবেশে নিয়োজ্য।

আসব—গুড় হইতে চোয়ান মদ্যবিশেষ (Rum)

ঈতি—অনাবৃষ্টি বহুবৃষ্টি পতঙ্গ সলভমূষিকাদি শস্যনাশক ঘটনাদি।

উগ্রসাম—উগ্রকর্ম্মে নিয়োজ্য কতিপয় সামমন্ত্র।

উড়ুপিক—সারেঙ্গ্।

উদূখল—যজ্ঞীয় কাষ্ঠবিশেষ, উখলী ইতি ভাষা।

উপভৃৎ—গোলাকার যজ্ঞীয় কাষ্ঠবিশেষ।

উপস্কর—ঢেঁকী, কুলা, হাঁড়ী, বাক্স ইত্যাদি গার্হস্থ্য দ্রব্যসমষ্টী, ডেও, ঢাকনা ইতি ভাষা।

উপাকৃত—আসন্ন বলিপশু, বধার্থে উৎসর্গিত পশু।

উলুময়ূর—বক সারস মধ্যগত দীর্ঘ জঙ্ঘ পক্ষিবিশেষ। (Florican) Sypheotis bengalensis)

একছত্রী—সম্রাট্।

ওতঃপ্রোত—(টানাপড়েন) তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ।

ওমরা—মোগলপাতসাহের সচিববিশেষ।

কএল—সাহীবাজ।

কক্ষ—অপুষ্প তৃণবিশেষ (Fern)

কক্ষাবেক্ষক—রাণীর অনুচর প্রহরী।

কচ্ছপিক—তিল(Pimple)

কঞ্চুক—কণ্ঠ হইতে কটীদেশপর্যন্ত লৌহজালের সাজোয়া। ফতুয়া ইতি ভাষা।

কটক—সৈন্যশিবিরাবলী, ছাউনী ইতি ভাষা। গিরিনিতম্ব (Ridge)।

কটকোল—পিকদানী।

কটীতল—বক্রাকার অগ্রপ্রশস্ত মুষ্টিক্ষীণ তলবারি বিশেষ, তেগা ইতি ভাষা।

কট্টার—ছোরা (Dagger)

কঠীনি—খড়িমাটী।

কণ্ঠতলাসিকা—অশ্বগলস্থ চর্ম্মাদান, হলকা ইতি ভাষা।

কণ্ঠপাশক—গজগলস্থ রজ্জু।

কণ্ঠাগ্নি—পক্ষীর কণ্ঠস্থ পাকস্থলী (Gizzard) পক্ষিবিশেষ।

কণ্ঠাল—কোঁদা ইতি ভাষা, ডোঙ্গা, শালুতি।

কদঙ্গ—মদ্যবিশেষ (wine)

কদক—সামিয়ানা, চন্দ্রাতপ।

কদধ্বা—কদর্য পথ।

কদম্ব—পক্ষিবিশেষে সমূহ বাচক, যথা শ্যেনকদম্ব।

কন্দলা—নবোত্থিত শাখা—নবপল্লব, কোমল শাখা।

কনকালুকা—স্বর্ণকলস।

কনের—অজাতশাবক হস্তিনী।

কন্যাট—উঠান।

কন্ন্যষ—কনুইএর নিম্নদেশ।

কপাল—নৃকপালাকার যজ্ঞ কাষ্ঠ।

কপালসন্ধি—উভয় দলের সমসত্বসন্ধি।

কপালিকা—নৃদন্ত মধ্যজাত বিবর্ণমল। (Tartar of teeth)

কপিলদ্রাক্ষা—দ্রাক্ষাবিশেষ (Tawney Grape)

কপিঞ্জল—খয়েরী তিত্তিরী (Francoline)

কবচহর—সৈনিক—কবচধারী সৈনিক।

কবলিকা—ক্ষতাদি আবরণীবন্ধন (Bandage over a sore or wound)

কবিয়—লাগাম।

করটু—সারসবিশেষ (Numidian crane)

করপাল—তরবারী।

করপালিকা—গদা, সোঁটা ইতি ভাষা।

করালতা—প্রকাণ্ডতা (Formidableness, magnitude)

করীর—বংশমূল, কড়ার ইতি ভাষা।

করীষঙ্কশা—প্রচণ্ড বাত্যা।

কর্জনা বাজ—শিকারী, বাজবিশেষ (Erythropes vesperitinus)

কর্ণগ্রাহ—কর্ণধার।

কর্ণবংশ—মাচা (Platform)

কর্ব্বরিত—রঞ্জিত, চিত্রিত (Variegated)

কর্ম্মকার্ম্মুক—ধনুছিলা।

কর্ম্মভূ—কর্ষিত ভূমি।

কর্ণিক—কর্ণধার।

কলঞ্জ—বিষলিপ্তশরহত পশু।

কলত্র—রাজদুর্গ (Royal citadel)

কলন—জরায়ুবদ্ধ পশু (Fœtus)

কলম্ব—বংশনির্ম্মিত শর।

কলাপ—তূণ।

কল্যা—উগ্রমদ্য (Spirituous liquor)

কল্যাপাল—শুঁড়ী।

কশ্মল—মোহ (Fainting)

কশেরু—পশুর মেরুদণ্ড।

কসিপু—সিদ্ধ চাউল।

কঙ্কট—কণ্টকাকীর্ণ লৌহবর্ম্ম।

কঙ্কপত্র—পক্ষযুক্ত শর।

কঙ্কেরু—কাকবিশেষ।

কাঁকড়ী—স্বনামখ্যাত বেত্রাদি জড়িত অগ্নি রক্ষার পার্ব্বতীয় মৃৎপাত্র।

কাকধ্বজ—সামুদ্রিক অগ্নি, বাড়বানল বিশেষ।

কাকপক্ষ—জুলফী।

কাকরুহা—পরগাছা।

কাচকূপী—কাচের বোতল।

কাঞ্জিক—কাঁজী।

কাঠা—নারিকেলাদি বৃক্ষের গুঁড়ি।

কাণ্ড—কাঁড়,শরবিশেষ।

কাণ্ডগোচর—লৌহবাণ।

কাণ্ডপট—কানাত।

কাণ্ডপৃষ্ঠ—(শরপৃষ্ঠ) সেনা।

কাণ্ডীর—ধানুকী।

কান্তার—দুর্গম পথ।

কান্দব—তুন্দূলপক্ক, যথা পাঁউরুটী।

কাপীল—উগ্রমদ্য বিশেষ, (Spirit, whiskey)

কায়সান—তৃণকুটীর।

কায়্যোক—বৌদ্ধদিগের কাষ্ঠমন্দিরবিশেষ।

কাস্তেচেরা—স্বনামখ্যাত পক্ষী (Ibis)

কির্মী—বৌদ্ধমন্দিরের নাট্যশালা স্থানীয় দীর্ঘ ঘর।

কিলেদার—কেল্লার অধ্যক্ষ।

কীলক—গোঁজ (wedge)

কুঞ্জল—বকালাদিদ্বারা ভাত হইতে প্রস্তুত মদ্যবিশেষ।

কুঞ্জী—চাবি।

কুলবিধাত্রী—কুলদেবতা।

কূপক—মাস্তল।

কূর্প—ভ্রূদ্বয়মধ্যগত ললাটদেশ।

কেতু—তকমাযুক্ত নিসান।—(চিত্রদেখ)

কেম—কামপাখী (coote)

ক্যেয়াঙ্গ—মগদিগের মন্দিরবিশেষ।

কোক—নেকড়ে বাঘ।

কোনী—কনুই।

কোঁদা—ডোঙ্গা।

কোহেম্পো—পর্ব্বতীয় তিত্তিরীবিশেষের লেপ্চা নাম (Arboricola torqueotus)

ক্র রসাম—ক্রূরকর্ম্মে বিনিযোজ্য সামমন্ত্র।

ক্লৈব্য—নেশাজনক।

খধূপ—অভ্যর্থনাসূচক তোপধ্বনি বা বাজী ইত্যাদি। (Salute)
খিট—শিকারে যাহারা পশু খেদাইয়া আনে (Beaters) খেদাইয়া
শিকার, খেদা।
খেটিকা—ঢাল।
গঙ্গ—মগদেশীয় বৃহৎ কাংস (Gong)
গমী—শোক, শোকসূচক।
গবয়—গয়াল, স্বনামখ্যাত গোসদৃশ পশু (Gayal)
গাণিক্য—বারাঙ্গনাসমূহ।
গান্ত্রী—গরুরগাড়ী।
গান্ধিক—মুহুরী, কেরাণী।
গ্রাব্ন—প্রস্তরনির্ম্মিত যজ্ঞোপযোগী পাত্র।
গ্রামকূট—আপামর জনসমূহ (mob)
গ্রামভূৎ—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরগামী দূত।
গ্রামসঙ্ঘ—গ্রামস্থ লোকবৃন্দ (Village community)
গ্রামাধান—মৃগয়া।
গিরিনখ—পর্বতসংলগ্ন উচ্চভূমি (Spur of a hill)
গুন্দাল—বন্য কুক্কুটবিশেষ।
গুপ্তগতি—চর।
গুপ্তি—নৌকার খোল।
গুল্ম—(৯ রথ, ৯ হস্তী, ২৭ অশ্ব ও ৪৫ পদাতি) সেনাবিভাগ, (battalion)
গৃষণা—ময়ূরপুচ্ছস্থিত চন্দ্রক (eye in a peacoek's tale)
গৃঞ্জন—বিষলিপ্ত শরহত পশুমাংস।
গ্রৈবেয়ক—গলার আভরণ, অশ্বসম্বন্ধে হলকার ন্যায় সাজবিশেষ।
গোধা—ধানুষ্কীদিগের ব্যবহার্য অঙ্গুষ্ঠ বা বামহস্ত ত্রাণ আবরণ।
গোপুর—নগরকবাটক, (Towngate)
গোফণা—রজ্জুরদ্বারা গুলী ক্ষেপণের উপায়, ফিঙ্গে (Sling)
গোরঙ্কু—পিঞ্জরবদ্ধ পশু।

গোস—উষাকাল
গোর্দ—মস্তিষ্কের পশ্চাদ্ভাগ। (cerebellum)
গোসগৃহ—শয়নাগার।
গোষ্ঠশ্ব—যে, ঘরে বসিয়া প্রতিবাসীর নিন্দা করে।
গোস্তন—৩৪ লহরীহার।
গৌল্য—উগ্রমদ্য (Spirit)
গৌরী—গৌরাঙ্গী।
চক্রবাল—লোকালোক পর্বত (Sensible horizon)
চপ—সিল আঙ্গটী।
চপলী—স্বনামখ্যাত পার্বতীয় চটীজুতা।
চমরী—স্বনামখ্যাত গো বিশেষ (yak) শাস্ত্রমতে মৃগ
চমস—হাতার আকার যজ্ঞীয় কাষ্ঠবিশেষ।
চলনক—অঙ্গরক্ষবিশেষ (Petticoat)
চাবা—স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ (Snipe)
চাবুক—কানবালিস, গালবালিস।
চারক—সইস।
চীর—পার্বতীয় বৃক্ষবিশেষ (Fir)
চুক্র—ছিরকা।
চূলিকা—হস্তীর কর্ণমূল।
চেগৃগা—স্বনামখ্যাত বকজাতীয় পক্ষিবিশেষ (curlew)
চৌধুরী—জয়ন্তীরাজাধীন পদবীবিশেষ।
চৌলত্রী—যে সরাইতে ব্রাহ্মণ অনুচরনিযুক্ত থাকে।
ছক্ক—(চক্রশব্দের মগ অপভ্রংশ) বৌদ্ধদিগের পূজ্য লিঙ্গ।
জঙ্ঘাপিণ্ড—পায়ের ডিম (calf of the leg)
জটামাংসী—স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য। (Spikenard)
জড়ী—জরী।
জবনপক্ষী—দ্রুতগামী পক্ষী।

জাতবেদসে—বৈদিক দুর্গামন্ত্রের প্রথম পদহেতুক মন্ত্র সমগ্রের নাম—মন্ত্র ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতী ইত্যাদি।

জালিকাকঞ্চুক—সাঁজোয়াবিশেষ (চিত্র দেখ।)

জিরে—স্বনামখ্যাত পক্ষী (Plover)

জুহু—অর্দ্ধচন্দ্রাকার যজ্ঞীয়কাষ্ঠ।

ঝল্লরী—ক্ষুদ্র খরতাল।

টীলা—মৃৎঢিপী।

টোল—হোগলার ঘর, হোগলার চাঁচ।

তক্র—ঘোল।

তর্ক্ষ্য—সোরা।

তাৎকালিকসেনা—চিরসেনা হইতে বিভিন্ন সময়োপযোগী সৈন্য।

তালশূক্ত—তালরস হইতে প্রস্তুত ছিরকা তুল্য অম্লরস, তাড়ী।

তিত্তিরী—তিতর। (Partridge)

তুরুমতী বাজ—শিকারী পক্ষিবিশেষ। (Hypotriorchis chicquera)

তৃপৎ—ছাতা।

তেম—আর্দ্রীভাব, ভিজান। (Humidity, moisture)

তোয়ডিম্ব—শিল।

ত্রপাভর—লজ্জাবনত।

ত্রসরেণু—গবাক্ষ পতিত সূর্যরশ্মি মধ্যদৃশ্য রেণুবৎ সূক্ষ্মপদার্থ।

দক্ষিণপ্লবন—দক্ষিণ দিকে ঢালু।

দক্ষিণাবীতি—দক্ষিণস্কন্ধগত শোকসূচক উত্তরীয়।

দণ্ডযাত্রা—দণ্ডার্থ যুদ্ধযাত্রা।

দণ্ডার—একাভেদ। মত্তহস্তী।

দণ্ডপাংশুল—দ্বারবান।

দণ্ডাগার—দণ্ডাকার দীর্ঘ গৃহশ্রেণী, দাঁড়ঘরা (barrack)

দফুই—মীরাশদার অপেক্ষা জয়ন্তীতে উচ্চপদস্থ দলপতি।

দস্তক—মোগলপাতশাহের দপ্তরের আদেশপত্র।

দামন্—রজ্জু।

দ্বারপিণ্ডী—দোরপীঁড়ি (Threshold)

দীর্ঘছন্দা—দীর্ঘাঙ্গী সাহসী স্ত্রী (Amazonian)

দেবদারু—স্বনামখ্যাত পার্ব্বতীয় বৃক্ষবিশেষ (Pinus deodar)

দেবহুরুগ—গারো বন্যকুক্কুটবিশেষ (Polyplectrum thibetanum)

দোরেলীবাজ—শিকারী বাজবিশেষ (Hypotriorchis subbuteo) ·

দংশিত—সর্ব্বাঙ্গ অস্ত্রাদিদ্বারা সজ্জিত।

দ্রগড়—চর্ম্মবাদ্যবিশেষ। (Kettledrnm)

দ্রোণী—ডোঙ্গাকার যজ্ঞীয়কাষ্ঠ।

ধ্বাঙ্ক্ষরব—কাকাদির ন্যায় কটুরব।

ধূসরপট্টু—কাশ্মীর দেশীয় স্বনামখ্যাত ধূসরাদি বর্ণের উর্ণাবস্ত্র।

নট—মগ-উপদেবতা।

নদীজ—রাংজাতীয় ধাতুবিশেষ। (Antimony)

নদীভাণ্ড—নদীগর্ভ। নদীপ্লাবিত দেশ।

নরজীবাজ—শিকারী পক্ষিবিশেষ। (Tinunculus alandarius)

নবত—রঞ্জিত হাওদা ও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

নাএব—মোগলপাতশাহের সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ।

নাগগর্ভ—মেটেসিন্দূর। (Litharge)

নাগোদ—উদর রক্ষক বর্ম্ম।

নাথ—বলদের নাসিকা সংলগ্ন রজ্জু।

নাদের—সুর্ম্মা।

নান্দীপট—নান্দীমুখ।

নান্দীমুখ—কূপাচ্ছাদনী।

নায়—নীতি কৌশল। (Policy)

নাব্য—নৌচালনযোগ্য নদী (navigable)

নাসীর—সেনামুখ যুদ্ধ। (Skirmishing)

নিকর—কুজ্ঝটিকাবিশেষ। (Frost)

নিকায়—বিপক্ষদল, বিরোধী পক্ষ।

নিগাল—অশ্বস্কন্ধ, সিনা।

নিময়—বিনিময়।

নিরবহালিকা—দুর্গের বহির্দেশের প্রাকার (Enceinte)

নিশিত—তিক্ষ্ণীকৃত।

নিষ্কপালিক—নির্মল, দন্ত বিষয়ে নিয়োজ্য।

নিষঙ্গ—তূণ।

নিষঙ্গথি—রথী।

নিষ্ক্বাথ—পাঁচন, কথ।

নির্মথ্য—ঘর্ষণজাত অগ্নি।

নির্যাণ—ঘোড়ার আগুড়ী পিছুড়ী পদবন্ধন রজ্জু। চক্ষুকোণ, গজশাস্ত্রে নিয়োজ্য।

নির্যাম—ঘাটমাজি।

নিসৃষ্টার্থ—হিতাহিত কার্য সমর্থ রাজদূত। (Ambassador plenipotentiary)

নিঃপুরীষ—শরীর হইতে পুরীষ বহিষ্করণ।

নিঃশলাক—নির্জন, ময়নাপর্যন্ত অভাব।

নীলপটল—ঘোরকালিম।

নীল লৌহ—ইস্পাৎ।

নরবী—ব্যবসা।

নীবৃৎ—জনপদ, যে স্থানে মনুষ্যের বাস আছে।

নৃপলিঙ্গধর—রাজচিহ্নধারী।

নৃপাভির—রাজভোজন সময়োচিত সঙ্গীত বাদ্যাদি।

পঙ্ককর্বট—জোয়ার ত্যক্তপলী।

পঞ্চশৃঙ্গ—স্বনামখ্যাত হিমাচল শৃঙ্গবিশেষ, কাঞ্চনগঙ্গা।

পতামার—এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে টপ্পারদৌত্য।

পরবানা—মোগল পাতশাহের রাজ্যে নবাবের দস্তখতী আদেশপত্র।

পবমানাগ্নি—গার্হপত্য অগ্নিবিশেষ।

পক্ষপালী—খিড়কী দ্বার।

পক্ষশাস্ত্র—পক্ষি বৃত্তান্ত (Ornithology)

পাজি—জয়ন্তীবাসীদিগের পঞ্চশাখ বল্লমবিশেষ।

পাটলামোদরম্য—পারুলফুলেরজল, যেমন গোলাপামোদরম্য শব্দে গোলাপজল বুঝায়।

পাটা—জলজতৃণবিশেষ।

পাত্রী—যজ্ঞীয় কাষ্ঠবিশেষ।

পায়িক—পদাতিসেনা।

পারটীট—পাষাণ, টীলা।

পারদৃশ্বণ—দূরদৃষ্টিক্ষম।

পারিভাব্য—জামিন।

পাবক—বৈদ্যুতাগ্নি।

পিচণ্ড—পশুপৃষ্ঠ।

পিঠরমন্থন—ঘোলমৌনী ও হাঁড়ি।

পিণ্ডল—সেতুবিশেষ (causeway over a bridge)

পিণ্ডার—মহিষপালক।

পিণ্ডি—চক্রের নাভি।

পিতৃপ্রসূ—প্রদোষকাল। যেকালে পিতৃ (প্রেত,) লোকের আবির্ভাব হয়।

পুঙ্গী—পণ্ডিতশব্দের মগ অপভ্রংশ, সামান্যতঃ বৌদ্ধপুরোহিত।

পেট্টা—মোগলপাতশাহের দুর্গবেষ্টিত গ্রাম বা পল্লী।

পোখু—ডাফলা পর্বতের রক্তকণ্ঠী তিত্তিরীবিশেষ (Arboricolor rufoqularis)

পৌষ্টিক—পুষ্টিকর মদ্য—চাউলজাত মদ্য।

প্রথর—অশ্ববম।

প্রতান—আয়তন (Expanse)

প্রতিশ্রয়—সভা।

প্রতিসর—সৈন্যপৃষ্ঠ।

প্রতিছন্দ—প্রতিবিম্ব।

প্রতিক্ষয়—রক্ষক প্রহরী।

প্রতিশিরা—বহিঃশিবির।

প্রতিমার্ক্ষ—প্রতিমা+ঋক্ষ প্রতিবিম্ব তারকাচয়। খগোলের জলস্থ প্রতিবিম্ব।

প্রচক্র—ভ্রমণশীল আহারসংগ্রহী সেনা।

প্রত্যালীঢ়—বামপদ অগ্রসর করিয়া দাঁড়ান।

প্রতুদ—শিকারী পক্ষী যাহারা চঞ্চু ও নখদ্বারা শিকার সংগ্রহ করে (Birds of prey)

প্রতোলীপ্রাকার—দুর্গের চতুর্দিগের উচ্চ প্রাচীর (Rampart)

প্রদ্রাব—সেনার পলায়ন (Retreat)

প্রত্যুৎক্রম—যুদ্ধঘোষণা (Declaration of war)

প্রদিশ—ঈশাণাদি কোণ।

প্রধি—চক্রপরিধি।

প্রণীতাপ্রণয়ন—শব সন্নিধানে প্রণীতাপাত্র স্থাপন, ঔর্দ্ধদেহিক কর্মাঙ্গ।

প্রপা—কূপাদি হইতে জল তুলিয়া যে স্থলে ঢালিয়া দেয়।

প্রপাচক্র—কূপাদি হইতে জলোত্তোলনের যন্ত্র।

প্রভিন্ন—ভয়ানক উগ্রহস্তী।

প্রক্রুহ—বিদ্রোহ।

প্রলোড়ন—ঢেউ, গড়ান (Rolling)

আলোড়িত—জলের ঢেউতে উচ্চ নীচ ধাক্কা (Heaving)

প্রবিষ্ণ—বিষণ্ণ।

প্রয়াণ—সেনাযাত্রা।

প্রযুৎসু—যুদ্ধেচ্ছু যোদ্ধা।

প্রশাম—শান্তি।

প্রত্যাসার— সৈন্যপৃষ্ঠ। (Rear of an army)

প্রমৃষ্ট—মার্জ্জিত। (Polished)

প্রাজন—পশুচালন দণ্ড।

প্রজ্ঞাপারমিত—বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তক।

প্রাতিভাব্য—জামীন।

প্রাশিত্র—তালবৃন্তাকার যজ্ঞীয়কাষ্ঠ।

প্রাসঙ্গ—গাড়ীর বলদ।

ফলক—ঢাল।

ফরমান—মোগলসম্রাটের দস্তখতী আদেশপত্র।

ফ্রা—বৌদ্ধের মগনাম।

ফ্রুস—বাজপক্ষিবিশেষ। (Aquila imperialis)

বক্রুপট—ঘোড়ার দানাখাইবার থলী, তোবড়া।

বক্সী—কোষাধ্যক্ষ।

বচক্কর—আজ্ঞানুবর্ত্তী।

বটের—তিত্তিরীজাতীয় পক্ষিবিশেষ। (Quail)

বন্দর—পোস্ত বা পরমিট।

বপাউৎখেদ—অনুস্তরণীপশুর বশাসংগ্রহ করিয়া শবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যথা-বিধি নিয়োজন (ঊর্দ্ধদেহিক কর্ম্মাঙ্গ)।

বরুণধূপ—কুজ্ঝটিকা, সমুদ্রবিষয়ে নিয়োজ্য।

বাগ—বাগাশব্দের অপভ্রংশ, লাগাম।

বাজ—স্বনামখ্যাত শিকারী পক্ষী (Astur palumbirnis)

বিপ্লব—অনিয়ম যুদ্ধ (Affray, predatory warfare)

বিরাট—অতি বৃহৎ (Colossal)

বিহার—বৌদ্ধমন্দিরের পার্শ্বস্থ দাঁড়ঘরা (aisle)

ব্যাস—পরিধি।

ভগাল—মড়ার খুলী।

ভগ্নপ্রক্রম—বিশৃঙ্খলতা (সেনাসম্বন্ধীয়)

ভট—সৈনিকপুরুষ।

ভটমণ্ডলী—সেনাসমষ্টি (Army)

ভটিত্র—শিক্‌কাবাব।

ভর্ত্তাঙ্কিত—পরাজিত।

ভয়দ্রুত—পলায়িত।

ভবঘস্মর—বনাগ্নি।

ভবরুট—কুকী ও জয়ন্তীদিগের শোকসূচক ঢক্কাবিশেষ।

ভরুটক—ভাজা মাংস।

ভর্ম—বেতন।

ভাটি—বেতনাতিরিক্ত বিদেশগমনে খোরাকীহিসাবে যাহা দেওয়া যায়, যাঁটা বা ভাতা।

ভিন্দপাল—অস্ত্রবিশেষ (arrow shot from a crossbow)

ভস্‌টা—ভাজা চাউল।

ভীমর—যুদ্ধ।

ভুজশির—হস্তোত্তর স্কন্ধদেশ।

ভুজান্তর—বক্ষঃস্থল।

ভৃগু—পর্বতের উচ্চসানু।

ভৈরববাজ—স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ (Falco peregrinus)

মড়ুয়া—স্বনামখ্যাত কাকণীতুল্য ক্ষুদ্রশস্য, যাহা হইতে উগ্রমদ্য প্রস্তুত হয়।

মনাল—স্বনামখ্যাত সিকিমদেশীয় পার্বতীয় কুক্কুট (Lophophorus impeyanus)

মহালয়—বৌদ্ধমন্দিরের দেবপ্রতিমা রক্ষার স্থান।

মীর—সমুদ্র।

মীরশদার—জয়ন্তী পর্বতবাসীদিগের দলপতিবিশেষ।

মুদ্রা—বড় মোহরযুক্ত অঙ্গুরীয়ক।

মৃত্যুত্তরজ—পিতার মৃত্যুর পরজাত।

যবাগূ—যব ও ধান্যের মাড়।

বঙ্গাধিপ-পরাজয়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

তৎতস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়োজনঃ।

"ভাই সরমা, তুমি এসে পর্যন্ত একবার মুখতুলে দেখিলে না। তোমার ম্লান মুখ দেখে আমার মন অস্থির হইয়াছে। মালতি, একবার সরমাকে বুঝাও," বলিয়া কমলা দেবী সরমার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন ও প্রেমে তাহার চিবুক ধারণ করিয়া ললাট চুম্বন করিলেন। শোকসন্তপ্তা সরমা ভূদৃষ্টিতে থাকিয়া কেবল ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগে উত্তরিলেন ও তাহার নেত্র-দ্বয় হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু নিঃসরিল। কিছুক্ষণ পরে কমলা দেবীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বদন লুকাইলেন। আহা! যেন শরৎ-চন্দ্রিকা প্রস্ফুটিত কুমুদিনীতে প্রবেশ করিল,—যেন কনকচম্পকদামগৌরীকমলাদেবীর লাবণ্যসরোবরে বিকসিত কমলিনী ভাসিল!

সরমা বলিলেন, "আর্যা, আপনার প্রেম আমার মন

প্রফুল্ল না করিয়া আমার শোক উদ্দীপিত করিতেছে। দিদি, বিচ্ছেদ শোক এমত দুষ্ট যে সান্ত্বনা মানে না। অতীব শোকানল শোচনীয়ঘৃতাহুতিতে যেমত প্রজ্বলিত হয়, আবার সান্ত্বনা বারি সিঞ্চনেও তেমত জ্বলিয়া উঠে। বিপরীত-ধর্মী ঘৃত ও বারি এ অভাগিনীর অদৃষ্টে সমস্তগুণাবলম্বী হইয়াছে। এখন আমার মন কেবল সেই জয়ন্তী-রাজকুমারের কথাই শুনিতে চাহে ও তাঁহারই গুণকীর্তনামৃত পানেই স্থির হইতে পারে। বিধাতা আমার যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। আমি আর কোন বিষয় ভয় করি না। তবে আমার মাতার জন্য চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। মা ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছেন। তিনি সর্বদা আমাকে সান্ত্বনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহার গদ্‌গদ বাক্যে ও মলিন মুখশ্রীতে আমার মন আরও মথিত হয়। মা! তুমি এত উদ্বিগ্ন হইলে আমিত আর জীবিত থাকিতে পারি না।"

মহিষী সরমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া নিকটে আসিয়া কমলাদেবীর ক্রোড়স্থ সরমার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে লাগিলেন। নিঃশব্দে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে বাম হস্ত দিয়া অঞ্চল লইয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

মালতী বলিল, "রাণি, আপনি ভাল সান্ত্বনা করিতেছেন। আপনার চক্ষুঃজলে সরমার পৃষ্ঠদেশ ভাসিয়া গেল। কেন এত শোকের কারণ কি? সূর্যকুমার বীরবংশ্য, উন্নত প্রকৃতির বীর পুরুষ, আবার তাহার সঙ্গে মালিকরাজ আছে। গুপ্তগতির প্রমুখাৎ সুন্দরী যাহা শুনিয়া আসিল তাহায় ত তাহাদিগের জয়োল্লাস হইয়াছে। একথা শুনিয়া আমাদিগের

আমোদ করা উচিত। তবে কেন সকলেই মুগ্ধ হইয়া রোদন করিতেছি ও তাহাদিগের অমঙ্গল ঘটাইতেছি।”

সরমা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, “মালতি, সূর্যকুমারের কুশল সমাচার জন্য কিছু আমার এত চিন্তা হয় নাই—আমি জানি সে ধার্মিক চূড়ামণি কখন বিপদে পড়িবে না—মা কালী তাহাকে সর্বদা রক্ষা করিবেন। আমার উদ্বেগ অন্য-কারণ-মূলক। ভগ্নোৎসাহে মন আমার মথিত হইয়াছে—আমি কখন অকারণ হাস্য করি, আবার পরক্ষণেই হাস্যে অশক্ত বুঝিয়া নিস্তব্ধ হই, আবার কখন অকারণ আমার মন কাঁদিয়া উঠে, কিছুতেই বাগ মানে না। আমি স্বয়ং কোন কারণ বুঝিতে পারি না--কেবল হানি সূচক উদ্বেগ।”

বিমলাদেবী ঘরে আসিয়া বলিলেন, “কি গো সরমা দিদি, কেমন আছিস্? ওমা সরমা তোমার মুখ মলিন যে? মহারাজ উপযুক্ত কন্যার পাত্র কাহাকে মনোনীত করিয়া-ছেন? আহা! এ রত্ন যে পাইবে সে সংসার ত্যাগ করিয়া দিবা রাত্রি সরমার সেবায় নিযুক্ত থাকিলেও শ্রেয়ঃ! সরমা দিদি, তোর বর কোথায় সাব্যস্ত হইয়াছে?”

মালতী বলিল, “বিধাতা যোগ্যেই যোগ্যা নিয়োজন করেন। সরমার যোগ্য বর এ দেশে নাই।”

মহিষী বলিলেন, “ছোটখুড়ী, মহারাজ সরমার জন্য জয়ন্তীরাজকুমার সূর্যকুমারদেবকে বর স্থির করিয়াছেন। ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে? সেদিন মহারাজ রাজ সহসা এ কথা উত্থাপন করিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সদ্য বিবাহের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। আমরাও

মাতিলাম—যমুনা পরুইয়ে মহা উৎসাহ হইল। কিন্তু আমরা অত্যন্ত মনস্তাপ পাইলাম। তৎকালে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ নিরুদ্দেশ হইল,—উৎসাহভঙ্গ হইল; আমার সরমা মূর্চ্ছান্বিতা হইয়া মুক্তকঞ্চুকর্পিণীর ন্যায় জীর্ণা ও ম্রিয়মাণা হইলেন। আহা! তদবধি সরমার ভাবান্তর হইয়াছে, এত বুঝাইতেছি কিছুই মানে না। মালতি, তুমি সূর্যকুমারের কি সমাচার পাইয়াছ?"

মালতী বলিল, "সুন্দরীর মুখে শুনিলাম যে, রায়গড়ের গুপ্তগতি সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে মহারাজা মানসিংহের বজবজের স্কন্ধাবারে দেখিয়া আসিয়াছে। সে বলিল তাঁহারা মানসিংহের সৈন্য লইয়া ইন্দুমতী উদ্ধারের জন্য ও তত্রত্য ফিরিঙ্গী শাসনের উদ্দেশে সনদ্বীপ গিয়াছেন।"

বিমলা বলিলেন, হাঁ! তাতো জানি। কিন্তু আমি এই শুনিয়া আসিলাম যে তাহারা ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে তাহার বৃদ্ধ পিতা সহ উদ্ধার করিয়া সনদ্বীপ হইতে ফিরিঙ্গী দূরীকরণান্তে কয়েক জন বন্দী সঙ্গে আনিয়াছে ও অদ্যই অনুমান করি মহারাজ মানসিংহ রায়গড় আক্রমণ করিবেন।"

কমলাদেবী ব্যস্তে বলিলেন, "ভগ্নি, আমার ইন্দু কোথায়? সে বজবজে আসিয়া সেই খানেই রহিল! এখানে আসিল না কেন? এখানে তাহাকে ত্বরায় আনাও। দুষ্ট ফিরিঙ্গীরা বাছাকে কতই কষ্ট দিয়াছে ভাবিলে আমার হৃদয় ফাটিয়া যায়! বাছা আমাদিগের অন্ধের নড়ি।"

বিমলা বলিলেন, "দিদি, আমি শুনিবামাত্র পত্র পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু অপর একজন চর আসিয়া বলিল, পত্রবাহক

বজবজে পৌঁছিতে পারে নাই, পথেই ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধের উদ্যোগে লোকের গমনাগমন রোধ হইয়াছে; সমাচার পাওয়া যায় না। মহারাজ মানসিংহের স্কন্ধাবারে সূর্যকুমার ও মালিকয়াজ আছেন, ইন্দুমতীর শুশ্রূষা অবশ্যই হইবেক। মানসিংহও বীরপুরুষ, তাহাতে আবার সূর্যকুমার আর সেই অজ্ঞাত বর্মাবৃতপুরুষ আছেন—ইন্দুমতীর জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। সম্প্রতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্য সমূহ উদ্বিগ্ন হইতে হইয়াছে।"

মহিষী বলিলেন, "আমাদিগের কি বিপদ!—শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।"

সরমা সযত্নে বিমলাদেবীর মুখের দিকে চাহিলেন। যেন বিমলার চক্ষুঃ দিয়া অন্তরের লেখা পড়িবেন।

কমলা বলিলেন, "কেন প্রতাপাদিত্যের কি বিপদ? চল—আমরা তাহার নিকট যাই।"

কমলা বলিলেন, "তাহার নিকট যাইয়া কিছুই প্রতিকার করিতে পারিব না। এখন দৈববল ব্যতীত অপর উপায় কিছুই নাই—মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কুগ্রহ উপস্থিত—চতুর্দিকেই শত্রু বৃদ্ধি হইতেছে; তাহার জ্যেষ্ঠজামতা আমাদিগের চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় যশোহরে কারাবদ্ধ থাকিয়া কিছু নিশ্চিন্ত নাই; তাহার প্রজাবর্গ ফিরিঙ্গী শাসনে একান্ত অসন্তুষ্ট; চট্টগ্রামের প্রজারা অধিকাংশ মগ ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া তাহাদিগের প্রকৃত টান যক্ষরাজের দিকে—তিনিও অবকাশ পাইয়াছেন। চট্টগ্রাম যক্ষরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এখন হোগলা ও নলচিঠী বুঝি হাত ছাড়া হয়।"

মহিষী বলিলেন, "জামাতার জন্য আমি কতবার বলিয়াছি, বিশেষ উপরোধও করিয়াছি, কিন্তু কেমন বিষয়ান্ধতা—অনুরোধ করিলে বলেন যে, রাজ্যনায় ও কৌশল স্ত্রীজাতির বোধগম্য নহে। আমি কি করিব—কেবল নিরালে বসিয়া কাঁদি ও কালির স্তুতিবাদ করি—মাতার যাহা মানস তাহাই হইবেক।"

বিমলা বলিলেন, "মহিষি, তোমার গুণ ও সপত্নী-দুহিতার প্রতি প্রেম—জগৎ বিখ্যাত। কি করিবে মা ? রাজা ত তোমার বশবর্ত্তী নহেন। আমরা জানি, যে তোমারই সহায়তায় রামচন্দ্র জীবন লাভ করিয়াছে, নতুবা রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিবার সময় তাহার মস্তক ছিন্ন হইত।"

কমলা বলিলেন, "আহা! আমাদিগের নাতিনী কেহই সুখী হইল না। সরমার এই দশা, তার জ্যেষ্ঠা সুমতীর ত কথাই নাই,—সে নবীনাবালা রাজরাণী হইয়াও আজন্মকাল স্বেচ্ছাবাসে কারাগারে কাটাইল। কিন্তু সে সতী—লক্ষ্মী! এমত পতি-পরায়ণা বালিকা আমি আর কখন দেখি না।"

মহিষী বলিলেন, "আহা! বাছা—নামে সুমতী, কর্ম্মেও সুমতী। বাছা আমার এখন আবার স্বামীসেবা করিতেও নৈরাশ হইয়াছে—রাজা উন্মত্ত হইয়া তাহাদিগের দম্পতী-ভেদ করিয়াছেন—সম্প্রতি তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে রাখিতে আদেশ দিয়াছেন,—পিতার মন এত নিষ্ঠুর হয় তা জানি না। আমি কলঙ্কের ভাগী হইয়াছি—লোক মনে করে যে আমারই হিংসায় মহারাজ তাঁহার কন্যাজামাতাকে কষ্ট দিতেছেন। লোকে ভাবে মহারাজ স্ত্রৈণ, কিন্তু এমত পাষাণ-হৃদয় জীব আর দেখি না।"

কমলা বলিলেন, "মা, তোর মত সতীলক্ষ্মী নাই। তোর ত সপত্নী-কন্যা বলিয়া ভেদ-জ্ঞান নাই—তুমি সুমতীকে সরমার তুল্য ভালবাস। আহা, সে যে সুমতী!"—

সুন্দরী প্রবেশ করিয়া বলিল, "ওমা! কি হবে! চরে আসিয়া বলিল যে, মানসিংহ সসৈন্যে রায়গড় আক্রমণ করিবেন!"

কমলা বলিলেন, "কেন, রায়গড়ের দোষ কি? অনঙ্গপাল দেবকে ডাকাও; রায়গড় প্রস্তুত হইতে বল; আর জনৈক দূত মহারাজ মানসিংহের নিকট পাঠাও;—তাঁহাকে বুঝাও যে, অনাথিনীর রায়দুর্গের উপর ক্রোধপ্রকাশে কি বীরত্ব হইবেক?"

বিমলা দেবী বলিলেন, "মানসিংহের নিকট লোক প্রেরণে প্রয়োজন নাই। আমি তাঁহার পত্র পাইয়াছি। পত্রটি আপনার নামে আসিয়াছিল। আপনি অতিথি-সেবায় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমি স্বয়ং তাহার উত্তর পাঠাইয়াছি।"

কমলা বলিলেন, "ভাল করিয়াছ—তোমার মতেই আমার মত। তুমি বুদ্ধিমতী,—রাজ্যনায়ে বিশেষ দক্ষ,—যাহা করিয়াছ ভালই হইয়াছে।"

বিমলা বলিলেন, "আমি সে পত্র পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলাম। মানসিংহের নিকট হইতে এমত পত্র আসা—উচিত হয় না।"

সরলচিত্তা কমলা বলিলেন, "মানসিংহের বয়োধিক্যে বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে।"

বিমলা বলিলেন, "তিনি প্রতাপাদিত্যের উপর রুষ্ট হইয়াছেন—তাহাকে বাঁধিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইতে বলেন।"

কমলা বলিল, "তাও কি হয়! মানসিংহ অত্যন্ত অত্যা-

চারী! মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার পুত্র,—তাহার ক্রোড়ে মরিলে আমরা এক গণ্ডূষ জল পাইব। আমাদিগের অপর কে আছে?”

বিমলা বলিলেন, “কেবল সেই বিচার নয়, আরও কারণ আছে। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে রায়গড়ের অতিথি, আতিথ্য-সৎকার গৃহস্থের প্রধান ধর্ম। তাঁহাকে আমরা কি প্রকারে শত্রু হস্তে দিতে পারি?”

কমলা বলিলেন, “প্রাণ যায় সেও স্বীকার, রাজ্য যায় তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু আপনার অপত্যকে, বিশেষে আতিথ্য অবস্থায় কিরূপে শত্রু হস্তে সমর্পণ করি? মানসিংহ অত্যন্ত অবিবেচক। রায়গড়ের প্রতোলীপ্রাকারে সৈন্য সংস্থাপন কর। আহা! এমত সময় ইন্দুমতী থাকিলে কতই উদ্যোগ করিত! আবার আমার প্রভাবতী সাহসী স্ত্রীসেনানী আহা, সেও নাই। যেখানে দুর্গের অধিপত্নী স্ত্রী, সেখানে সেনাপত্নীই থাকা উচিত।”

বিমলা বলিল, “সকল সত্য বটে, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ মানসিংহের নিকট আমাদিগের পরমাত্মীয় কয়েক জন আছেন। আমরা বৈর ব্যবহার করিলে, অনুমান করি, তিনি তাহাদিগকে অব্যাহতি দিবেন না। তাহাদিগকে রণপ্রতিভূ-স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন।”

সরমা বলিল, “সূর্যকুমারও ত সেই খানে আছেন। তাঁহার কি হইবে?”

মহিষী বলিলেন, “সরমা তুমি চিন্তিত হইও না, যশোহরেশ্বরী সকলকে রক্ষা করিবেন। তিনি আমাদের



মহারাজের কুলবিধাত্রী ও ইষ্টদেবতা। তিনি থাকিতে আমাদিগের কোন চিন্তা নাই।"

সরমা বলিল, "তাতো জানি কিন্তু স্কন্ধাবারে প্রবাদ, যে যশোহরেশ্বরী বিমুখ হইয়াছেন ও মন্দিরের অপরদিকে ফিরিয়া বসিয়াছেন। মাগো আমাদিগের কি সর্বনাশ!"

মহিষী বলিলেন, "কোন্ দুষ্টাত্মা তোমাকে এ সমাচার দিল! আমি বাছা সেই কথা শুনিয়া অবধি তোমা ছাড়া এক ক্ষণও নেই। কিন্তু পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও এই ভয়ে বিন্দু বিসর্গও তোমাকে ইঙ্গিতে বলি নাই।"

সরমা বলিল, "মা তুমি যদি বলিলে তবে আমিও বলি, আমিশুনিয়াছি যে যশোহরেশ্বরী মহারাজার সভায় আমার দিদি সুমতীর রূপ ধরে 'যাই যাই' বলিয়া ছল পুর্বক ত্যক্ত করায়, মহারাজ তাঁহাকে কটু বাক্যে বিদায় দেন। আহা যশোহরেশ্বরীর কি কৃপা! জানান না দিয়া বিমুখ হইলেন না! আবার মহারাজের দুরদৃষ্টের উদয়ের পুর্বেও যশোহরের মন্দিরস্থ প্রতিমূর্ত্তি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজকে সতর্ক করিতেছেন; ইহাতেও কি মহারাজের চৈতন্য হয় না! মহারাজ ভবানীর বরপুত্র হইয়াও এমত নির্বোধ হইলেন কেন? মা এই সব ভাবনাই আমার রোগের কারণ।"

বিমলা বলিলেন, "সরমা, রাজার প্রতি গ্রহেরা অপ্রসন্ন হইয়াছেন সন্দেহ নাই, নতুবা এ হেন দিগ্বিজয়ী রাজার অভাব কি? আর চিন্তাই বা কি? যিনি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিককে পরাজয় করিয়া বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনি অতি সামান্য বিষয়ে মুগ্ধ হইলেন! আহা! তাঁহার কি স্বার্থ

চিন্তা নাই। তিনি দিল্লীর সহিত সন্ধি রাখিয়া একছত্রী হইয়া পরম সুখে বঙ্গের উন্নতি সাধন ও স্বীয় যশোকীর্ত্তির সহিত রাজ্য সম্বর্দ্ধন করিতে পারিতেন। কিন্তু আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। দিল্লীর কৃপায় পিতা ও পিতৃব্যের হস্ত হইতে রাজ্য লইয়া স্বীয় শিরে মুকুট বসাইলেন। দেখিতেছি, সে যে ক্ষণেকের জন্য হইল। আবার কণ্টক ফুটিতেছে, এখন মুকুটের দায়ে মস্তক পর্যন্ত যায়। মুকুটও ত ছাড়ে না। এতে একা মহারাজের ক্ষতি নহে; এ বঙ্গের অধোগতি। এই হইতেই বঙ্গের স্বাধীনতা ফুরাইল। বাঙ্গালার সূর্যের এইবারে মহা অস্ত হইল। হায়রে! যদি প্রতাপাদিত্য বুঝিয়া চলিতে পারিত, তবে এত দিনে বাঙ্গালার স্বরও পরিবর্তন হইত।"

সরমা বলিলেন, "মা আমি একবার দিদির সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি অনেক দিন তাঁহাকে দেখি নাই, আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে। দিদি সতি লক্ষ্মী তা না হলেই বা যশোহরেশ্বরী তাঁহার বেশে মহারাজার নিকট কেন যাইবেন!"

মহিষী বলিলেন, "মহারাজকে তোমার ইচ্ছা জানাইব। এ আর দুর্লভ কি, সুমতীকে আনাইলেই হইবে। না হয়ত আমরাই যশোহর যাইব।"

কমলা বলিলেন, "সুমতী বাছাকে আমি ও অনেক দিন দেখি নাই। সুমতী কেমন আছে? তাহার সন্তান সন্ততি কি হইয়াছে?"

বিমলা বলিলেন, "দিদি, আহা সুমতী বড়ই মনের কষ্টে আছে। সে এখন কারাগারে থাকিয়াও পতিসেবা করিতে

পাইতেছে না। মহারাজ পাপকলস ক্রমেই পুর্ণ করিতেছেন !"

সুন্দরী ব্যস্ত হইয়া ঘরে প্রবেশ করিলে বিমলা বলিলেন। "কিগো এত দ্রুত কেন ?"

সুন্দরী বলিল, "দ্বারে ভজহরি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে ; সে বজবজে হইতে আসিয়াছে ; তাহার নিকট কমলার দেবীর জন্য পত্রও আছে।"

বিমলা বলিলেন, "কৈ ভজহরিকে ডাক।"

সুন্দরী ক্ষণেক পরেই ভজহরিকে লইয়া উপস্থিত হইলে ভজহরি ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "বড় মা, এই ইন্দুমতীর পত্র ; ছোট মা, এটী আপনার জন্য ; আর সরমার জন্য এইটীসূর্যকুমার দিয়াছেন। এটি মালতীর জন্য মালিকরাজ আমার হস্তে গোপনে সঁপিয়াছেন। আর বড়মা ঠাকুরাণীর নিকট আমার অপরাপর সমাচার আছে।"

কমলা পত্রটী হাত পাতিয়া লইলেন ও বলিলেন, "বাছা ঘাটে মুখ হাত প্রক্ষালিয়া আসিয়া বস। পথশ্রম নিবারণ কর। বিমলা এঁকে কিছু খাইতে দাও। আহা! বাছার মুখ কালী বর্ণ হইয়াছে। ভজ! বাবা! কখন বজবজে হইতে ছাড়িয়াছিলে। আহা রৌদ্র লাগিয়াছে। সরমা দিদি; ভজকে একটী নারিকেল দিতে বল।" স্বয়ং উঠিয়া এক খানি পাখা লইয়া বলিলেন, "নে বাছা ধর একটু বাতাস খা।"

ভজহরি ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পাখাটি লইল। বিমলা দেবী পত্রটী পাঠ করিয়া কোন কথা কহিলেন না।

কমলা বলিলেন, "বিমলা, তুই ভাই এ পত্র খানাও পড়্। ইন্দু কি লিখিয়াছে ?"

বিমলা পত্রটী হাত পাতিয়া লইয়া পড়িলেন, ও কমলাকে অন্তরে লইয়া বলিলেন, "দিদি, ইন্দু লিখিতেছেন যে মহারাজ মানসিংহ তাঁহার পত্রের উত্তর না পাওয়ায় বিনা সম্বাদে রায়গড় আক্রমণ করিবেন। ইন্দু আমাদিগকে মহারাজ মান সিংহের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। এক্ষণে আমার পরামর্শ, ইন্দুমতীর মতানুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু রায়গড় আক্রান্ত হইলেই, অধীনস্থ সমস্ত সেনাই স্বতঃ খড়্গহস্ত হইয়া উপস্থিত হইবে ও মানসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র চালন করিবে; তাহা কি প্রকারে শান্ত করা যায়?"

ভজহরি নিকটে যাইয়া বলিল, "ছোট মা, আমি স্বয়ং আসিয়াছি, অদ্যই গ্রামে গ্রামে যাইয়া সকলকে সমাচার দিব ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অজ্ঞাতে এ দুর্গ হইতে পলাইব। আপনারা সাবধানে থাকিবেন। দিঘীর দক্ষিণ তীরে প্রধান সভা মন্দিরে যাউন, সে খানে গোলা যাইবে না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন। অনঙ্গদেব পাল সনদ্বীপ হইতে আসিয়াছেন তিনিও এই বিষয়ে আপনাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি গ্রামের প্রধান ও মণ্ডল দিগকে স্বয়ং যাইয়া বলিবেন ও যদ্যপি পারেন ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাজ মানসিংহের দলভুক্ত হইবেন। তিনি বলেন এক্ষণেপ্রতাপাদিত্য রায়গড়ের শত্রু, কেননা তিনি সেনা নিবেশ দ্বারা অনধিকার স্থানে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। চরের মুখে শুনা যায় যে তাঁহার রায়গড়ে আসিবার মূল উদ্দেশ্যই গড় অধিকার করা। এরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতা দ্বারা স্ত্রী দ্বয়ের হস্ত হইতে দুর্গ কাড়িয়া লওয়া তাঁহার উচিত হয় নাই।"

বিমলা বলিলেন, "আমরা ইহার প্রতিকার করিব। তুমি বিশ্রাম করিয়া মানসিংহের স্কন্ধাবারে যাও ও বলিও যে আমরা প্রতাপাদিত্যের চাতুরী এতক্ষণে বুঝিলাম। আমরা দুর্গ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা পাইব।"

কমলা বলিলেন, "ইন্দুমতী কেমন আছে?"

ভজহরি বলিল, "তিনি ভাল আছেন, আপনাদিগকে তাহার প্রণাম জানাইয়াছেন। প্রভাবতী আপনাদিগের অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ও মঙ্গলাদি সমাচার লইয়া যাইতে বলিয়াছেন ও কমলা দেবীকে তাঁহার জন্য আচার পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

কমলা বলিলেন, "বিমলা ভাই, ভজহরিকে ভাল আচার আনাইয়া দাও, প্রভা আচার ভালবাসে। আহা! বাছা সনদ্বীপে কতকষ্টই পাইয়াছে"।

বিমলা ভিতরে আসিয়া বলিলেন, "মহিষী, চল আমরা সভামন্দিরে যাই। যেরূপ সমাচার পাইতেছি, তাহাতে এখানে থাকা ভয়ের বিষয়। প্রতোলীপ্রাকারের এত সন্নিকটে থাকা উচিত নহে। মহারাজকে এ সমাচার পাঠাইয়া দাও। ভজহরি তুমি এস আমার নিকট হইতে পত্র লইয়া রায়গড়ত্যাগ কর।"

ভজহরি বিমলাদেবীর পশ্চাৎ গমন করিয়া দিঘীর কুলে উপস্থিত হইল।

বিমলা বলিলেন, "তুমি যাইবার পূর্বে একবার আয়ুধাগারে যাইবা, শিবচন্দ্রকে বলিবা যে আয়ুধ ও বারুদ ও গুলী ইত্যাদি ত্বরায় স্থানান্তর করুক।"

ভজহরি বলিল, "আমি আসিবার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সে বলিল প্রতাপাদিত্যের অনুমতিতে আয়ুধ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি প্রতোলীপ্রাকারের নিকটস্থ দণ্ডাগার মধ্যে পাঠান যাইতেছে।"

বিমলা বলিল, "ভাল, এ অবস্থায় আমাদিগের কৌশলে কার্য সাধন করিতে হইবে। রায়গড় এখন প্রতাপাদিত্যের অধীন। আমরা এখন বলহীন নিঃসহায়। তাহাকে আমার নিকট, পাঠাইয়া দাও। এই মন্দির প্রতোলী প্রাকারের নিকট আয়ুধাদি রক্ষার উপযুক্ত স্থান।"

ভজহরি বলিল, "আমি তবে এখন যাই শিবচন্দ্রকে ডাকিয়া দিব।"

বিমলা বলিলেন, "তুমি কোন দিক্‌দিয়া আসিলে ?"

ভজহরি বলিল, "আমি সুড়ঙ্গ দিয়া আসিয়াছি ও সেই পথেই যাইব। ছোট মা প্রণাম। আশীর্বাদ করুন ত্বরায় ফিরিয়া আসি। হায়! অকারণ পরের দায়ে রায়গড়ের ধননষ্ট, অস্ত্রক্ষয় ও দুর্গহানি।" ভজহরি চলিয়া গেল, বিমলা স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বিষণ্ন সরমার শ্রান্ত মন ক্রমে শরীরকে অবসন্ন করিলে, তিনি কমলার ক্রোড়ে নিদ্রিতা হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"স বব্রে মহতীম্ নিদ্রাম্ তমসাগ্রস্তচেতনঃ"।

বেলা ১০টা হইয়াছে, প্রাতঃকালাবধি অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হওয়ায় গ্রামে লোক গমনাগমন প্রায় নাই। রাজমার্গ প্রায় জনশূন্য; জনৈক রাজকর্মচারী দ্রুতপদে যাইতেছে, পথে কিলেদার গোবর্দ্ধন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ব্যস্তে তাহাকে অভিবাদন করিয়া পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল।

গোবর্দ্ধন রায় আকারে খর্ব, কিন্তু বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫। সতেজ চক্ষু, সর্বাঙ্গ লোমাবৃত, মস্তকটি ছোট, তনুর পরিমাণে ক্ষুদ্র। দেহরাগ উজ্জ্বল শ্যাম। দেখিলেই বোধ হয় যেন বিধাতা তাহাকে নির্জনে বসিয়া অল্প ও সামান্য মৃত্তিকায় যত দূর শোভা সম্ভব তাহা দিয়াছেন। কেননা গোবর্দ্ধনের মুখশ্রী মন্দ নহে। এখন জোড়ায় সর্বাঙ্গ আবৃত থাকায় বিশেষে মস্তকে জরীর তাজে মাথাটী নিতান্ত ছোট দেখাইতেছে না; গোবর্দ্ধনের আকার ভুলিয়া গেলে মুখ ভোলা যায় না; ক্ষীণও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ চিবুকে যেন স্বার্থপরতা মাখা আছে। আর ভ্রূদ্বয় নাসিকা মূলে মিশাতে কথঞ্চিৎ আঁচল-অধীন বলিয়া পরিচয় দিতেছে। সতেজ ও অস্থির চক্ষে স্বার্থ প্রবণতায় ইষ্ট অনুসন্ধান করিতেছে। ঊর্দ্ধোষ্ঠ অপেক্ষা অধরোষ্ঠ স্থূল ও বড় থাকায় কথকটা অনুচ্চ প্রকৃতির চিহ্ন স্বরূপ হইয়াছে।

গোবর্দ্ধন রায় অশ্বে যাইতেছিল, উহাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জেহের এমন সময় কোথায় যাইতেছে ?"

জেহের বলিল। "মহাশয় আমি হুজুরের নিকট যাইতেছিলাম চাঁদখাণে একটা হেঙ্গাম ঘটিয়াছে, রামচন্দ্র রায় মরিয়াছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "য়্যাঁঃ! কি বল্লে, রামচন্দ্র রায় মরেছে! কেন তাহার কি হইয়াছিল ? কৈ আমাকেত কেহ কোন কথা শুনায় নাই। তাহার কোন রোগের সমাচার ত পাই নাই। কি হইয়াছিল ?"

জেহের বলিল, "মহাশয়, কৈ এমত কিছুই ত হয় নাই। কালরাত্রে যখন দেড় প্রহরের পাহারা বদল হয় তখন আমি রীতিমত তাঁহার ঘরে গিয়াছিলাম। তাহাকে এক খানা কেতাব পড়িতে দেখিয়া আসি। তার পর আজ প্রাতে হারু আসিয়া আমাকে বলিল, যে আজ সকালে ঘর খুলিতেই দেখিলাম রামচন্দ্র রায় যেমন দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। এক খানি বহি ডাইনে পড়ে আছে। প্রদীপটী নিকটে জ্বলিতেছে। আমি শুনিয়া দেখিতে গেলাম ও ঐ ভাব দেখিয়া ভয় হইল। কেমন চক্ষু বুজাইয়া বসিয়া আছে, বোধ হয় যেন ঘুমাইতেছে। কোন সাড়া শব্দ নাই। আমি গিয়া ডাকা ডাকি ঠেলা ঠেলি নানান রকম করিলাম। কে কারে ডাকে, ও কে কারে বলে। নাকে হাত দিয়া দেখিলাম নিশ্বাস পড়ে না। কেবল উপসর্গের মধ্যে মুখ দিয়া গোটা লাল ভাঙ্গিয়াছে ও চোয়াল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মহাশয় চলুন দেখিবেন কি ব্যাপার।"

গোবর্দ্ধন রায় যশোহরের কিলেদার, তত্রত্য কারাগার ও পেটা তাহার অধীনে ছিল। তিনি জাতিতে বৈদ্য, বহুকালাবধি ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। চাঁদখাণের আমলে তাঁহার পিতা ঐ পদে ছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের একজন বিশ্বস্ত প্রধান কর্মচারী। যদিচ যশোহরে তাহার উপরস্থ অপর দুই তিনটী কর্মচারী ছিল কিন্তু প্রতাপাদিত্যের বিশ্বস্ত বলিয়া তাহার অবিদ্যমানে সকলেই রায় মহাশয়ের মত না লইয়া কোন কর্ম্ম করিত না। যে দিন সনদ্বীপ হইতে বর্মাবৃত পুরুষ বজ্রবজে প্রত্যাগমন করেন সেইদিন যশোহরে এই ব্যাপার ঘটনা হয়। গোবর্দ্ধনরায় রামচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু শোকসূচক কোনপ্রকার ভাবভঙ্গি দেখা গেল না। জেহেরের কথা শুনিয়া একটু নিস্তব্ধে স্থির হইয়া থাকিয়া বলিলেন "জেহের আমি চাঁদখাণে যাইতেছি, তুমি শীঘ্র নাএব ও ফৌজদারকে সেইখানে লইয়া আইস।" জেহের শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল, রায়মহাশয় চাঁদখাণের দিকে অশ্ব চালাইলেন। বেগে অশ্ব চলিল ক্ষণেকে চাঁদখাণের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারের বাহিরে পিণ্ডলের উপর কারাগারের গাব্ধিক চণ্ডীচরণ দত্ত দাড়াইয়াছিল, অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলে গোবর্দ্ধন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার হস্তে অশ্বের কবীয় দিলেন। চণ্ডীচরণ কবীয় ধরিয়া অশ্বকে পিণ্ডলপারে নিকটস্থ একটি গাছের ডালে বাঁধিয়া গোবর্দ্ধনের পশ্চাৎ গমন করিল। গোবর্দ্ধন কারাগারের অঙ্গণে প্রবেশ করিয়া পক্ষপালী দিয়া ভিতর

বাটীতে গেলেন। গান্ধিক দত্তজ তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। রামচন্দ্রের ঘরের দ্বারে আসিলে দত্তজ বলিল "হুজুর কাল সন্ধ্যার সময় রামচন্দ্র রায় আমার নিকট হইতে কাগজ কলম আনাইয়া লইয়াছিলেন। রাত্রির মধ্যে কি হইল বলিতে পারি না। হায় সংসার কি অনিত্য!"

গোবর্দ্ধন বলিল "দত্তজ! হঠাৎ কি রোগ হইল বলিতে পারি না। তুমি দেখিয়াছ কি হইয়াছে?"

দত্তজ বলিল, "আজ্ঞা না আমি এই আসিতেছিলাম, পথে জেহের আমাকে এই সমাচার দিল। মহাশয় আসুন ভিতরে আসুন"।

গোবর্দ্ধন বলিল, "তুমি ঘরে যাও আমি যাইতেছি"

চণ্ডীচরণ দত্ত অগ্রে গৃহে প্রবেশ করিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল "কি আশ্চর্য এ দেখে কে বলিবে যে মরিয়াছে; যেমত বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া আছে! আবার প্রদীপটীও জ্বলিতেছে।"

রামচন্দ্র রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজপুত্র। পিতার মৃত্যুর পরে রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অল্পদিন মধ্যে স্বীয় শ্বশুরের কোপে পড়িয়াছিলেন। দেখিতে অতি সুন্দর। ক্ষীণ শরীর বলিয়া কিছু অস্থি পঞ্জর দেখা যায় না। স্বভাবতঃ তাঁহার আকৃতি স্থূল নহে বরং স্ত্রীলোকদিগের মত সুগোল হওয়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোমলতা বৃদ্ধিকে পাইয়াছে। বহুকাল কারাবাস বলিয়া শরীরের সন্ধিস্থানে কর্দমাদি জমিয়াছে, বোধ হইতেছে যেন নিকষ হেমপাত্রে পঙ্কপড়িয়াছে। রামচন্দ্র দীর্ঘকায়, শরীরের উপযুক্ত প্রশস্ত বক্ষস্থল ও যথা যোগ্য দীর্ঘবাহু।

দেখিলে সুশ্রী স্থিরপ্রকৃতির রাজকুমার বোধ হয়। বয়ঃক্রম যদিচ প্রায় ২৫ বৎসর কিন্তু শরীরের বাল সুলভ লালিত্য আজও নষ্ট হয় নাই। অনুমানে প্রায় পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কম বোধ হয়। চক্ষু মুদিত আছে কিন্তু ভ্রূরেখার গাম্ভীর্য ও কৃষ্ণত্ব গৌর ললাটের উপর শোভিয়াছে। গণ্ডে ও চিবুকে টোল থাকায় মুখশ্রী অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছে। গোবর্দ্ধন গৃহে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সেই সময় ফৌজদার মানুল্লা আসিয়া "বন্দগী রায় মহাশয়" বলিয়া অভিবাদন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। বলিল "একি রামচন্দ্র যে অক্কা পেয়েছেন। যৈসা বসে ছিল ঐসা হেলিয়া আছে। কি তাজ্জুব! মৌত এয়সা হৈয়। কি হইল কিসে মলো। খোদার কেরামত কিছুই সমঝা যায় না। রায়মহাশয় এ মল কিসে!"

গোবর্দ্ধন বলিল, "কিছু বলিতে পারি না। মুখে গোটা লাল ভাঙ্গিয়াছে। সাপে খেয়ে থাকিবে।"

মানুল্লা বলিল, "তা হতে পারে। লেকেন সাঁপের দাঁতের নিসান কোথা?" বলিয়া সর্বাঙ্গ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন বলিল, "সাপে খেলে কি ঢলে পড়্‌ত না? যেমন ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিল সেই মতই আছে!"

মানুল্লা উঠিয়া ঘরেরদিকে দেখিয়া এক কোণ হইতে একটা তীক্ষ্ণাগ্র তীর উঠাইয়া লইয়া বলিল, "এ তীর এখানে কেন?"

গোবৰ্দ্ধন ঘরে প্রবেশ করিয়া তীরটী হাতে করিয়া লইল ও যত্নে তাহার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া বলিল 'ইহার অগ্র বক্র হইয়াছে কোন কঠিন দ্রব্যে আঘাত লাগিয়া থাকিবেক।'

মানুল্লা চারিদিক দেখিতে দেখিতে গবাক্ষের বিপক্ষ প্রাচীরে খানিকটা বালি ও চূর্ণ খসা দেখিয়া বলিল, "এই খানে নয়া দেওয়াল ভাঙ্গা দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি" পরে কতক টুক্‌রা কাগজ উঠাইয়া বলিল "এ কোণে এ কাগজগুলি কেন" ?

এমত সময় নাএব কৃপারাম চট্ট আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া চমকিয়া উঠিল, বলিল, "আহা এ সুপুরুষের অকস্মাৎ এরূপ কেন হইল? বিধাতার সমস্ত ইচ্ছা। সুমতীর কি সব নাশ। আহা বাছা অল্প বয়েসে মাতৃহীনা। তাহাতে আবার স্বামীর বশীভূতা হওয়ায় পিতার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে, এক্ষণে বিধাতা তাহাকে বৈধব্য যন্ত্রণায় ফেলিলেন! কিলেদার মহাশয় অনুমতি করুন সুমতীকে একবার এখানে আনা যাক। জন্মের তরে একবার তাহার স্বামীকে চক্ষু দিয়া দেখুক।"

গোবৰ্দ্ধন বলিল, "দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু বিবেচনা করিলে এ একপ্রকার ভালই হইয়াছে। রাজপুত্র কারাগারে জীবন কাটাইবার অপেক্ষা প্রাণে মরা ভাল। তুমি যে সুমতীকে এখানে আনাইতে বলিতেছ তাহায় আমার সাহস হয় না। পাছে সুমতীর সহিত তাহার স্বামীর কদাচ সাক্ষাৎ হয় উদ্দেশে, মহারাজ উভয়কে কারাবদ্ধ করিয়াছেন। নতুবা সুমতীকে কারাগারে রাখা তাঁহার কিছু বড় ইচ্ছা নহে।"

কৃপারাম বলিল, "রাজার অনুমতির বিরুদ্ধ হইবেক বটে; কিন্তু মরণের পর আর কাহার অধিকার? এক্ষণে শাস্ত্রসম্মত সুমতীই সংস্কারের অধিকারিণী। সেই শ্মশানে অগ্নিকার্য্যের বেলা দেখা হইবার পূর্ব্বে একবার এখন দেখা হওয়া ভাল। নতুবা সুমতীকে অত্যন্ত শোক লাগিবেক। অনুমান করি মহাশয় এ বিষয়ে যাহা করিবেন, মহারাজ তাহায় অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি একবার সুমতীকে সমাচার দেওয়ান।

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমি তাহায় অক্ষম। মহারাজের স্পষ্ট অনুমতি ছিল যে এ স্ত্রী পুরুষে শ্মশানেও সাক্ষাৎ করিতে দিও না। তিনি বলিয়াছিলেন যে একের মৃত্যু হইলে অপরে সংস্কার করিতেও যাইবেক না। ফলে তাহার অনুমতি মতে রামচন্দ্রের সংস্কার নিষেধ। রামচন্দ্রের শব বনে ফেলিয়া দিবার অনুমতি আছে।"

কৃপারাম বলিল, "মহাশয় উক্ত আদেশ আমিও বিশেষ অবগত আছি। মহাশয় যদ্যপি আমাকে সাহস দেন ত আমি স্বীয় স্কন্ধে সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া সুমতীকে এখানে আনাই।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমার তাহে কিছুই বক্তব্য নাই। কারাগার তোমার শ্বারস্তাধীন। তোমার অনুমতি এ কারাগারে প্রবল। যদিচ তুমি আমার অধীন ও বশবর্ত্তী বট তথাচ এ সমস্ত ব্যাপারে তুমি স্বাধীন। তুমি বিবেচনা কর ও শেষে আমাকে দোষের ভাগী না হইতে হয় ত যাহা ভাল বোঝ করহ। আমি যেন এ সকল বিষয় অবগত নহি।"

কিয়দ্দিন ভর্তৃসেবায় আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু রোষপরবশ পিতা কারাগারেও দম্পতীর পরস্পরের সহবাসে কষ্টের হ্রাস হয় দেখিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করে। সুমতী তদবধিই একাকিনী কারাগারে অনাথা দীনার ন্যায় কালযাপন করিতেন।

চণ্ডীচরণ কৃপারামের আদেশ মতে চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন-বলিল, "কৃপারাম বহুদিন যাবৎ মহারাজের কোন বিশেষ সমাচার পাই নাই। শুনিতে পাই মহারাজ নাকি পুরুষোত্তম দর্শনে ত্বরায় যাত্রা করিবেন। কিন্তু আবার নাকি মহারাজমানসিংহ বাঙ্গালায় দণ্ডযাত্রায় আসিয়াছেন। অদ্য শুনিলাম যমুনাপরুই হইতে আদেশ আসিয়াছে ও তজ্জন্য অত্রত্য প্রধান প্রধান সেনাপতিরা স্বীয় স্বীয় সৈন্য লইয়া তথায় যাইতেছিল, পথিমধ্যে রাজাজ্ঞানুসারে আবার যশোহর প্রত্যাগমন করিবে। যশোহরে সোণারগ্রামের নবাবের আসিবার কথা শুনিতে পাই।"

কৃপারাম বলিল, "বঙ্গের লক্ষণ বড় ভাল দেখিতে পাই না। মানসিংহের সভায় ভবানন্দ উপস্থিত হইয়াছেন ও গত ঝটিকাতে বিশেষ সহায়তা করায় বাগোয়ান পরগণার রাজত্ব পাইবার আশা করিতেছেন। স্বজাতি অন্তসলিল না বহিলে মহারাজ মানসিংহ কিছু বঙ্গে প্রতিপত্তি পাইতেন না। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে অকাল ঝড়ে তাঁহার সেনা অবসন্ন হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভবানন্দের সাহায্যে নৌকা ও রসত লাভে লব্ধজীব প্রায় হইয়াছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ভবানন্দের অদৃষ্ট ভাল। আজ

রায়গড় কমলা বিমলার কুল



কাল তাহার প্রতি বৃহস্পতি সুপ্রসন্ন। কোথা দেবতাপ্রতিষ্ঠার আয়োজন কোথা নৃদেব পূজা? ও হয়ত এই অবকাশে তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধ হইল। ঝড়ে ও বারিদবর্ষণে অকাল হওয়ায় প্রতিষ্ঠাদি দৈব কর্মে ব্যাঘাত হইল বটে, কিন্তু এমনি তাহার প্রতি বিধাতার শুভ দৃষ্টি যে অসম্ভাবি ঘটনায় ভবানন্দ মানুষ হইয়া গেল। কৃপারাম, কি হইতে কি হয় কেহই বলিতে পারে না! দুর্দৈবে অপরের পক্ষে উভয় কুল ক্ষতি হইত। আয়োজিত দ্রব্যের হানি ও উৎসাহভঙ্গ। কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে ভবানন্দের সমস্তই মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। সত্য বলিতে কি লোকে বলে যে ভবানন্দ পূর্বাবধি মহারাজ মানসিংহের বঙ্গে দণ্ডযাত্রার বিষয় অবগত ছিলেন। পাছে স্পষ্ট আয়োজন করিলে আমাদিগের মহারাজের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এই ভয়ে দেবপ্রতিষ্ঠা বলিয়া একটা রটনামাত্র করিয়াছিলেন।"

কৃপারাম বলিল, "মহাশয় ভবানন্দের কথা কন কেন। ভবানন্দ বালক কালাবধি শুভ গ্রহের ফল ভোগ করিতেছেন। সমুদ্ধারের বিষয় লাভ, হুগলিতে নবাবের অনুগ্রহে পারসী শিক্ষা, আবার কানুনগোই পদাভিষেক; পরে বল্লভপুরের রাজ্য এ সমস্তই শুভ গ্রহের দৃষ্টির চিহ্ন সন্দেহ নাই। যদি মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, সুযোগ পাইয়া থাকেন, তবে ত তিনি বঙ্গে এক জন প্রধান অধিকারী হইবেন সন্দেহ নাই। দুর্গাদাস তাহার শৈশবাবধি বুদ্ধিজীবী ও পরম সাহসিক।"

একজন পদাতি আসিয়া বলিল, "মহাশয় যমুনা-পরুই হইতে আগত জনৈক অশ্বারোহী পতামায় দ্বারে অপেক্ষা

করিতেছে। মহাশয়দিগের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হস্‌-বল্‌হুকুম আছে, বলিতেছে আপনাদিগের হস্তে অর্পণ করিবে।"

কৃপারাম ও গোবর্দ্ধন সমাচারটী শুনিয়া পরস্পরের দিকে স-ভাব দৃষ্টি করিয়া একত্রে ব্যস্তে কারাগারের দ্বারাভিমুখে গেলেন। দেখেন চাঁদখাণের পিণ্ডলের অনতিদূরে একটী গাছের তলে একটা অশ্ব পড়িয়া আছে। তাহার পার্শ্বের গাছে আশ্রয় করিয়া অশ্বারোহী বসিয়া আছে। ইহাদিগকে আসিতে দেখিয়া সে অতি কষ্টে গাত্রোত্থান করিল।

গোবর্দ্ধন বলিল। "ভিখারী সিংহ তোমার অশ্বের কি হইল? কতদূর হইতে আসিতেছ?"

ভিখারী পতামায় বলিল, "হুজুর বন্দগী! ইঃ ঘোড়ী বরোবর্ যমুনা সে মেরে সওয়ারীমে আতি থী। অব্ গির্ পড়ি। হোর্ খড়ী ন হোগী। ইসকী দম্ নিকল্ গয়ী। জান্ ভি গয়ী। মেরে পিয়ারকি ঘোড়ী থি। বচ্‌পন্‌সে মৈনে ইস্‌কী হেফাজৎ কি। বহোত কড়ী পানি কী জানোবর রহী। অব ইস্‌কী বকৃত আ পঁহুচি।" বলিয়া আপনার বক্ষঃস্থল হইতে চর্ম্মাবৃত এক পত্র লইয়া গোবর্দ্ধনের হস্তে দিল। "উজীর বাহাদুর নে মুজ্‌কো ইস্ লেফাকা দি, হোর হুজুরকী দস্তমে দাখিল করনে কো ফরমায়া। গোস্তাকী মাপ কিজিয়ে, মৈনে নেহায়েৎ কাবু হুবা হুঁ" বলিয়া বসিয়া পড়িল।

গোবর্দ্ধন পার্শ্বস্থ দণ্ডপাংশুলকে ভিকারী সিংহের সুশ্রুষা করিতে বলিয়া পত্র লইয়া কৃপারামকে ডাকিয়া কিছু অন্তরে

গেলেন ও পত্র পড়িয়া কৃপারামের হস্তে দিলেন। কৃপারাম পত্রটী আদ্যন্ত পড়িয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। আবার আদ্যন্ত পড়িয়া বলিল "মহাশয় এরূপ ঘন ঘন বিপরীত অনুমতির কারণ কি? সে দিন সমস্ত ফৌজ যমুনাপরুইয়ে তলব হইল; আজ আবার তাহাদিগকে যশোহরে থাকিতে অনুমতি আসিল; এ ব্যাপারখানা কি? যশোহরে এত ফৌজ থাকিয়া কি করিবে। হস্‌বল্ হুকুমে দেখাযায় যে উজীর স্বয়ং মহারাজের আদেশে এই হস্‌বল্ হুকুম জারি করিয়াছেন ও লেখেন যে অনুমান হয় সোণারগ্রামের নবাব ত্বরায় যশোহর আক্রমণ করিবেন, অতএব আক্রমণের পুর্ব উদ্যোগ যথা বিহিত করিতে আদেশ করিতেছেন।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ভালই হইয়াছে। যমুনা যাইতে যাইতে পথ হইতে ফিরিয়া আসায় ভট মণ্ডলীতে উৎসব ভঙ্গ ও উৎসাহ রহিত হইয়াছিল এমত কি ভাটীর জন্য গোলযোগ করিতেছিল। অনেকে বলিয়াছিল যে আমরা বিদেশ গমনাশয়ে গার্হস্থ্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহায় আমাদিগের বহুল ব্যয় হইয়াছে এক্ষণে আমরা যদ্যপি ভাটীবেতন না পাই তাহা হইলে আমাদিগের ক্ষতি হয়। মুসলমান কাণ্ড-পৃষ্ঠেরা বিশেষতঃ পায়িকসৈন্য শ্রেণীত্যাগ করিয়া যাইবার ইঙ্গিতও করিয়াছিল। অনেক সান্ত্বনা করায় রুরুৎসুরা আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছে। কএকজন মুসলমান কবচহর সৈনিক তাহাদিগের স্ব স্ব সেনা লইয়া পথিমধ্যে ছাউনি করিয়া আছে। ভাটীর বিষয়ে কৃষ্ণনাথ রণবীর বাহাদূরের দস্তক অনুমতি না পাইলে মধ্যাহ্নসূর্য্যচিহ্নধ্বজের জন্য

অস্ত্র ধারণ করিবেক না। সৈন্যাধ্যক্ষের দস্তক আসিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। এখন যদ্যপি সেনাচালন দস্তক জারি হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগের ভাটী লাভ হইবেক ও সেনা-মণ্ডলীতে উৎসাহ বৃদ্ধিকে পাইবেক।”

কৃপারাম বলিল। “মহাশয় বহুল সেনা সমাগমঅনর্থের মূল। যে রাজা স্বীয় সৈন্যকে সর্ব্দা যুদ্ধাদিতে নিযুক্ত রাখিতে পারে সেই সুবুদ্ধি নৃপতি সুখে নিদ্রা যায়। সেনা দিগের মন এমনি অস্থির যে নিষ্কর্ম্ম হইলেই নানা প্রকার প্রাক্রহ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দিকে ধাবমান হয়। সৈনিকেরা যেন বালবৃন্দের মত লঘুপ্রযত্ন হইলেই কুপথে গমন করে। বসিয়া বসিয়া মহারাজের ভর্ম্ম ভোগ করিলে দুর্ম্মতি হয় সন্দেহ নাই। অতএব চিরসেনা অপেক্ষা নীতিশাস্ত্রের মতে তাৎকালিকসেনা অনেক বিধায় উৎকৃষ্ট। মহা-রাজ বসন্ত রায়ও তাঁহার শাসনকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কক্ষ্যবেক্ষক, রাজীব প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় বৈতনিক চিরসেনা ব্যতীত অতিরিক্ত সেনা রাখিতেন না। প্রয়োজন হইলেই গ্রামবাসীদিগকে যুদ্ধে নিয়োজন করিতেন ও তাহাদিগকে অভ্যস্তশস্ত্র করিবার জন্য সময়ে সময়ে পর্য-বেক্ষণাদি করিতেন।

গোবর্দ্ধন বলিল। “এ কথা সত্য বটে কিন্তু চির সেনা না থাকিলে প্রয়োজন মতে সুশিক্ষিত সেনা সমূহ সংঘটন করা দুষ্কর হইয়া উঠে। সে যাহা হউক জয়ন্তীপুরে নাকি প্রক্রহ ঘটনার উদ্যোগ হইতেছে। কল্য যে কমলালেবুর কএক খানা নৌকা আসিয়াছে তাহার চরনদার কএক জনা আপনা

আপনি যাহা বলাবলি করিতেছিল তাহা বাজারে রটিয়াছে। এ যাত্রায় জয়ন্তীপুর হইতে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে। এত পাহাড়ীলোকের আগমন আর কখন হয় নাই। কমলা লেবুর আমদানি তত নাই কিন্তু মূল্য কম। ইহারই বা কারণ কি। এত অল্প আমদানিতে অল্প মূল্য কখন দেখি নাই। গত রাত্রিতে শুনিলাম তথাকার বর্ত্তমান রাজার উপর তত্রত্য অনেকানেক মীরাশদার, দলুই ও চৌধুরী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট আছে। জয়ন্তীরাজ লটকা শুনিলাম মধ্যে শ্রীহট্টের অধিপতির সহিত কএটা হস্তী লইয়া বিবাদে শ্রীহট্টের বিপক্ষে রাটী প্রকাশ করায় ওমরাও মণ্ডলীতে বিশেষ নিকার উপস্থিত হয় ও কএক জন প্রধান প্রধান দলুই ও চৌধুরীরা জয়ন্তী রাজ লটকার বিপক্ষে আকার ইঙ্গিত করেন। রাজা তাঁহার একান্ত স্পষ্ট রোষ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছেন, রুরুৎসুদিগের শাসনের উপায় গোপনে চেষ্টা করিতেছেন। ইতো মধ্যে মুখ্য চৌধুরীরা স্বীয় অমঙ্গল আশঙ্কায় পূর্ব্ব হিন্দুরাজপুত্র সূর্য্যকুমারের জন্য উদ্যোগী আছেন। যদিচ জয়ন্তী বাসীরা অধিকাংশই অনার্য্যপার্ব্বতীয় জাতি কিন্তু সূর্য্যকুমারের পিতার শাসন কালে শাসন প্রণালী ও রাজ্য ন্যায়ে সন্তুষ্ট ছিল।”

কৃপারাম বলিল, “মহাশয় সূর্য্যকুমারের পিতার রাজ্যনায় ধর্ম্মমূলক ছিল। তিনি আমাদিগের রাজপিতৃব্য বসন্ত রায়ের বিশেষ আত্মীয় ছিলেন ও সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করিতেন। কামাখ্যার মন্দিরে উভয়ের মিলন হয় ও তদবধি যশোহর ও জয়ন্তীপুর মিত্রভাবে পরস্পরকে দেখিত। তথা-

কার বিগত চৌধূরী নন্দরাম শুনিতেছি জীবিত আছে ও এখন সে সূর্য্যকুমারকে জয়ন্তী সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইয়াছে। সে নাকি আমাদিগের মহারাজকে উক্ত বিষয়ে কি পত্র লিখিয়াছিল।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "হাঁ আমরা সে পত্রের বিষয় অবগত আছি। সে পত্র কে কোথা হইতে পাঠাইল ও কি প্রকারে মহারাজের গোশগৃহে পৌঁছিল তাহা তদন্তের জন্য আমার উপর ভার হয়। আমি যশোহরের সমস্ত চৌলত্রি ও সরাই ও পেটায় অন্বেষণ করিলাম কিন্তু কিছুই অনুসন্ধান পাইলাম না। মহারাজ তাহায় আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি লেখকের অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশে গুপ্তগতি নিযুক্ত করিতে আদেশিলেন ও বলিলেন যে কেহ নন্দরাম চৌধূরীকে জীবিত বা মৃত আনিবে তাহাকে আমি-বিহিত পুরস্কার দিব। নন্দরাম শুনিলাম পত্রে তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার করে ও সূর্য্যকুমারকে তাহার রাজ্যে পাঠা-ইতে লেখে।" এই কথা বলিতে বলিতে গোবর্দ্ধন আপন অশ্ব আরোহণ করিল এমত সময় চণ্ডীচরণকে আসিতে দেখিয়া কৃপারাম বলিল "মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন চণ্ডীচরণ আসিতেছে।"

চণ্ডীচরণ আসিয়া বলিল। "মহাশয় সুমতী অনুমান করি উন্মত্তা হইয়াছেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া ক্রমে ক্রমে রামচন্দ্রের অকস্মাৎ মৃত্যুর কথা প্রকাশিলাম। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে ক্ষণেক কাল চাহিয়া থাকিয়া লম্ফ দিয়া উঠিলেন ও এমত রৌরব অট্টহাস হাসিলেন যে

আমার রক্তাশয় হইতে সমস্ত শোণিত রায় ভাটীর ন্যায় বেগে সর্বাঙ্গে বহিতে লাগিল ও আমার রোমাধিকার হইল। আমি শিহরিলাম। তথা হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। আবার পথিমধ্যে দেখি সুমতী উন্মত্তাপ্রায় আলুলায়িত কবরী সর্বাঙ্গে ভষ্মাবৃতা হইয়া দৌড়িয়া যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে কয়েক জন দণ্ডপাংশুল দৌড়িয়া যাইতেছে কিন্তু সুমতীর যে লম্ফ ও বেগ, অতি শীঘ্র তিনি তাহাদিগকে দূরে রাখিয়া যাইবেন। মধ্যে মধ্যে তিনি ফিরিয়া তাহাদিগের প্রতি খল খল করিয়া হাসিতেছেন আবার যেন রিশ্ব গতিতে পিছলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার বেগ ও মত্ততা দেখিয়া আমি দণ্ডপাংশুলগণকে নিরস্ত হইতে কহিয়াছি। এক্ষণে যাহা বিধেয় আজ্ঞা করুন। উন্মত্তাকে কারাগারে রাখায় আর ফল কি?"

গোবর্দ্ধন বলিল। "দণ্ডপাংশুলদিগকে নিবৃত্ত হইতে বলা তোমার ভাল হয় নাই। তাহারা পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেই ভাল হইত। যাহা হউক এ বিষয়ে তুমি ত্বরায় এত্তেলা দিবা।"

চণ্ডীচরণ বলিল "যথা আদেশ আচরিব।"

গোবর্দ্ধন স্বীয় অশ্ব চালন করেন এমত সময় সুমতী দ্রুতপদে আসিয়া তাহার অশ্বের নিগালদেশ ধরিল। ভক্তিল অমনি স্থির হইয়া দাড়াইল। আহা তপ্তকাঞ্চন নিভবর্ণে ঘনজলদের ন্যায় কেশভার কি শোভিয়াছে। সুমতীর আলুলায়িত কেশ তাঁহার দ্রুতগমনে ও বায়ুবেগে কৃষ্ণাচমরীর স্কন্ধদেশের ন্যায় বোধ হইতেছে ও কেশান্তরাল

দিয়া মুখচন্দ্রের লালিত্য যেন তমাল তরুর ঘনশাখা মধ্য দিয়া শশি দর্শন হইতেছে। সুমতী দীর্ঘছন্দা পরন্তু দৈর্ঘ্যের সহিত রূপলাবণ্য ও অঙ্গের কোমলতা একতান হওয়ায় যেন বিদ্যুল্লতার ন্যায় শোভিয়াছেন। সুমতীর চক্ষু এমত সপ্রতিভ ও এত বিস্তৃত যে মৃগনয়না বলিলে তাহার অংশমাত্রের উপমা হয় কিন্তু চাঞ্চল্যের জন্য খঞ্জনকে মনে পড়ে। সুমতীর নাসিকা দীর্ঘল ও টীকল উর্দ্ধোষ্ঠ অধরাপেক্ষা প্রতুল কিন্তু ওষ্ঠদ্বয়ের গঠন এমত সুললিত ও রক্তিম যে সুমতী যদি স্থির হইয়া ধ্যানে বসেন তাহা হইলে পক্ষিতে চঞ্চ্বাঘাতে অসাহসী হইবেক না বলিলে অতিরিক্ত বলা হয় না। সুমতীর দৈর্ঘ্যোপযোগী বিস্তৃত বক্ষস্থল আর কুচদ্বন্দ্বও সমুপযুক্ত পীন। সুমতীর সর্ব্বাঙ্গই সুগঠিত ও সুচারু পরিণত এমত কি সুমতীকে দেখিলেই একটী বীরাঙ্গনা বলিয়া বোধ হয় উন্মত্তাপ্রায় হওয়ায় নেত্র আরক্তিম হইয়াছে। আলু-লায়িত কবরীতে যেন পার্ব্বতী দেবীর শক্তিস্বরূপ বোধ হইতেছে। দেখিলেই যেন গৌরী বিদ্যার আবির্ভাব জ্ঞান হয়। একাধারে প্রেম ও বল, দৈক্ষ্য আর লালিত্য, প্রসন্নতা আর করালতা আর কুত্রাপি দেখা যায় না। যেন মত্ত মাতঙ্গী প্রায়, যেন মহিষঘাতিনী চণ্ডিকা তুল্য, যেন নবকুসু-মিত আধ প্রস্ফুটিত বসন্তাগমের কমলিনীন্যায়। আধ কুসুমিত কমলপাটলের উন্নতাবস্থা দেখিয়া কাঠিন্যের সহিত কোমলতা অনুভূত হয় সুমতীর উন্মত্তাতেও সেইরূপ অনুভব হইতেছে। গোবর্দ্ধন চমকিয়া উঠিলেন ও বলিলেন "কেও সুমতী। মা তুমি এখানে কেন। চল রামচন্দ্রের ঘরে যাই।"

সুমতী বলিলেন। "কিল্লেদার! এখন সেখানে যাইয়া আর কি করিব? রামচন্দ্ররায় জীবিত থাকিতে আমাকে তাঁহার শ্রীচরণ দেখিতে দিলে না, এখন আর সেখানে যাইব না। তুমি আছ, ঐ মাধব আছে, এখন এ স্থলে মহারাজ নাই। তোমাদিগের আজ্ঞাই বলবতী। আমাকে আদেশ দাও; আমি পতির সহগমন করি।" বলিয়া অশ্বনিগাল ছাড়িয়া অশ্বের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া দাড়াইলেন।

কৃপারাম নিকটে আইলে গোবর্দ্ধন বলিল। "কৃপারাম! সুমতী তাঁহার পতির সহগমন করিতে চাহেন। তোমার তাহাতে কি মত?"

সুমতী বলিল, "এখন আর মতামতের সময় নাই, আমি একান্তই স্বামিবিরহ সহ্য করিতে পারিব না।"

মানুল্লা আইলে সুমতী বলিল, "ফৌজদার! তোমার অনুমতি চাহি; আমি আমার স্বামীর সহগমন করিব।"

মানুল্লা বলিল। "মরিতে চাহ মর! তাহা কি প্রকারে ঠেকাইতে পারি। তবে সতীর মত মরিতে পাইবে না। মহারাজের আদেশ আছে যে হিন্দুমতে তোমাদিগের সৎকার হইবেক না। আমরা রামচন্দ্রকে বনে কি ভাগাড়ে ফেলিয়া দিব। লাস জ্বালাইতে দিব না। তোমার মরিবার ইচ্ছা হয় মর! তোমার লাস যেখানে ফেলিব, রামচন্দ্রের লাস সেথায় ফেলিব না।"

সুমতী, মানুল্লার এই কঠোর বাক্য শুনিয়া নিস্তব্ধ হইল। একটী নিশ্বাস ছাড়িয়া ক্রমে ক্রমে ভক্তিলের স্কন্ধ দেশ হইতে তাহার হাত সরাইল। ক্ষণেক হেঁট মুণ্ডে দাড়াইয়া কান্না-

গারের দিকে দৌড়িয়া গেল। মানুল্লা চণ্ডীচরণগন্ধিককে বলিল। চণ্ডীচরণ! সুমতী কারাগারে যাইতেছে, তাহাকে ঘরে বন্দ করিয়া রাখিবা।"

গোবর্দ্ধন কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। কৃপারাম নাএব তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। মানুল্লা স্বীয় কর্মে স্থানান্তরে গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

"অল্পকা যদমিতং বিকুর্বতে বস্তুভিঃ কইব তত্র বিস্ময়ঃ।"

গোবর্দ্ধন চাঁদখানের কারাগার হইতে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে এক বড় আম্র বাগানের ধারে অনেক জনসমাগম দেখিয়া জনৈক পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন। "ওখানে কিসের জনতা ?"

পান্থ বলিল। "মহাশয় ! ওখানে একজন সাধু বসিয়া আছেন, তাঁহার নিকট সকলে নানাবিধ রোগের ঔষধি লইতেছে ও স্বীয় স্বীয় অদৃষ্টের ফল বিচার করিতেছে। বড় আশ্চর্য্য সাধু! তিনি আজ ১২ দিন সেই খানে বসিয়া আছেন কিছু খান না, অথচ যেমত বলবান সুস্থ শরীর পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, আজও তেমত আছেন।"

অপর একটী লোক আসিয়া বলিল। "মহাশয় ! এত অসাধারণ ক্ষমতা আর কাহার দেখি নাই। সাধু প্রতিগ্রহ করেন না ও অকাতরে সকলের রোগশান্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ করাইয়া দেন। সাধু পিশাচসিদ্ধ কি সিদ্ধপুরুষ না হইলে এত ক্ষমতা কোথা হইতে হইল।"

অপর এক জন বলিল। "মহাশয় ! ঐ যে সাধুর পশ্চাতে বসিয়া আছে, উটি জন্মান্ধ, ইহার ঘর এখান হইতে অনেক দূর, শুনিলাম। নলদীর বাসিন্দা। ঐ লোকটি সোণারগ্রাম কর্ম্মবশতঃ তাহার সহোদরের নিকট যাইতেছিল। নৌকা হইতে উহার সঙ্গীগণ আহার করিতে বাজারে নামিয়াছিল,

বাজারে অন্ধটিকে এক বিপণির নিকট রাখিয়া তাহার সঙ্গের লোক অপরাপর দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বিলম্ব হওয়ায় অন্ধটী অল্পে অল্পে নদীতীরে যাইবার উপক্রম করে। যষ্টী না থাকায়, নদীতীরে এই সাধুটী বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ করিতেছিলেন ইহার উপর পড়িয়া যায়। সাধুর যোগ ভঙ্গ হওয়ায় সাধু চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন। "তুমি কি চক্ষু থাকিতে দেখনা? আমার উপর আসিয়া পড়িলে?"। তাহাতে ঐ অন্ধটী বলিল, "আমি জন্মান্ধ। আমার চক্ষু নাই। সঙ্গের লোক কোথা গেল জানিনা। আমি পথও পাই না। তুমি যে পথে বসিয়া আছ তাহা আমি কি প্রকারে জানিব?"। সাধু বলিল। "তোমার চক্ষু থাকিতে তুমি দেখনা?" অন্ধ বলিল। "আমার চক্ষু নাই তা দেখিব কি?" সাধু, "আমাকে স্পর্শ করিয়া কে অন্ধ থাকে?" বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া চক্ষুতে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন। জন্মান্ধটি চক্ষু চাহিয়া দেখিল ও তৎক্ষণাৎ সাধুর চরণদ্বয় মস্তকে লইয়া বলিল। "প্রভু! তুমি আমার পিতা ও আমার কর্ত্তা, আমার জন্মদাতা অপেক্ষাও অধিক দান করিয়াছ, তুমি কে? বল।" সাধু বলিলেন। "বাবা! আমি ফকির, আমি তোমা অপেক্ষা নারকী ও পাপী, আমার পদস্পর্শ করিও না।" জন্মান্ধ বলিল। "বাবা! আমার জন্মাবচ্ছিন্ন অন্ধতা দূর করিয়াছ, তুমি অন্ধকে চক্ষুদান করিয়াছ, তুমি ধন্য!" মহাশয়! আজ কএক দিনের মধ্যে সাধু কত অন্ধকে চক্ষু দিয়াছেন, কত পঙ্গুকে পদ দিয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। দেশ বিদেশ হইতে নৌকা করিয়া লোক তাঁহার নিকট আসিতেছে

ও স্নেহলাভ করিয়া তাঁহার ধন্যবাদ করিতেছে। প্রথম জন্মান্ধটি তাহাকে গুরু বলিয়াছে ও সোণারগ্রাম যাওয়া ত্যাগ করিয়া সাধুর সঙ্গে ফকির হইয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি আসিতেছে সেই ইষ্টলাভ করিতেছে আর সাধুর শিষ্য হইয়া তাঁহার সেবাদি করিতেছে। তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না। সাধু, জনতার ভয়ে বাজার হইতে উঠিয়া এই আম্র বাগানে অন্ত প্রান্তে আসিয়া বসিয়াছেন, এখানেও লোক সমাগম হইতেছে। মহাশয়! চলুন সাধু দর্শন করুন। আমার কন্যার সন্তান হয় নাই বলিয়া এস্থানে আসিয়াছিলাম। সাধু, এই ঔষধ ধারণ করিলে পুত্র সন্তান হইবেক বলিয়াছেন, আমি ঔষধ লইয়া যাইতেছি।”

অপর একজন বলিল। “আমার পক্ষাঘাতে দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছিল। জীবিকা নির্বাহ জন্য আমাকে পরিশ্রম করিতে হয়। আমি নৌকায় চড়নদার হইয়া চূণ আনিয়াছিলাম। আজ ছয় দিবস সাধুর পদ্মহস্তস্পর্শে আমার রোগ ত্যাগ হইয়াছে। আমি দক্ষিণ অঙ্গে বল পাইয়াছি ও সুখে বেড়াইতেছি।” অপর একজন বলিল। “মহাশয়! সাধুর কৃপায় আমার যথা সর্ব্বস্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি কল্য সন্ধ্যার সময় বাজারের ঘাটে আমার পুঁটুলি রাখিয়া নদীতে হস্ত পদাদি ধৌত করিতে নামিয়া ছিলাম। উঠিয়াই দেখিলাম যে আমার পুঁটুলি নাই। আমি বিদেশীয় দুঃখীলোক, আমার পাথেয় যথা সর্ব্বস্ব অপহৃত হওয়ায় আমি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। সাধু কৃপা করিয়া আমাকে বলিলেন। “বেটা! রোয় মৎ, তেরা কাপড়া ও রূপেয়া ঐ

গাছে আছে।” আমি গাছের তলায় যাইবামাত্র তাহার ডাল হইতে আমার পুটুলীটি আমার স্কন্ধে পড়িল।”

গোবর্দ্ধন, এই সকল কথা শুনিয়া কৌতূহলে সাধু দর্শনে গেলেন। বাগানের বাহিরে আপনার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া হাঁটিয়া ভিতরে যাইতে যাইতে লোকারণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। যতলোক যাতায়াত করিতেছে, তাহার মধ্যে পরিচিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অনেকেই বিদেশীয়, পূর্ব ও উত্তর রাজ্যের বাঙ্গালী, মাঝে মাঝে দুই চারিজন অনুমানে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তীপুরের পার্বতীয়ের মত দেখা গেল। ক্রমে অগ্রসর হইলে দেখেন, বিশালস্কন্ধ সুবিস্তৃতশাখ প্রবীণ একটি আম্র গাছের তলায় সাধু একটা বাঘছালের উপর বসিয়া আছেন। সাধুর শুভ্র শ্মশ্রু প্রপান্ত বক্ষস্থলকে আবরণ করিয়া নাভীদেশ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত হইয়াছে। শিরোভাগ জটাভারে মহত্ব লাভ করিয়াছে। জটাগুলি ললাট হইতে অপসৃত হইয়া স্কন্ধদেশকে আবৃত করিয়াছে। কাকপক্ষ দিয়া সমস্তগুলি ললাটের পশ্চাৎ ভাগে বাঁধা। সর্বাঙ্গে বিভূতিলিপ্ত হওয়ায় চমৎকার সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। শরীর বলিষ্ঠ ও দীর্ঘল। তাহাতে সাধু, সাহঙ্কারে পদ্মাসনে বসিয়া দক্ষিণ করে প্রকাণ্ড রুদ্রাক্ষাষ্টক মালা ফিরাইতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড শমী গাছের সমূল স্কন্ধ অল্পে অল্পে ভস্মরাশির উপর জ্বলিতেছে। শান্ত প্রকৃতি সাধু, সকলেরই সহিত হাস্যবদনে আলাপ করিতেছেন, কিন্তু দক্ষিণ করে জপমালাও ফিরিতে ক্রটী হইতেছে না। সাধুর নিকটস্থ হইলে, সাধু ঈষৎ কটাক্ষ দৃষ্টিতে গোবর্দ্ধনের প্রতি

দেখিয়া চক্ষুর্দ্বয় ভুমির দিকে নামাইলেন ও হাস্য বদনে ক্রমে গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিলেন। গোবর্দ্ধন, সসম্ভ্রমে সাধুকে প্রণাম করিলে, সাধু নীরবে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে আশীষ করিলেন। গোবর্দ্ধন, তাহার আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া গললগ্নীকৃতবাসে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। সাধু, সেটি লক্ষ করিয়া ক্ষণেক পরে ঈষদ্ প্রসন্ন বদনে গোবর্দ্ধনের প্রতি চাহিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন। গোবর্দ্ধন একটি কুশাসনে বসিলে, সাধু পশ্চাতস্থ চেলার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া জনতা অপসরণ করিতে বলিলে পশ্চাতস্থ চেলা নিকটস্থ লোক সকলকে অন্তরে যাইতে বলিল। তাহারা দূরে চলিয়া গেলে সাধু বলিলেন। "বাবা! তোমার রাজ চিহ্ন দেখিতে পাই, তুমি ত্বরায় ছত্রধারী রাজা হইবে।" গোবর্দ্ধন, এই শ্রুতিপ্রিয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল। "বাবা মহাশয় কএক দিন এখানে আসিয়াছেন আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই। জানিতে পারিলে অগ্রেই আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতাম। আমাদিগের যশোহরের অদ্য অদৃষ্ট শুভ বোধ করিতেছি। আপনার তুল্য সিদ্ধ পুরুষের এ সকল স্থানে শুভাগমন একান্ত বিরল। মহাশয় এক্ষণে কোথা হইতে আসিতেছেন? সাধু বলিল। "বাবা! আমি কামরূপ হইতে আসিতেছি, ইচ্ছা আছে চন্দ্রশেখর হইয়া মহেশখালীর আদিনাথ বাবার দর্শনে যাইব।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "বাবাজি! আপনি দয়ার সাগর! শুনিলাম, অনেক চির রোগী ও অন্ধ ও পঙ্গুকে আরোগ্যও চক্ষু ও বল দান করিয়াছেন, আপনার অসীম ক্ষমতা শুনিয়া আমি

বাবাজীউর নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। শুনিলাম আপনি নাকি ভূত ও ভবিষ্যত ও বর্তমান ত্রিকালেই সমদর্শী।"

সাধু বলিলেন। "বাবা! আমি অত্যন্ত নারকী ও হীনবল সামান্য মনুষ্য। আমি কিছুই জানিনা। তবে যাহা বলি সে আমাকে কে বলায়। লোকের রোগ আমি আরাম করি নাই ঈশ্বর সমস্ত জানেন।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "বাবাজি! আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর, আমি একান্ত তোমার দাস।"

সাধু বলিলেন। "বাবা! আমি জানি, তুমি বড় মনের অসুখে আছ। তোমার স্ত্রীর গুল্ম রোগ হওয়ায় তোমার সন্তান সন্ততি হয় নাই। চিন্তিত হইওনা। তুমি এককালে সন্তান লাভ ও রাজ্য লাভ করিবে। তোমার ললাটে উর্দ্ধরেখা আছে, এটী রাজদণ্ড। বাবা! তোমার কর দেখি?"

গোবর্দ্ধন, আপনার দক্ষিণ কর বিস্তারিয়া সাধুর সম্মুখে রাখিলে, সাধু বলিলেন। তোমার পরমায়ুরেখা অতি সুদীর্ঘ, অশীতি বৎসর বয়ক্রমে তোমার একটি ব্যাঘাত ঘটিবে, তাহা উত্তীর্ণ হইলে তুমি শত শারদ জীবী হইবে। বাবা! ভীত হইও না। ভীরুর সংসারে কিছুই হয় না। ভীরু স্বভাবের রাজ্য লাভ, হয়ত স্বল্প ভূমি লাভে পরিণত হয়। উদ্যোগী পুরুষই লক্ষ্মী লাভ করে। বসুন্ধরা বীরভোগ্যা বলিয়া বিখ্যাত। অতএব বাবা! সুযোগ পাইলে, "অদৃষ্টে থাকে ত পাব" বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইও না। দৈবে দেয় বটে, কিন্তু আয়াসাভাবে ফলের লাঘব হয়। নিকটে আইস, তোমাকে একটী গুপ্ত কথা বলি।

পাদিত্যের পাপ কলস পূর্ণ হইয়াছে। নারকীর গ্রহ বৈগুণ্য। যাও বাবা! দেখিয়া আইস, যশোহরেশ্বরীর মন্দিরে তাঁহার মুখ কোন দিকে? তিনি বিমুখ হইয়াছেন। বিক্রমাদিত্য পূর্ব্বে এ সমস্ত অনুমান করিয়াছিল। বসন্ত রায়, সরল স্বভাব হেতুক যশোহর ত্যাগ করেন বটে, কিন্তু বিধির পুথিতে তাঁহার বংশে যশোহরের সিংহাসন লিখিয়াছিল। তিনি যশোহর ত্যাগ করা অবধি বিধির লিখন অন্যথা হইবার উপায় হইল। বাবা! স্থির হইয়া শুন। তিনি নির্ব্বংশ হইয়াছেন, এখন প্রতাপাদিত্যও ত্বরায় নষ্ট হইবেক, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি তুমি এখানকার রাজা হইবে। বাবা! বুঝে সুজে কাজ করিবা। অধিক কি বলিব?"

এই কথা শুনিতে শুনিতে গোবর্দ্ধনের শরীরে রোমহর্ষণ হইল। গোবর্দ্ধন শ্রুতিপ্রিয় বচনে মুগ্ধ হইল। বলিল "প্রভু! আমার অদৃষ্টে রাজ্য কখন হইবেক না। আমি সামান্য কিলেদার, আমার কি ক্ষমতা?"

সাধু বলিলেন। "বাবা! তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না। বিধাতার এমত মায়া, যে প্রোক্ষিতছাগ ছেদস্তম্ভে আবদ্ধ হইলেও উপচারের ফুল চবাইতে ত্রুটী করে না। তদ্রূপ আগন্তুক সুখ পাত্রকে পূর্ব্বক্ষণেও মোহ হইতে মুক্ত করেনা। উপাকৃত পশু যেমত তাহার নিকট মৃত্যু বুঝিতে পারে না, তুমিও সেই রূপ আঢ্যম্ভাবুক হইয়াও আগতপ্রায় সৌভাগ্য বুঝিতে পারিতেছ না। আমি কিন্তু সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। এখন যাও, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া আচরিবে। সুযোগ ছাড়িওনা।"

সাধু নীরব হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপমালা ফিরাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধন ক্ষণেক স্থিরদৃষ্টিতে বসিয়া "প্রভু! এক্ষণে বিদায় হই" বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে চলিয়া গেল। পথে তাহার মনে নানাপ্রকার ভাব উদয় হইতে লাগিল। সাধু-রোপিত বীজ সমুচিতহৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। ভাবিল, আমার উন্নতির ব্যাঘাত কিছুই দেখিনা। সর্ব্বত্রই এই রূপ ঘটিয়া থাকে। একের অধোগতিতে সন্নিহিত লোকের উন্নতি হয়। ক্রীতদাসেও দিল্লীর বাদসাহী পাইয়াছে! বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই। বিক্রমাদিত্যের পুণ্যে যশোহরে তাহার বংশে লক্ষ্মী স্থির ছিলেন। এক্ষণে আর সে পুণ্যের বল নাই। ভাল, একবার যশোহরেশ্বরীর দর্শন করিয়া যাই। ক্রমে তাঁহার মন্দিরের নিকট হইলে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মন্দিরের দ্বারে হস্তপদাদি ধৌত করিয়া প্রবেশ করিল। প্রবেশ মাত্র তথাকার পুজক ব্রাহ্মণ আসিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল। মহাশয়! অদ্য প্রাতে আমি আপনার বাটীতে গিয়াছিলাম। মহাশয় অশ্বে বাহিরে গেছেন শুনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। আবার মহাশয়ের দর্শনে যাইতেছিলাম।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "কেন ভট্টাচার্য্য তোমার সমস্ত মঙ্গল ত?"

পূজক বলিল। "মহাশয়ের কল্যাণে কায়িক মঙ্গল বটে, কিন্তু অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অদ্য প্রাতে দেবীর দ্বার খুলিয়া দেখি, মাতা আমাদিগের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। আপনি একবার মন্দিরে আসুন।"

গোবর্দ্ধন নাট্যশালা পার হইয়া মন্দিরের দ্বারে গিয়া চম-

কিয়া উঠিল ও বলিল। "ওঃ একি? সাধু প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষ। যাহা বলিয়াছে তাহা সত্যই ঘটিয়াছে। একি, এমত ত কখন শুনি নাই। এই মূর্ত্তি উদ্ধারের সময় দৈববাণী হয় "যে আমার আনন পর্য্যন্তই তোমরা পূজা করহ, আমার শরীর তুলিবার প্রয়োজন নাই।" এ দৈবাজ্ঞা অগ্রাহ্য করিয়া আমরা অধিক খনন করিয়াছিলাম, কিন্তু শ্রীদেবীর আনন ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় নাই। যত নীচে খনন কর হইয়াছিল ততই প্রস্তর, তাহার শেষ নাই। এক্ষণে সেই দেবী পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন। এতক্ষণে সাধুর বাক্যে আমার বিশ্বাস হইল। যশোহরের সিংহাসন একান্তই শূন্য হইল।" বলিয়া মনে মনে ভাবিল, এক্ষণে আমার চেষ্টার সময়। বলিল ভট্টাচার্য্য! কি করিবে? প্রতাপাদিত্যের আদিত্য অস্তমিত হইতেছে, এক্ষণে আর কেহই রক্ষা করিতে পারিবেক না।"

ভট্টাচার্য্য বলিল। "মহাশয়! এক্ষণে মহারাজ অবর্ত্তমানে আমাদিগের দুঃখের কথা শুনে, এমত লোক নাই। শাস্ত্র মত অদ্ভুতশান্তি আবশ্যক। তাহাতে মহাশয়ের যে রূপ মত।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "অবশ্য, শান্তিকরণ কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। এক্ষণে মহারাজের নিকট হইতে আদেশ আনাইতে বিলম্ব হইবেক। অথচ দৈবকর্ম্মে অযত্ন করা উচিত নহে। দেবী যখন পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন, তখন মন্দিরের দ্বার পশ্চিম দিকে ফুটান উচিত। আমি দেবীর পশ্চিম দিক্কে স্বর্ণের কবাট করিয়া দিব। তুমি আমার মঙ্গলোদ্দেশে দেবীর নিকট অদ্য "জাতবেদসে" মন্ত্রে সহস্র সাজ্য বিল্বপত্রের হোম

করহ। মহারাজের অবিদ্যমানে আমার মঙ্গলেই রাজ্যের মঙ্গল। অতএব অদ্যাবধি আমার নামে দেবীর মূল পূজা দিবা।"

ভট্টাচার্য্য বলিল। "যে আজ্ঞা মহাশয়, শাস্ত্রে বলে অমাত্যের মঙ্গলে রাজ্যের মঙ্গল।"

গোবর্দ্ধন, অঙ্গরক্ষের কোষ হইতে বিংশতি থান আকব্বরী মোহর বাহির করিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, ভট্টাচার্য্য বলিল। ' মহাশয়! আপনি রাজা হউন। বিধাতা মহাশয়ের মন রাজার মনের তুল্য করিয়াছেন"।

গোবর্দ্ধন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। স্বীয় গৃহে যাইতে পথে রাজমন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, দ্বারে কতকগুলি লোক দাড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "মহাশয়! গত রাত্রিতে মহারাজের শয়নমন্দিরে আগুন লাগিয়াছিল। তাহায় তাঁহার সমস্ত পুস্তক ও পত্রাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কি প্রকারে আগুন লাগিল, বুঝিতে পারি না। এক্ষণে কি করা উচিত? আমরা মহাশয়ের নিকট এত্তেলা দিতে গিয়াছিলাম। মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "বিধাতা একান্ত বাম না হইলে গৃহদাহ হয় না। এক্ষণে আমার কি করা উচিত, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। আহারান্তে আমার নিকট যাইও, আমি ব্যবস্থা করিয়া দিব।"

গোবর্দ্ধন, ক্রমে অধিক রৌদ্র হওয়ায় ব্যস্ত হইয়া স্বীয় আবাশাভিমুখে চলিল, কিছু দূর যাইলে রাজকোষের সম্মুখে

বক্সি ও অপরাপর অনেক লোককে দাড়াইতে দেখিয়া বলিল। "বক্সি জি! তোমার এখানে আবার কি ব্যাপার? এত জনতা কেন?"

বক্সি অগ্রসর হইয়া বলিল। "মহাশয়! আমি ত হতবুদ্ধি হইয়াছি! আমি প্রাতঃকাল অবধি এখানে উপস্থিত। মহাশয়! সর্বনাশ ঘটিয়াছে। আমি ফৌজদার মহাশয়কে এত্তেলা দেওয়ায় তিনি আমাকে বলিলেন "যখন রাজকোষের দ্বার উড়িয়া গিয়াছে, তখন এস্থলে আর ভাণ্ডার রাখা উচিত নহে। আমার বাটীর নিকটে বারুদের কএকটা ঘর আছে, তাহায় সমস্ত বিত্ত পাঠাইয়া দাও।" তিনি স্বয়ং বিংশতি জন লোক দ্বারা বিংশতি তোড়া মোহর লইয়া গেলেন। বলিলেন "আমি এই লোকদিগকে স্থান দেখাইয়া দিই, আর ঘরগুলি পরিষ্কার করাই। অকারণ রিক্তহস্তে বিশজন লোক যাওয়া অপেক্ষা, বিশমোট মোহর লইয়া যাক্। যত রওয়ানা হয় ততই ভাল।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "দেখি কি হইয়াছে?" নিকটে যাইয়া বলিল। "এত আপনি ভাঙ্গে নাই, এযে যেন বারুদে উড়ানের মত দেখায়। ইহারই শব্দ বোধ হয় অদ্য রৌদ্রমুহূর্ত্তে পাইয়াছিলাম। এখানে বারুদ কোথা হইতে আইল?"

বক্সি বলিল। "মহাশয়! বারুদ আসা নহে। ঐ দেখুন, রীতিমত শুড়ঙ্গ দিয়া বারুদ দেওয়া হইয়াছিল ও তাহাতেই দ্বারও মায়ভিত্তি উড়িয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধন, ক্ষণেক স্থির হইয়া বলিল। "এখানে খাজানা রাখা উচিত নহে। মানুল্লার বাটীর নিকট যে পুরাতন বারুদের গুদাম আছে, তাহেও কোষ

রক্ষা উচিত নহে। এখন তুমি আর কোথাও পাঠাইওনা, আমি আহার করিয়া আসিতেছি। এখানে রীতিমত পাহারা বসাইয়া দাও। আমার মতে পাঁচ সাত জন প্রহরীর কর্ম নহে। একটা ফৌজ রাখাও।”

বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতীত হইল দেখিয়া, গোবর্দ্ধন ব্যস্ত হইয়া স্বীয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীর নিকট গিয়া বলিল। “গঙ্গামণি! আজ এক জন সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি যাহা বলিলেন, যদি সত্য হয় তবে বিধাতা আমাদিগের প্রতি মুখ চাইয়া দেখিলেন। তিনি বলেন, তুমি ত্বরায় পুত্রবতী হইবে ও পাটমহিষী হইবে!”

গঙ্গা বলিল। “আমি তোমাকে বলি নাই। পাছে তুমি হাস্য কর, সেই ভয়ে মুখে গো দিয়াছিলাম। আজ চারি দিন হইল বেলা দুই প্রহর একটার সময় আমি গবাক্ষে বসিয়াছিলাম। দেখি, পথে একজন নবীনবয়স্ক অতি রূপবান্ ব্রাহ্মণ যাইতেছে। তাহার কক্ষে একটী তালপাতার পুথী, দক্ষিণ করে একটী কঠিনী, বামকরে ছত্র ও যষ্টি। প্রশস্ত ললাটে গঙ্গামৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র। তাহাকে দেখিয়া আমার ভক্তি হইল। যুবাটি আমাদিগের দ্বার অতিক্রম করিয়া কিছু দূর যাইয়া আবার প্রত্যাগমন করিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। আমি দাসীকে দ্বারে পাঠাইলে ব্রাহ্মণকুমার বলিল। “বাটীর গৃহিণীকে বল যে জ্যোতির্বেত্তা গণক আসিয়াছেন, অদৃষ্ট গণাইবার ইচ্ছা হয়ত, ভূত ভবিষ্যত বর্তমান সমস্ত গণিতে পারি।” দাসী আসিয়া আমাকে সমাচার দিলে আমি ব্রাহ্মণকে আমার কাছে ডাকাইলাম। ব্রাহ্মণ খড়ি পাতিয়া অনেক

গণনা করিয়া আমার গুল্মরোগের কথা কহিল কিন্তু বলিল "ঠাকুরাণি! তোমার গ্রহ কাটিয়াছে, এইবার তোমার সন্তান হইবেক ও তুমি ত্বরায় রাজমহিষী হইবে। সাধুর কথা ও গণকের কথা যখন এক হইল, তখন সমস্ত সত্য না হয় কিয়দংশ সত্য বটে। কেননা "যাহা রটে তাহার কিছু ঘটে।" ব্রাহ্মণকে আবার আসিতে বলিয়াছি। তোমার কর দেখিয়া তোমার অদৃষ্টের বিষয় গণাইবার আমার অভিলাষ আছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "সে কবে আসিবে? আমার তাহার গণনা দেখিবার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে। আজ মহারাজের যে সকল অমঙ্গল সূচক ঘটনা দেখিয়া আসিলাম, তাহায় আমার মন আর স্থির হয় না। গণনাশাস্ত্র তুল্য ফলিতশাস্ত্র আর কিছুই নাই। আমার বোধ হইতেছে ব্রাহ্মণটী জ্ঞানী বটে।"

গঙ্গামণি বলিল। "সংস্কৃত শাস্ত্র তাহার কত দূর পড়া আছে, বলিতে পারি না। খোনার বচন ও মন্ত্র অনেক জানে। ব্রাহ্মণ বলিল; কামাখ্যায় যাইয়া ফলিত জ্যোতিষ শিক্ষা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, অনেক দিন কামাখ্যায় থাকায় তাহার কথায় কামাখ্যার টান আছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল। "আশ্চর্য্য! সাধুও কামাখ্যাদর্শনের ফেরত এখানে আসিয়াছেন। সাধুর কথাবার্তায় কিছু টান দেখা যায়।" এই রূপ কথাবার্তায় স্ত্রী পুরুষে আহারাদি সমাপন করিয়া পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া তদ্দিনের ঘটনাগুলির বিষয় আলাপ করিতেছিল, এমত সময় দাসী আসিয়া বলিল, গণক ব্রাহ্মণ কুমার আসিয়াছে, অনুমতির জন্য দ্বারে অপেক্ষা

করিতেছে। গোবর্দ্ধন ও গঙ্গামণি এককালে উভয়ে "তাঁহাকে উপরে আন" বলিয়া আদেশ দিল। ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিয়া বলিল। "যশোহরপতি! তোমার জয় হউক।" গোবর্দ্ধন ও গঙ্গামণি পরস্পরের প্রতি চাহিয়া, কোন কথা কহিল না। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিয়া আপনার পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া স্বতন্ত্র আসনে বসিল। ব্রাহ্মণ বলিল। "কিলেদার মহাশয়! আপনার গ্রহ কাটিয়াছে, এক্ষণে আমাকে পুরস্কার দিন, আপনার সমস্ত অদৃষ্ট বলিয়া দিই। দেখি আপনার হাত দেখি।"

গোবর্দ্ধন দক্ষিণ কর বাড়াইয়া দিলে ব্রাহ্মণ রেখাগুলি দেখিয়া বলিল। "তর্জনী হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত রেখা। তবে, অশীতি বৎসর বয়সে একটা সংকট আছে, উত্তীর্ণ হইলেই বহু-কাল বাঁচিবে। "কাক বকা কাক বকা মড়ার মাথায় দিয়ে পা, গণে আনি পেটের ছা"। একটা ফুলের নাম করুন।" গোব-র্দ্ধন বলিল "কদম্ব"। ব্রাহ্মণ বলিল। "অন্য গাছে অন্য ফল, গোগাছে নারিকেল, তাল গাছে ঝড়ে বাদুড়, আয় মামদো আয়, ধর ধর দেবতা গুল কদ্দুর পালায়, জলের ভিতর বাগা-বেটা ভুড় ভুড়ি দেখায়। মহাশয়! আপনার ভাল হইলে আমায় কি পুরস্কার দিবেন?"

গোবর্দ্ধন বলিল "তোমাকে সন্তুষ্ট করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিল। "মহাশয়কে আমার গণনার ফল গোপনে বলিতে ইচ্ছা করি।" গোবর্দ্ধন এই কথা শুনিয়া আসন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গেলে, ব্রাহ্মণ আসন হইতে উঠিয়া, "শাস্ত্রের বিষয়, ঔষধ ও মন্ত্রাদির ন্যায় ষট্‌কর্ণ ভেদ হইলে

ফলে না, বলিয়া গোবর্দ্ধনকে অনুসরণ করিল। কিছুক্ষণ পরে গোবর্দ্ধন একা গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া গঙ্গামণিকে বলিল, "আমি এখন রাজবাটীতে যাই; আমার আগমনে বিলম্ব হইবে, চিন্তিত হইওনা। যখন স্বর্গ মর্ত্য একত্র হইয়াছে, তখন আমার আর নির্জ্জীবের মত ব্যবহার করা উচিত নহে।"

গঙ্গামণি বলিল। "যে রূপ উদ্যোগ দেখিতেছি, তাহাতে রাজত্ব অধিকার করা অতি স্বল্পায়াসসাধ্য। যাও, যেন ছত্র-ধারী হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিও।"

গোবর্দ্ধন ব্যস্তে যুদ্ধবেশে সসজ্জ হইতে লাগিল। আজানুপ্রসারি পাদুকা ধারণ করিল। অঙ্গে কায়বলন লাগা-ইল। বক্ষে উরভগুন ধারণ করিল। দুর্ভেদ্য নাগোদে নাভিদেশ আবরণ করিল। বামহস্তে গোধা লাগাইয়া সর্বাঙ্গ করকটাবৃত করিল। শিরে শিরস্ত্রাণ বসাইল। দেখিতে যেন ভীষণ লৌহমূর্ত্তি হইল। যথাবিহিত অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া এরূপ দংশিত হইল, যে দেখিলেই শরীর সিহরে। শিরস্ত্রাণের উপর রাজচিহ্ন হোমারপর লাগাইয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া বেগে প্রধান সেনানী মণ্ডলীতে গমন করিল। তথায় যাইয়া স্কন্ধাবারের সেনা প্রস্তুত সূচক তুরী বাজাইল। তুরী বাদ্যের অনতিবিলম্বে তথাকার সেনানী তিন চারি জনে আসিয়া তাহাকে সর্বায়ুধধারী দেখিয়া বলিল, "মহাশয়! এবেশে কেন?" গোবর্দ্ধন বলিল, "অদ্য তোমাদিগের ভটমণ্ডলীতে সসজ্জ হইতে আদেশ দাও, সজ্জীভূত হইলে আমাকে আসিয়া সমাচার দিবা।" বলিয়া বেগে স্বীয়সেনার স্কন্ধা-বারে যাইয়া প্রধান প্রধান সৈনিককে ডাকিয়া বলিল।

"তোমারা আমার সহিত বহুকাল একত্রে যুদ্ধ করিয়াছ ও সর্ব্বত্রই তোমাদিগের বল বিক্রমে আমি জয় লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া কোন কর্ম করিতে ইচ্ছুক নহি। প্রতাপাদিত্যের শুভ সূর্য্য অস্ত হইয়াছে, অশুভ চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। দিল্লীশ্বর তাঁহার উপর রোষ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালায় মানসিংহকে সমুচিতসেনা সঙ্গে পাঠাইয়াছেন। অনুমতি আছে, প্রতাপাদিত্যকে পদচ্যুত করিয়া জনৈক মুসলমান্ নবাবকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া যাইবেন। প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া দিল্লীতে লইবার অনুমতি আছে। এই ফর্মান্ লইয়া মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে আজ চার পাঁচ দিন রওনা হইয়াছেন। ঢাকা সোণারগ্রামের নবাব মস্নদই অলি ইষ্টাখান, সৈন্য লইয়া যশোহর আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে যমুনা-পরুইএ আছেন। তথা হইতে যে হস্বল্ হুকুম আসিয়াছে, তাহে যশোহর রক্ষার জন্য আমার উপর ভার হইয়াছে, অতএব এখন তোমাদিগের সাহায্য ব্যতীত আমার আর কোন উপায় নাই। তোমরা কায়মনোবাক্যে আমার সহায়তা করিলে, আমি সোণারগ্রামকে পরাস্ত করিয়া যশোহরের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি। তোমাদিগের এ বিষয়ে যাহার যাহা বক্তব্য থাকে, মন খুলিয়া বল। আমার ইচ্ছা, প্রতাপাদিত্যের অবিদ্যমানে আমি রাজ্যের লক্ষ্মী ধারণ করি। প্রতাপাদিত্য যদি জয়ী হইয়া এখানে প্রত্যাগন করেন, তবে তাঁহার আসন তিনিই পাইবেন। যুদ্ধবিষয় ও রাজ্যরক্ষা গ্রামকুট দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তজ্জন্য জনেক উপযুক্ত ওমরাওকে ভার লওয়া উচিত। এ

স্থলে যশোহরে যদিচ দেয়ানজী আমা অপেক্ষা উচ্চ পদাভিষিক্ত রাজপুরুষ, কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ে কিলেদার ন্যায়সঙ্গত উচ্চতর লোক, সন্দেহ নাই। অতএব রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ভার লইতে প্রস্তুত আছি। তোমরা এ বিষয়ে অনুমোদন করিলে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়।" এই কথা শুনিয়া সৈনিকেরা বলিল। "মহাশয়! আমরা বালককালাবধি আপনি ব্যতীত অপর কাহাকেও জানি না। আমরা আপনার লোক। যে বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন, আমরা কখন অস্বীকার করিব না।"

গোবর্দ্ধন, স্বীয় সৈনিকদিগকে যথেষ্ট অনুগত ও ভর্তৃতাঙ্কিত দেখিয়া সাহস পাইল ও হৃষ্টমনে বলিল। "মহাতাব সিংহ! তোমাকে আমি যশোহরের নাএব করিলাম। তুমি অদ্যাবধি ঐ পদে অভিষিক্ত হইয়া যশোহর রক্ষণে নিযুক্ত হও। চেৎসিংহ! তোমাকে ও ফতেসিংহ! তোমাকে পঞ্চহাজারী করিলাম। কৃপারামকে ডাকাও, তাহাকে একটা উচ্চ পদ না দিলে ভাল হয় না। মানুল্লা, বক্সীর নিকট হইতে খাজানা লইয়া গিয়াছে। মহাতাবসিংহ! তুমি অবিলম্বে একশত পদাতি ও বিংশতি অশ্বারোহী মানুল্লার বাটী পাঠাও; তাহারা যাইয়া মানুল্লাকে গেরেপ্তার করে ও সে যে খাজনাখানা হইতে বিংশতি মোট মোহর লইয়া গিয়াছে, তাহা আমার নিকট হাজির করে। বক্সীকে ফৌজদারী দিব ও বামাচরণ বসুকে বক্সী পদে নিযুক্ত করিব।" এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া গোবর্দ্ধন, প্রধান স্কন্ধাবারে যাইয়া দেখে যে সেনারা সজ্জীভূত হইয়া শ্রেণীবদ্ধে দাড়াইয়াছে। গোবর্দ্ধন, তাহাদিগের প্রধানকে

ডাকাইয়া বলিল। “সোণারগ্রাম হইতে আক্রমী সেনা যাহাতে যশোহরে সহসা উপস্থিত হইতে না পারে, এমত উপায় কর। নদীতীরে স্থানে স্থানে ছাউনী করহ ও দূরে গুপ্তগতি প্রেরণ করহ। তাহারা মসনৃদই অলির গতি ও মন্ত্রণা আমাকে সময়ে সময়ে নিবেদিবে। এক্ষণে তোমা-দিগের অধীনে দশ সহস্র ভট আছে, তাহাদিগকে দশ গুল্মে বিভক্ত করিয়া যশোহর হইতে সোণারগ্রামের এক দিনের পথ পর্য্যন্ত সৈন্য স্থাপন করহ। সেনারা যত দিন যশো-হরের বাহিরে থাকিবেক, তত দিন স্ব স্ব ভর্মাতিরিক্ত সার্দ্ধ ভর্ম ভাটী পাইবেক। সম্প্রতি যমুনা-পরুই হইতে আগত হস্বল হুকুমানুযায়ী যশোহরে প্রত্যাগত সৈন্যেরা অদ্য হইতে অষ্টাহ পূর্বাবধি ভাটী পাইবেক।” কৃপারাম আসিয়া উপস্থিত হইলে বলিল। “কৃপারাম! এক্ষণে তোমাকে কিলেদার কর্ম্মে নিযুক্ত করা গেল। তুমি যশোহররক্ষণে নিযুক্ত হও। মহা-তাবসিংহ তোমার নাএব হইল।” প্রধান সৈনিককে যাইতে অনুমতি দিলে, সে শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল।

কৃপারাম বলিল। “মহাশয়! আপনার সমস্ত ক্ষমতা, কিন্তু আমার কিলেদার পদের সনন্দ কোথা?”

গোবর্দ্ধন বলিল। “পরে যথাকালে সনন্দ স্বাক্ষর করিয়া দিব। আমার মুদ্রায় শক নাই। অদ্যকার শক খোদাইয়া, আমার চপ প্রস্তুত হইলে স্বাক্ষর ও মুদ্রিত হইবেক।” কৃপারাম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিঃশব্দে দাড়াইয়া রহিল। গোব-র্দ্ধন বলিল। “এখন সোণারগ্রামের দিকে সৈন্য পাঠাইতে অনুমতি দিয়াছি, তুমি স্বয়ং সে সকল তত্ত্বাবধারণ করিবা।

যে সকল গুল্মে মুসলমান ভটের প্রাধান্য, সে গুল্ম সোণারগ্রামের সন্নিকটে রাখিবা। ক্ষীণভক্তি ভটগণকে দূরে রাখা সর্বতোভাবে বিধেয়। নিকটে থাকিলে নানাপ্রকার গোলযোগ করিবেক। এই আদেশ পত্র লও, বামাচরণ বসু বক্সীকে দিয়া তাহার সহিত মন্ত্রণায় যে পরিমাণে অর্থ আবশ্যক হয়, লইও। রাজকোষের একটা বন্দোবস্ত প্রয়োজন হইতেছে। কোষাগারের দ্বার উড়িয়া গিয়াছে। কি প্রকারে নষ্ট হইল ও কাহার দ্বারা এই পর্বটি ঘটিয়াছে, ইহা পরে অনুসন্ধান করা যাইবেক। আপাততঃ আমার বোধ হয়, কলত্রে কোষ রাখিলে ভাল হয়। অতএব তুমি বক্সীকে অবিলম্বে কলত্রে কোষ পাঠাইতে কহ।” কৃপারাম চলিয়া গেলে গোবর্দ্ধন স্কন্ধাবারে যাইয়া দেখে, যে ভটমণ্ডলীতে মহা উৎসাহ; সকলে আনন্দে স্বীয় স্বীয় দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া আপন আপন মোট প্রস্তুত করিতেছে ও এক এক দলের মোটগুলি একত্র করিয়া এক এক স্থানে স্তূপাকার করিয়া সাজান হইতেছে। স্কন্ধাবারের সম্মুখ, গাত্রী ও শকট ও দণ্ডার সমূহে পূর্ণ। কোথাও গাত্রী জোয়াইল নত হইয়া ভূমিতে ঠেকিয়া আছে। গাত্রীর পশ্চাৎ ভাগ উচ্চ, তাহায় রাশি রাশি মোট তোলা হইতেছে। গাত্রীর যুগন্ধরে নাথ বাঁধা। কোথাও বা জনৈক পিণ্ডার, মহিষযুগ্মকে, নাথ দিয়া প্রধি, পিণ্ডি বা চক্রের অপর ভাগে বাঁধিয়াছে। মহিষদ্বয় স্থূল সকণ্টক জিহ্বাগ্রদ্বারা নাথ চাটিতেছে। কোথাও বা কেবল শকট পড়িয়া আছে। অদূরের নান্দীমুখে পিণ্ডার দাড়াইয়া প্রপাচক্র ঘুরাইতেছে ও মহিষগুলি উদ্ধৃত দ্রুত জলপান করিতেছে। কোন কুপের প্রপা হইতে পিণ্ডার জল লইয়া

মহিষকে ধোয়াইয়া তাহার পিচণ্ডে বসিয়া আসিতেছে। হাতে একটা দীর্ঘ যষ্টি, প্রাজনের পরিবর্তে মহিষ খেদাইবার জন্য নিযুক্ত হইতেছে। কোথাও দীর্ঘ বক্র বঁটীতে পিণ্ডারেরা বসিয়া রাশি রাশি বিচালী কাটিতেছে ও বড় বড় চাঙ্গারী করিয়া খলির সহিত বিচালী মাখাইয়া মহিষাদির সম্মুখে দিয়াছে, তাহারা ঘাড় হেঁট করিয়া চিবাইতেছে। কোথাও মহিষ ও বলীবর্দ্ধ ভূমে শুইয়া রোমন্থন দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পুনঃ চর্বণ করিতেছে। কোথাও দংশদংশনে ব্যস্ত হইয়া একটি মহিষ, ঘন ঘন দেহ চর্ম হিল্লোলের পর ব্যস্তে দাড়াইয়া উঠিল। অন্যস্থানে জনৈক চারক অশ্বের পশ্চাতস্থ কীলক হইতে রভস খুলিয়া দিলে অশ্বটী একেবারে চতুষ্পদ বিস্তারিয়া অঙ্গভঙ্গ করিয়া দাড়াইল। চারক অশ্ব প্রস্তুতে নিযুক্ত হইল। কোথাও অশ্বের মুখ হইতে বক্ত্রপট খুলিয়া দেখিল; তাহায় প্রায় এক-শের চণক অবশিষ্ট আছে। চারক চণকগুলি নাড়া চাড়া করিয়া বক্ত্রপট অশ্বের মুখে টান করিয়া বাঁধিয়া দিল। অশ্ব, মুখ ঝাঁকাড়িয়া চণক চিবাইতে লাগিল। কোথাও অপর একটি চারক, অশ্বদ্বয়ের নিগালে কাঠ ও আদানাদি নিয়োজন করিয়া অশ্ব আনিয়া দণ্ডারে নিযুক্ত করিল। এদিকে মহামাত্র একটি কনেরের কর্ণ ধরিয়া তাহাকে বসাইলে, তাহার পৃষ্ঠে বিচা-লীর গদী দিয়া তাহার উপর উৎকৃষ্ট নহবৎ বসাইয়া কণ্ঠপাশক ধরিয়া কনেরের কণ্ঠদেশে পা দিয়া বলপূর্ব্বক কণ্ঠপাশক টানিয়া বাঁধিল। কনেরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্কপালিক দন্ত দুইটী কুন্দসন্নিভ শুভ্র। ঝামা দিয়া গাত্রমার্জনে রমণীয় ধূসর বর্ণ কর, দন্তদ্বয় মধ্যে কি শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহে আবার

কণ্ঠকুম্ভদ্বয় অবগ্রহ নির্যাণ ও চূলিকা, কঠিনী ও নাগগর্ভে রঞ্জিত, পৃষ্ঠে নহবতের চাকচক্য ও কণ্ঠপাশকে রেশমের স্তবক ও তাম্রঘণ্টিকায় হস্তিনীর অতি কমনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। মহামাত্রের লাল উষ্ণীষ, কটীদেশে মল্লকচ্ছের উপর কর্তরিকা বাঁধা। হস্তে ভীম লৌহঅংকুশ, সর্বদা ব্যবহারে মুষ্টি প্রমৃষ্ট ও অগ্রভাগ নিশিত হইয়াছে। নহবতের রক্ষার্থ দুইটী ফলকপাণি ভট, দীর্ঘ শূল ধারণ করিয়া কনেরের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল। কনেরটী মন্দে মন্দে তাহার দীর্ঘ রামরম্ভাতরুতুল্য শুণ্ড এদিক ওদিক নাড়িতেছে ও মাঝে মাঝে পট পট শব্দে সূর্পাকার কর্ণদ্বয়ের স্বীয়স্কন্ধে আঘাতে দংশ ও কীটাদি অপসারণ করিতেছে ও বিস্তৃত কণ্ঠ রোমশ্রেণীদ্বয়সমন্বিত পেচকদ্বারা মধ্যে অধর দেশে দংশ নিবারণ করিতেছে। ও দিকে একটি প্রকাণ্ড দন্তী লুষভ, নহবত্ পৃষ্ঠে করিয়া অমিতবেগে বজ্রজ্বালান্যায় শব্দ করিতে করিতে উর্দ্ধপুচ্ছে দৌড়িয়া আসিতেছে। গোরক্ষু অবকাশ পাইলে যেমন অচেতনে লম্ফ ঝম্ফ করিয়া ধাবমান হয়, লুষভও তদ্রূপ অবিবেকে ধাবমান হইতেছে। বৃংহিত মাত্রে কনের মাথা ফিরাইয়া শুণ্ড বাঁকাইয়া শঙ্খের ধ্বনির ন্যায় শব্দ করিল ও ব্যস্তে ঘন ঘন, যে দিক হইতে লুষভ আসিতেছে, সে দিকে চাহিতে লাগিল। মহামাত্র দূর হইতে লুষভাগমন দেখিয়া সবলে কনেরের মস্তকে অঙ্কুশাগ্র দ্বারা আঘাত করায় কনের ক্রন্দনসূচক একটী ধ্বনি করিল। পার্শ্বস্থ জনমণ্ডলীতে, "লুষভ। লুভষ! মত্তহস্তী। মত্ত হস্তী! প্রভিন্ন প্রভিন্ন! পালাও পালাও! কনের হটাও! কনের তফাৎকর! সাবধান! সামাল!" "বলিয়া উঠিল। গ্রামকুট, বাতা-

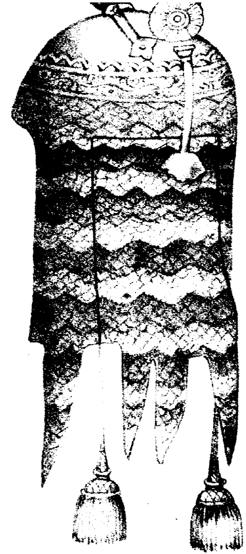
প্রস্থিত শুষ্কপর্ণের ন্যায় ভয়বিপ্লুত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। কে কোন দিকে যায়, কে কাহার উপর পড়ে, কিছুই বোঝা যায় না। লুষভকে নিকটস্থ দেখিয়া কনেরস্কন্ধস্থিত মহামাত্র কনেরকে পূর্ব্বদিকে চালাইল। লুষভস্কন্ধের আধোরণ, ঘন ঘন অঙ্কুশাঘাতে লুষভের কুম্ভদ্বয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, দরদরিত ধারে রক্ত বহিতেছে, কিন্তু লুষভ মত্ততা পরবশ হইয়া কোন বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া কনেরের দিকে দৌড়িতেছে। প্রতি আঘাতে কষ্ট প্রকাশক একটী করিয়া বৃংহিত করিতেছে, আবার শুণ্ড নাড়িয়া মস্তকের উপর ফুৎকার প্রয়োগে বমথুসেচন করিতেছে, আধোরণের সর্ব্বাঙ্গ লুষভশুণ্ড প্রক্ষিপ্তকরশীকরে আর্দ্র হইতেছে। লুষভ আহত হইলেই স্বীয় শুণ্ডাগ্র বিশালমুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া তুণ্ডস্থ জল শোষণ করিয়া শুণ্ড পূর্ণ করত, কর বাহির করিয়া কুম্ভদ্বয়ে ও উরদেশে বমথু সেচিতেছে। এক এক বার কর প্রসারিয়া স্কন্ধস্থ আধোরণের পদ ধারণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু চতুর মহামাত্র পদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া স্কন্ধের উপর বসিয়াছে, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চুলিকায় বেগ দিতেছে। লুষভের পৃষ্ঠস্থ নহবত লুষভের দ্রুতগতিহিল্লোলে বন্ধশিথিল হওয়ায় ক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল। কিন্তু মত্ত লুষভ অবিবেকে কনেরকে লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতেছে। কনেরের মহামাত্র মধ্যে মধ্যে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিয়া লুষভকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কনেরকে পুনঃ পুনঃ আঘাতে ও "মৈল মৈল" শব্দে দ্রুতগতিতে চালাইতেছে। এ দিকে লুষভের পিচণ্ডস্থ নহবত্ ক্রমে শিথিল হইতেছিল, কণ্ঠপাশক ও পুচ্ছবন্ধের রজ্জু ছিন্ন হওয়ায় নহবত



জালিকা কঞ্চুক



আজানুলম্ব পাদুকা



শিরস্ত্রাণ

একবারে টলিয়া লুষভের উদরের দিকে ঝুলিয়া পড়িলে, লুষভ নহবত পতনে চমকিয়া উঠিল। পদচতুষ্টয়ের মধ্যে নহবত ঝুলিতে লাগিল; তাহার পদচালনে ব্যাঘাত হওয়ায় লুষভের গতি ক্ষণেকের জন্য মন্দ হইল বটে, কিন্তু মন্দগতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া দুই একবার পদ বিস্তারিয়া ফেলিল; পরে মত্ত লুষভ রুষ্ট হইয়া ক্ষণেক স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া করদ্বারা নহবতের কাষ্ঠ-স্তম্ভ ধারণপূর্ব্বক বলে আকর্ষণ করায় নহবত কুথসহিত লুষভের অগ্রপদদ্বয়ে বাধিয়া মড়মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। অপর স্তম্ভও সেই প্রকারে ভাঙ্গিয়া লুষভ শরীর বক্রকরিয়া নহবতটি খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিল। স্কন্ধস্থ আধোরণ অঙ্কুশ দ্বারা কত আঘাত করিল, কিন্তু লুষভ কোন বিষয়ে উপেক্ষা করিল না, নহবত নষ্ট করিয়া আবার কনেরের দিকে ধাবমান হইল। ইতোমধ্যে কনেরের মহামাত্র নিকটস্থ নদীর পুলিনে ও বাঁওড়ের তীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনদিয়া বাঁওড়ের অপর পারে যাইয়া দৌড়িল। লুষভস্থ আধো-রণ ক্রমাগত অঙ্কুশাঘাতে তাহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া হতাশপ্রায় বসিয়া রহিল। লুষভ দূরহইতে কনেরকে বাঁওড়ের অপর পারে দেখিতে পাইয়া বেগে বনমধ্যে দৌড়িলে, অল্পদূর যাইবার পরই তাহার গতিমন্দ ও পদ ভার হইল; লুষভ যত বেগ পুর্ব্বক পদতোলনে আয়াস পাইল ততই তাহার পদ পঙ্কে নিপোথিত হইতে লাগিল, ক্রমে প্রায় বক্ষপর্য্যন্ত পঙ্কে বসিয়া গেল। আধোরণ লুষভকে পঙ্কাবদ্ধ দেখিয়া তাহার পিচণ্ড দিয়া পেচক আশ্রয় পুর্ব্বক পশ্চাৎ ভাগে অবতরণ করিল, কিন্তু ভুমিতে তাহার

পদস্পর্শ করিল না, সে হস্তিমথিত দামও বনের উপর নামিল। পরে লুষভের কর্ণাগ্র ধরিয়া তাহাকে পশ্চাৎ দিকে ভরদিয়া অগ্রপদ উত্তোলনের চেষ্টা করিতে ইঙ্গিত করায় লুষভ মত্ততা বশতঃ কোন মতে হটিবার ইচ্ছাও করিল না। বরং অগ্রসর হইবার অভিপ্রায়ে শুণ্ড গুটাইয়া শুণ্ডের উপর সমস্ত শরীরের ভরদিয়া মস্তক ও শুণ্ডের সহায়তায় অগ্রস্থ দক্ষিণ পদ তুলিতে যত আয়াস করিতে লাগিল, ততই পঙ্কে পোথিত হইল; ক্ষণেক ভীম বলে এই রূপ শ্রমকরায় এক কালে অবসন্ন, নিস্তেজ ও স্পন্দ রহিত হইয়া পড়িলে এমত করুণ স্বরে বৃংহিত করিল, যে অপর পারের কনের শুনিবামাত্র ফিরিয়া দাড়াইল। মহামাত্র পঙ্কস্থ হস্তীর অবস্থা দেখিয়া কনেরকে বাঁওড়ের তীর দিয়া ক্রমে লুষভের নিকটে আনিলে কনেরের মহামাত্র তীরের অবস্থা দেখিয়া চিন্তিতে লাগিল; কনেরকে অগ্রসর করিতে দুই একবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কনের শুণ্ডের অগ্রভাগ দিয়া পদক্ষেপের পুর্বে স্থানটি টিপিয়া দেখিয়া ক্রমে পশ্চাৎ হটিতে লাগিল। মহামাত্র অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার চূলিকা টিপিয়া অগ্রসর হইতে ইঙ্গিত করিল, অঙ্গুষ্ঠের বলে কর্ণ ফিরিয়া গেল কিন্তু কনের এক পদও অগ্রে নিক্ষেপ করিল না। মহামাত্র কদধ্বা দেখিয়া কনেরকে প্রত্যাবর্তন পূর্বক অন্তরে যাইয়া দাঁড়াইল। লুষভের মহামাত্র নিকটে আসিলে তাহাকে বলিল, "লুষভকে বাঁচাইবার উপায় কি স্থিরকরিলে? সময় থাকিতে তাহাকে ফিরাইতে পারিলে না"? মহামাত্র বলিল "কেন তুমি কি দেখনাই যে লুষভ কনেরকে অনুসরণ করিতে চৈতন্য রহিত হইয়াছিল"? এই কথা বলিতে বলিতে লুষভ আর

এক বার পঙ্কহইতে উদ্ধারের জন্য অসীম আয়াস করিল, কিন্তু আয়াসে কেবল শ্রমমাত্র হইল ও ক্ষণেকে হতশ্বাস হইয়া করুণস্বরে বৃংহিত করিতে লাগিল। ক্রমে স্কন্ধাবারের লোক ও সৈন্যেরা আসিয়া তীরে দাঁড়াইল; কিন্তু উদ্ধারের কোন বিশেষ উপায় স্থির হইল না। জনৈক সৈনিক আসিয়া বলিল এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, পঙ্কে হস্তী পড়িয়াছে তাহাকে আর কে উঠাইতে পারে? ইহার আশা ত্যাগ কর, ভটশ্রেণী কুচ করিয়াছে চল।" লুষভের মহামাত্র বলিল, "মহাশয় এই হস্তীটি মহারাজ গত বৎসর ত্রিপুরা হইতে বিশ হাজার টাকায় লইয়াছেন। এ দন্তী সুশিক্ষিত শিকারী, মহারাজের সমস্ত হস্তিশালায় ইহার তুল্য প্রকাণ্ড-শরীর ও দন্তবান্ হস্তী আর নাই; আমি মহারাজকে এবিষয়ে কি বলিব—আর তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলে কি কহিব—আমার অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কেহই নাই"! কনেরের মহামাত্র মন্দে মন্দে কনেরকে স্কন্ধাবারের দিকে চালাইল। পথে অপর হস্তীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার মহামাত্রের সহিত লুষভের পঙ্কে পতনের বিষয়ের কথাবার্তা কহিতে কহিতে ক্রমে স্কন্ধাবারে আসিয়া দেখে যে প্রায় সমস্ত গুল্ম চলিয়া গিয়াছে কেবল মাত্র কতিপয় হস্তি-ঘটা দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে গোবর্দ্ধন রায়কে দেখিয়া শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিলে গোবর্দ্ধন বলিল, "কোন্ হস্তীটি পঙ্কে পোথিত হইয়াছে?" জনৈক আধোরণ বলিল, "হুজুর ত্রিপুরার নূতন মাতঙ্গটি পঙ্কে পড়িয়াছে।" গোবর্দ্ধন বলিল "তাহাকে তুলিবার কোন উপায় কর।" আধোরণেরা বলিল "হুজুর হাত্তি পাঁকে পড়িলে আর কে উঠাইতে পারে?"

গোবর্দ্ধন জনৈক প্রতিহারীকে ডাকিয়া বলিল, "যে মাতঙ্গ পঙ্কে পড়িয়াছে তাহার আধোরণকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।" গোবর্দ্ধন এই কথা বলিয়া স্বীয় আবাসাভিমুখে চলিয়া গেল। দূরে ভটগুল্মাদির গমনজনিত রমণীয় ঢক্কা দামামাদির বাদ্য শোনা যাইতে লাগিল ও উভয় অঞ্চলে এমত ধূলী উত্থিত হইল যে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমে স্কন্ধাবার জনশূন্যপ্রায় হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

"মৃগায়তাক্ষো মৃগয়াবিহারী সিংহাদবাপদ্বিপদং নৃসিংহঃ"।

যে সময়ে রায়গড়ে মহারাজ মানসিংহের সৈন্যের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হইতেছিল ও যখন বর্ম্মাবৃত পুরুষ দুর্গের দ্বারপিণ্ডীতে দাঁড়াইয়া দুর্গপ্রাকারে তোপের দ্বারা আঘাত করিতেছিলেন; যে সময় সূর্য্যকুমার রায়গড়ের দক্ষিণ গোপুরে স্বীয় অজেয় গুল্ম লইয়া ভীম যোধসংরাবে মত্ত, যখন উভয় পক্ষের ভটমণ্ডলীতে বিষম গৌল্যপানবিহ্বল মাতঙ্গের ন্যায় ভীষণ ভীমর প্রবাহিত হইতেছিল; যখন উভয়পক্ষের মধ্যে কেহই প্রদ্রাবকল্পনা করে নাই; যখন নিষঙ্গথি নিশিত নীললোহমুখ কাণ্ডগোচরপুঞ্জ পৃষ্ঠস্থকলাপ হইতে লইয়া ভীষণ ধনু হইতে ক্রমান্বয়ে জ্যা নির্ঘোষে নিক্ষেপ করিতেছিল; যখন কাণ্ডপৃষ্ঠেরা গোফণা হইতে তোয়ডিম্বের ন্যায় ক্রমান্বয়ে পাষাণক্ষেপে রায়গড়ের প্রতোলী প্রাকার আচ্ছন্ন করিতে-

ছিল ; তখন চেঙ্গরখালী নদী তীরে জয়ন্তীপুরে মহা সমারোহ। জয়ন্তীপুরবাসীরা গোস কালে মহারাজ গ্রামাধানে যাইবেন বলিয়া মহা উৎসাহে মৃগয়ার উদ্যোগ পাইতেছে। চারিদিগে দুই ক্রোশ নীরব মধ্যে বোধ হয় গত সন্ধ্যায় কেহ শয়ন করে নাই। পার্বতীয়দিগের মৃগয়া একটি মহান্ আনন্দের কর্ম ; আবার যখন সে মৃগয়ায় মহারাজ স্বয়ং ব্যস্ত আছেন কুকী লুশাই ও মিকির জনসমাজে আমোদের সীমা নাই। ইহারা একান্ত মৃগয়াপ্রিয়। এমন কি মৃগয়াদ্বারা গ্রাম রক্ষা হয় হেতু-বাদে মৃগয়াকে গ্রামাধান বলিত। জয়ন্তীপর্বতের বাসীগণ চারি জাতিতে বিভক্ত। তাহাদিগের মধ্যে নিজ জয়ন্তীপুরে সৈন্তটঙ্কই অধিক। জয়ন্তীপুরের চৌধুরী একজন সৈন্তটঙ্ক তাহার পিতা পূর্বমহারাজ সূর্য্যকুমারের পিতার সময়ে জোবালনামক গ্রামের এক জন প্রধান দুল্লুই ছিলেন, পরে মহারাজের মৃত্যুর পর প্রতাপাদিত্যের জয়ন্তীপুর গমনে জয়ন্তীপুরের পুরাতন চৌধুরী নন্দরাম ভয়ে পলায়ন করায় সৈন্তটঙ্কজাতীয় জোবাল গ্রামের দল্লুই গোপাল উক্ত পদে অভিষিক্ত হইবার আশায় প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করে ও তাঁহার বিশেষ সাহায্য করায় প্রতাপাদিত্য গোপাল দল্লুইকে নন্দরাম চৌধুরীর পরিবর্তে চৌধুরীপদে নিযুক্ত করেন। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং জয়ন্তীপুরে থাকিয়া বিশেষ শাসন করিতে অক্ষমজ্ঞানে মিকীর জাতীয় জনৈক মীরাসদারকে আপনার অধীন রাজা করিয়া যান। লটকা জয়ন্তীপুরের সিংহাসন পাইয়া চিরমঙ্গপর্বতে কালীদেবীর উদ্দেশে কয়েকটি মন্দির প্রস্তুত করেন ও তথায় অষ্টোত্তরশত নরবলি দিয়া লুশাই,

মিকীর, কুকিও সৈন্তটঙ্কজাতি মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। জয়ন্তীপুরের রাজা লটকা অত্যন্ত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। জয়ন্তীপুরে রাজ্যপ্রণালী অত্যন্ত সরল। জয়ন্তীপর্বত অঞ্চলে গ্রামে কর ছিল না, কেবল প্রত্যেক গ্রামের দল্লুই প্রতিবর্ষে জয়ন্তী রাজাকে একটি করিয়া পুংছাগ করস্বরূপ দিতেন। জয়ন্তী পর্বতে কৃষিকর্ম জুম রীতিতে প্রবাহিত হইত। লাঙ্গলাদি কার্যযন্ত্র কিছুই ব্যবহার হইত না। কেবল একমাত্র দাওদ্বারা জুমচাস নির্বাহ হইত। জয়ন্তীর উপত্যকা ভাগে নিম্নপ্রদেশের প্রণালীতে হলাদিবহন ও বীজ বপন হইত। গ্রামচয়ে চূর্ণ, কমলালেবু ও শীষক ইত্যাদি দ্রব্য করস্বরূপ রাজার ভাণ্ডারে পাঠান হইত। রাজার পক্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে সেই সকল দ্রব্য ডাক ইজারাদ্বারা বিক্রয় হইত ও তাহার যে স্বল্প অর্থ লাভ হইত তাহার বিনিময়ে মহারাজ নিম্নদেশজাতবস্ত্রাদি দ্রব্য লইতেন। অদ্য রাত্রিতে জয়ন্তীপুরের হাটতলার ধারে চেঙ্গখালী নদীতীরে অত্যন্ত সমারোহ। প্রকাণ্ড একটী দেবদারুগাছের তলায় লেলায়মান সভাজ্য অগ্নি জ্বলিতেছে, সরল ও শাল নির্যাস চতুর্দিক সদ্গন্ধে আমোদিত করিয়াছে, তাহে আবার শীতকাল, জ্বলদগ্নিতাপ প্রিয়সেব্য হওয়ায় চারিদিকে লোকারণ্য। অগ্নির অদূরস্থ কয়েকজন সৈন্তটঙ্কজাতীয় প্রধান দল্লুই বসিয়া আছে—এমত সময় শিলানামক জনৈক দল্লুই আসিয়া চক্রে প্রবিষ্ট হইল; সকলে তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিলে সে বলিল, "বন্ধু চল আমরা অগ্রসর হই। আমাদিগের ত চিরমঙ্গ পাহাড়ে যাইয়া রাজার জন্য শিবির সংস্থাপন করিতে হইবেক।" বন্ধু বলিল, "বস এত

রাত্রি থাকিতে যাইয়া কি হইবে। এখন বোধ হয় এক প্রহরের অধিক রাত্রি আছে, এই অল্পকাল হইল কালকেতু পশ্চিমে অস্তমিত হইয়াছে, এখনও সুখতারা উঠে নাই।" শিলা বসিয়া করতল অগ্নির দিকে বিছাইয়া একবার শেকিয়া লইয়া করপুট ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "অদ্য অত্যন্ত উত্তরে বাতাস দিয়াছে, আমি জোবাল হইতে যে সকল প্রত্যন্ত পর্বত দিয়া আসিলাম, আমার সর্বাঙ্গ শীতল হইয়া গেছে। অদ্য মৃগয়ার এত সমারোহ হইল কেন?" বন্ধু বলিল, "জাননা রাজার প্রতি লুষাই ও মিকির জাতির কথকটা অসন্তোষ ভাব দেখা যাইতেছে। মৃগয়ায় মহারাজ তাহাদিগের সহিত আত্মীয়তা বৃদ্ধির আশা করেন, চল আমরা অগ্রসর হই।" শিলা বলিল "একান্ত যাইবে ত চল।" উঠিয়া তাহার নিকটস্থ ঋষাকে বলিল "ঋষা, আমার জন্য তুই কলাপ লিপ্তক ভুলিও না। শুনিলাম আজ কাল অত্যন্ত ব্যাঘ্রের ও তরক্ষুর দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইয়াছে। লিপ্তক না থাকিলে কাণ্ডগোচরে ব্যাঘ্রদমন সুবিধা নহে।"

বুদ্ধু বলিল, " কেন লোহবাণে কি ব্যাঘ্র মারা যায় না? চিরকালত কাণ্ডগোচরে আমরা শিকার করিয়া আসিলাম। বিষলিপ্ত বাণ ত ক্ষত্রিয় রাজারা ব্যবহার করেন না। লিপ্তক ব্যবহার ব্যাধ ও প্রতিক্ষয়াদি রাজপুরুষদিগের গ্রাহ্য ভদ্রের পক্ষে কাণ্ডগোচর যথেষ্ট। যদি একই কাণ্ডগোচরে ব্যাঘ্র ভূমিশায়ী না করিতে পার তবে মৃগয়ায় বিষলিপ্ত লিপ্তকে কি প্রয়োজন? ব্যাঘ্র আহত হইয়াই ত আক্রমণ করিবেক।"

শিলা বলিল, " ভাই এতোমার ব্যাধের বিষ মাখান

লিপ্তক নহে যে বিদ্ধ হইবার দুই তিন দিন পরে কলঞ্জ মরিয়া যাইবেক। এ বাঙ্গলার নুতন লিপ্তক। ইহা প্রতাপাদিত্যের রাজবৈদ্য সৌগন্ধ্যার হরিশ্চন্দ্ররায়ের প্রস্তুত বিষ মাখান। ইহা চর্ম্মে প্রবেশমাত্রে যত বড় জন্তু হউক না এককালে অচেতন হইয়া ভুমিশায়ী হইবেক। ইহার দ্বারা আহত জন্তু আমাদিগের দেশীয় লিপ্তক-বিদ্ধ কলঞ্জের ন্যায় দূষিত হইয়া মরে না। আমাকে নন্দরাম যশোহর যাইবার সময় এক পাতা বিষ দিয়া গিয়াছে, সেই বিষে এই লিপ্তক প্রস্তুত হইয়াছে।" ঋষাকে বলিল, "ঋষা মনে আছে দেখিও লিপ্তক অতি সাবধানে হাত দিও। একটু আঁচড় লাগিলে তৎক্ষণাৎ মরিতে হয়। লিপ্তকে অতি ভয়ানক বিষ মাখান। যাও দুই কলাপ লিপ্তক লইয়া শীঘ্র আমাদিগের সহিত মিলিও, আমরা অল্পে অল্পে অশ্বে অগ্রসর হই।" ঋষা গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল। শিলা ও বুদ্ধু দুই জনে হাত ধরা ধরি করিয়া দূরে যাইয়া দুই ছোট ছোট মনিপুরি টাটুতে চাপিয়া মন্দগতিতে চিরমঙ্গপর্ব্বতাভিমুখে চলিল। পথে বুদ্ধু বলিল, "নন্দরাম কোথায় গেল, সে আর কত দিন লুকাইয়া থাকিবে?"

শিলা বলিল, "সেত আর এখন লুকাইয়া নাই, সে যে এখন প্রতাপাদিত্যের সভায় শিবচন্দ্রের পুত্র সূর্য্যকুমারকে আনিতে গিয়াছে।"

বুদ্ধু বলিল, "আমি তাহা জ্ঞাত আছি। কিন্তু কবে সূর্য্যকুমার আসিয়া পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেক। তুমি কি শিবচন্দ্র রাজার সহিত শিকার করিয়া ছিলে?"

শিলা বলিল, "যেদিন মহারাজ শিবচন্দ্র মৃগয়ায় বনমধ্যে পড়িয়া মরিয়া যান আমি সেদিন সেই মৃগয়ার দলে ছিলাম, কিন্তু শিবির আমার জিম্মায় থাকায় আমি রাজার নিকটে ছিলাম না।"

বুদ্ধু বলিল, "আমি প্রথম মৃগয়ায় প্রায় মহারাজার পার্শ্বে ছিলাম, পরে যখন একটা প্রকাণ্ড গণ্ডক সমুত্থিত হইল তখন মহারাজও প্রতাপাদিত্য ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইলেন, তাঁহাদিগের আশাছিল খড়্গীটি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যোধসংরাবে নিযুক্ত হইবেন। কিন্তু লোক-জনতা দেখিয়া গণ্ডক স্ফূরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। রিরংসু নৃপদ্বয় ব্যগ্রে তাহাকে অনুসরণ করিলেন। খড়্গী যত বেগে দৌড়িতে লাগিল রিরংসাপরবশ রাজারাও তত অধিকতর বেগে অশ্বচালন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক মধ্যে বোধ হইল মহারাজ শিবচন্দ্র খড়্গী লাভ করিলেন, অমনি লৌহবলয়ের উপর দাঁড়াইয়া স্বীয় দীর্ঘ শেল লইয়া আঘাতের জন্য উত্তোলন করিলেন। অশ্বসান্নিধ্যভীত খড়্গী আরও বেগে দৌড়িল। ক্রমে খড়্গীও মহারাজের মধ্যস্থ ব্যবধান বৃদ্ধিপাইতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য শিবচন্দ্রের সমকক্ষ হইবার যথেষ্ট যত্ন পাইলেন, কিন্তু শিবচন্দ্রের ভক্তিল পার্ব্বতীয় উচ্চ নীচ ভূমিতে অভ্যস্তপদ থাকায় প্রতাপাদিত্যের অশ্বকে পশ্চাতে রাখিয়া দৌড়িল। আমার টাটু মৃগয়া উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া অমিত বেগে ধাবমান হইল। কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ বশতঃ আমি অনবধান-তার ফলভোগ করিলাম—নিকটস্থ ঝোপমধ্যগত ভৃগুর লক্ষ্য করিলাম না; বেগে প্রান্তরস্থ দরী মধ্যে নিপতিত

হইলাম। বিধাতার কর্ম, অশ্ব লম্ফ দিবামাত্র গহ্বর মধ্যস্থ গাছের ডালে তাহার উদর ও উরদেশ বিদ্ধ হইল। আমি গাছের ডালের উপর পড়িলাম। হস্তপ্রসারিয়া যে ডালটি ধরিলাম সেই ডালটি ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু নীচের ডালে আমার জঙ্ঘা আবদ্ধ হওয়ায় কষ্টে রক্ষা পাইলাম।”

শিলা বলিল, “ মহারাজপ্রতাপাদিত্যের এখানে আসিয়া মৃগয়া করিবার কারণ কি? আমাদিগের মহারাজের মৃত্যুই বা কিপ্রকারে ঘটিল?”

বুদ্ধু বলিল, “চাঁদখানের রাজা প্রতাপাদিত্য আপনার খুল্লতাত বসন্ত রায়ের নিকট হইতে স্বরাজ্য লাভের কিছুদিন পরেই ইষ্টদেবতার পূজার উদ্দেশে সসৈন্যে কামরূপ যাত্রা করেন। তথায় দেবীমন্দিরে জয়ন্তীপুরের রাজার রোগের সমাচার পাইয়া তাঁহার সহিত আত্মীয়তা করিতে জয়ন্তীপুর যাত্রা করেন। প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল। কামাখ্যার সেবাইত ব্রাহ্মণদিগের নিকট জয়ন্তীপুরের অসীম প্রশংসা শুনিয়া তথাকার পর্বতে নানাবিধ ধাতু ও অপরাপর রত্নাদির লোভে, বিশেষতঃ জয়ন্তী মণিপুর ও ত্রিপুরার মধ্যে জয়ন্তী পর্বতেই তৎকালে যথেষ্ট হস্তী পাওয়া যাইত,—তথাকার আধিপত্য থাকিলে স্বসৈন্যের জন্য হস্তিযূথ ও মণিপুরের টাটুঘোড়া পাইবার সুবিধা বুঝিয়া জয়ন্তীপুরে প্রতিপত্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টিত হইলেন। কামাখ্যা হইতে জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্রসিংহকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিপ্রায় জানান; জয়ন্তীরাজ ভাটমুখে প্রতাপাদিত্যের প্রবল প্রতাপ শুনিয়া তাঁহাকে স্বরাজধানীতে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন ও স্বয়ং

গারো পর্বত পর্যন্ত আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। প্রতাপাদিত্যের রূপলাবণ্য, তাঁহার সৈন্যদলের প্রণালী ও রীতি নীতি ও তাঁহার রেশেলার চাকচিক্যদর্শনে জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্র অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ও অতি স্বল্পদিনেই পরস্পরের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিল। মহৎ লোকের আত্মীয়তা অল্পেতেই জন্মে ও জন্মিলে ত্বরায় নষ্ট হয় না, যেন স্বর্ণঘটের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও আশু সন্ধেয়। দুর্জনের আত্মীয়তা মৃৎঘটের ন্যায় অনায়াসে ভাঙ্গিয়া যায় আর ভাঙ্গিলে যোড়া লাগে না। মহারাজ জয়ন্তীপুরের রাজা শিবচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্য জয়ন্তীপুরে প্রবেশ করিয়া কয়েক দিবস পার্বতীয় রাজধানীতে বাস করেন। অন্যান্য আমোদের মধ্যে সমা-রোহে প্রামাধান প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার জয়ন্তীপুরস্থ সমস্ত প্রধান প্রধান চৌধূরী দলুই ও মীরাসদারেরা যোগ দেয়। মহারাজ শিবচন্দ্র ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য উভয়ে স্ব স্ব অশ্বারোহণে গমন করেন। বনে অনেক জন্তু শিকার করিতে করিতে একটা গণ্ডকের অনুসরণে উভয়ে অশ্বে দ্রুতবেগে গমন করেন। ক্রমে অপরাপর রাজপুরুষ ও সৈনিকদিগকে অতিক্রম করিয়া দুই সখায় জনশূন্য পার্বতীয় বনে প্রবেশ করেন। বেগানুসরণে ও পার্বতীয় নির্মল বায়ুসেবনে উভয়ের যথোচিত উৎসাহবর্দ্ধন হয় ও ক্রমে এত বেগে গণ্ডককে অনুসরণ করেন যে প্রায় একঘণ্টা পর গণ্ডকও শ্রান্ত হইয়া নিকটস্থ হইতে লাগিল। মহারাজ শিবচন্দ্রের সর্বদা মৃগয়ায় অভ্যাস থাকায় তাহার অশ্ব অগ্রসর হইল ও ক্ষণেকে মহারাজ প্রতাপাদিত্য পশ্চাতস্থ হইলেন। এমত সময় একটা

সরল গাছের ঝোপেরমধ্যে গণ্ডক ও শিবচন্দ্র তাঁহার অশ্ব সহিত অদৃশ্য হইলেন। ক্ষণেক পরে নন্দরাম চৌধূরী বেগে অশ্বে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রতাপাদিত্য স্বীয় অশ্বে উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন "নন্দরাম আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছি। শিবচন্দ্র কোথায় গেলেন দেখিতে পাইতেছি না। আমি অনেক পশ্চাতে পড়িয়াছিলাম এইখানে আসিয়া এই ঝোপে একটু বিশ্রাম করিলাম।" নন্দরাম প্রতাপাদিত্যের কথা শুনিয়া বলিল "মহারাজ অনুমতি করেন ত আমি মহারাজ শিবচন্দ্রের অন্বেষণে যাই"। তাহায় প্রতাপাদিত্য বলিলেন "হাঁ, চল আমিও যাই। এদিকে ত শিবচন্দ্র আসেন নাই। তিনি পূর্ব্বদিকে গিয়াছেন।" নন্দরাম বলিল "মহারাজ আমি জয়ন্তীরাজকে এই ঝোপের ভিতর যাইতে দেখিয়াছি আমার সন্দেহ তিনি এই নিকটের কোন গহ্বরে নিপতিত হইয়াছেন। এ অতি অনিশ্চিত প্রদেশে কোথায় গুহা কোথায় খাদ কিছুই জানা যায় না।" তাহে প্রতাপাদিত্য বলিল, "না তিনি এদিকে যান নাই।" নন্দরাম বলিল, "মহারাজ ঐ দেখুন ঝোপের উপর তাহার উষ্ণীষ পড়িয়া আছে।" প্রতাপাদিত্য উষ্ণীষ দেখিয়া বলিলেন, আমার বোধ হয় ও উষ্ণীষ অপর কাহার।" নন্দরাম বলিল। " মহারাজ আপনি এইখানে থাকুন আমি ঝোপের ভিতর দেখিয়া আসি।" এই কথা বলিয়া নন্দরাম স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে প্রতাপাদিত্য ক্ষণেক চিন্তিয়া আপনিও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন; নন্দরাম ব্যস্তে ঝোপের দিকে চলিয়া গেল।" শিলা বলিল, 'নন্দরাম আমাদিগকে এসকল কথা কিছু ভাঙ্গিয়া বলে নাই।

"মহারাজ শিবচন্দ্র খাদে পড়িয়া অশ্বচাপানে মরিয়া যান এই মাত্র শুনিয়াছিলাম। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্ট অত্যন্ত সুপ্রসন্ন, কেননা কোথা বঙ্গের রাজা, বিনা যুদ্ধে কামাখ্যায় প্রত্যাগমনে জয়ন্তীপুরে আসিয়া স্বীয় শাসন সংস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন!"

বৃদ্ধ বলিল, "সমস্তই দিনের কর্ম। মহারাজ শিবচন্দ্রের মৃত্যুর পর তখনকার চৌধুরীমধ্যে পরস্পরের প্রীতিপ্রণয় না থাকায় ও দুগ্ধপোষ্য বালকসূর্যকুমারের নাম করিয়া সৈন্যটঙ্ক ও মিকির জাতিমধ্যে আত্মবিচ্ছেদ হয়। বিশেষে মহারাজ শিবচন্দ্র ক্ষত্রিয় রাজা,—আমাদিগের স্বজাতি শাসন পাইব, এই পরামর্শে আমরা প্রতাপাদিত্যের কুহকে ভুলিয়া গেলাম। এমন কি আমিই প্রতাপাদিত্যের সহায়তা লাভের জন্য প্রথম তাঁহার শিবিরে যাইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "মহারাজ আমাদিগের রাজা শিবচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, এক্ষণে দুগ্ধপোষ্য কুমারমাত্র আছে, তাহা হইতে আমাদিগের পার্বতীয়দেশ শাসন হওয়া দুষ্কর;বিশেষ মণিপুরে ও ত্রিপুরারাজের সহিত আমাদিগের প্রণয়াভাব। আমাদিগের ইচ্ছা মহারাজ জয়ন্তীরাজ্যের একটা বন্দোবস্ত করিয়া যান। তাহাতে তিনি বলিলেন, আমি এই চিন্তায় ব্যস্ত আছি। আমার অভিপ্রায় মহারাজ কুমার সূর্যকুমারকে রাজমহিষীর সহিত বঙ্গে যশোহরে লইয়া যাই। তাহার বাল্যাবস্থায় যশোহরে আমার নিকট রাখিয়া রাজনীতি শিক্ষা দিই। পরে তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, তাহার রাজ্যে তাঁহাকে পাঠাইব। ইতোমধ্যে সূর্যকুমারের নামে তাহার বাল্যাবস্থায় জয়ন্তী শাসন জন্য

তোমাদিগের মধ্যে প্রধান চৌধুরী জনৈককে নিযুক্ত করিয়া যাই!” আমি তাহায় সম্মতি প্রকাশ করিলে, তিনি লটকার নাম করিলেন। লটকা তখন সর্ব্বদা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট যাতায়াত করিত ও ত্রিপুরার সহিত গত যুদ্ধে জয়লাভ করায় জোবাল ও জয়ন্তীপুরে অত্যন্ত প্রতিপন্ন হয়। তখন সেনামণ্ডলীতে লটকার নাম শুনিলে পুলকোদ্গম হইত আর শত্রুশিবিরে বিশেষে ত্রিপুরায় আবালবৃদ্ধ সকলেই লটকাকে কালান্তক যমের ন্যায় দেখিত। লটকার অদৃষ্ট ভাল, সর্ব্ববাদী সম্মত হইল। প্রতাপাদিত্য তাহাকে রাজ্যভার দিয়া রাজমহিষী ও রাজকুমার লইয়া বাঙ্গালায় চলিয়া গেলেন।

শিলা বলিল, “এখন ত লটকাও জনসমাজে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। লটকা পদমত্ততার পূর্ব্বে আত্মীয় বিস্মৃত হইতেছে, এখন সে স্থির রাজা, কাহাকেও উপেক্ষা করে না মনে যাহা উদয় হয় তাহাই করে।”

বুদ্ধু বলিল, “সকল কর্ম্ম শেষে বৃদ্ধি পায়; তবে দুই একটা যবমধ্যাকৃতি মধ্যে বৃদ্ধি পায় ত অন্তে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু সকলেরই শেষ আছে যখন ষোড়শকলা পূর্ণ হইবেক, তখন কৃষ্ণপক্ষের উদয় হইবেক সন্দেহ নাই। এসংসারে নিত্য কিছুই নাই নিত্যের মধ্যে নাশই নিত্য।”

একটা গাছের অন্তরাল হইতে জনৈক লঘুপদে আসিয়া বুদ্ধুর অশ্বের বল্গা ধরিয়া অতি নম্র ও ক্ষুদ্রস্বরে বলিল, “মহাশয় একটু এইখানে অপেক্ষা করুন, অগ্রে একটা ব্যাঘ্র বসিয়াছে ধনিয়া তাহাকে মারিবার জন্য অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছে। শব্দ পাইলে ব্যাঘ্রটি পলাইয়া যাইবে।

এটা অত্যন্ত বৃহৎ ব্যাঘ্র, কল্য সন্ধ্যার সময় রামার ঘোড়া মারিয়াছে ও আমাদের ছত্র হইতে একটী স্ত্রীলোক মুখে করিয়া পলাইয়াছে।”

বুদ্ধু ও শিলা উভয়ে কথা শুনিয়া অশ্ববেগ সম্বরণ করিল ও বলিল এখানে দাঁড়াইয়াই বা কি করিব। যে উত্তরে বাতাস দিতেছে, ইহাতে ব্যাঘ্র আমাদিগের গন্ধ পাইয়া সাবধান হইবেক।”

ভুচ্চু বলিল, “মহাশয় আমি তাহার উপায় করিয়াছি। ঐ গাছের পার্শ্বে আগুণের কাছে চলুন।”

বুদ্ধু ও শিলা গাছের দিকে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে বলিল “বশাপোড়া গন্ধ পাইতেছি। ইহাতে ভাল্লুক আসিবার সম্ভাবনা, এমত অবোধের মত কর্ম্ম করিয়া অন্ধকারে বসিয়া থাকা উচিত নহে।”

ভূচ্চু বলিল, “মহাশয় ভাল্লুকের ভয় নাই এই পার্শ্বেই অগম্য ভৃগু প্রান্তর। এ খাদ দিয়া সর্প উঠিতে পারে না, তা ভাল্লুকের কথা কি? এস্থানটি রাত্রিবাসের উপযুক্ত স্থল আমি ও ধনিয়া এস্থানে সন্ধ্যা অবধি ঐ ব্যাঘ্রের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলাম। দেখুন এস্থানের তিন দিকে খাদ ও আমরা ভাল জানি এ খাদের উপর একখানা আল্‌গা পাথরে আমরা বসিয়া আছি, নীচে একটি রম্য গহ্বর, অতএব নীচে দিয়া কোন জন্তু আসিবার উপায় নাই। কেবল এই পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে পথ তাহার অর্দ্ধেকে সভাজ্য অগ্নি জ্বালিয়া অপরার্দ্ধে গাছে অন্তরালে বসিয়াছিলাম। ব্যাঘ্র ও ভাল্লুকাদির ভ্রম জন্মাইবার জন্য সভাজ্যাগ্নিতে বশা দিয়াছি, গন্ধ দূর হইতে

হিংস্রক জন্তু প্রলোভন করিয়া আনিবেক।" এই ক্ষণেককাল হইল ব্যাঘ্রণী এই পথ দিয়া চলিয়া গেলে ধনিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে অনুসরণ করিতেছে।"

বুদ্ধু ও শিলা স্থানটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বুদ্ধু বলিল "এইরূপ খাদেই শিবচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আমাদিগের দেশে এরূপ ভয়াবহ ভৃগু যথেষ্ট থাকার অশ্বে চাপিয়া মৃগয়া করা অত্যন্ত অনর্থ-মূলক হইয়া থাকে। তবে এ স্থানটির একটা সুবিধা দেখিতে পাই, ইহার কোন দিকেই বন বা ঝোপ নাই। ঝোপ থাকিলে এখানে মৃগয়ায় সঙ্কট মানিতে হইত। ঐ ধনুর টঙ্কার হইল! অনুমান করি ধনিয়া তীর ছাড়িয়াছে।" তাহারই অব্যবহিত পরে একটি ভীষণ গর্জন হইল! মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল! বুদ্ধু, শিলা ও ভূচ্চু ব্যস্তে স্ব স্ব অস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইল। বুদ্ধু বৃক্ষের অন্তরালে অশ্বদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক সভাজ্যাগ্নি উজ্বল করিয়া দিয়া অধিক শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিটি বিস্তারিয়া ঐ স্থানের দ্বারের স্বরূপ পথের মধ্যে ব্যবধান করিয়া দিল। পরে তিন জনে দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ শেল ও বাম হস্তে অভেদ্য দীর্ঘ কাষ্ঠফলক লইয়া অগ্রসর হইলে দেখিল যে অল্পদূরে ধনিয়া ভূমে পতিত হইয়াছে ও ব্যাঘ্রণী তাহার বাম ভুজশিরে উন্নত নখরপাদ ও ধনিয়ার দক্ষিণ জঙ্ঘায় বাম নখর দিয়া ধরিয়া ধনিয়ার মুখের নিকট নাশিকা দিয়া ঘ্রাণ লইতেছে। ধনিয়া বৈয়াঘ্র বজ্রনখদ্রংষ্ট্রাহত হইয়া রক্তরক্তীকৃতাঙ্গ হইয়াছে। শিলা ও ভুচ্চু ধনিয়ার জীবন সংশয় দেখিয়া প্রত্যালীঢ় হইয়া অমিতবেগে ব্যাঘ্রের শিরোদেশ ও ললাট লক্ষ্য

ক্ষরিয়া শেল নিক্ষেপিল। শেলদ্বয় ভিন্দপালের ন্যায় বেগে যাইয়া ব্যাঘ্রের শিরোদেশে বিদ্ধ হইল। ব্যাঘ্রটি আর একটি অর্দ্ধগর্জন করিয়া ধনিয়াকে ত্যাগ করিয়া লম্ফ দিল ও প্রায় দশহাত অন্তরে গিয়া চিৎপাত হইল। ইত্যবসরে বুদ্ধু বয়োধিক্য বশতঃ কোন ক্ষীণতা বা ক্ষুদ্রতা না দেখাইয়া স্বীয় তীক্ষ্ণাগ্র কর্তরিকা দিয়া ব্যাঘ্রের বক্ষঃদেশ ভেদ করিল। ব্যাঘ্রটি গোঁগরাইয়া নিস্তব্ধ হইল। তিন জনের আঘাত এত লঘুকালের মধ্যে পড়িল যে বুদ্ধুর কর্তরিকায় কি শিলা ও ভুচ্চুর শেলে ব্যাঘ্রটি প্রাণ ত্যাগ করিল বোঝা গেল না। ধনিয়া অবকাশ পাইয়া সানন্দে বুদ্ধুর পদধূলী লইল ও ভুচ্চুর ও শিলার সহিত কোলাকুলি করিল।

বুদ্ধু বলিল, "ধনিয়া, তোমার এমত অসমসাহসিকের ন্যায় আচরণ যুক্তিযুক্ত হয় নাই। সামান্য তীর কি কাণ্ডগোচর হস্তে নিরাশ্রয়ে ভূমে থাকিয়া ব্যাঘ্রের সম্মুখে অস্ত্রচালন উন্মত্ততামাত্র—উচিত নহে।"

ধনিয়া বলিল, "মহাশয় আমি গাছের অন্তরালে থাকিয়া তীর মারিয়াছিলাম, ঐ দেখুন তীর এখনও ব্যাঘ্রের বুকে বেঁধা আছে। আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে ব্যাঘ্রটি একই তীরে যমালয় গিয়াছে, কেন না সে তীর খাইয়া ভীমগর্জনে ভূমে পড়িল। তখন আমি গাছের অন্তরাল হইতে যেমন বাহির হইয়া কর্তরিকা দিয়া তাহার অন্ত্যেষ্টিকর্ম করিতে যাইব অমনি সে উঠিয়া লম্ফ দিয়া আমাকে মৃৎশায়ী করিল!"

শিলা বলিল, "দেখি তোমার জঙ্ঘায় কিপ্রকার ক্ষত হইয়াছে—তোমার ভুজশিরে ত অধিক লাগে নাই?"

ধনিয়া বলিল, "আমার জঙ্ঘায় অধিক আঘাত লাগিয়াছে, আমি লম্ফ দেওয়ায় ভুজশির ধরিতে পারে নাই; পরে পড়িয়া গেলে কেবল ব্যাঘ্রের থাবামাত্র লাগিয়াছিল। মহাশয়, সে যাহা হউক, রাজার আসিবার বিলম্ব কত? বিলম্ব থাকে ত আমি একটা ঘোড়ার সন্ধান দেখি।"

বুদ্ধু বলিল, রাজার আসিবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তুমি আমার ঘোড়ায় চল, চিরসঙ্গে আমি আর একটা ঘোড়া করিয়া লইব।"

শিলা বলিল, "মহাশয় আপনার ঘোড়ায় আপনি যান, ধনিয়া আমার ঘোড়া লউন।"

ধনিয়া বলিল, "যেটা হউক,—আমি রক্তশ্রাবে ক্ষীণবল বোধ করিতেছি।"

বুদ্ধু ধনিয়ার অঙ্গবৈক্লব্য দেখিয়া স্বীয় কমর-বন্দ বস্ত্র তাহার জঙ্ঘায় বাঁধিয়া দিল ও বলিল, "ঋষার নিকট আমার দ্রব্য সামগ্রী আছে, আসিলেই ঔষধ লাগাইয়া দিব।"

ধনিয়া অশ্বে বসিলে সকলে একত্র হইয়া মন্দগতিতে পথ দিয়া চলিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক রক্তবর্ণ হইতে লাগিল। প্রাতঃকালের অনির্ব্বচনীয় সদ্গন্ধ চারি দিকে ছুটিল। দূরের গাছে ও ঝোপে মনাল প্রভৃতি বড় বড় বন্য কুক্কুটাদির শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল। গোমায়ু ও শৃগালে দ্রুতপদে পথের এ দিক হইতে ওদিকে দৌড়িয়া স্বীয় গর্ত্তের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ওখানে একটা শ্বেতবর্ণ শৃগাল দূর হইতে মনুষ্যপদের শব্দে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। এখানে একটা ভল্লুক ঘোঁত ঘোঁত করিয়া দূর দিয়া পালাইয়া গেল।

শিলা ও বুদ্ধু ভল্লুক দেখিয়া করতালি দিয়া চীৎকার করিল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে রাজার অগ্রবর্তী রাজপুরুষদিগের আগমন শব্দ পাইয়া বুদ্ধুরা পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইল। ক্রমে লটকার অশ্ব নিকটস্থ হইলে জয়ন্তীরাজ বলিলেন, "বুদ্ধু তুমি এখনও যে পথে দাঁড়াইয়া আছ?"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ—জয় হউক! আমি প্রায় রাত্রি এক প্রহর থাকিতে রওয়ানা হইয়াছিলাম; পথে ধনিয়াকে একটা ব্যাঘ্রে আঘাত করায় বিলম্ব হইয়াছে। অনুমান করি আপনি ব্যাঘ্র-শবটি পথে দেখিয়া থাকিবেন। আমি গত রাত্রিতেই লোক পাঠাইয়া চিরমঙ্গে সমস্ত উদ্যোগ করিতে অনুমতি দিয়াছি। আশা করি মহারাজের কোন বিষয়ে অসুবিধা হইবেক না।"

লটকা বলিলেন, "বুদ্ধু, তুমি পুরাতন লোক, বয়ঃক্রম অধিক হইয়াছে বলিয়া যাহা বল সকল সাজে। ইদানী আমার কর্ম কার্যে তোমার শৈথিল্য দেখিতে পাই; এবিষয়ে তোমাকে একবার ঈঙ্গিতও করিয়াছি—তোমার চৈতন্য হয় নাই। তুমি রাজকার্যে অপটু। আমি জানি অনুমতি দেওয়া আমার কর্ম; মা কালী তোমাদিগকে আদেশ বহন করিতে দিয়াছেন।" পরে পার্শ্বস্থ ওমরাও পুঁড়াকে বলিলেন "পুঁড়া শুনিলে? বুদ্ধু অনুমতি দিয়াছেন ও আশা করেন আমার কোন বিষয়ে অসুবিধা হইবেক না।" আবার বুদ্ধুর দিকে ব্যঙ্গে বলিলেন "মহাশয় আপনার প্রসাদাৎ ও আশাবলে আমার কোথাও কোন বিষয়ের অসুবিধা হয় না। আমার অসুবিধা অপরের শিরশ্ছেদনমূলক।" ক্রমে লটকার রাগবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

লটকা প্রাতেই মড়ুই ও পচান গৌল্যপানে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়াছিল; আবার এখন রোষ হওয়ায় গোলাকার চক্ষু আরও ঘুরিতে লাগিল, যেন—কালান্তক যম—স্বীয় কোটর হইতে লম্ফ দিবেক। রাজার কটুবাক্য শুনিতে শুনিতে শিলা ও ভুচ্চু স্ব স্ব শেলগুলি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিল ও এত বলে অধরোষ্ঠ দন্ত দিয়া চাপিল, যে বোধ হইল চর্ম্ম ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইবেক।

বুদ্ধু হেটশিরে বলিল, "মহারাজ আমি রাজসংসারে প্রায় চাল্লিশ বৎসর কর্ম্ম করিলাম। মহারাজ শিবচন্দ্রের নিকট যথাযোগ্য মানে কাটাইয়াছি, কিন্তু এরূপ ব্যবহার কখন আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। হুজুর প্রভু—অধীনের প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতে পারেন, কিন্তু বিনাপরাধে দণ্ড বিধান রাজার কর্ত্তব্য নহে।"

লটকা বুদ্ধুর গম্ভীরবাক্যে ও স্থির অঙ্গভাবে কতকটা চমকিয়া গেল কিন্তু স্বীয় চাপল্যস্বভাববশতঃ বলিল, "তুমি যে প্রতাপাদিত্যের সভাসদের ন্যায় নীতি উপদেশ দিতে শিখিলে! আমার অসভ্য পার্ব্বতীয়দেশে, বিশেষ শ্যেনটঙ্কের মুখে অত ন্যায় মাখা কথা শোভা পায় না! কাপুরুষ শিবচন্দ্রের শাসন নহে! এ মহাপুরুষ লটকেশ্বর রাজার অধিকার! তুমি খবরদার আমার শ্রুতিগোচরে শিবচন্দ্রের নাম করিও না!"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ আপনার সহিত তুল্য উক্তি আমাতে সম্ভবে না। আমার অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করুন। আমার গমনবিলম্ব অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

লটকা, "ইনি আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছেন!" বলিয়া মত্ততাবশতঃ হস্তের কশামুষ্টিদেশ দিয়া ব্যঙ্গে বুদ্ধুর কর্ণদেশ স্পর্শ করিয়া ঘৃণাসূচক থুথু করিয়া তাহার দিকে ফুৎকার দিলেন। শ্যেনটঙ্ক দল্লুই ও চৌধুরীগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

পুঁড়া রাজার এপ্রকার কুব্যবহার দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল "মহারাজ এটা আপনার উচিত কর্ম হইতেছে না। বুদ্ধু আমাদিগের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোক। তাহার কোনই অপরাধ দেখিতে পাই না। চিরমঙ্গে যাইয়া যদ্যপি কোন বিষয়ে ত্রুটি পান, তবেই বুদ্ধু অপরাধী হইবেক। দৈবঘটনার উপর কাহারও আয়ত্ত নাই। পথে ধনিয়া ব্যাঘ্রের হস্তে পড়িয়াছিল; ধনিয়া বুদ্ধুর আত্মীয়—কাযেই তাহার সুশ্রুষার জন্য কিছু বিলম্ব করিতে হইয়াছে। তাহাতেই বা মহারাজের ক্ষতি কি ?"

রাজা পুঁড়ার এই কথা শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠিলেন। বুদ্ধুকে ছাড়িয়া পুঁড়ার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন "কেহে—তুমিও যে বিচারশীল হইয়াছ! ছোট মুখে বড় কথা ভাল শোণায় না। তুমি আমার ক্রিয়ার উপর লক্ষ্য করিয়া সদসৎ বিচার করিও না। তুম আমার আজ্ঞাবর্ত্তী আমার অনুমতি রক্ষা করিবে।"

পুঁড়া বলিল, "মহারাজ আমি আপনার অধীন বটি, কিন্তু আপনার ওমরাও পরামর্শ দিবার লোক। সামান্য বৃত্তিভোগী ভৃত্য নহি। আপনি আমাদিগকে একটু সাবধানে ব্যবহার করিবেন।"

লটকা বলিল, “রে পামর আমার প্রতি সাবধানে বাক্য প্রয়োগ করিলি। পুঙ্গী! তুই মগ অপেক্ষা অধম।”

পুঁড়া বলিল, “আমাদিগের অদৃষ্ট মন্দ! আমাদিগের পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম নষ্ট হইল, এখন নিম্নদেশের দেবদেবীর সেবায় রাজা ও রাজপুরুষেরা নিযুক্ত হইয়াছেন, এখন ফ্রার আর পূজা হয় না, এখন ধর্মপণ্ডিত পুঙ্গী ঘৃণাসূচক কটূ বাক্য হইয়াছে! মহারাজ, এই দোষেই আমরা শিবচন্দ্রের রাজত্বে বিশেষ অনুরক্ত ছিলাম না। তিনি নিম্নদেশের লোক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ফ্রার উপর কোন অভক্তি ঘৃণা বা দ্বেষ করিতেন না। তিনি বলিতেন তোমাদিগের ফ্রা আমাদিগের বিষ্ণুর নবম অবতার—অবশ্য পূজ্য! তিনি ফ্রার উদ্দেশে কয়েকটা কায়োক মন্দির প্রস্তুত করেন। তিনি পুঙ্গীকে নিম্নদেশের পণ্ডিতের মত মান্য করিতেন। তিনি উভয় ধর্মে সমদর্শী ছিলেন বলিয়া আমরা প্রতাপাদিত্যের কুহকে পড়িয়া আপনার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলাম। আশা করিলাম, স্বজাতীয় রাজা আমাদিগের ধর্মের অনুশীলন করিয়া আমাদিগের মনোরঞ্জন করিবেন। আপনি কিন্তু সিংহাসনে বসিয়াই প্রথমে কালীর মন্দির স্থাপন করিলেন। অসভ্য পার্বতীয়েরা নরবলি প্রভৃতি নৃশংস আচরণে আপনার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিল—মূর্খেরা স্বীয় ধর্ম ক্রমে ত্যাগ করিল। মূঢ়েরা জানে না যে আমাদিগের বৌদ্ধধর্ম কত উচ্চনীতি শিক্ষা দেয়। যাহা হউক কেবল ধর্ম কেন, অপরাপর আচরণে আমরা আপনার প্রতি আর ভক্তি করিতে পারি না। আমরা এতদিন লুব্ধাশ্বাসে আপনার বচস্কর হইয়াছিলাম। অদ্যকার

আচরণে সে শৃঙ্খলাটি ছিন্ন হইল। মহারাজ, আপনার পথ এক—আমাদিগের পথ স্বতন্ত্র।” বলিয়া পুঁড়া আপনার অশ্বের মুখ অপর দিকে ফিরাইল।

লটকা রোষে তাহার প্রতি আঘাতজন্য যেমন কশা উত্তোলন করিলেন, পার্শ্বস্থ চিমাইনামক অপর ওমরাও রাজার হাত ধরিয়া বলিল, “মহারাজ ওমরাওর অঙ্গে হস্তোত্তলন করা আপনার যোগ্য নহে! রোষান্ধে মোহিত হইয়া অনুচিত কর্ম্মে মন দিবেন না! ক্রমে সূর্য্যোদয় হইতেছে; বিলম্বে মৃগয়ার ব্যাঘাত হইবেক। চলুন, অগ্রসর হউন।”

রাজা বলপূর্ব্বক তাহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন “চিমাই অদ্য তোমাদিগের কি হইয়াছে? সকলেই আমার সম্মুখে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছ—ব্যাপার কি! কেহই কি আমার বশবর্ত্তী নহ? চোপদার! চোপদার!”

চোপদার শির নোয়াইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে, রাজা বলিলেন, “চোপদার, চিমাই আমার অঙ্গে হাত দিয়াছে, তাহারে বাঁধ।” চোপদার চিমাইয়ের দিকে চাহিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া পশ্চাতে চলিয়া গেল। রাজা আপন অশ্ব চালাইলেন। চিমাই ক্রমে রাজাকে অগ্রসর হইতে দিয়া মন্দগতিতে পশ্চাতস্থ শিলা, বুদ্ধু, ভুচ্ছু পুঁড়া প্রভৃতি কয়েকজন ওমরাও নিকটে আসিলে, সকলে পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া চলিল। ক্রমে রাজা সদলবল অগ্রসর হইলে একটা গাছের নীচে কয়েকজনে অশ্বরোধ করিল। বুদ্ধু বলিল, “আজ লটকার কি হইয়াছে? সে এরূপ ব্যবহার করিতেছে কেন?”

চিমাই বলিল, “ ওর গতিক ঐ প্রকার—ইদানী অহঙ্কারে

ভুমে পা পড়ে না—কাহারও মান রাখে না ! ওমরাওদিগকে সর্ব্বদাই এই প্রকার ব্যবহার করে ! এখানে চৌধুরী ও দল্লু-ইয়ের মান্য নাই। আমি অদ্যাবধি ইহার সঙ্গ ছাড়িলাম।”

শিলা বলিল, “লটকা বুদ্ধুর সহিত যেরূপ আচরিল তাহে আমার তৎক্ষণাৎ একটা পর্ব করিবার ইচ্ছা ছিল। কি বলিব, তোমরা সকলে সহ্য করিলে আমাকেও অগত্যা সহ্য করিতে হইল।”

বুদ্ধু বলিল, “অদ্য বোধ হয় অতিরিক্ত মড়ুরা পান করিয়াছে।”

পুঁড়া বলিল, “না লটকা স্বভাবতঃ ঐরূপ অবিবেক, তাতে আবার উচ্চপদ পাইয়াছে। পদের উত্তাপ কোথা যাইবেক? অদ্য গ্রামাধানের যাত্রার পূর্ব্বে কেবল এক বাঁশ পচান পান করিয়াছিল। সে আবার আশামী পচান, তাহায় কি আছে—কেবল ভাতের পচা সৌবীরমাত্র। আশামীরাও সৌবীরকে সন্ধিত করে না, কি একটা বকাল আছে তাহা দিয়া অষ্টাহের পচান ভাতের সৌবীর জালা ভরিয়া রাখে।”

বুদ্ধু বলিল, “আশামী পচান নিতান্ত কাঞ্চিক নহে, সে বকালটীতে শুনিয়াছি যথেষ্ট ধুস্তুরের বীজ বাটিয়া দেয় আর সদ্গন্ধের জন্য জায়ফল ও ছোট এলাচীর চূর্ণ দিয়া রাখে। একে পচানের মত্ততা তাতে আবার এই সকল তাপকর দ্রব্য—আসামী পচান আমাদিগের মড়ুয়া অপেক্ষা অধিক ক্লৈব্য। মড়ুয়ায় কেবল মাড়ুশস্যের যবাগূ কয়েক দিন তাপে রক্ষা করিলে কুঞ্জলের ন্যায় অম্ল হয়। আমরা তাহা সন্ধিত

করিয়া গৌল্যভাগ বৃদ্ধি করি বটে, কিন্তু আমাদিগের গৌল্যে যত মাদকতা আছে আশামী পচানে ততোধিক ক্ষৈব্য।"

চিমাই বলিল, "আপনারা ঐ সবই জানেন—মাড়ুয়ার আর পচানের ক্ষৈব্য ও মাদকতা লইয়া বিচার করিতেছেন, এদিকে জানেন না যে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে গতমাসে যে ভেট আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে যে যক্ষপুরের সুরা আইসে তত্তুল্য ক্ষৈব্যপানীয় আমি কখন দেখি না। সুমরা চৌধূরী অত পায়ী, সে এক চোঙ্গা পানের পর আর বসিতে পারিল না। রাজা আজ কয়েকদিন হইতে সেই সুরা পান করিতেছেন। শুনিতে পাই একপাত্রে গৌড়ী ও পৌষ্টিকগৌল্য তাড়ীর সহিত দশবার সন্ধিত করায় যক্ষপুরের সুরায় গৌল্য অর্দ্ধেকের অধিক ভাগ আছে। রাজা অদ্য যাত্রার পূর্ব্বে দুই তিন বাঁশ যক্ষপুরের সুরা পান করিয়াছেন।"

বুদ্ধু বলিল, "যাহা হউক এক্ষণে চল—আমরা এখানে থাকিয়া আর কি করিব? চিরসঙ্গে যাই দেখি লটকা কি করিতেছেন। রাজার উপর রাগ করিয়া মৃগয়া ত্যাগ করা হইবেক না।"

পুঁড়া বলিল, "নন্দরামের পত্রমতে অদ্যই ত আমাদিগের একটা উপায় চিন্তিতে হয়। অবকাশও পাওয়া গিয়াছে, রাজার পাপও পূর্ণ—ষোড়শ কলা প্রাপ্ত।"

বুদ্ধু বলিল, "তাহা সত্য বটে, কিন্তু যাহাকে একবার রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি ও মান্য করিতেছি, তাহার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে আমার মন লয় না।"

চিমাই বলিল, "আমরাই লটকাকে রাজা করিয়াছি।

তিনি যদি আমাদিগের মান্য না রাখেন তবে আমরা তাঁহাকে উক্ত পদে রাখিতে প্রস্তুত নহি। ফলে লটকার স্মরণ করা উচিত যে আমরা তাঁহার ভর্তৃতাঙ্কিত প্রজা নহি। আমাদিগের মধ্যে লটকা হইতে অপেক্ষাকৃত মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোক আছে। বুদ্ধু প্রায় বিশপুরুষ চৌধূরী, পুঁড়াও একজন প্রত্ন চৌধূরী। আমার পূর্বপুরুষ অতি সম্ভ্রান্ত দল্লুই ছিলেন, আমি আজ চারিপুরুষে চৌধূরী। ঐ ঋষা দল্লুই মধ্যে একজন গণ্য ও সম্ভ্রান্ত। ফল বলিতে গেলে শ্যেনটঙ্ক জাতীয় মীরাশদার মধ্যে ঋষার শ্রেণীর মীরাশদার অপর কেহ নহে। আমাদিগকে সামান্য দাসের মত ব্যবহার করিয়া যে তিনি জয়ন্তীতে রাজ্য করিবেন তাহা কখনই ঘটিবেক না। শিবচন্দ্রের বংশকে রাজ্য দিব। নন্দরাম লিখিয়াছে যে সূর্য্যকুমার বাঙ্গলায় সমূহ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তিনি আবার একটী অগ্রগণ্য বীর। তাঁহা হইতে জয়ন্তী শাসন অতি সুন্যায়ে সমাধান হইবেক।”

এমত সময় জনৈক পদাতি আসিয়া বলিল, “চৌধূরী, দল্লুই ও মীরাশদারদিগকে মহারাজ স্মরণ করিয়াছেন। বন খেদা হইয়াছে; মৃগয়া আরম্ভ হইয়াছে; অনুমান করি অদ্য আমাদিগের শ্রম সার্থক হইবেক—অদ্য ব্যাঘ্র, তরক্ষু, ভল্লুক, গোমায়ু, মৃগ ও গণ্ডক যথেষ্ট উত্থিত হইয়াছে। এমত সফল গ্রামাধান ত্বরায় দেখা যায় না। মহাশয়েরা চলুন।”

গ্রামাধানের সম্বাদ, শ্যেনটঙ্ক কর্ণে অতি সুশ্রাব্য, সকলেরই মুখ দিয়া লাল পড়িতে লাগিল। পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ও সকলেই সভামধ্যে বিজ্ঞতম বুদ্ধুর

প্রতি চাহিলে বুদ্ধু বলিল, "চল, এখন মৃগয়া ত করা যাক, পরে যাহা হইবার তাহা হইবেক।" এই কথা শুনিবামাত্র ঋষা কয়েকটী চুক্রপূর্ণবংশপাত্র প্রত্যেকের হস্তে দিল। সকলে অশ্বের উপর দাঁড়াইয়া এক এক পানে বংশপাত্রটি নিঃশেষ করিল ও কশাঘাতে আপন আপন অশ্বচালন করিল। ব্যাঘ্র আহত ধনিয়া আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। ঋষার নিকট হইতে গৌল্য পান করিয়া ভুজশির ও জঙ্ঘা কবলিকা বদ্ধ করিয়া এক টাটু চাপিয়া চলিল। অল্পদূর অশ্বচালনে তাহার ভুজশিরের কবলিকা শিথিল হইল, ঘর্ষণে কষ্টকর বোধ হওয়ায়, ঋষাকে ডাকিয়া কবলিকা পুনর্বার বাঁধাইয়া ক্ষতদেশ আবরণ করিল। ক্রমে কয়েকজন অশ্বারোহী চৌধুরী ও দল্লুইরা চিরমঙ্গের দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখে, যে কর্মটীলার প্রশস্ত সানুতে গ্রামাধানের দ্বার হইয়াছে ও তথায় জয়ন্তীরাজ লটকা ও আর কয়েকজন প্রধান প্রধান চৌধুরী, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তিপৃষ্ঠে, কেহ বা ভূমে, অর্দ্ধচন্দ্রাকার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এক এক রশী অন্তরে দাঁড়াইয়াছে, অপরাপর সৈনিক ও গ্রামকূটে চিরমঙ্গের পশ্চিম কটক হইতে প্রায় দুই ক্রোশ ব্যাসের ভূমি ঘিরিয়া, মাদল, ঢাক প্রভৃতি বাদ্য ও চীৎকার ও হুঙ্কারাদি ভয়প্রদর্শক শব্দ করিতেছে। জনৈক দল্লুইয়ের সম্মুখ দিয়া সশাবক লম্বকর্ণ দৌড়িয়া গেল। দল্লুই হস্তস্থ তোমরাঘাতে অগ্রের লম্বকর্ণকে ভূমীশায়ী করিয়া দৌড়িয়া অনুসরণ করত আর তিনটিকে আহত করিল। পরে লম্বকর্ণ চতুষ্টয় উঠাইয়া আনিয়া রাজার সম্মুখে রাখিল। গ্রামাধানের নিয়মানুসারে প্রথম শিকার

রাজার প্রাপ্য। রাজা লম্বকর্ণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ রোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "অদ্যকার গ্রামাধান বড় মঙ্গলের নহে, প্রথমেই লম্বকর্ণ শিকার হানিকর। তুমি ইহা ছাড়িয়া দিলে না কেন?" নিকটস্থ মুণ্ডী চৌধূরী বলিল, "লম্বকর্ণ আবার শশকজাতীয়মধ্যে হেয়, ইহার মাংসও তত কোমল নহে, ইহা রাজোপহারের অযোগ্য!" দল্লুই অপ্রস্তুত হইয়া চলিয়া গেল। ইতোমধ্যে বুদ্ধু প্রভৃতি কয়েকজন আসিয়া শ্রেণীভুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমত সময় একদলে তিনটী কৃষ্ণসার বায়ুবেগে তাহাদিগের মধ্য দিয়া ধূলী উড়াইয়া দৌড়িল। চিমাই আপনার ধনুতে একটি তীক্ষ্ণকঙ্কপত্র নিয়োজন করিয়া যেমন সন্ধান করিবেক, অমনি ধনুর জ্যা ছিঁড়িয়া গেল। একটি বৃথা টঙ্কার হইল ও ছিন্ন কর্মকার্মুকের আঘাতে তাহার গোধার ঊর্দ্ধদেশের চর্ম্ম কাটিয়া গেল। কৃষ্ণসার কিন্তু অব্যাহতি পাইল না। পুতার দীর্ঘ শরে বিদ্ধ হইয়া ভূমে উল্টাইয়া পড়িল। বুদ্ধু আর একটিকে ভূমে পাড়িল। কিন্তু লটকা চিমাইয়ের ধনুর্গুণ ছিন্ন দেখিয়া বলিল, "ইহারা অদ্য পরামর্শ করিয়া যাহাতে আমার অমঙ্গল ঘটে এমত ব্যবহার করিতেছে; কৃষ্ণসারের প্রতি প্রথম সন্ধানে জ্যা ভঙ্গ মৃগয়ার অনর্থের মূল। চিমাই! চিমাই!" চিমাই নিকটে গেলে বলিলেন, "তুমি একান্ত এমত অক্ষম হইয়া থাক ত ঘরে যাও। এখানে আসিয়া আমার মৃগয়ার হানি করিবার আবশ্যক নাই!" চিমাই কোন উত্তর করিল না, অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওদিকে বরাশৃঙ্গা ও নীলগাই কয়েকটী দৌড়িয়া গেলে শরে ও ভিন্দপালে ছয়টি ভূমিশায়ী হইল। একটিমাত্র দীর্ঘ-

কায় নীলগাই একটি শর পৃষ্ঠে করিয়া পলাইল। জনৈক অশ্বারোহী দল্লুই শূলহস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। এদিকে রাজার নিকট দিয়া একটী মুণ্ডী ও দুইটী পৃষত যেমত দৌড়িয়া যাইবেক, অমনি রাজন্যস্ত শরে ভূমিশায়ী হইল। রাজা এতবলে শরদ্বয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে পৃষতদেহ ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণাগ্র অপর দিকে দেখা যাইতেছিল। এক-পার্শ্বে কঙ্কপত্র ও অপর পার্শ্বে তীক্ষ্ণাগ্রমাত্র দেখা গেল। ক্রমে বিশাল বিষাণন্যঙ্কু, মহান্ গবয়, শম্বর, নীলাণ্ড সরোরু, শ্বেতরেখা রাজীব, শৃঙ্গহীন মুণ্ডী, তাম্রবর্ণ হরিণ, ঈষদ্ তাম্র-বর্ণ বারাশৃঙ্গা বা কুরঙ্গ দুই চারিটি করিয়া আহত হইল। পুং নীলাণ্ড ঋষ্য ও স্ত্রী নীলাণ্ডরোহিতও মারা পড়িল। মধ্যে মধ্যে অসংখ্য কুক্কুট।

লটকা বলিলেন, "চোপদার শ্যেনচিতেরা কোথায়? তাহাদের খেলা দেখাইতে বল। গ্রামাধানে শৈন্যম্পাত হওয়া উচিত; শ্যেনটঙ্কজাতীয় চৌধুরীদিগের শ্যৈন্যম্পাত অত্যন্ত প্রিয় মৃগয়া।" সুমের বলিল, "মহারাজ বুদ্ধুকে ডাকাইতে আদেশ করুন, বুদ্ধুর অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও বলবান শ্যেন ও কপোতারি প্রভৃতি আছে। তাহার শ্যেনকদম্ব তুল্য মহা-রাজার প্রতুদ নাই। হুজুরের আদেশ মাত্রেই বুদ্ধু সানন্দে তাহার শ্যেন কদম্বের গুণ দেখাইবে।"

রাজা বলিলেন, "কেন বুদ্ধু কি দেখিতেছে না, যে আমাকে তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে হইবেক! সে ত একজন প্রধান শ্যেনটঙ্ক ও রাজামাত্যও বটে। এরূপ সাধারণ গ্রামাধানে কেনই বা স্বয়ং উদ্যোগী হইবেক না?

রাজকর্মচারীর উচিত, রাজার মনোনীত কর্মে স্বতঃ সর্বদা নিযুক্ত থাকা। আমার আবদারকে কিছু পানীয় আনিতে বল, আমার অত্যন্ত কণ্ঠশোষ হইতেছে।”

ক্ষণেকে আবদার আসিয়া উপস্থিত হইলে লটকা বলিল “আশামী মাড়ুয়া আন।” আবদার প্রশস্ত বংশের একটা পাত্র আনিয়া তাহা হইতে ক্ষুদ্র একটা বংশপাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ আশামী মাড়ুয়া ঢালিয়া রাজার হস্তে দিলে, রাজা একশ্বাসে শোষণ করিয়া ওষ্ঠ চট্‌পট্ করিয়া বলিলেন। “আঃ! আশামী মাড়ুয়া প্রাণপ্রদ! জয়ন্তীর কল্যাপালেরা এরূপ গৌল্য প্রস্তুতে অক্ষম। ইহারা একান্ত অকর্মণ্য। আমি আশাম হইতে দক্ষ কল্যাপাল কয়েকজন আনাইয়া জয়ন্তীপুরে বাস করাইব। সুমের বলিল, “মহারাজ আশামী মাড়ুয়া অপেক্ষা বঙ্গের গৌড়ী ও পৌষ্টি অত্যন্ত উপাদেয় সুরা। শুনিয়াছি তাহায় প্রায় তিন ভাগ গৌল্য ও বক্রী তত্রত্য নিম্নদেশজাত সুমিষ্ট ঐক্ষব রস ও ধান্যের নিক্কাথ থাকে। আমার জনৈক আত্মীয় গতরাত্রিতে কিঞ্চিৎ আমাকে দিয়াছিল। আমি এক পোয়া আনুমানিক পান করিয়া সমস্ত রাত্রি শিশিরে ও হিমে পড়িয়াছিলাম। আমার বোধ হইল যে জঠরাগ্নি সর্বাঙ্গ দগ্ধ করিল! আর সে সুরাপানকালীন সুরা যতদূর গলাধঃকরণ হয় ততদূর যেন তেজে উত্তেজিত হইতে থাকে!”

রাজা বলিলেন, “কোথা দেখি সে কিপ্রকার সুরা?” সুমের একটু অন্তরে যাইয়া আপনার অশ্বস্কন্ধের চর্মের থলি হইতে একটা কাচের বোতল আনিয়া তাহা হইতে আনুমানিক এক ছটাক একটা ক্ষুদ্র বংশ পাত্রে ঢালিয়া মহারাজের

সম্মুখে ধরিল। রাজা বলিলেন, “এতটুকুতে কি হইবেক? ইহাতো জিহ্বা ও দন্ত আর্দ্র করিতে নষ্ট হইবেক! আর একটুকু দাও গলাধঃকরণ হউক।”

সুমের আর একটুকু ঢালিয়া দিলে তাহায় মহারাজ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “এত অল্পমাত্রায় সুরা আমি কখন পান করি না! এই লও তোমার দ্রব্য তুমিই পান কর!”

সুমের বলিল, “মহারাজ এ অত্যন্ত তীব্র সুরা, ইহার তৈক্ষ্ব্যপ্রায় অসহ্য! বার বার অদেশ করিলে অন্যথা করিতে অক্ষম। এই লন।”

প্রায় এক পোয়া সেই সুরা লইয়া রাজা এক শ্বাসে পানের জন্য যেমত শোষণ করিলেন, অমনি এমত বিষম লাগিল, যে হস্ত হইতে বংশপাত্রটি খসিয়া পড়িল। ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া বলিলেন, “হাঁ এ অতি উৎকৃষ্ট সুরা বটে। ইহা কে তোমাকে দিল? আমার হৃদয়পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিয়াছে!” বন্য অসভ্য জাতির যত তীব্র স্বাদই উপাদেয় বোধ হয়। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, “সুমের এই সুরা আমার জন্য আনাইয়া দিতে হইবেক।”

সুমের বলিল, “মহারাজ এ অতি সুলভ কার্য্য। সম্প্রতি আপনার শ্রেণকদম্ব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু বহুক্ষণ হইল আর কোন জন্তু উত্থিত হইতেছে না। আদেশ দেন ত চতুষ্পার্শ্বের খিটিদিগকে নিকট আসিতে বলা যায়।”

রাজা বলিলেন, “চক্র ক্রমে সংকীর্ণ করুক, যদি তাহায় কোন জন্তু উত্থাপিত না হয়, তাহা হইলে বনে আগুণ দেওয়া যাইবেক”।

সুমের রাজার অভিপ্রায় মত আদেশ দিলে খিটীরা ক্রমে চক্র সঙ্কোচ করিতে লাগিল ও মহা সমারোহে মাদল, ঢক্কা ও ঝাঁজ বাজাইলে, এক দল কপিঞ্জল সমুত্থিত হইয়া চিরমঙ্গের কটক হইতে প্রান্তরের দিকে কিচ কিচ শব্দ করিতে করিতে কতক দৌড়িয়া, কতক বা অল্প অল্প পক্ষ হিল্লোলে চলিল। তাহার মধ্যে তিত্তিরী, আশামী লৌহরীতিবর্ণকণ্ঠও ঈষদ্‌শুভ্রবর্ণচঞ্চুপুটধারী কোএরা নামক অপর জাতীয় কপিঞ্জল, লেপচাদিগের হরিৎপৃষ্ঠ কোহেম্পো ও ডাল্‌ফা পর্বতের রক্তকণ্ঠী পোখও যথেষ্ট দৌড়িল। রাজা ইঙ্গিত করিবামাত্র জনৈক শ্যেনচিত তাহার চর্মাবৃত বামহস্ত হইতে একটি সুশিক্ষিত শ্যেন ছাড়িয়া দিয়া একটি শিস দিল। শ্যেনটি শিস শুনিবা মাত্র ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিমেষমাত্র স্থির হইয়া একটি কুকী পর্বতের বেঙ্গটী জাতীয় তিত্তিরীর উপর ছোঁ মারিয়া যেমন পড়িল, অমনি বেঙ্গটী পক্ষবিস্তারিয়া বক্রগতিতে মৃৎশায়ী হইয়া বসিল। শ্যেন ফিরিয়া দ্বিতীয় বার তাহার পৃষ্ঠদেশ স্বীয় প্রখর নখে বিদ্ধ করিয়া উড়িল ও উড়িতে উড়িতে বেঙ্গটির মস্তকে চঞ্চুদ্বারা আঘাত করিয়া তাহার শিরপর্ণ ছিড়িতে লাগিল। বেঙ্গটি কাতরস্বরে টি টি করিতে লাগিল। এদিকে কতকগুলি লওয়া, বটের, মণিপুরী সেইপল ও লেপচা টিমোক্‌ফো প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার নানা রঙ্গের পক্ষি গুড় গুড় করিয়া দৌড়িল। যে যাহাকে পাইল তোমর, করপালিক প্রভৃতি অস্ত্রাঘাতে ও শস্ত্রনিক্ষেপে রাশি রাশি মারিয়া একত্রিত করিতে লাগিল। ক্রমে উলুময়ূর ও ভূততিতর দেখা গেল। লটকা স্বয়ং গুলেল দিয়া উড্ডীন পুং উলুময়ূর

একটী ভূমে পাড়িলেন। এমত সময় বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ ঐ একটা দেবতুরুগ যাইতেছে!" রাজা বাঁটুল দিয়া উড্ডীন দেবতুরুগকে লক্ষ্য করিয়া গুলেল ছাড়িলেন। বাঁটুল লাগিবামাত্র দেবতুরুগ তাহার সচক্ষু-পক্ষবিস্তারিয়া ভূমে পড়িল। আহা পক্ষের কি শোভা! প্রায় চার সারি রক্তবর্ণ পয়সার ন্যায় দাগ। পক্ষীটি ভূমে পড়িয়া এমত বেগে দৌড়িতে লাগিল যে তাহাকে অনুসরণ করা এককালে অসম্ভব বোধে অগত্যা ত্যাগ করিতে হইল। ক্ষণেক এইপ্রকার কুক্কুট, কপিঞ্জলাদি পক্ষীর সমুত্থানের পর আর কিছুই দেখা গেল না। লটকার রিরংসার তৃপ্তি হইল না। লটকা ঘন ঘন অতীব তীব্র ক্ষৈব্য পানে মত্ত হইয়া গবয়াদি বৃহৎ শিকার না পাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল; যে কেহ দৃষ্টিপথে পড়িল তাহার একটা না একটা দোষ উপলক্ষ করিয়া তাহাকে রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলে, সকলেই রাজার নিকট ছাড়িয়া দূরে গেল। এমত সময় সুমরাকে দেখিয়া বলিলেন, "সুমড়া তোমার জাল্ও ফাঁদ কোথা? তাহায় কি পড়িল?"

সুমরা বলিল, "মহারাজ আমি যথাস্থানে জালাদি নিয়োগ করিয়াছি, কিন্তু তথায় কি হইয়াছে বলিতে পারি না।"

চোপদার জনৈক অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ, অদ্য ফাঁদে কিছুই পড়ে নাই।"

লটকা বলিল, "আমার আজ্ঞা কেহই রক্ষা করে না! তুমিও একান্ত অকর্ম্মণ্য! তোমার শাসন আবশ্যক।"

সুমরা বলিল, "মহারাজ, প্রতিনিধি নিয়োজন করিয়া তত্ত্ব লউন। এপ্রকার জনতায় কি ফাঁদে কোন ফল দেয়?

যেরূপ লোকারণ্য ও বাদ্যাদির ধ্বনি তাহায় এ বনে এখন পাঁচ ছয় মাস আর কিছুই হইবেক না।”

লটকা বলিলেন, “আমি ওসকল ওজর শুনিতে চাহি না। তুই দেখি বুদ্ধুর অনুসরণ করিলি।”

সুমরা বলিল, “মহারাজ আপনার মতিভ্রম হইয়াছে। আপনার কালও নিকট! নতুবা চৌধুরী ও দল্লুই প্রতি এপ্রকার পরুষবাক্য কেহই প্রয়োগ করে নাই। মহারাজের বুদ্ধুর প্রতি সর্বদা সপত্নের ন্যায় দ্বেষপ্রকাশ করা উচিত নহে। বুদ্ধুর মানে আপনার রাজ্যের মান।”

লটকা বলিলেন, “আমি বুদ্ধুর অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া রাজ্য করিব না। জয়ন্তীপুরে দুই সূর্য্য এককালে উদয় হইতে দিব না। বুদ্ধু কিছু আমার সমকক্ষ নহে”। চোপদারকে বলিলেন, “বুদ্ধুকে আমার সম্মুখীন কর।” চোপদার বুদ্ধুর নিকট যাইয়া দেখে যে বুদ্ধু, শিলা ও পুঁড়া প্রভৃতি প্রধান প্রধান চৌধূরীরা একত্র হইয়া দূরের জঙ্গলে গিয়া শ্যেনস্পাতে ব্যস্ত আছে। তিত্তিরী, কপিঞ্জল, জিরে, চেগ্‌গা প্রভৃতি তজ্জাতি-সান্নিধ্যপক্ষিচয় সুশিক্ষিত শ্যেনের সহায়তায় রাশি রাশি ধৃত হইতেছে। এদিকে বুদ্ধুর আদেশে প্রধান শ্যেনচিতকে ডাকান হইল। সেটি দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, জাতিতে মুসলমান, আবক্ষলম্বিতকৃষ্ণবর্ণশ্মশ্রু, শিরে একটি সরোমমৃগচর্ম্মের টোপী তাহায় ফুসের পালক, উভয় হস্তে আকোণ পর্য্যন্ত চর্ম্মের দস্তানা। আজানুলম্বিত পুস্তীনের অঙ্গরক্ষক বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আবরণ করিয়াছে, নীলবর্ণে রঞ্জিত মোটা ত্রিপুরাবস্ত্রের অষ্টীবৎ পর্য্যন্ত পাজামা। কটীদেশে সুবিস্তৃত চর্ম্মের কোমরবন্ধ

তাহায় চর্ম্মের কোষ। বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশে লম্বিত দ্ব্যঙ্গুলবিস্তৃত চর্ম্মের ফিতায় উভয় দিকে রূপার বলয় দেওয়া তাহা হইতে রেশমের স্থূল রজ্জু বক্ষে দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি কাষ্ঠদণ্ডের দুই কোণে বাঁধা। পৃষ্ঠদেশেও তাহার প্রতিরূপ। শ্যেনচিত উক্ত দণ্ডচতুষ্টয় মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে, দণ্ডচতুষ্টয় তাহার চারি দিকে উল্লিখিত বক্ষ ও পৃষ্ঠ-রজ্জুতে ঝুলিতেছে। দণ্ডচতুষ্টয়ে চারিটি অবগুণ্ঠিত তীক্ষ্ণ চঞ্চু বক্রনখ ফ্রুস। সেগুলি চঞ্চু হইতে পুচ্ছাগ্রপর্য্যন্ত প্রায় দেড় হাত দীর্ঘ। পক্ষ বিস্তৃত করিলে পক্ষদ্বয়াগ্র প্রায় চারি হস্ত চৌড়া। শরীর গোল নিরেট, আর পক্ষের পালক এত দীর্ঘ, লঘুতর পুচ্ছ হইতে লম্বা। সর্বাঙ্গ প্রায় তাম্রধূসর তাহে উজ্জ্বলধূসরে রঞ্জিত। স্কন্ধদেশে শ্বেতবর্ণ। পৃষ্ঠ উজ্জ্বলতর ধূম্র। পুচ্ছে পাংশু বর্ণ কৃষ্ণরেখা। শিরোভাগ আরক্ত পীত। ফলে সে একপ্রকার দীর্ঘকায় প্রকাণ্ড বলবান বাজ বা শিকরে পক্ষী। টারটারী ও চীনদেশে বিশেষত পশ্চিম রাজ্যে পুর্ব-তন রাজারা এই পক্ষী সুশিক্ষিত করিয়া মৃগয়া জন্য পালন করিতেন। প্রধান শ্যেনচিতের পশ্চাতে প্রায় তদ্রূপ বেশ-ধারী আর বার জন শ্যেনচিত। প্রথম শ্যেনচিতের নিকট দুইটী ভৈরব-বাজ তাহার চক্ষে অবগুণ্ঠন নাই। এই পক্ষীকে হিন্দু রাজারা সাচীন বলিয়া ডাকিতেন ও তাহাদিগের মৃগ-য়ায় অত্যন্ত প্রিয়পক্ষী বলিয়া ব্যবহৃত হইত। ভৈরব-বাজকে অন্য বাজের ন্যায় শিকার দেখাইয়া দিতে হয় না। খেদা আরম্ভ হইলে ভৈরব-বাজকে ছাড়িয়া দেয়, ভৈরব-বাজ অত্যন্ত ঊর্দ্ধ-প্রদেশে উড্ডীন হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, পরে পশু কি

শিকারের পক্ষী উত্থিত হইলে উচ্চতরপ্রদেশ হইতে তাহার পৃষ্ঠে অমিতবেগে অভ্রান্তদৃষ্টিতে নিপতিত হয় ও বক্রাগ্র বিষম নখে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া বৃহৎ পশু হয়ত তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া চলৎ পশুর মাংস কাটিয়া ফেলে ও স্বীয় উদর পূর্ণ করে। অনেকের নিকট চারিটি সাহীবাজ যাহাকে পশ্চিম রাজ্যে কএল বলিয়া জানে। এ জাতীয় বাজ অণ্ডজ বংশের কালান্তক যম। ইহাকে অণ্ডজমাত্রেই ভয় করে। নির্লজ্জ কাক ইহাকে দেখিলে দূর হইতে পথান্তরে যায়। তিত্তিরী ইহাকে ঊর্দ্ধদেশে ভ্রমণ করিতে দেখিলে জড়সড় হইয়া অভি-ভূত হয়। রাজহংস ভয়ে ডুব দিতে ভুলিয়া গিয়া ইহার নখা-ঘাতে নষ্ট হয়। সাহীবাজ সুশিক্ষিত হইলে ক্রমে ক্রমে ছয়টি ক্ষুদ্র পক্ষি মারিয়া দুই পদে লইয়া শ্যেনচিতের নিকট ফিরিয়া আইসে! ইহার লক্ষ্যের উপর পতন এত বেগবান্ যে গ্রাসা-ধানে ভূস্থ লক্ষ্য পলায়ন করিলে সাহীবাজ স্বীয় বেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ভূমে নিপতিত হইয়া পঞ্চত্ব পায়। জলে হইলে হংসাদি দৈবাৎ পলায়ন করিলে ছোঁ মারিতে গিয়া ডুবিয়া যায়। পক্ষি শিকারের পক্ষে সাহীবাজ তুল্য শ্যেন দেখা যায় না। ইহার মত জবন পক্ষী আর নাই। পক্ষশাস্ত্রমতে এই পক্ষি প্রকৃত শ্যেন। অপর শ্যেনচিতের নিকট একটি লগ্‌গড় বাজ ও তিনটী কর্জ্জনা-বাজ। কাহার নিকট দোরেলী। কাহার দণ্ডে তুরুমতী ও নরজীবাজ। কেহ শিকরা ও বাজদ্বয় লইয়া আসিতেছে। সকলে পক্ষীর বহুক্ষণ মৃগয়ায় ভ্রান্ত প্রায় হইয়াছে দেখিয়া বুদ্ধু তাহাদিগকে আহার দিতে আদেশ করিল। এমত সময় চোপদার আসিয়া রাজাজ্ঞা

অবগত করাইলে বুদ্ধু লটকার নিকট চলিল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর সমস্ত প্রধান প্রধান চৌধুরীরাও চলিল। পশ্চাতে কয়েক জন শ্যেনচিত ও শ্যেনম্পাতলব্ধ রাশীকৃত পশু পক্ষী। কাহার স্কন্ধে লম্বকর্ণ চতুষ্টয়, কাহার শশক ছয়টা, কেহ একটা কৃষ্ণসার স্কন্ধে লইয়া যাইতেছে ও দুই হস্তে তাহার পদচতুষ্টয় দুই স্কন্ধের উপর দিয়া ধরিয়াছে কৃষ্ণসারের সশৃঙ্গ মুণ্ড পৃষ্ঠদিকে ঝুলিতেছে। কাহার স্কন্ধে তিত্তিরী কপিঞ্জলের মালা। কেহ মনাল, পোখু, কোহেম্পো প্রভৃতি সুদর্শন কুক্কুট হস্তে লইয়া যাইতেছে। অদূরে দুই জনের স্কন্ধে একটা সরল ডালে একটি প্রকাণ্ড চামরী গবয় ঝুলিতেছে। বাহকেরা ভারবহনে ক্লিষ্ট হইতেছে। নিকটস্থ হইলে বুদ্ধুর মৃগয়া-সাফল্য দেখিয়া লটকার হিংসা হইল। বলিল, "হাঁ বুঝিয়াছি ইহারই জন্য আমি মৃগাধানে এমত নিষ্ফল হইলাম। সমস্ত পশু ত তোমরাই মারিয়াছ! এই জন্য কি আমি তোমাকে পূর্বে সন্ধান দিয়াছিলাম? এরূপ অত্যাচার আমি সহ্য করিব না!"

বুদ্ধু বলিল, "আমাকে কি আদেশ করিবেন করুন। আমরা মৃগয়ায় শ্রান্ত হইয়াছি, রৌদ্রও ক্রমে অসহ্য হইতেছে। অনুমতি পাইলে ত্বরায় স্নানাহার করি। মহারাজের মৃগয়ায় এত নিষ্ফল হইল কেন?"

লটকা বলিলেন, "নিষ্ফলের কারণ তুমি! গ্রামাধানে দুই স্থানে মৃগয়া হইলে যেখানে শ্যেনম্পাত হয় সেইখানেই অধিক পশু আহত হয়। তোমাদিগের সঙ্গে কি শিকারী চিতা ছিল?"

বুদ্ধু বলিল, "আমার দুইটা শিয়াগোষ ও একটা চিতা আর পুড়ার একটা শিয়াগোষমাত্র ছিল।"

লটকা বলিল, "তোমার শ্যেনকদম্বও প্রচুর।"

বুদ্ধু বলিল, "আমার ফুস লইয়া বিংশতিটি আর আমাদিগের শিলা, পুঁড়া, চিমাই ও অপরাপর কয়েক জনার একুনে প্রায় পঞ্চাশটী শ্যেন। আর আমাদিগের দলে প্রায় দেড় শত কুক্কুরও ছিল।"

লটকা রোষে বলিল, "এ তবে তোমাদিগেরই গ্রামাধান হইয়াছে, আমি তোমাদিগের সঙ্গে আসিয়াছি! ভাল আগন্তুককে এরূপ নৈরাশ করা উচিত হয় নাই! বলি তোমাদিগের কি কিছু বুদ্ধি নাই—আমায় সমীহ করিলে না—এ অত্যন্ত অন্যায়!"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ কেন এ ত কিছুই নহে। গ্রামাধানের নিয়মই এই। যে যেখানে ইচ্ছা শিকার করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত করিবে। আমরাও রীত্যনুসারে সমস্ত হুজুরে আনিয়াছি।"

লটকা বলিল, "আমি তোমাদিগের উচ্ছিষ্ট লাভের পাত্র নহি। পামরেরা যথেচ্ছাচরণ করিতেছে, আমি অদ্যই শাসন করিব। অদ্য প্রাতঃকালাবধি আমাকে বিধিমতে উদ্বেগ করিয়াছে। বুদ্ধু, তুই অত্যন্ত নির্লজ্জ তোকে প্রাতে কশাঘাত করিলাম তাহাতেও তোর ঘৃণা হইল না। তুই কাপুরুষ দূর হ—আমার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হ।"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ ক্ষান্ত হউন, উৎকণ্ঠার সময় রাগারাগিতে প্রয়োজন নাই। কোন দোষের জন্য কাহাকে দণ্ড দিতে হইলে নিরপেক্ষ হইয়া শান্তমূর্ত্তিতে বিচার করিলে শাসন যথারীতি প্রবাহিত হয় ও শাসনের ফল দর্শে। রোষপরায়ণ হইলে দণ্ডের অর্দ্ধেক ফল দেখে।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে লটকা আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বীয় কশা লইয়া বুদ্ধুর তুণ্ডে উপর্যুপরি দুই তিন বার আঘাত করিলে বুদ্ধুর চক্ষু ফুটিয়া শোণিত নির্গত হইল। পার্শ্বে শিলা দাঁড়াইয়াছিল? স্বীয় শেল লইয়া লটকার বক্ষস্থলে বেগে মারিল, লটকা শিলার শেলোত্তন দেখিয়া হটিয়া গিয়া স্বীয় শেল উঠাইল। লটকার পার্শ্বস্থ রাজপুরুষেরা কেহ কোন কথা বলিল না। শিলার শেল ব্যর্থ হইয়া ভূমে পড়িল বটে, কিন্তু লটকার শেল শিলার জঙ্ঘা বিদ্ধ করিয়া শিলাকে ভূমে পাড়িল। বুদ্ধু অন্ধপ্রায় দাঁড়াইয়া আপন চক্ষুদ্বয়ে করতল দিয়া আবরণ করিয়া আছে, শিলা ভূমীসাৎ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "নন্দরামকে স্মরণ করিয়া শিবচন্দ্র রাজার নাম লইয়া কেহ প্রকৃত শ্যেনটঙ্ক থাক ত এ দুরাচার লটকাকে যমালয় পাঠাও।"

পুঁড়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "লটকা তোর ভোগ শেষ হইয়াছে, তুই যদ্যপি স্বেচ্ছায় জয়ন্তীসিংহাসন ছাড়িয়া দিশ তবে তোকে প্রাণদান করি, নতুবা তোকে শিবচন্দ্রের পথে পাঠাইব!" লটকা পুঁড়ার ক্রুর বাক্য শুনিয়া চমৎকৃত হইল। চোপদারগণ প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দিল, কিন্তু কেহই কোন উত্তর না করিয়া স্থির হইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। লটকা তাহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া রুষ্ট হইয়া বলিল, "কেহ কি আমার আদেশ গ্রাহ্য কর না? শুনিতেছিস?" চোপদারেরা নিরুত্তর দণ্ডায়মান রহিল। পরে সুমরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "সুমড়া পুড়ার মাথা কাটিয়া ফেল।" সুমের কটিস্থ ভোজালী লইয়া

অগ্রসর হইলে পুঁড়া বলিল, কিহে আত্মবিচ্ছেদে প্রস্তুত দেখিতেছি, তুমিও কি নরাধমের শাসনে অসন্তুষ্ট নহ"।

সুমড়া বলিল, "পুঁড়া তোর মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। তোরা রাজার সহিত এরূপ কুব্যববহার করিতেছিস, জানিস না যে তোদের সবংশে ধ্বংস হইতে হইবেক।"

ভুচ্চু বলিল, "আর বৃথা বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, এই লও জয়ন্তী রাজ্য নিষ্কণ্টককরি বলিয়া ভোজালি লইয়া লটকাকে আক্রমণ করিল। লটকা স্বীয় শেল ও ফলক লইয়া তাহাকে বিদ্ধ করিতে ও স্বরক্ষণে নিযুক্ত হইল। সুমরা প্রভৃতি কতকগুলি নিতান্ত লটকার আত্মীয় ও বশবর্ত্তী চৌধূরী রাজার পক্ষ হইয়া সহায়তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভুচ্চুর দলে বক্রী সমস্ত চৌধূরী ও রাজপুরুষ ও প্রতিহারী ও চোপদারগণ দাড়াইল। তুমুল সংগ্রামের উপক্রম হইল। আত্মবিচ্ছেদে—বিশেষত বিদ্রোহবিপ্লবে—যুদ্ধের কোন রীতিই থাকে না, যে যাহা মনে করে, তাহাই করিয়া থাকে। রাজার আয়ত্ত না থাকিলে দেশ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। দলাদলি হওয়ায় ক্ষণেকের জন্য অস্ত্রচালন ক্ষান্ত হইল। লটকা স্বীয় দল অত্যন্ত ক্ষীণবল দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল। "সুমরা চল এখন স্নানের বেলা হইয়াছে। আমরা শিবিরে যাই। পরে বিদ্রোহীদিগকে সমুচিত শাসন করিব।" রাজা ও তাহার কয়েকজন অনুগত চৌধূরী ও কর্ম্মচারী শিবিরাভিমুখে চলিয়া গেল। বুদ্ধু পুঁড়া প্রভৃতি বিপক্ষ চৌধূরীরা শিলাকে ধরাধরি করিয়া চিরমঙ্গের উপত্যকাস্থ গৃহে চলিয়া গেল। গ্রামকুটেরা এক একদলে বিশপঁচিশজনা

একত্রিত হইয়া কয়েকটা শাল সরল ও চামরী বৃক্ষের ছায়া আশ্রয় লইল ও মৃগয়ালব্ধ পশুপক্ষী যথারীতি বিভক্ত হইলে, স্বীয় স্বীয় দলের অংশ লইয়া অগ্নি প্রজ্জ্বালনপূর্ব্বক কেহ শূলে নিষ্টপ্ত করিয়া, কেহ পরিদহন করিয়া, কেহ কেবল অগ্নির উপর ত্রিকাষ্টিকায় ঝুলাইয়া, কেহ বা লোম ও পক্ষ সহিত জ্বলদাঙ্গার-রাশির উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া পাক আরম্ভ করিল, কেহ বা অগ্নিতপ্ত বালুকামধ্যে মাংস প্রোথনে কান্দব করিয়া লইল। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড প্রশস্ত দৃতিপূর্ণ পার্ব্বতীয় সুরা ও গৌল্য বংশপাত্রে ঢালিয়া পান করিতেছে।

এদিকে বুদ্ধুরা উপত্যকাস্থ কতকগুলি বংশের মাচার উপর ঘরের মধ্যে একটি গৃহে প্রবেশ করিল। সেটি বুদ্ধুর ঘর। বুদ্ধুর সহিত সকলে একত্র হইয়া অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া স্বীয় স্বীয় ঘরে চলিয়া গেল।

পঞ্চম অধ্যায়।

ক্ষয়াশাঙ্কা ক্ষরম্মীনা ভূর্বভৌ সলিলোজ্ঝিতা।
ব্যক্তকাঞ্চ্যা সনক্ষত্রা নির্ম্মেঘেব নভঃস্থলী॥

চট্টগ্রামের দক্ষিণ লবণসমুদ্রের অন্তর্গত বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পার্শ্বে নাভঅন্তরীপের নিকট একটি কঠাল অল্পে অল্পে দণ্ডক্ষেপণে দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছে। বারিধিতীর কঠাল হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে আছে বলিয়া মহাসমুদ্রের হিল্লোলমাত্র কঠালে লাগিতেছে ও প্রতিহিল্লোলে কঠাল যেন গম্ভীরভাবে মন্দে মন্দে ঘাড় নাড়িতেছে। কঠালটি সরল স্থূলগর্জ্জন কাষ্ঠের নির্ম্মিত, বৃহৎ ডোঙ্গার আকার। একটি সমগ্র কৃতঅভ্যন্তরদগ্ধ গাছ সূত্রধার ভিতর কুন্দিয়া সুগোল ঠাম করিয়াছে। কঠালের গুণ্ডীতে মোটা কাটীর মাদুরের উপর জনৈক মগদেশীয় পুঙ্গী বসিয়া আছে—কাষায় বস্ত্রসম্বীত, হস্তে একটি তালবৃন্ত, শিরোদেশ মুণ্ডিত—অত্যন্ত বিমর্ষভাবে শূন্যদৃষ্টিতে হেঁটমুণ্ডে বসিয়া আছে। কঠালের মধ্যার্দ্ধে একটি হোগলার দোচালা, সেইমাত্র রৌদ্র ও শিশিরের আবরণ। কঠালের পশ্চাৎভাগে কঠালের ওষ্ঠের উপর বসিয়া কর্ণগ্রাহ কাষ্ঠের লঘু বঁটিয়া দিয়া কর্ণিকের কর্ম্মের সহিত জল পশ্চাৎভাগে টানিতেছে ও কঠালটি বেগে যেন জলের উপর পিছলাইয়া যাইতেছে। রাত্রি প্রথম প্রহর, এখনও চন্দ্রোদয় হয় নাই; মাঘমাস—শীতের

আমেজ আছে। প্রতিকর্ণাঘাতে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে ও কর্ণালের পদবীরেখা সজ্যোতি দেখাইতেছে। প্রতিবার কর্ণ তুলিলে কর্ণের পাতায় বিন্দু বিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় পরমাণুসমষ্টি দেখা যাইতেছে। অদ্যই প্রথম মলয়াচল হইতে মন্দে মন্দে সমীরণ বহিতেছে। আহা! শীতের পর দক্ষিণবায়ু কি সুখসেব্য! স্পর্শমাত্রে ভাবুকের হৃদয় প্রফুল্ল হয়! কর্ণধার নাকীস্বরে দেশীয় কাণুর গীত ধরিয়াছে। যদিচ জাতিতে মগ ও ধর্ম্মে বৌদ্ধ; কিন্তু অনভিজ্ঞ ভারতবর্ষসন্নিকটস্থ অসভ্যদেশ সকলের গ্রামকুটেরা হিন্দুদিগের দেবদেবীর উপাসনা প্রয়োজনমত বাদ দেয় না। অনেকেই ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এমন কি হিন্দুধর্ম্মের এমত অসীমমোহিনীশক্তি যে ইহাদিগের সহিত কিছুকাল বসবাসে যবন ও মুষলমানমধ্যেও অনেক হিন্দুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বিশেষে আকবরসাহের প্রসাদগুণেও সহিষ্ণুতা বলে হিন্দু মুষলমানের ভেদের তীব্রতা ছিল না। ধনীহিন্দুতে তাজিয়াদি মহম্মদী উৎসব করিত ও মুসলমানেরা হোলীতে আমোদ করিত। কর্ণধার কাণুর গান ধরিল। এদিকে বারিধির অনির্ব্বচনীয় দূরভেদী গম্ভীর নিষাদধ্বনি দশদিক্ পূরিয়াছে, বোধ হয় যেন প্রলয়কালীন ঝড় বহিতেছে; কিন্তু সাগরের বিস্তার এমত স্থির ও শ্লক্ষ্ণ ও শান্ত ও অক্ষুব্ধ যে খমণ্ডল ও বারিধি বিস্তার প্রতিমার্ক্ষে একই আকার ধরিয়াছে। আহা কি মনোরম! অসীম খগোল যেন ভূগোলে মিলিয়াছে! সমুদ্রের মধ্যে কিছুই তরঙ্গ নাই, অতি শান্তভাবে বরুণদেব দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন ও তাহার বিশাল বক্ষদেশ যেন উৎ-

কর্ণধার বলিল, "টেকনাফের দক্ষিণ দিয়া মঙ্গদোতে নামাইয়া দিলে আপনি শুষ্কপথে যাইতে পারিবেন। মঙ্গদোতে হাতিও পাওয়া যায়, আপনার গমন সুলভ হইবেক; নতুবা লোয়াদারা পর্য্যন্ত এই কোঁদায় যাইতে কল্য সমস্ত দিন লাগিবেক। আপনার যেমত অভিরুচি।"

পুঙ্গী বলিল, "আমাকে তবে মৎস্যদহের পথে নামাইয়া দাও। সেই সন্তেদ তীরে একটা বড় কায়োক আছে না?"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয় খাড়ীর তীরের সে কায়োকটি আজ মাসাবধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সেটি সেখানকার বড় কায়োক ছিল। এখন তাহার উত্তরে প্রায় একপোয়া অন্তরে টীলার উপর ছোট কায়োকে অতিথিসেবা হয়। আপনি কি এ পথে কখন আসেন নাই? ইহার নাম যুমার টীলা।"

পুঙ্গী বলিল, "আমি নৌযানেই যাতায়াত করিয়া থাকি। এ অঞ্চলে প্রায় আসি না, এখানকার সমাচার বিশেষ অবগত নহি। লোহদ্বার কখন পার হই নাই, তাহার পূর্বপাহাড় পর্য্যন্তই আমার গমনাগমন ছিল।"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, মহামন্নি ক্যেয়াঙ্গ দেখিয়াছেন? শুনিতে পাই আমাদিগের রাজা নাকি তাহার পাশে এই নূতন ক্যেয়াঙ্গ প্রস্তুতে অনেক ব্যয় করিয়াছেন ও তথায় স্ত্রীযোগীদিগের রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। সিংহল হইতে যে একজন স্ত্রীপুঙ্গী আসিয়াছেন, তাহারই অনুরোধে ফ্রারনামে এই কায়োক নির্ম্মিত হইয়াছে।"

পুঙ্গী বলিল, "হাঁ! শুখমপ্রান্তরে উত্তরমথুরায় মহমুনি

ক্যেয়াঙ্গের কথা বলিতেছ? কেন সেখানে ত বহুকালাবধি স্ত্রীযোগীদিগের থাকিবার স্থান ছিল।"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, তাহা ছিল বটে, কিন্তু অয়ুন-দুতির পলায়নের পর, মহারাজ তাঁহার ও আম্নাপোয়ামের অনুসন্ধানে অনেক ফৌজ পাঠান ও পরে হুকুঙ্গ প্রান্তরের কোন ক্যেয়াঙ্গে তাঁহারা আশ্রয় লইয়াছেন শুনিয়া হুকুঙ্গপ্রান্ত-রের উত্তরমত্তুয়াপর্যন্ত সমস্ত কায়োক ও ক্যেয়াঙ্গ জ্বালাইয়া দিবার অনুমতি দেন। তাহাতে সমস্ত ক্যেয়াঙ্গ জ্বালান হয়। কেবল মহামন্নি ক্যেয়াঙ্গে অগ্নি দিলে তাহায় অগ্নি লাগিল না বলিয়া সেইটি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ স্ত্রীপুঙ্গীর পরামর্শে তাহারই নিকট এ নূতন ক্যেয়াঙ্গ বহুব্যয়ে প্রস্তুত করিয়াছেন।"

যে দণ্ডধারকটি পাক করিতেছিল, বলিল, "মহাশয়, মহা-মন্নি মঠে নাকি ফ্রার একটি দন্ত আছে ও সেই জন্যই তাহাতে অগ্নি দিলেও তাহা জ্বলে নাই। আমি শুনিয়াছি যে ক্যেয়াঙ্গে রাজার ভ্রাতা আম্নাপোয়াম ও তাহার ভগ্নী অয়ুনদুতি ছিলেন, সে কেয়াঙ্গে অগ্নি লাগানে তাঁহারা দুইজনে পুড়িয়া মরেন; কিন্তু সে ক্যেয়াঙ্গের কোন পুঙ্গীর অঙ্গে অগ্নি স্পর্শ করে নাই ও যে সোণার ছক্ক ছিল তাহার রেশমের দশাপর্যন্ত জ্বলে নাই। সমস্ত ক্যেয়াঙ্গ ভস্মাবশেষ হইল, কিন্তু অগ্নি নির্বাণ হইলে সকলে দেখিল যে পুঙ্গীরা ধ্যানে বসিয়া আছেন ও সম্মুখে সোণারছক্ক ও রেশমের দশা ঝুলিতেছে। মহাশয়, সেই ক্যেয়াঙ্গে যে ফ্রার দাঁত ছিল সেই দাঁত মহামন্নি ক্যেয়াঙ্গ আনা হয়।"

পুঙ্গী বলিল, “আমি অনেক দিন এদেশ ছাড়িয়া গিয়া ছিলাম, এখানকার কোন সমাচার জানি না। শুনিয়াছি মহামুনি মঠ অত্যন্ত পুণ্যভুমীর মন্দির। উত্তরমথুরা মহারাজা সগর সংস্থাপন করেন। তাঁহারই স্থাপিত উত্তরমথুরা আর উত্তরমধুপুর নগরদ্বয়।”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয় উত্তয়মধুপুয়ের সিংহাসনে বসিয়া থগয় রাজা তাঁহার কনিষ্ঠ উবথগয়ের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে পীড়ন করায় কেঙ্গথ রাজার আশ্রয় লইয়াছিল ও পরে তাহার সাহায্যে উত্তয়মধুয়াপুয়ে অভিষিক্ত হয় ও সেই পর্যন্ত রাজার ভ্রাতা পলায়ন করিলে উত্তয়মথুয়াতে আশ্রয় লইত।”

পুঙ্গী বলিল, “উত্তরমধুপুরের রাজা তাহার কনিষ্ঠের প্রতি হিংসা করিয়া তাহার জীবন নষ্টের চেষ্টা করায়, উপসগর কংসরাজার আশ্রয় লইয়াছিল বটে, কিন্তু সে রামাবতী নগরীতে পলায়ন করে। পরে যক্ষপুরে আসিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ সগরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যক্ষপুরে কিছুকাল রাজ্য করিবার পর উত্তরমথুরা স্থাপন করে।”

কর্ণধার বলিল, “বুদ্ধ গৌতমের সময় অম্মাবতী ও উত্তয় মথুয়া বুদ্ধ গৌতমের আদেশে নটেরা নির্মাণ করিয়াছিল।”

পুঙ্গী বলিল, “হাঁ রমাবতীনগরী বুদ্ধ গৌতমের সময়ের বটে, কিন্তু উত্তরমথুরা নটের সহায়তায় উপসগর কেবল রঞ্জিত করেন, কিন্তু সগর রাজার স্থাপিত মহামুনি মঠের স্বর্ণচক্র বহুকালাবধি ছিল।” এমত সময় একদল ক্ষুদ্র পক্ষী নক্ষত্রবেগে যেন সমুদ্রের জল স্পর্শ করিয়া কঠালের সম্মুখ দিয়া

চলিয়া গেল ও তাহার মধ্যে একটি কণ্ঠালের অগ্রোষ্ঠে বেগে আঘাত পাইয়া জলে পড়িল। অগ্রস্থ দণ্ডধারক হেঁট হইয়া জল হইতে তাহাকে তুলিল। ক্ষুদ্র পক্ষী স্বীয় বেগাঘাতে অচেতন হইয়াছে। দণ্ডধারক পক্ষীটি লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া অন্ধকারে স্থির করিতে না পারিয়া চুল্লীর আলোকে পক্ষীটি আনিয়া দেখিয়াই বলিল, "এ যে গাংচটা, রাত্রিতে গাংচটা উড়িলে ঝড় হইয়া থাকে।"

কর্ণধার বলিল, "গাংচটা! দেখি" বলিয়া অগ্রসর হইয়া পক্ষীটি হস্তে লইয়া বলিল, "না এ গাংচটা নহে, এ একজাতি তেহারী, ইহারা রাত্রিকালে জলের জ্যোতির্ময় পোকা খাইতে আসে। ইহার ঠোঁঠ গাংচোরা হইতে সরু আর গাংচটা হইতে আরও সরল।"

পুঙ্গী বলিল, "আর কতদূর আছে—ঐ আলোক দেখা যায় না?"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয় আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ঐ, ঘাটে কৈবর্তের ডিঙ্গি দেখা যায়।"

কণ্ঠাল ক্রমে তীরের নিকটস্থ হইলে পুঙ্গী ডিঙ্গির লোককে বলিল, "কেমন হে কি মাছ পাইলে?"

ডিঙ্গির কৈবর্ত বলিল, "আমরা মাছ ধরি না। আমরা মীরপাটা তুলিতেছি।"

পুঙ্গী বলিল, "রাত্রিতে কেন? দিনে তোলা ত সহজ হয়।"

কৈবর্ত বলিল, "কেও! পুঙ্গী যে! মহাশয় অবধান করি। দিনে মীরপাটা ভাল দেখা যায় না। তাহার উপর

যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট লিপ্ত থাকে, সেইগুলি রাত্রিতে জ্বলে; আর জলের উপর হইতে সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া জাল ফেলিলেই পাট্টাজালে জড়াইয়া উঠিয়া আসে।”

পুঙ্গী বলিল, “এখানকার কোন ক্যেয়াঙ্গে অতিথিসেবার পারিপাট্য আছে?”

কৈবর্ত্ত বলিল, “মহামন্নি ক্যেয়াঙ্গে সর্বাপেক্ষা অতিথির যত্ন হয় ও তাহারই জন্য তথায় অনেক লোক সমাগম হয়। আমরা উক্ত ক্যেয়াঙ্গের ব্যবহারের জন্য মীরপাট্টা যোগাইয়া উঠিতে পারি না। নিরামিষভোজী পুঙ্গীও অতিথির জন্য মীরপাট্টা তুল্য বলকারক সুখাদ্য ও গুণকর অন্য কোন খাদ্য নাই! অদ্য সেই ক্যেয়াঙ্গে সায়ংকালে অনেক লোক সমাগম হইয়াছে, তাহার মধ্যে শুনিতে পাইলাম, জনৈক রাজপুরুষ অশ্বারোহণে সোণারগ্রাম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। কেবল তাহার জন্য অদ্য আমাদিগের উপর মৎস্যাদি ধরিবার আদেশ হইয়াছে। আমি ত্বরায় যাইব, কিন্তু অদ্য প্রায় তিনমাস পরে জাল ফেলিলাম এখনও একটি মৎস্য তুলিতে পারিলাম না। রাজপুরুষের জন্য বিশেষ করিয়া লটীয়া মৎস্য প্রয়োজন; সে দেশের লোক লটীয়া চক্ষেও দেখে নাই। ক্যেয়াঙ্গের দারগা বলিলেন যে বড় বড় লটীয়া আনিতে চাহ। তাহা আমি রাত্রিকালে কি প্রকারে পাই?”

পুঙ্গী বলিল, “তুমি কি রাজপুরুষকে দেখিয়াছ? সে কি প্রকার লোক, কি জাতি?”

কৈবর্ত্ত বলিল, “মহাশয় সে মগ নহে, অনুমানে বোধ হয় বাঙ্গালার হিন্দু। সে ব্যক্তি এত বেগে আসিয়াছে যে

ক্যেয়াঙ্গে দাঁড়াইবামাত্র তাহার অশ্ব তাহার নীচে যে পড়িল অমনি প্রাণত্যাগ করিল। ফেণে অশ্বের সর্বাঙ্গ শুভ্রীকৃত। শুনিলাম অশ্বটি চট্টগ্রামের কোন মহাজনের,—রাজপুরুষকে দ্রুতগমন জন্য ব্যবহার করিতে অদ্য দিয়াছিল। ঐ রাজ-পুরুষ চল্লিশটি ঘোড়া বদল করিয়া আসিয়াছে ও তাহার মধ্যে কেবল দুইটি ঘোড়া জীবিত আছে। অত দ্রুত গমনে, বিশেষেত দূর ধাবমান হইলে লৌহের অশ্ব বাঁচে না।” এই কথা হইতে হইতে কণ্ঠাল ও ডোঙ্গা উভয়ই তীরে আসিয়া পৌঁছিল। কণ্ঠালের কর্ণধারের অনুমতিতে জনৈক দণ্ডধারক ব্যস্ত হইয়া জলে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া কণ্ঠালের অগ্রৌষ্ঠস্থ-রজ্জু ধরিয়া কণ্ঠালের তীরগমন বেগ সম্বরণ করিল। কণ্ঠা-লের তল তীরস্থ স্থূল বালুচয়ে ঠেকিল, করকর শব্দে ঘর্ষণ হইলে পুঙ্গী কণ্ঠালের গুপ্তীতে দাঁড়াইল। এদিকে ডোঙ্গার কৈবর্ত তীরের নিকট আসিয়া লগী দিয়া ডোঙ্গা স্থির করিয়া, ডোঙ্গা হইতে চারি পাঁচ বোঝা মীরপাট্টা ক্রমে মাথায় করিয়া তীরের শুষ্কস্থানে রাখিল। পরে ডোঙ্গা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিয়া দূরের কীলকে বাঁধিয়া বোঝা লইয়া চলিয়া গেল। পুঙ্গী ক্ষণেককাল স্থির হইয়া থাকিয়া কণ্ঠালের কর্ণধারকে বলিল, “মহামুনি ক্যেয়াঙ্গ এখান হইতে কতদূর? সেথা যাইবার পথে আর কোন ক্যেয়াঙ্গ আছে কি?”

কর্ণধার বলিল, “মহাশয়, মহামুনি ক্যেয়াঙ্গ এখান হইতে প্রায় একপোয়া পথ। পথে ছোট ছোট আর দুইটি ক্যেয়াঙ্গ আছে, তথায় অতিথিসৎকারও হইয়া থাকে।” পুঙ্গী অতি কষ্টে কণ্ঠাল হইতে দণ্ডধারকের সহায়তায় অবতীর্ণ হইয়া

স্বীয় যষ্টীর উপর ভরদিয়া তীর হইতে ক্রমে কাছাড়ে উঠিতে লাগিল। কিন্তু চড়িতে উঠিতে অনেক বিলম্ব হইল ও অত্যন্ত কষ্ট করিতে হইল। পরে সমতলে পৌঁছিয়া একবার এদিক ওদিক দেখিল, পথ ধরিয়া উত্তরাভিমুখ হইল। ক্ষণেকে পথের বামে একটি নিশ্চিহ্ন ক্যেয়াঙ্গ দেখিয়া তাহার নিকটস্থ হইয়া সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কোন শব্দাদি না পাওয়ায় অল্পে তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারেই কাষ্ঠনির্মিত সোপানচয়। সোপানের পর কাষ্ঠের স্তম্ভের উপর কাষ্ঠফলকে নির্মিত বিহার, তাহার দ্বার খোলা থাকায় ভিতরের পিতলের শৃঙ্খলে লম্বমান অল্প জ্যোতিদীপ দেখিতে পাইল ও দীপালোকে তত্রত্য দুইজন পুঙ্গীকে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতে দেখিয়া সাহসে গৃহে প্রবেশ করিয়া "অতিথি; অত্রাধিষ্ঠানের আশা করি" বলিলে আসীন বৃদ্ধ পুঙ্গীটি উঠিয়া ব্যস্তে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে আসন দিয়া বলিল "আমাদিগের জনশূন্য ক্যেয়াঙ্গে মহাশয়ের তুল্য পুণ্যশীল লোকের শুভাগমনে আমরা চরিতার্থ হইলাম। আমাদিগের আয় অল্প, এ গ্রাম দীনকৈবর্তে পূর্ণ; দ্রব্যাদির অভাব, আমাদিগের ভক্তি ও সুশ্রূষায় পূরণ করিতে আশা করি। মহাশয়ের যাত্রামঙ্গল বলুন। আপনার নাম কি?"

নবাগত পুঙ্গী একটু চিন্তিয়া বলিল "আমার নাম লাবা। মহাশয়ের নাম কি? আর এই যুবাধার্মিকেরই বা নাম কি?"

বৃদ্ধ পুঙ্গী বলিল, "আমি এই ক্যেয়াঙ্গের অর্হত, আমার নাম কম্পাই, এই যুবা আমার জনৈক শিষ্য, ইটি এক্ষণে দেওথ

বলিয়া পরিচিত। মহাশয় কোথা হইতে আসিতেছেন ? পথে কোন কষ্ট হয় নাই ?"

লাবা বলিল, "আমি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালায় পরিক্রম করিতে গিয়াছিলাম। বুদ্ধগয়া দর্শন করিয়াছি, পথে একখদে নিপতিত হওয়ায় বিশেষ ব্যথা পাইয়া কষ্ট পাইতেছি, চলৎশক্তির হানি হইয়াছে। এক্ষণে সমস্ত দিবস অনাহার।"

কম্পাই বলিল, "সমস্ত দিন অনাহার থাকিলে রাত্রিতে আহার করিতে পারে, এমন আদেশ গৌতমের ছিল। দেওখ, দেখ আমাদিগের অতিথিসৎকারোপযোগী কি আছে।" দেবব্রত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে এক তুম্বী জল আনিয়া বলিল, "মহাশয় পাদ্য।" একটি দরিয়াই নারিকেলের কমণ্ডলু করিয়া স্বচ্ছ ঈষৎ হরিৎ বর্ণের নিক্কাথ বরফী কতক-গুলি রাখিল ও অপর একটি ক্ষুদ্র তুম্বী করিয়া পানীয় জলও আনিল। লাবা উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরের কাষ্ঠফলকস্থ একটা ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া তুম্বীর জলে হস্তপদাদি ধৌত করিল ও স্নিগ্ধ হইলে কম্পাই পুঙ্গীর নিকট আসিয়া বসিল; দেবব্রত বলিল "মহাশয় এই ভক্ষ্য ও এই পানীয়, অনুগ্রহে প্রতিগ্রহণও জীবরক্ষা করুন।" লাবা কমণ্ডলুর বরফী খাইয়া বলিল "আহা! অত্যন্ত উপাদেয় হইয়াছে। এ নিক্কাথ কি আপনাদিগের ক্যেয়াঙ্গে প্রস্তুত করিয়াছেন, না এ অপর কোথাও হইতে পাইয়া থাকেন ?"

কম্পাই বলিল, "এ আমরাই প্রস্তুত করিয়া থাকি। ক্যেয়াঙ্গের জন্য অত্রত্য কৈবর্ত্তের নিকট হইতে মাসে মাসে এক বোঝা করিয়া পাইয়া থাকি। ক্যেয়াঙ্গ প্রতিষ্ঠানাবধি

এটি আমাদিগের কেয়াঙ্গরক্ষণের প্রাপ্য; মাসে মাসে এক-বোঝা মীরপাটা, দশমাপ চাউলও কিঞ্চিৎ অর্থ পাইয়া থাকি, তাহাতেই আমাদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয়। আমরা অল্পপ্রাণী জীব।”

লাবা বলিল, “এখানে কি সর্বদা অতিথি আসিয়া উপস্থিত হয়?”

কম্পাই বলিল, “মৎস্তদহ লৌহদ্বার যাইবার প্রধান পথ। যাহারা পদব্রজে যাতায়াত করে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ না কেহ প্রহর দুই প্রহরের জন্য এখানে বিশ্রাম করিয়া যায়। অদ্য দুইদিন হইতে কিছু অতিথির আগমন অধিক। অদ্য ক্ষণেককাল হইল দুইজন ফিরিঙ্গী সনদ্বীপ হইতে আসিয়াছিল। তাহারা যক্ষপুরে যাইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান বোধ হইল।” লাবা সনদ্বীপের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল,” তাহারা কতক্ষণ এস্থান ছাড়িয়া গিয়াছে? আমার তাহাদিগের সহিত প্রয়োজন আছে, কোথা যাইলে তাহাদিগকে পাইব?”

কম্পাই বলিল, “তাহা বিশেষ করিয়া বলিতে পারি না। তাহারা যক্ষপুরে যাইবার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন আছে; এমত কি পথের নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখানতেও তাহারা একেয়াঙ্গের আশ্রয় ত্যাগ করিতে বিরত হইল না। তাহাদিগের মুখে শুনিলাম, দিল্লীর মোগল গেডিজ দখল করিয়াছে ও আমাদিগের রাজার ভ্রাতা গেডিজে মারা পড়িয়াছে। আহা তাহার তুল্য হতভাগ্য লোক আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। সে ব্যক্তি স্বীয় অবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া

অবশেষে বিদেশে প্রাণ হারাইল। বিধাতা তাহার উপর বাম। কোথা রাজভ্রাতা, রাজার তুল্যই সুখে ও মানে থাকিত, এমত কি হয় ত রাজার অপেক্ষাও দেশের লোকের নিকট প্রিয় হইতে পারিত। আমাদিগের রাজা ত এখন বিষয়াদি কিছুই দেখেন না। অনুপরাম থাকিলে সমস্ত কর্ম্মের ভার তাহারই উপর পড়িত, কিন্তু অবোধ অকালে বিদ্রোহী হইল। এখনও ক্রমে সকলেই তাহার জন্য অনুতাপ করে।”

দেবব্রত বলিল, “এখন অনেক আমীর ওমরাও বর্ত্তমান রাজার অত্যাচারে চিন্তিত হইয়াছে। সেদিন আমাদিগের লোহাদারায় প্রধান পুঙ্গী, রাজার উদ্বেগে ব্যস্ত হইয়া স্বীয় ক্যেয়াঙ্গ ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন সিংহলের স্ত্রীযোগীর আগমনাবধি স্ত্রীযোগীদিগের প্রতিপত্তি হইয়াছে; এখন আর পুঙ্গীর পুর্ব্বের ন্যায় মান্য নাই। শুনিতে পাই রাজা স্ত্রীযোগী লইয়াই থাকেন। এ রাজার নিকট বিদেশী লোকের মান আছে, স্বদেশীয় মগপুঙ্গীকে রাজা ঘৃণা করেন।”

কম্পাই বলিল, “লাবা ভায়ার কোন গ্রামে বাস ?”

লাবা বলিল, “আমার আদিম বাস রুক্ষনগরীতে, পরে তথা হইতে রাজধানী যেকোম নগরীতে পরিবর্ত্তিত হইলে আমরাও যক্ষপুরে বাস করি। আমি আজ স্বল্পদিন যাবৎ রাজধানী ছাড়িয়া পশ্চিম রাজ্য গিয়াছিলাম। আমার যাত্রাকালে রাজার ভ্রাতা অনুপরামের সহিত রাজার বিপরীত ব্যবহার ছিল। রাজার পীড়নে অনুপরাম যেকোম ত্যাগ করিয়া পুরাতন রাজধানী রুক্ষনগরীতে পলায়ন করিয়া-

ছিলেন। তথায় তাহার ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সমাচার মাত্র শুনিয়া আমি যক্ষপুর হইতে চলিয়া যাই।"

কম্পাই বলিল, "অনুপরাম তাহার ভগ্নী অরুন্ধতির অর্থ সহায়তায় কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তথা হইতে রাজ-শাসন অবহেলা করিয়া রুক্ষপুরের রাজকোষ আক্রমণ করে। পরে যক্ষপুর হইতে সমূহ সেনা যাইয়া তাহাকে সে নগরী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজশাসন পুনর্বার সংস্থাপন করে। অনুপরাম তাহার ভগ্নীকে লইয়া তথা হইতে পলায়ন করে। ইতোমধ্যে মহারাজার আদেশানুসারে তাহার অনুসন্ধানে চতুর্দিকে লোক পাঠান হয়। অনুপরামের মুণ্ডের মূল্য নির্দেশ হইল। অনেকেই অর্থলোভে অনুপরামকে নষ্ট করিতে যত্নবান হইল। অনুপরাম প্রাণভয়ে যুমপর্বতে কিছুদিন থাকিয়া পরে কুলাদান নদীতে ধীবরবেশে কতদিন অতি-বাহিত করিল সেখানেও অনুসৃত হইল। অবশেষে ছদ্মবেশে প্রাণরক্ষা সংশয় হওয়ায় উত্তরমথুরাপুরের ক্যোয়াঙ্গে ধর্ম আশ্রয় লইল। তথাকার প্রধান প্রধান পুঙ্গী রাজার উপর অসন্তুষ্ট থাকায় অনুপরামকে আশ্রয় দিল ও যথেষ্ট সাহস দিল। রাজা পুঙ্গীকে আদেশিলেও পুঙ্গী আতিথ্য রীতির ছলে রাজাজ্ঞা অবমাননা করিলেন ও বলিলেন যে অনুপরাম ভিক্ষুমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। অনুপরাম সন্ন্যাস আশ্রয় করিল। থেঙ্গকান প্রভৃতি অষ্ট ঐশ্বর্য ধারণ করিল। রাজা সিংহলদেশীয় স্ত্রীপুঙ্গীকে এবিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ঐশ্বর্যের নাম গণনা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিয়া অবশেষে ব্যবস্থা দিলেন যে প্রকৃত অষ্ট ঐশ্বর্য না

থাকিলে ভিক্ষু অবধ্য হয় না, অতএব ক্যেয়াঙ্গ হইতে বলপূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া আনিবার আবশ্যক নাই; যে ক্যেয়াঙ্গে আশ্রয় লইয়াছে তাহায় অগ্নি নিয়োজন কর। রাজপুরুষেরা এই অনুমতি পাইবামাত্র উত্তরমথুরার সমস্ত ক্যেয়াঙ্গে অগ্নি দ্যায়! মহামুনি ক্যেয়াঙ্গে অনুপরাম ও অরুন্ধতী দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, এই কথা দেশে প্রচার হইলে সকলেই অনুতাপ করিতে লাগিল ও অদ্যাবধি অনেকে সেই অত্যাচারের জন্য রাজার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট আছে। পুঙ্গীমাত্রেই ত এককালে খড়্গহস্ত; তবে অস্ত্র ধারণ তাহাদিগের ধর্ম্ম নহে বলিয়া কিছুই প্রতিকার করে নাই।”

দেবব্রত বলিল, “গুরুজি, সিংহলের মতে অষ্ট ঐশ্বর্য কি কি? আমাদিগের মতে কাষায় উত্তরীয়, কাষায় পরিধেয়, কাষায় তৃতীয়বস্ত্র, দামন্, কমণ্ডলু, ক্ষুরপ্র, মৃৎসরাব ও সূচিকা এই অষ্ট ঐশ্বর্য পুঙ্গীমাত্রেরই অবশ্য বাহ্য। সিংহলমতে এ কি অষ্ট ঐশ্বর্য নহে?”

কম্পাই বলিল, “পিঙ্গলশাস্ত্রে থেঙ্গকান বা অঙ্গাধান অর্থাৎ কাষায় পরিধেয় বহির্বাস প্রথম ঐশ্বর্য, থেঙ্গবহন বা অঙ্গবহন অর্থাৎ অন্তর্বাস দ্বিতীয় ঐশ্বর্য, থাকোট অর্থাৎ কাষায় উত্তরীয় তৃতীয় ঐশ্বর্য, খবন্ বাদামন্ অর্থাৎ পটের কটীস্থ অন্তর্বাস ধারক ডোর চতুর্থ ঐশ্বর্য, থারোইঙ্গ বা কমণ্ডলু পঞ্চম ঐশ্বর্য, থেঙ্গডন অর্থাৎ ক্ষুর ষষ্ঠ ঐশ্বর্য, থেঙ্গবিত অর্থাৎ অন্নের মৃৎপাত্র সপ্তম ঐশ্বর্য ও সূচিকা কন্যেট্ অর্থাৎ লিখিবার লৌহময় লেখনী অষ্টম ঐশ্বর্য।”

লাবা বলিল, “মহাশয়, আমি শুনিয়াছি অনুপরাম জীবিত

আছে, সে যদ্যপি এক্ষণে এদেশে উপস্থিত হয় ও স্বীয় পৈত্রিক আসন পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পুঙ্গীদিগের সহায়তা পাইতে পারে কি না? আপনার ইহাতে কিপ্রকার অনুমান?"

কম্পাই বলিল, "আমি কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা জানিতাম অনুপরাম ক্যেয়াঙ্গদাহে মরিয়াছে। আবার অদ্য ফিরিঙ্গীর মুখে শুনিলাম যে, সে জীবিত ছিল, সম্প্রতি গেডিজে মোগলসৈন্য হস্তে সম্মুখযুদ্ধে নিপতিত হইয়াছে। আবার আপনি বলিতেছেন যে, সে জীবিত আছে! যাহাহউক, আপাততঃ বর্তমান রাজা যেরূপ ধর্মদ্বেষী, তাহাতে অনুমান করি অনুপরাম নিতান্ত অপ্রিয় হইবেক না। মহাশয়, অনুপরামের সন্ধান কোথা পাইলেন? আমার বিশেষ অবগত হইতে কৌতুক জন্মিতেছে। আমার উৎসাহ উদ্রেক হইল। তাহার ভগ্নী অরুন্ধতী কোথায়? তিনি আমার মন্ত্রশিষ্য। অরুন্ধতীর পিতার রাজ্যে আমি যক্ষপুরে বাস করিতাম। পুরাতন প্রথানুসারে অরুন্ধতীর সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্তমান রাজার বিবাহ দিবেন মনন করিয়াছিলেন। যদিচ প্রত্নকালে এ ধর্মসঙ্গত প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইদানীন্তন লোকের চক্ষে এই মন্ত্রণাটি একান্ত অসঙ্গত বোধ হইল। সচিব ও মন্ত্রীবর্গে এবিষয়ের মতভেদ রাজার কর্ণে উঠিল। রাজা কথকটা চিন্তিত হইলেন। কন্যাপাত্রের বয়োধিক্যে, সৌভ্রাত্রহেতুক মিথুনসৌহ্রাদ্যের ব্যাঘাত শঙ্কায়, অরুন্ধতীর শৈশবাবস্থাতেই তাহার জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাহ কল্পনা করিলেন। বিবাহের আয়োজনও হইল। অভাগিনীর ললাট মন্দ; রাজার স্ত্রীবিয়োগ হইল; মহিষী অরুন্ধতীকে

ছয়মাসের শিশু রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। রাজা মনস্তাপ পাইলেন। কল্পিত বিবাহ স্থগিত হইল; উৎসাহভঙ্গ হইল। শিশুর পালনের চিন্তা বলবতী হইল। চতুর্থবর্ষাবধি তাঁহার ভগিনী স্বীয়া ভ্রাতৃকন্যাকে স্তন্যপানে লালন করেন, পরে আমি অরুন্ধতীর লালনপালনের ভার রাজাদেশে গ্রহণ করিলাম। দুই বৎসর যাবৎ যক্ষপুরে থাকি, পরে রাজাজ্ঞায় ধূমপর্বতের পশ্চিমে বাস করিতে হইল। রাজার পূর্ব মানস পরিবর্তিত হইল না; তবে সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে অরুন্ধতীকে দূরদেশে রাখিলেন; তিনি রাজার সহিত সম্পর্ক ভুলিয়া যাইবেন। ক্রমে অরুন্ধতী আমার ক্যেয়াঙ্গে শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। এদিকে কালে রাজার মনও পরিণত হইল। অরুন্ধতীর নবমবর্ষের সময় তিনি আমাকে ডাকাইয়া অরুন্ধতীকে রাজমন্দিরে রাখিয়া যাইতে বলিলেন। অরুন্ধতী স্বীয় পিতা ও ভ্রাতৃগণমধ্যে পরমসুখে সকলের সেবা শুশ্রূষা করিয়া প্রীতিভাজন হইলেন। রাজা আমাকে এই ক্যেয়াঙ্গের প্রধান পুঙ্গী করিয়া দিলেন। অরুন্ধতীর পিতার জীবদ্দশায় আমি বর্ষে বর্ষে ভাদ্রকৃষ্ণাদ্বাদশীতে যক্ষপুরে যাইতাম; অরুন্ধতী আমার কতই সমাদর করিত। আহা! তাহার পিতার মৃত্যুরপর জ্যেষ্ঠ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, জ্যেষ্ঠ পিতৃকল্পনা রক্ষণাভিলাষে অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করিবেন বলিয়া ব্যক্ত করিলেন। অরুন্ধতী ব্রীড়িতা হইয়া তাহার অসম্মতি প্রকাশ করায় রাজার মনভার হইল। আহা! সেই, অরুন্ধতীর কষ্টের অঙ্কুর! তিনি কি জীবিতা আছেন?"

লাবা বলিল, "মহাশয়, আমি অরুন্ধতীর বিষয় সমস্ত

অবগত আছি। আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছিল। ফলে এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস পাইতেছি। আমার এখানে আসিবার মূল উদ্দেশ্য অরুন্ধতীর মঙ্গল। অদ্য আমি যক্ষরাজ্যে অরুন্ধতীর আত্মীয় পাইয়াছি, এখন তাহাকে পুনরায় স্বদেশে আনিয়া যথাযোগ্য স্থানে বসাইতে পারিব এমত অনুমান করিতেছি। কিন্তু মহাশয়ের সহায়তা আবশ্যক।"

এমত সময় ক্যেয়াঙ্গের কাষ্ঠবৈজয়ন্তীতে পদক্ষেপের শব্দ পাইয়া দেবব্রত উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিয়াই বলিল, গুরুজি, "সেই ফিরিঙ্গী দুইজন আসিতেছে।" লাবা এই সম্বাদ পাইবামাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ক্যেয়াঙ্গে অপর বিভাগে চলিয়া গেল ও বলিল, "মহাশয়, আমি নিভৃতে থাকিয়া একবার ফিরিঙ্গীরা কে ও কেন প্রত্যাগমন করিয়াছে, অবগত হইতে বাসনা করি। মহাশয়, অনুগ্রহ রাখিবেন।"

কম্পাই বলিল, "ক্যেয়াঙ্গ ধর্মআশ্রম, এখানে কাহার রহস্য কেহ অবগত হইতে পায় না। আমরা ধর্মব্যবসায়ী, আমাদিগের নিকট কাহারও কোন বিষয় গুপ্ত নাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার প্রাণ থাকিতে আপনার কথা প্রকাশ পাইবেক না। বিশেষে আপনি স্বয়ং একজন পুঙ্গী আবার অরুন্ধতীর হিতাকাঙ্ক্ষী।"

লাবা কাষ্ঠবিভাগের অন্তরালে গেল, এমত সময় দুইজন ফিরিঙ্গী আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কম্পাই বলিল, "মহাশয়েরা প্রত্যাগমন করিয়া ভাল বিবেচনা করিয়াছেন। একে অন্ধকার, তাহাতে আবার অজ্ঞাতদুর্গমপথ, কোন বিধায় এ আশ্রয় ত্যাগ করা উচিত নহে।"

দেবব্রত আসিয়া দুইটি তুম্বী করিয়া পাদ্য জল দিল ও পূর্বমত মীরকক্ষ নিষ্কাথের বরফী আনিয়া দিলে অগ্রস্থ ফিরিঙ্গী বলিল, "পুঙ্গীজি, গাছড়ায় আর আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। যদি চ অপরাপর আহারের মধ্যে মীরকক্ষে নিষ্কাথ অত্যন্তমুখরোচক, কিন্তু একাএক ক্রমান্বয়ে ভাল লাগে না; এক্ষণে মাংসাদি না হইলে আমাদিগের উদরপূর্ণ হয় না। কৃপা করিয়া কোন চব্য খাদ্য দিবেন।"

কম্পাই বলিল, "দেবব্রত, আপাততঃ কি উপস্থিত আছে দেখ।"

দেবব্রত বলিল, "মহাশয়, আপাততঃ মাংস পাওয়া দুষ্কর, তবে ভাণ্ডারে গৃঞ্জন আছে, আজ দুইদিন হইল ব্যাধেরা কয়েকটা কলঞ্জমৃগ দিয়াছিল, তাহারই মাংস ও কিঞ্চিৎ ভরূটক আছে, আদেশ করেন ত অন্নপাক করিয়া দিই।"

কম্পাই বলিল, "তবে নাপ্পি ও পলাণ্ডু দিয়া বিদলের সূপ, তাহাতে ভরূটক খণ্ড, পলাণ্ডু দিয়া গৃঞ্জল ও অন্নপাক কর।"

দেবব্রত চলিয়া গেলে কম্পাই বলিল, মহাশয়েরা ততক্ষণ এই মিষ্টান্ন সেবা করিয়া পথশ্রম দূর করুন।"

ফিরিঙ্গীদ্বয় সম্মুখস্থ পাত্রের সামুদ্রিক পাটার বরফী কয়েকখানা খাইয়া কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া বলিল, "পুঙ্গীজি দেশের খবর কি?"

কম্পাই বলিল, "মহাশয়, আমাদিগের নূতন ত কিছুই নাই। আপনারা বিদেশ হইতে আসিতেছেন; আপনাদিগের সমাচার কি? দিল্লীর মোগলসেনা সনদ্বীপে আসিবার কারণ কি, আর মহারাজ প্রতাপাদিত্যেরই বা সমাচার কি?

চন্দ্রদ্বীপ কি এখন বাকলার অধিকারে নাই? মহাশয়দিগের নাম কি?"

অগ্রস্থ ফিরিঙ্গী বলিল, "আমার নাম গঞ্জালিস, আমি গেডিজের অধিপতি; ইনি আমার আত্মীয়।" একটু থামিয়া বলিল, "ইহার নাম পিক্রু, ইনি আমাদিগের সহিত গেডিজে ছিলেন, ইনি আমাদিগের জনৈক সেনানী। বাকলার রাজাও প্রতাপাদিত্যের যশোহরের কারাগারে রুদ্ধ আছেন। এখন চন্দ্রদ্বীপে না তাঁহার অধিকার, না প্রতাপাদিত্যের। রামচন্দ্র রায়ের কারারুদ্ধ হওয়া অবধি চন্দ্রদ্বীপে আমারই শাসন ছিল। আশা করি পুনঃ আমার নীলবর্ণ ধ্বজা ত্বরায় গেডিজের প্রতোলীপ্রাকার হইতে উড়িবেক।"

কম্পাই বলিল, "অনুপরাম কোথায়, সে কি সত্য যুদ্ধে মরিয়াছে? সে দিল্লীর মোগলের সহিত কেন যুদ্ধ করিতে গেল?"

গঞ্জালিস বলিল, "সে এদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আমার আশ্রয় লইল ও আমারই নিকট প্রতিপালিত হইতেছিল। তাহারই জন্য দিল্লীর মোগলের সহিত আমার যুদ্ধ হয়।"

কম্পাই বলিল, "তাহার ভগ্নী অরুন্ধতী কোথায়? তিনি কি জীবিত আছেন?"

গঞ্জালিস বলিল, "নষ্ট মোগল তাহাকে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে; আমি তাহারই প্রতিকরণাভিলাষে এখানে আসিয়াছি; দেখি, যদি যক্ষরাজ স্বীয় ভগ্নীর উদ্ধারের জন্য কোন উপায় চিন্তা করেন।"

কম্পাই বলিল, "আমার অনুমান, যক্ষরাজ অরুন্ধতী লাভের জন্য চেষ্টা করিতে ক্রুটি করিবেন না। কেন না অরুন্ধতীর উপর সৌভ্রাত্র ছাড়া তাঁহার সৌহ্রাত্ত্বদৃষ্টিও আছে।"

গঞ্জালিস বলিল, "আমি তাহা কথকটা অবগত আছি। অনুপরাম আমায় সে বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন। এখন যদি অনুপরাম থাকিত তাহাহইলে সে কিছু নিশ্চিন্ত থাকিত না; স্বীয় ভগ্নীর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইত। অনুপরামের মৃত্যুতে আমার দক্ষিণহস্ত গিয়াছে। সে আমার পরম সুহৃদ ছিল। যদিচ কোন কোন সামান্য বিষয় লইয়া তাহার সহিত শেষে আমার বিতণ্ডা হয়, কিন্তু মনের মালিন্যের বিষয় জন্মে নাই।"

পিদ্রু বলিল, "সত্য বলিতে কি, সে একটি নিতান্ত ভদ্র-লোক; আমি শুনিয়াছি তোমার সহিত তাহার এত আত্মীয়তা ছিল যে, তোমার সহিত বাচনিক বিবাদ হওয়াতেও সে তোমার দল ছাড়ে নাই।"

কম্পাই বলিল, "তিনি এখন বর্ত্তমান থাকিলে আমা-দিগের দেশেরও মঙ্গল হইত। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজার প্রতি সকলের প্রীতি নাই। কোন কারণে যদ্যপি গ্রামকূট উত্তেজিত হয়, তাহাহইলে ইহার সিংহাসন রক্ষা দুষ্কর হই-বেক। আমরা এককালে দেশের পশ্চিমপ্রান্তে বাস করি, সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত নহি, কিন্তু জনপ্রবাদ, য়্যাকোমে রুক্ষনগরীতে দুই দল আমাত্য হইয়াছে ও রাজার বিপক্ষ দল ক্রমে আধিপত্য স্থাপিতেছে। অনুপরাম জীবিত থাকিলে

এই আঘাতের সময়। হিন্দুরা বলে অকালে লক্ষ আহুতি কিছু নহে।”

পিদ্রু বলিল, “উভয় দলের মধ্যে সারবান ব্যক্তি কোন দলে অধিক? কেবল সংখ্যায় অধিক হইলে সকল সময় সকল কর্ম পাওয়া যায় না।”

কম্পাই বলিল, “আমাত্যমধ্যে ভর্তৃতাঙ্কিত দল অত্যন্ত অল্প। কিন্তু আঢ্য আমাত্যমাত্রেই রাজার বিশেষ প্রিয় ও বশবর্ত্তী। তবে পুঙ্গীমহলে রাজার আত্মীয় প্রায় নাই বলিলেই হয়। সে যাহা হউক অরুন্ধতীর উদ্ধারের উপায় আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন? মোগলেরা তাহাকে কোথা লইয়া গিয়াছে?”

গঞ্জালিস বলিল, “অরুন্ধতীকে তাহারা রায়গড়ে রাখিয়াছে। এক্ষণে কতকগুলি অধিক সৈন্য হইলে, আমার সেনার সহিত একত্র করিয়া গেডিজ অধিকার করিতে পারিলেই, অনেক লোক বন্দী করা যাইবেক। আর মোগল বন্দী হইলে তাহার বিনিময়ে অরুন্ধতীর উদ্ধার হইতে পারে। এখন আমরা যক্ষপুরে যাইয়া রাজার নিকট ঐ প্রকার করিতে ইচ্ছা করি। রাজার মতামত লইয়া পরে উপস্থিত মত কার্য করিব। যদ্যপি রাজার সাহায্য না পাই, তবে আমার স্বীয় সেনা লইয়া গেডিজ অধিকার করিলেই আমার উদ্দেশ্য সাধন হইল। তবে বলিতে কি, আমি অরুন্ধতীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছি। অনুপরামের সহিত এবিষয়ে অনেক আলাপ হইয়াছিল। এমন কি অরুন্ধতীকে ধর্মপত্নী করিবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছিল। দৈবাৎ একটা ঘটনায়

সে উদ্যম নিষ্ফল হয়। এক্ষণে আমার প্রেমের জন্যই এতদূর আসা। সৈন্যাধিক্য না হইলে কেবল গেড়িজ অধিকারমাত্র হয়; তবে বলাধিক্যে স্বেচ্ছামত ফল পাওয়া যায়।"

পিক্র বলিল, "যক্ষরাজার যদি এমতই দুর্বুদ্ধি ঘটে, তবে তাহার রাজ্যে অঙ্কুরিত বিদ্রোহ যাহাতে শীঘ্র প্রকাণ্ড আকারে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টায় থাকিব। এস্থলে বিদ্রোহ হইলে আমাদিগের মঙ্গল সন্দেহ নাই। একদল আমাদিগের অনুচর হইবেই; কেননা এক্ষণে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যখন মোগল শাসনদণ্ড আক্রমণ করিয়াছে, তখন যক্ষরাজ্য আর কতদূর?"

কম্পাই বলিল, "মোগল আক্রমণের ভয় আমরা করি না; যক্ষপুরের উত্তর পশ্চিম বিভাগ এমত হীনদেশ, যে তাহা রক্ষণে আমাদিগের রাজার রাজ্যনায়বহির্ভূত বোধ হইতেছে।"

দেবব্রত আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আহার প্রস্তুত হইয়াছে, অনুমতি করেন, অন্নাদি পরিবেশন করি।" এই কথা শুনিয়া কম্পাই বলিল, "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন। দেবব্রত ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও।" গঞ্জালিস ও পিক্র উঠিয়া দেবব্রতের সঙ্গে বিভাগান্তরে গেল। কম্পাই উঠিলে পার্শ্বস্থ বিভাগ হইতে পুঙ্গী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বলিল, "কম্পাই, তোমার সহিত আমার কিঞ্চিৎ গুপ্ত পরামর্শ আছে, একটু নিরালে চল।"

কম্পাই বলিল, "চল উদ্যানে যাই; চন্দ্রোদয় হইয়াছে, দিব্য দক্ষিণ সমীরণ বহিতেছে, আপনার পথশ্রমও দূর হইবেক।" উভয়ে কাষ্ঠবৈজয়ন্তী দিয়া নীচে নামিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে গঞ্জালিস ও পিক্রু আহারাদি সমাপন করিয়া দেবব্রতকে বলিল, "দেভুখ, মাংসও হইল মৎস্যও হইল, এখন পিপাসা দূরের কোন পেয় না দিলে ত পথশ্রম দূর হয় না।"

দেবব্রত বলিল, "আমরা পুঙ্গী, আমাদিগের জলই একমাত্র পেয়; দুগ্ধ সর্বদা পাওয়া যায় না, বিশেষে রাত্রি অধিক হইয়াছে, চেষ্টা করিলেও পাইব না।"

গঞ্জালিস বলিল, "দুগ্ধ শিশুর পক্ষে সুসেব্য বটে, কিন্তু দুগ্ধে আমাদিগের তত স্পৃহা নাই। অপর কোন পেয় নাই? কেন প্রধান প্রধান ক্যেয়াঙ্গে আমাকে যথেষ্ট কল্য ও আসব দিয়া আতিথ্য করিয়াছে। এখানে অবশ্যই থাকিবেক। আমরা রহস্যজ্ঞ, সৎকৃত হইলে কৃতঘ্ন হইব না। আমরা পথশ্রমে এবম্প্রকার আপন্ন, আমাদিগের বলকারী পানীয় আবশ্যক।"

দেবব্রত বলিল, "দেখি, যদি চিকিৎসার জন্য কোন তীব্র পেয় থাকে ত আনিব।" অল্পক্ষণে একটি বোতল আনিয়া বলিল, "এই লন, ইহা বহুদিনের পুরাতন তারি, অতি উপাদেয়।"

গঞ্জালিস বলিল, "হাঁ, হাঁ, আমি জানি তারি পুরাতন না হইলে কেমন একটা দুর্গন্ধ হয়, আমি সহ্য করিতে পারি না! এ কোথাকার আমদানি?"

দেবব্রত বলিল, "এ সিঙ্গাপুরের তারি—অতি উপাদেয় ও বলকারক; ইহার তুল্য তীব্রপানীয় আর কিছুই নাই। এ যত দূর গলাধঃকরণ হয়, ততদূর একেবারে দগ্ধ করে!"

পিক্রু বলিল, "তারি আবার কি? একি তাড়ি নহে? আমাদিগের দেশে ত খাজুর গাছের রস বকাল দিয়া তাড়ি

প্রস্তুত করে; আর বৈশাখ মাসে তালের রসে তাড়ি হয়। তাকে ত আমরা তাড়ি বলি।"

দেবব্রত বলিল, "মহাশয়, এ সে দ্রব্য নহে, তাহাতে ও ইহাতে স্বর্গমর্ত্য ভেদ! সে দুর্গন্ধ, অম্ল ও অতিঅপবিত্র পদার্থ—এ অতি সদ্‌গন্ধ ও উপাদেয়! সে কেবল পরিণত তালের রস, তালশুক্ত বলিলেই হয়। আর যদ্যপি খাজুরের হয়, সে কেবল ধুস্তুরাবীজের পাঁচন। এ আমাদিগের তারি-গাছের রস। আপনি কি তারিগাছ দেখেন নাই? কেন সন-দ্বীপে ত অনেক তারিগাছ আছে।"

গঞ্জালিস বলিল, "তারিগাছ প্রায় নারিকেল গাছের মত, কেবল কাঠা নাই। ইহার ফল প্রায় তালের আঁটি মত একদিক একটু সরু। সনদ্বীপের দক্ষিণ সাগরকূলের বালুকার উপর অনেক শুষ্ক ফল ভাসিয়া গিয়া লাগে। এই গাছের ফল কাটিয়া তালের মোচের মত মাজিয়া ভাঁড় দিলে যথেষ্ট মাদককল্য রস নিঃসৃত হয়; সেই রসকে সিঙ্গাপুরের লোকেরা জাল দিয়া দুই তিনবার সঞ্চিত করে, পরে তাহায় যথাযোগ্য গৌড়ী মদ ও সদ্গন্ধ মসলা দিয়া আবার চোলাই করে। এপ্রকার প্রস্তুত তারি এমত মাদক যে একপাত্র পান করিলে মাতঙ্গের মত্ততা জন্মে। দেবব্রত, একি সত্য সিঙ্গাপুরের তারি?"

দেবব্রত বলিল, "এ সিঙ্গাপুরের অত্যন্ত পুরাতন তারি। ইহা এই ক্যোয়াঙ্গের প্রায় কয়েক বৎসর আছে। একটু ঢালি-লেই বুঝিতে পারিবেন।"

গঞ্জালিস একটি মৃৎপাত্রে কিঞ্চিৎ তারি ঢালিতেই এমত

জায়ফল ও দারুচিনির গন্ধ পাইল যে, গন্ধে মুগ্ধ হইয়া জিহ্বা-দ্বারা ওষ্ঠলেহন করিয়া বলিল, "সত্য, এ ভালদ্রব্য!" পরে একটু পান করিয়া বলিল, "আঃ! এমত পেয় আমার জন্মেও খাই নাই।" আবার একটু পান করিয়া ওষ্ঠ ও জিহ্বা নাড়িয়া চাড়িয়া আবার একটু পান করিল। এমতে তিন চারিবারে প্রায় দেড়ছটাক পান করিয়া পিদ্রুকে কিঞ্চিৎ দিলে, পিদ্রু একঘোট পান করিয়াই বলিল, "উঃ! কি তেজ! এ অগ্নি-বিশেষ!" কিন্তু পরক্ষণেই আবার একটু পান করিল। পরে উভয়ের বার বার পানের পর দেবব্রতকে একটু পান করিতে বলিলে দেবব্রত বলিল, "মহাশয়, আমি পান করি না; তবে আপনাদিগের অনুরোধে একটু স্বাদ লইলাম।" বলিয়া একপাত্র একশোষে পান করিল।

গঞ্জালিস বলিল, "মহাশয়কে এ তীব্রবোধ হয় না?"

দেবব্রত বলিল, "আপনারা মৎস্যমাংস ভোজন করেন আপনাদিগকে অল্পেই তীব্রবোধ হয়। আমরা নিরামিষ-ভোজী, অনেক লঙ্কা মরিচ ও পেয়াজ ব্যবহার করি, আবার যে নাপ্পি আছে—"

পিদ্রু বলিল, "নাপ্পি আবার কি?" দেবব্রত তাহার দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমাদিগের পক্ষে কোন দ্রব্যই তীব্র নহে; শাস্ত্রে আমাদিগের মাদক দ্রব্যগ্রহণে নিষেধ। তারি আমাদিগকে মত্ত করে না বলিয়া ভাল ভাল পুঙ্গীর মতে তারি ব্যবহার্য। কিন্তু কেহ যদ্যপি মত্ত হইবার কল্পনায়—তারির কথা কি, একটু তামুক খায়, তাহাহইলে সে শাস্ত্রমতে অত্যন্ত অপরাধী। তারিপান আমাদিগের মধ্যে মাদক

দ্রব্য পান করা নহে। তারি আমাদিগের শাস্ত্রে সামান্য পেয় মাত্র।"

পিক্রু বলিল, "নাপ্পি কাকে বলেন, সে আবার কি ?"

দেবব্রত বলিল, "সে এক চমৎকার উপস্কর।"

গঞ্জালিস বলিল, "আহা! তাহার কথা কহিও না। সে দ্রব্যের তুল্য পদার্থ এ ভূভারতে নাই। সংসারের সকল দ্রব্য ঈশ্বরের সৃষ্টি, কেবল নাপ্পিটি আমাদের মগহজুরের সৃষ্টি! সেটি অনুপম! তাহার গন্ধে মাতৃদুগ্ধ উঠে! তাহার উপাদানোপযুক্ত উপদেবতা মগ! পৃথিবীর স্বয়ংমৃতপশুর শব ও মৎস্যাদি একটা গর্তে বা বড় জালায় রাখিয়া, পচিলে, তাহায় চিঙ্গিড়ী মৎস্য দিয়া সমস্ত একীকৃত করা হয়, পরে যত পচা পদার্থ ও লঙ্কার গুড়া দিয়া একত্র করিয়া গোলা পাকাইয়া শুখান হয়। মগবাবুদিগের ব্যঞ্জনে নাপ্পিমসলা না দিলে ব্যঞ্জনই হয় না!"

দেবব্রত বলিল, "মহাশয় ও কি কথা! নাপ্পিতে দুর্গন্ধ নাই! নাপ্পি অতি চমৎকার মসলা, নাপ্পি না দিলে ব্যঞ্জন মজে না। নাপ্পি যদি দুর্গন্ধ হয় তবে মহাশয় ডুরিওকে কি বলেন ?"

গঞ্জালিস বলিল, "যে দেশে স্বয়ংমৃতের মাংস খাদ্যমধ্যে গণ্য, সেই দেশেরই যোগ্য মসালা নাপ্পি ও সুস্বাদু ফল ডুরিও। যাহা হউক, এখানে কি ডুরিও পাওয়া যায় ?"

দেবব্রত বলিল, "এখানে ডুরিও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সিঙ্গাপুর ও কাম্বোজ অঞ্চলে ডুরিও যথেষ্ট।"

গঞ্জালিস বলিল, "যাহা হউক, তোমাদিগের ম্যাঙ্গোষ্টিন্

প্রকৃত উপাদেয় ফল। এমত অম্লমধুসাদ আর কোন ফলে নাই।”

পিক্রু বলিল, “ম্যাঙ্গোষ্টিন্ কোথা পাওয়া যায়?”

গঞ্জালিস বলিল, “এ দেশেও পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে এমত সময় জন্মে না। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েই ম্যাঙ্গোষ্টিন্ প্রচুর।” এমত সময় কম্পাই আসিয়া বলিল, “গঞ্জালিস, আহার হইয়াছে?”

গঞ্জালিস “আজ্ঞা হাঁ, আহার হইয়াছে এখন পান করিতেছি। আপনার তারি অতি মনোনীয় পেয়।” বলিয়া আবার একটু তারি পান করিল।

কম্পাই বলিল, “গঞ্জালিস, আমাদিগের ক্যেয়াঙ্কের সমস্ত দ্রব্য দেখ নাই, একবার এদিকে আইস তোমাকে সমস্ত দেখাই। গঞ্জালিস কম্পাইয়ের পশ্চাৎ গমন করিল।”

ষষ্ঠ অধ্যায়।

নিঃশস্ত্রঃ শস্ত্রমন্বিষ্যন্ ক্ষরৎ ক্ষতজনির্ঝর।
অচক্রান্তোঽরিভির্ধাবন্ শয্যাবেশ্মবিবেশ তৎ॥

গঞ্জালিস চলিয়া গেলে পিদ্রু বলিল, "দেবব্রত, তোমাদিগের নাপ্পি কেমন আমাকে একটু দেখাইতে পার?"

দেবব্রত বলিল, "তাহা পাকে ভাল লাগে, কাঁচা কি দেখাইব?"

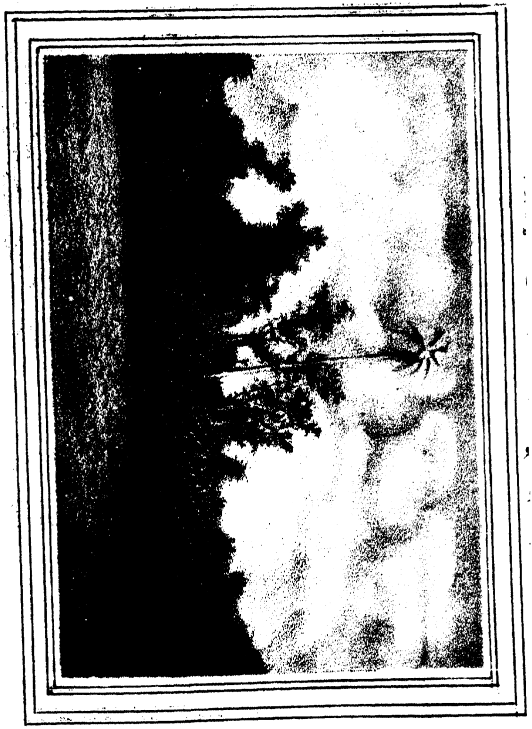
পিদ্রু বলিল, "ইহারা কোথায় গেল? কম্পাই গঞ্জালিসকে কি জন্য ডাকিয়া লইয়া গেল বলিতে পার?"

দেবব্রত বলিল, "আমি তাহা কিছুই জানি না। গঞ্জালিসকে কম্পাই পূর্ব্বে চিনিত না। অদ্যই উভয়ের পরিচয় হইল। তবে গঞ্জালিস ফিরিঙ্গীদলের কর্ত্তা, বোধ করি কোন বিশেষ কর্ম্ম থাকিবেক। ক্যেয়াঙ্গের কোন দ্রব্য প্রয়োজন হইবেক। যাহা হউক, চল না দেখা যাক্ তাহারা কোথায় গেল।"

পিদ্রু বলিল, "আমিও কখন কোন ক্যেয়াঙ্গের ভিতর প্রবেশ করি নাই। ফলে তোমাদিগের কাষ্ঠের মাচার উপরের ঘর দেখিয়া আবার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে, চল আমিও ক্যেয়াঙ্গ দেখিগে যাই।"

দেবব্রত বলিল, "চল, কিন্তু তাহারা কোনদিগে গেল জানিতে পারিলাম না।" পিদ্রু দেবব্রতের পশ্চাৎ চলিল, ক্রমে

বিহার হইয়া নহালয়ের কির্মীতে উপস্থিত হইল। কির্মীটি প্রায় ত্রিশহাত পুর্ব পশ্চিমে দীর্ঘও প্রায় বিশহাত প্রস্ত, ইহার তিনদিকে কাষ্ঠের স্তম্ভপংক্তি, তাহার বহির্দেশে ছন্ন পথ প্রায় ছয়হাত প্রস্ত। পশ্চিমদিকে প্রকৃত মহালয়, প্রায় দুইহাত উচ্চবেদি, তাহার পশ্চাৎভাগ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দীর্ঘ দণ্ডের উপর বিকশিত নম্র কমলাকার স্বর্ণসুবিস্তৃত ছত্র। তাহায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের সুনিনাদিনী কিঙ্কিণীমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। দণ্ড আশ্রয় করিয়া একটি প্রাকৃত মনুষ্যাকার শাক্যসিংহেরধ্যায়ীমূর্ত্তি, সেটি কাষ্ঠের উপর স্বর্ণমণ্ডিত। এই মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে স্তরে স্তরে পর্য্যায়ক্রমে ক্ষুদ্র বুদ্ধমূর্ত্তি, কেহ ধ্যায়ী, কেহ বা অভয়মূর্ত্তি, কেহ দণ্ডায়মান, কেহ যোগাসীন, কেহ বা অনন্তশায়ী! বেদীয় অগ্রভাগে বিচিত্র কাংশের ধূপাধান। মহালয়ের সুচিত্রিত পটল হইতে স্বর্ণশৃঙ্খলত্রয়লম্বিত প্রধান মূর্ত্তির উভয়পার্শ্বে স্বর্ণের প্রদীপদ্বয় দিবারাত্রি সুবাসিত তৈল গব্যঘৃতে স্থূলবর্ত্তিকে জ্বলিতেছে ও সমস্ত মহালয়কে সদ্গন্ধে পুরিয়াছে। বেদির উপর অতি রমণীয় মাণিকখচিত একখানি ক্ষুদ্র স্বর্ণপাত্রের উপর এলাচী, নারিকেল খণ্ড ও অন্ন আছে। বেদির অনতিদূরে পটল হইতে রৌপ্যশৃঙ্খলে একটি স্বর্ণবর্ণকাংসের তেয়ঞ্জে নামে ত্রিকোণকাংস্যাকার ঘড়ী এমত সুতান, যে কাষ্ঠের ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়া তেয়ঞ্জের উন্নত মণ্ডলাকার কোণে আঘাত করিলে, তেয়ঞ্জের ধ্বনি ও রেষ প্রায় একদণ্ডকাল সমস্ত কির্মীরবায়ুকে সঞ্চালন করে ও সেই রেষে সমস্ত কক্ষা পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। কির্মীর মধ্যভাগ কাষ্ঠপটল হইতে একটি সুবৃহৎ কাংস্যঘণ্টা ও বেদি হইতে দূরে একটি প্রবীণ গজ যেন



মহান্ কাংশ ঝুলিতেছে। প্রতি কাষ্ঠের স্তম্ভে স্বর্ণমণ্ডিত কীলক হইতে স্থূল অর্দ্ধবংশ খণ্ডে দীর্ঘ পালীঅক্ষরে "যে ধর্ম-হেতুপ্রভাবে" প্রভৃতি বৌদ্ধবীজমন্ত্রখোদা। বংশফলকগুলি ঘন-দূর্ব্বাদলশ্যাম ও সুসংস্কৃত হওয়ায় শ্লক্ষ্ণবোধ হইতেছে। বংশ-খণ্ডগুলি অনুমানে ব্রহ্মদেশ হইতে আনীত। স্তম্ভপংক্তির বহির্দ্দেশে ছন্নপথে কাষ্ঠবিভাগে স্তরপংক্তিতে স্তূপাকার তাড়পত্রের প্রজ্ঞাপারমিতের পুথি; পত্রের কোটি স্বর্ণমণ্ডিত ও পাটাগুলি লাক্ষারঙ্গে রঞ্জিত ও স্বর্ণরেখায় চিত্রিত। কির্ম্মীর পূর্ব ও পশ্চিমপ্রান্তে দ্বারচতুষ্টয় দিয়া কির্ম্মীর উভয় পার্শ্বের গৃহে যাওয়া যায়। দেবব্রত কির্ম্মীতে প্রবেশ করিয়া অষ্ঠীবতে ভার দিয়া ভূমে শির নোয়াইয়া মহালয়ের বেদিস্থ বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তীকে প্রণাম করিল ও মন্দস্বরে আপনা আপনি একটি মন্ত্র পড়িয়া কক্ষা দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। পিদ্রু তাহাকে অনুসরণ করিয়া বুদ্ধের সুবিস্তৃত ছত্রের দিকে দেখিতে দেখিতে চলিল; একবার পিচ্ছল সুদৃশ্য সৈগণকাষ্ঠের ফলক-সংস্তর দেখিয়া বলিল, "আহা কি সুন্দর!"

পরে পশ্চিম দক্ষিণদিকের ক্ষুদ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, যে বেত্রাসনে কম্পাই ও গঞ্জালিস বসিয়া আছে ও গৃহের প্রান্তরে জনৈক পুঙ্গী দাঁড়াইয়া কিসের উত্তর দিতেছে। পিদ্রু ক্ষণেক তাহার দিকে চাহিয়া চমৎকৃত হইল। লাবা পিদ্রুকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সিহরিল ও বলিল, "কিহে তুমি যে বেশ বদল করিয়াছ—তুমি আবার ফিরিঙ্গী হইলে কবে? আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি রায়গড়ের মাটি" একটা বিকট অমানুষী ঝঞ্ঝনা শোণা গেল! সকলেই সিহরিল! সমস্ত

ক্যেয়াঙ্গটি কাঁপিয়া উঠিল! কম্পাই লাফাইয়া স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। গঞ্জালিস দাঁড়াইয়াই স্বীয় কটীস্থ ছুরিকায় মুষ্টি লাগাইল। দেবব্রত বলিল "এ কি! ক্যেয়াঙ্গের দ্বার ভাঙ্গিল কে?" পিদ্রু বলিল "এ কিসের শব্দ হইল?" লাবা যেমত দাঁড়াইয়াছিল আঘাতের হিল্লোলে ক্যেয়াঙ্গের কাষ্ঠের বিভাগে হাত বাড়াইয়া ধরিল।

কম্পাই বলিল, "ভূমিকম্পে ত এমত অনির্বচনীয় শব্দ হয় না। এ দ্বারভাঙ্গি—"মহালয়ও কির্মীতে বেগে পদচালনের শব্দ হইল ও কম্পাই প্রভৃতি শামলাইয়া বিবেচনা করিবার পূর্বেই গৃহের দ্বার দিয়া সাস্ত্রগোবিন্দ, বল্লভও চারি পাঁচজন রাজপুরুষ বেগে প্রবেশ করিল। গোবিন্দ গৃহে প্রবেশমাত্র গঞ্জালিস কর্তরিকা দক্ষিণহস্তে লইয়া লম্ফ দিয়া যেমত গোবিন্দের বক্ষে আঘাত করিতে উঠিয়াছে, অমনি পার্শ্বস্থ বল্লভ তাহার হস্তস্থ তলবারি অপরদিক দিয়া গঞ্জালিসের কটীদেশে এমত বেগে আঘাত করিল যে, গঞ্জালিস ক্রূর শপথ করিয়া কাষ্ঠতলে ভীমশব্দে নিপতিত হইল। অমনি গোবিন্দ ও বল্লভ তাহাকে চাপিয়া ধরিতে গেল। গঞ্জালিস ভীমবিক্রমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার উদ্যম করিতে লাগিল। বল্লভ নিকটস্থ পিদ্রুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এই কিরিঙ্গী বেশধারী পামর মুষলমানকে এখনই বাঁধ।" ইতোমধ্যে আর দশবার জন আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পরস্পরের বিপ্লব সংকুলে কাহার হস্তস্থদণ্ড লাগিয়া লম্বমান দীপটি ভাঙ্গিয়া গেল ও গৃহটি অন্ধকারময় হইল। কতক্ষণ অন্ধকারে কে কাহাকে মারে কে কাহাকে ধরে কিছুই বোঝা গেল না, ক্ষণেক

পরে জনৈক রাজপুরুষ কির্ম্মী হইতে একটা দীপ গৃহে আনিলে তাহার আলোকে দেখা গেল, যে গঞ্জালিসের কর্ত্তরিকা দ্বারা গোবিন্দের হস্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। শোণিতে গঞ্জালিসের ও গোবিন্দের মুখ বিকট দর্শন হইয়াছে। চারিজন রাজপুরুষের সহায়তায় গঞ্জালিস গোবিন্দের দীর্ঘ-উষ্ণীষ-বস্ত্রে বদ্ধপক্ষ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার বিশাল উরদেশ স্ফীত করিয়া কুটিল ভ্রুকুটিতে অধরোষ্ঠ দন্তদ্বারা নিষ্পীড়ন করিতেছে, ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতেছে ও গোবিন্দের প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপিতেছে। দর্শনে যদি অগ্নি থাকিত ত গোবিন্দ ভস্মীভূত হইত সন্দেহ নাই। রক্তলিপ্ত মুখ, রক্তবিস্ফুরিত নয়ন—গঞ্জালিস ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! কয়েকজন রাজপুরুষে পিড্রুকে ভুমে পাড়িয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে জানু দিয়া চাপিয়া ধরিয়াছে ও ভীমবলে তাহার বাহুদ্বয় এমত টানিয়া ধরিয়াছে যে, বোধহয় যেন ভুজশির পর্যন্ত ছিঁড়িয়া আসিবেক। আলোক দেখিয়া একজন নিকটস্থ কীলক হইতে দীর্ঘ কুপরজ্জু একটা লইয়া পিড্রুকে বাঁধিল। ক্ষণেক পরে শ্বাসলাভ করিয়া গোবিন্দ বলিল, "আর একজন পুঙ্গী ছিল সে কোথায় পলাইল?" বল্লভ কম্পাই প্রতি দেখিয়া বলিল, "কেহে সে, কোথা গেল?" রাজপুরুষদ্বয়-মধ্যস্থ বদ্ধপক্ষ কম্পাই নৃশংস ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়াছে; তাহার কাষায় বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়া গিয়াছে; কেবল কটীস্থ দামনে অন্তর্বাসমাত্র আছে; স্বীয় কষ্টে মুগ্ধ—কোন উত্তর দিল না। দেবব্রতেরও সেইরূপ দুর্দশা, কিন্তু তাহার কটীতে ছিন্ন উত্তরীয় জড়ান থাকায় কতকটা আবরণ আছে; সেও বদ্ধপক্ষ, বলিল, "মহাশয় আমরা কিছুই বলিতে পারি না।

আমাদিগকে কেন কষ্ট দিতেছেন? আমরা জানি না ইহারা কেও কোথা হইতে আসিল। অদ্য সন্ধ্যার পর অতিথি বলিয়া আশ্রয় লইয়াছে। কোন পরামর্শে আমরা নাই।”

রাজপুরুষ বলিল, “হাঁরে ভণ্ড! অতিথিসেবার ঘরই এই! অতিথি ছন্নপথে ও কির্মীর বাহিরে থাকে; এ যে তোদের শয়নাগার! আর এত রাত্রিতে শয়নাগারে অতিথির সহিত কি কথা হইতেছিল?”

কম্পাই বলিল, “ধর্ম্মের বিপরীত ব্যবহার করিলে— ক্যেয়াঙ্গের আশ্রয় মানিলে না—বলপূর্ব্বক ক্যেয়াঙ্গে প্রবেশ করিলে—নিরপরাধী পুঙ্গীর উপর হস্তোত্তোলন করিলে—ভাল! ইহার বিচার হইবেক।”

রাজপুরুষ বলিল, হাঁ, সকল বিচার এইবারে হইবেক। মহারাজ এইবার একেবারে ক্যেয়াঙ্গ সব তুলিয়া দিবেন। ক্যেয়াঙ্গ যত নষ্টলোকের আশ্রম হইয়াছে। পৃথিবীর যত পাপ ক্যেয়াঙ্গে জন্মে, তাহারা ধর্ম্মকোষে আবৃত থাকিয়া বৃদ্ধি পায় ও শেষে রাজবিদ্রোহে পরিণত হয়। এখন আর একটা পুঙ্গী কোথা গেল বল?”

কম্পাই বলিল, “আমরা এ ক্যেয়াঙ্গে দুই জনমাত্র থাকি, অপর পুঙ্গীর কথা বলিতে পারি না।”

রাজপুরুষ বলিল, “এই আমরা ঘরে আসিয়া তিন পুঙ্গী দেখিলাম, এখন দুই জন দেখিতেছি। তৃতীয় ব্যক্তি কোথা গেল?”

দেবব্রত বলিল, “গ্রামের রক্ষককে জিজ্ঞাসা করুন, আমরা দুই জন ব্যতীত ক্যেয়াঙ্গে আর কেহই থাকে না।”

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, "হাঁ, হাঁ, আমরা তা জানি ; কিন্তু অদ্য টমকিন কৈবর্ত্তের মুখে শুনিলাম, যে প্রায় রাত্রি নয়টার সময় একটা কোঁদা হইতে এক জন পুঙ্গী ঘাটে নামিয়াছে। আমরা সমস্ত ক্যেয়াঙ্গে অনুসন্ধান করিয়াছি, সে অন্য কোথায় যায় নাই। এই ক্যেয়াঙ্গেই আসিয়া থাকিবে।"

অপর একজন রাজপুরুষ বলিল, "কেন আমি ঘরে প্রবেশ-মাত্রে তিনজনকে দেখিয়াছি ; প্রদীপ নিবিয়া গেলে সে পলায়ন করিয়াছে। দুই তিনজনে অশ্বে অনুসরণ করিলে সে এক্ষণেই ধরা পড়িবেক। দিব্য জ্যোৎস্না আছে ; সে অধিকদূর যাইতে পারে নাই। বিলম্বে প্রয়োজন নাই ; তাহাকে না ধরিতে পারিলে এ বিষয় সমস্ত প্রকাশ হইবেক না। চল আমরা এই চারিজনকে লইয়া যাই। লসন, কিম্পো, ফিঞ্চু তোমরা অশ্বে ত্বরায় পথ দিয়া মহামুনি ক্যেয়াঙ্গের দিকে যাও। ফিট্‌সা ও উত্তরমথুরার দারগা ও পাইকেরা এই গ্রামের চতুর্দ্দিক রক্ষা করুক। আমরা বন্দী চারিজনকে অপর লোকের জিম্মায় দিয়া উদ্যান ও টিলাকন্দরাদি অন্বেষণ করি। তৃতীয় পুঙ্গী অবশ্যই ধরা পড়িবেক। গোবিন্দ, আপনাকে বিশেষ চোট লাগিয়াছে ; চলুন, নীচে যাইয়া হস্তপদাদি ধৌত করুন।"

গোবিন্দ বলিল, আমি যখন গঞ্জালিসকে ধরিয়াছি, তখনই আমার সমস্ত ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে। এতক্ষণে আমার গেডিজের বৈরনিপাতন হইল। তোমরা বল্লভের সুশ্রুষা কর, বল্লভ শোণিতস্রাবে ক্ষীণবল হইয়াছে।"

রাজপুরুষ বলিল, "বল্লভ যে স্পন্দরহিত হইয়াছে!" ফলে

বল্লভ শিবনেত্র হইয়া কাষ্ঠের বিভাগ আশ্রয় করিয়া দাড়াইয়া আছে। চিবুক ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও বক্ষে ঠেকিয়াছে। স্পন্দ-রহিত, পৃষ্ঠদেশ বহিয়া শোণিতস্রাবে বল্লভের পরিধেয়কে ভিজাইয়াছে। অন্ধকারে বিপ্লবসংকুলে গঞ্জালিসের কর্তরিকা তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত হইয়াছে ও অবি-শ্রান্ত শোণিতস্রাবে বল্লভকে ক্ষীণবল করিয়াছে। রাজপুরুষ ব্যস্তে জল আনিয়া চক্ষে বেগে সিঞ্চন করিলে, বল্লভ সচেতন হইল। গোবিন্দ বল্লভের কটীদেশ ধরিয়া তাহাকে ভূমে বসা-ইল ও তালবৃন্ত লইয়া ব্যজন করিতে লাগিল। স্বীয় উষ্ণী-ষাভাবে বল্লভের উত্তরীয় দিয়া কবলিকা প্রস্তুত করিতে লগিল।

সপ্তম অধ্যায়।

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতঃ।

তোপধ্বনি শুনিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিমলার গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। বিমলার সহচরী সুন্দরী মহারাজের দিকে এক-দৃষ্টে কতকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাও! তোমার হয় ত এই শেষ দর্শন। বিমলা ঈর্ষা ও দ্বেষে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তা আমার কি দোষ? আমি ত প্রতাপাদিত্যকে ডাকিতে যাই নাই? তিনিই আমার সহিত এরূপ ব্যবহার করেন! কি করিব, দেশের রাজা, তাতে আবার সম্বন্ধে ভগ্নীপতি, আমার সহিত বাক্যের ছুটা আমোদ প্রমোদ করেন, তাহায় আমার দোষ কি? আর এ দোষের কথাই বা কি? বিমলার অভিমান এইবারে কিন্তু চূর্ণ হইবেক। মান-সিংহ সমস্তই জানিয়াছে। রাজার অদৃষ্টে যাহা আছে ইহার অদৃষ্টেও তাই।" কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আবার একটি শ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "যাই, দেখি যুদ্ধের গতিকটা কি? এখন কঠিন সময় উপস্থিত। হয় ত এইবারেই বঙ্গ একটা রাজ্য বলে নাম হারাইল! এখন অবধি এদেশ ঢাকার নবাবের একটা চাকলা হবে।" ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখে যে নীচের প্রাঙ্গণে ও গৃহে লোকারণ্য; বাহকেরা রাশি রাশি বারুদ ও গুলীও অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধযোগ্য দ্রব্য সকল আনিয়া রাখিতেছে। বিমলা প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। সুন্দরীক্রমে

বিমলার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু বিমলা কোন শব্দ করিলেন না। ক্ষণেক পরে বিমলা যেন অকস্মাৎ মুখ ফিরাইতে সুন্দরীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি এত শীঘ্র মহারাজকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া আসিলে? যাও যাও, তিনি আবার মনস্তাপ পাইবেন। যাহা হউক, এখন যশোহর সুন্দরীমহিষীতে শোভিবেক!"

সুন্দরী বিমলার বাক্যে লজ্জিতা হইল কিঞ্চিৎ ক্রোধও জন্মিল। বলিল "পোড়া লোকের জ্বালায় কাহার সহিত কোন কথা কহিবার যোগ নাই। কথা কহিলেই যেন প্রেমের কথা কহিতে হয়। দেখা হইলেই যেন প্রেমের দেখা। অন্য মাগীর অন্য চিন্তা দোমাগীর কিসের চিন্তা!"

বিমলা কোপে কাঁপিতে লাগিলেন। তাহার মনে অপমান, লজ্জা, কোপ, ঈর্ষা প্রভৃতি কুবৃত্তি উত্তেজিত হইল। বদন ফুলিয়া উঠিল, গণ্ডদেশ আরক্ত হইল। চক্ষু অশ্রুজলে ভাষিতে লাগিল। তিনি অধরৌষ্ঠ দন্তেরদ্বারা চিবাইয়া ওষ্ঠটি এককালে দাড়িম কুসুমোপম করিলেন; বোধ হইল যেন দন্তাগ্রগুলি রক্তে বর্দ্ধিত হইল। হৃদয়ের ভাবোর্মীতে বক্ষস্থল প্রলোড়িত হইতে লাগিল। বলিলেন, "সুন্দরি, অবস্থার অতিরিক্ত বাক্যে প্রস্তর তাপিয়া উঠে মনুষ্যের কথা কি? তোমার কি বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে যে তুমি যথেচ্ছা পুরুষবাক্য আমাকে প্রয়োগ করিলে? তুমি আদর পাইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছ; কিন্তু তোমার অবস্থা বিস্মৃত হইও না। যাও, আমি তোমার মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা করি না।"

সুন্দরী দক্ষিণহস্ত উল্টাইয়া বলিল, "সেটা উভয়ত। আমি

তোমার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করি না। যাহার হৃদয়ে এত বিষ, তাহার সঙ্গে কাহারও মিশ খায় না। আমি চলিলাম এখন তুমি নিষ্কণ্টকে মহারাজের সহিত একাধিপত্য কর; কিন্তু তোমারও সুখের শেষ জানিও। আমার মনস্তাপ ব্যর্থ হইবেক না—তুমিও মনেরকষ্টে জীর্ণ হইবে, সমস্ত প্রকাশও পাইবেক। আমি মহারাজ মানসিংহের স্কন্ধাবারে চলিলাম। আমার কি! আমরা সকল কর্ম্মই করিতে পারি—আমাদিগের মানাপমান নাই। আমি ত মরণ সঙ্কল্প করিয়াছি—এখন অনায়াসে গঙ্গাদিকে পা।" বলিয়া খরপদে দুইহাত নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল। বিমলা অল্পে অল্পে স্বীয় গৃহের দিকে প্রত্যাগমন করিতে করিতে ভাবিলেন, "নষ্ট লোকের নিকট সরল হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করা, কেবল আত্মাকে তাহাদিগের নির্দ্দয়হস্তে অর্পণ করা মাত্র; তাহাদিগের প্রয়োজনমতে মূল্য করিয়া বিক্রয় করে অথবা স্বীয় বৈরনির্যাতন করে! অবকাশ পাইলে ছাড়ে না! কিন্তু প্রেমে ও বিশ্বাসলব্ধ পরামর্শওজ্ঞান ভদ্রে বৈরনির্যাতনেও ব্যবহার করে না।" গৃহে আসিয়া দ্বারের পিণ্ডির উপর ভুম্যাসনে বসিলেন; ক্রমে হস্তদ্বয় দিয়া আপনার ললাটদেশ চাপিয়া ধরিলেন; তাঁহার বোধ হইল যেন ললাট ফাটিয়া যাইতেছে, যেন কর্ণদ্বয় তাতে জ্বলিয়া উঠিতেছে, যেন নাসিকারন্ধ্র দিয়া অগ্নি নির্গত হইতেছে। কতক্ষণ এই অবস্থায় রহিলেন; চক্ষুর্দ্বয় মিলিত আছে কিন্তু চক্ষে কিছু দেখিতেছেন না; জাগ্রত আছেন কিন্তু কর্ণে কিছু শুনিতেছেন না। মনেও কোন একটা বিশেষ ভাবের স্থিরতা নাই—একটি ঈর্ষার কথা, কি

অপমানের সম্ভাবনা, কি লজ্জার ভার, কি দুঃখের কষ্ট মনে উদিত হইতেছে আবার তাহার পরক্ষণেই সেটা নিবিয়া যাইয়া অপর একটি ভাব উদ্ভূত হইতেছে! নানারূপ চিন্তা, শোক ও মনব্যথা মনকে আক্রমণ করিতেছে। নানাপ্রকার প্রতিকারও প্রতিহিংসার উপায় যেমত উপজিতেছে অমনি সেটিতে দোষ স্পর্শ করাইয়া অথবা ততোধিক বলবতী চিন্তা উত্তেজিত হওয়ায়, সেটি ত্যাগ করিতেছেন। মানিনী রাজ-মহিষী প্রতাপাদিত্যের শুশ্রূষায় ও যত্নে সপ্তম স্বর্গে ছিলেন, এখন সুন্দরীর পরুষবাক্য হৃদয়ে শেলবৎ বিঁধিল! নবম নরকে নিপাতিতা হইলেন! এই অবস্থায় থাকিতে ক্রমে শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল ও ক্রমে শরীর শিথিল হওয়ায় নির্জীব-প্রায় হইলেন; এমত সময় আবার ভয়ানক তোপের শব্দে যেন চেতনা পাইলেন। ব্যস্তে উঠিয়া দাড়াইলেন ও একবার অন্য মনে শব্দের দিকে দ্রুতপদে কিছুদূর যাইয়া পথিমধ্যে সুন্দ-রীকে দেখিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "সুন্দরি, এ যে চারি-দিক হইতে তোপের শব্দে পাইতেছি; ব্যাপার কি—রায়গড় কি চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াছে? কোন সমাচার যান?"

সুন্দরী মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "আমি অত কিছু জানি না। এখন পলাইবার পথ দেখ—মানসিংহ তোমার সমস্ত সমা-চার জানিয়াছে; স্কন্ধাবারে অত্যন্ত রোষপ্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে দুষ্টাকে যথোচিত শাস্তি দিব।"

বিমলা বলিল, "সুন্দরি, এখনও যে তোমার মন ভারি! অদ্য তোমার কি হইয়াছে? তুমিত কখন এরূপ ব্যবহার

আমার সহিত কর নাই। আমি চিরদিন তোমাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত স্নেহ করিয়াছি। তুমিও আমাকে জ্যেষ্ঠার ন্যায় শ্রদ্ধা ও মান্য করিয়াছ। অদ্য কি কুক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সহিত দেখা হইল! তদবধি তুমি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতেছ।”

সুন্দরী বলিল, “দেবি, বিষদৃষ্টিটা উভয়ত। মন মুকুরের মত, সকল ভাব প্রতিবিম্বিত হয়। সত্য বলিতে কি, এখনও যে আমার বিষদৃষ্টি নাই, তাহা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। কিন্তু আমার মনের বিপরীত ভাব আপনার ভাবের প্রতিচ্ছন্দমাত্র। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চিরকাল আমাকে যত্ন করেন; আমি অনুমান করি, তিনি আমাকে মনের সহিত ভাল বাসেন; তবে আমি রাজকন্যা নহি, রাজমহিষীও নহি, আর রাজার খুড়ীর মত নিকট সম্বন্ধিনীও নহি—বিমলা চমকিলেন—আমি দুঃখী, পিতৃমাতৃহীনা দূরজ্ঞাতি কন্যা। অবস্থার দায়ে, স্বর্গীয় মহারাজ বসন্তরায়ের দয়ায়, আপনাদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগের উচ্ছিষ্টে জীবিত আছি। আমার বাহু প্রাংশুলভ্য ফলের দিকে কখনই উত্তোলিত হয় না। আমি অবস্থার অতিরিক্ত আশা করি না। তবে যদ্যপি দৈববশে মহারাজের নতশীলগুণে প্রবল পবনবেগে আমার আয়ত্তের মধ্যে আসে তখন আমি হস্তে ধারণ করি। ইহা কি আমার এতই অসঙ্গত অপরাধ! আপনি জানেন যে প্রেম জাতিভেদ মানে না, অবস্থার উচ্চনীচ জানে না, ধন দেখে না, প্রেম মনই বোঝে! মহারাজ আপনার ভয়ে সর্বদাই সঙ্কুচিত; পাছে আপনি রাগ করেন, পাছে আপনার

সপত্ন্য ঈর্ষা জন্মে, এই আশঙ্কায় সর্বদা উদ্বিগ্ন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গিতে, কথাবার্ত্তায়, আকার ইঙ্গিতে এ সমস্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; আপনিও তাহা অবগত আছেন। যুবাপুরুষ, বিশেষে মহারাজ চক্রবর্ত্তী, দূরভিসন্ধি অভাবেও দুঃখী ও অধম লোকের তৃপ্তির জন্য কারুণিক হৃদয়ে দুটা রসগর্ভবাক্য প্রয়োগ করিলে, কি মহৎ পাপ করা হয়, বুঝিতে পারি না। রসিকমাত্রেই শুষ্ককাষ্ঠেও প্রেমসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে ত কোন দোষ দেখি না। আপনার কেমন অন্ধতা, কেমন মোহ, কেমন অবিবেকতা বলিতে পারি না। আপনি কতদিন আমার নিকট মহারাজকে নিন্দা করিয়াছেন; তাঁহাকে আপনার মন হইতে অপসৃত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; তাঁহার নামও আর করিবেন না, ইহাও বলিয়াছেন;—অন্তও মহারাজের উপর কতই অনাদর ও ঔদাস্য—কিন্তু মনে মনে আপনার এমত টান যে মহারাজের কণামাত্র অংশও অপর কাহাকে স্পর্শও করিতে দিবেন না। মহারাজ যেন আপনার পৈত্রিকসর্বস্ব (বিমলা ভাবিলেন কেন পৈত্রিক, এককালে আমার সাতপুরুষের ধন) এ ভাব আমি বুঝিতে পারি না। আদৌ বিপরীত সম্বন্ধে এ প্রকার আত্মীয়তাই গর্হিত; কিন্তু মোহপরবশ হইয়া আবার সেই আত্মীয়তার অধোত্তম লঘুদৃষ্টিতে বাধ্য হইয়া,—আমি এতকালের সহচরী—আমার অবমাননা করিলেন। আপনি ভাবিলেন না যে বাল-স্বভাব-সুলভ-চাঞ্চল্যের বশবর্ত্তী হইয়া মহারাজের যদি একবার অস্থানে পাদস্খলন হইয়া থাকে, কিন্তু এক্ষণে মহারাজ তাহা অপ্রিয় বোধ করেন, এমন কি ঘৃণাও করিয়া থাকেন। কিন্তু

পাপের এমনি জটিলবন্ধন যে তাহা এককালে ছাড়াইতে সাহস করেন না। অনেকে সন্দেহ করে যে আপনাদিগের মধ্যে কন্দর্পব্যতীত কুবেরের কুযক্ষের দৃষ্টি আছে। পাছে অন্যোন্যের মধ্যে কেহ সেইটি প্রকাশ করে, এই ভয়ে কন্দর্পের ডোর পরস্পরের কণ্ঠে নিয়োজন—ছলনামাত্র। নিত্য নূতনে প্রবৃত্তি এটি নৈসর্গিক নিয়ম। কন্দর্পের ডোর প্রেমরজ্জুর তুল্য নহে। পুরাতন হইলে লাবণ্যক্ষয়ের সহিত শিথিল হয়। এখন কিন্তু কাল উভয়কেই একই সংকটে ফেলিয়াছে; এখন এমত সমূহ বিপদ যে সেই প্রতাপাদিত্যের আর রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই। রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইল। রায়গড়ের একটিও সেনা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল না। যশোহরপতির সেনামণ্ডলী যমুনাপরুইয়ের বর্ম্মাবৃত্ত পুরুষকে দেখিয়া ভয়বিপ্লুত হইয়াছে। আবার সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। দুর্গের সান্ত্রী অনঙ্গপাল দেব ও প্রতাপাদিত্যের বিপরীতাচরণ করিতেছেন। এ সমস্ত দেখিয়া সেনারা আর স্থির হইতে পারিতেছে না। এখন কেবল দক্ষ সেনানীর অভাব নহে, আবার কতকগুলি সেনামণ্ডলীতে একপ্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত। মালিকরাজের ভট তাহার বিপক্ষে অস্ত্র চালাইবে না বলিয়া প্রতোলীপ্রাকার হইতে অন্তরে যাইয়া ঐ দীর্ঘীরকূলে বসিয়া আছে। সূর্যকুমারের ফৌজ সুড়ঙ্গের নিকট অবস্থান করিতেছে। শুনিয়া আসিলাম যে দুর্গের পেটাবাসীরা সাস্ত্র হইয়া বহির্দেশে অবস্থান করিতেছে—প্রতাপাদিত্যের পলায়ন রোধ করিবে। বল্লভ ব্যস্ত হইয়া দুর্গের চারিদিগে ফিরিয়া বেড়াই-

তেছে ও মহারাজ মানসিংহের আক্রমীসেনার সহায়তায় দ্রব্যসামগ্রী যোগাইতেছে। বিমলাদেবী তোমারও অদৃষ্ট ভাঙ্গিল! এখন আমার সহিত কুব্যবহারের সময় নহে। দাবানল প্রবল হইলে ব্যাঘ্রে ও গরুতে পার্শ্বাপার্শ্বি পলায়ন করে, কেহ কাহাকেও অমিত্রভাবে দেখে না। ঐ দেখ পশ্চিম-প্রাকারে সেনারা বুঝি ভঙ্গ দিল!"

বিমলা বলিল, "ওঃ! কি ভয়ানক কোলাহল! যাও দেখিয়া আইস।" সুন্দরী কিঞ্চিৎ দূর চলিয়া গেলে, বিমলা ব্যস্তে তাহার নিকট যাইয়া তাহার গলদেশে বামবাহু দিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহার চিবুক ধরিয়া তাহাকে একটি চুম্বন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি আমার বাল্যাবস্থার সহচরী, আমাকে চিরকাল ভাল বাস; ঘর করিতে গেলে দুটা একটা অন্যায় কথাবার্তা হইয়া থাকে, কিন্তু সেটা সময়ের গুণে জানিও, তাহাতে আমার মনের ভাবের অন্যথা নাই।"

সুন্দরী বিমলার এরূপ উদার ব্যবহারে আপ্যায়িত হইল। বিমলা কটীদেশ বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে তাহার কণ্ঠদেশ জড়াইয়া তাহাকে পুনর্চুম্বন করিলেন। সুন্দরীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রু-বারিতে পূর্ণ হইল—কপোলদেশ দিয়া বহিতে লাগিল। সুন্দরীর কঠিন বক্ষদেশের প্রলোড়ন বিমলার বক্ষে লাগিলে সেটি ও প্রলোড়িত হইল। বিমলারও স্নেহ উপজিল। বিমলার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। বিমলার চক্ষুর্দ্বয় আধ-মুদ্রিত আধ উন্মীলিত হওয়ায়, অশ্রুবিন্দুদ্বয় চক্ষুর কোণে মুক্তাফলের ন্যায়, কমলদলের জলবিন্দুর ন্যায় জ্যোতিষ্মান হইল। বিমলার ভুজবন্ধ প্রগাঢ় হইল।

বিমলা বলিল, "সুন্দরি, আমরা উভয়েই দুঃখিনী। সম্পৎ-কালেও প্রেম ছিল; আপদে প্রীতির অভাব হইবেক না। দেখ এ কলরব কিসের? অদ্যই বোধহয় আমাদিগের শেষ! সুন্দরি, যদি মরি ত উভয়ে একত্রে মরিব। জীবদ্দশায় দুইজনে যাহার মুখচন্দ্র দেখিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম; দুইজনে নিরালে বসিয়া কত দুঃখের ও সুখের কথা কহিয়াছি; এখন অন্তিমকালে উভয়ের মনের ভাব এক হওয়ায় আমার বিষাদে হরিষ হইতেছে! অদৃষ্টের নীলপটলে বিদ্যুৎমাত্র পথদর্শী হইয়াছে, তাহাকে চকিতের ন্যায় দেখিলাম, কিন্তু কখন ধরিতে পারিলাম না।

আবার কলরব শুনিয়া সুন্দরী চমকিয়া উঠিল। বিমলা সুন্দরীকে ছাড়িয়া বলিলেন, "সুন্দরি যাও ত্বরায় সমাচার আনিও। এ সময়ে বোধহয় নিরবহালিকায় কোলাহল হইল।"

সুন্দরী চলিয়া গেলে বিমলা ক্রমে ক্রমে গৃহদ্বারে আসিয়া বসিলেন, আবার কি মনে হইল গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র গজদন্ত ফলক আনিলেন। তাহায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাল্যকালের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। সর্বদা ব্যবহার ও কালে স্থানেস্থানের রঙ্গ ম্লান হইয়াছে; কিন্তু এখনও সেই কোমল বালস্বভাব সুগোল মুখ, শিরে জরীর টোপি, তাহে দিব্য হোমায় পর দেখা যাইতেছে! মূর্ত্তিটি মহারাজ বসন্তরায়ের উপদেশে লিখিত হয়। চিত্রপটে প্রতাপাদিত্য যোদ্ধাবটুক বেশে লিখিত। কর্ণে দিব্য গজমুক্তারচিত কর্ণ-

পালী, কণ্ঠে ত্রিংশৎমুক্তার গুল্মার্দ্ধ, তাহার মধ্যে হীরকের তরল, হস্তে হীরকের বলয়, বাহুতে মাণিময় কবচ। কটীদেশে বারাণসী তাসের কটীবন্ধ, তাহে মুক্তার গোচ্ছার পেচ। প্রতাপাদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি বাল্যলালিত্যে ঢল ঢল দেখিলে, যেন কুমার বা কন্দর্পের কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি বোধহয়। চক্ষু এত তেজস্বী যেন পট হইতে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিমলা এই লিখনটি কতক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন, পরে ক্রমে তাহার হাত ঐ গজদন্তফলক লইয়া ক্রমে মুখের কাছে উঠিল, ক্রমে তাঁহার ওষ্ঠ প্রতিমূর্ত্তির মুখে ঠেকিল কি না ঠেকিল—বিমলা চক্ষুমুদ্রিত করিলেন। কতক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া আবার চক্ষু চাহিয়া সেই প্রতাপবটুক দেবের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ইহাতে এমত সুখস্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন ও এত মুগ্ধ হইয়া ছিলেন যে এক প্রহর কাল অতীত হইল তত্রাপি ছবি দেখিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইল না; যতই দেখেন ততই শরীর শিথিল হয় বটে, কিন্তু তৃষ্ণা বৃদ্ধি পায়। সুন্দরী ইতোমধ্যে আসিয়া একপার্শ্বে নিঃশব্দে দাঁড়াইল। বিমলার প্রেম এত তীব্রও এত নিরীহ, যে, সুন্দরী যদিচ স্বভাবত ব্যঙ্গপ্রিয়, বিশেষে অন্ত্যকার ব্যবহারে কথকটা রুষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সেই নির্ম্মল প্রেমের প্রবাহ ভঙ্গ করিতে সাহস করিল না; একপার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাড়াইয়া ক্রমে বিমলার পশ্চাতে যাইয়া প্রতিমূর্ত্তিটি এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তাহারও মন গলিয়া গেল! সে মূর্ত্তি দেখিলে কাহার না মন টলে? অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া বলিল, "দেবি, আহা! এ মূর্ত্তিটি আমি ত কখন দেখি নাই। এটি যে একান্ত মনোহর।"

বিমলা চমকাইয়া উঠিলেন, সুন্দরীর দিকে সরোষে চাহিলেন, কিন্তু তাহার প্রেমপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া স্থির হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, এটি আমি মহারাজ বসন্তরায়ের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া ছিলাম। তিনি দিবার সময় বলিয়া ছিলেন, 'বিমলা, আমি তোমাদের পরস্পরের অতীব বাল্য-কালের প্রেমের বিষয় সমস্ত অবগত আছি; সে নিরীহ প্রেম আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। এক্ষণে তুমি আমার ধর্মপত্নী হইয়াছ—তোমার ধর্মজ্ঞানই তোমার মহৎ দুর্গ—সেই তোমাকে রক্ষা করিবেক। তবে মনকে একান্ত স্থির করিতে অক্ষম হও এই পটটি রাখিও, ইহা সময়ে সময়ে তোমার বাল্য-কালের আত্মীয় ও সহক্রীড়কের কথা মনে করিয়া দিবেক ও তাৎকালিক নিরীহ প্রেম বর্দ্ধিত করিবেক।' ভাই, আমি সেই অবধি এই চিত্রপটখানি অতি গোপনে রাখিয়াছি। প্রতাপা-দিত্যও এবিষয় অবগত নহেন। সত্য বলিতে কি, আমার এ পটের সহিত যত প্রেম, তাহার শতাংশের একাংশও ইহার আদর্শের সহিত নহে। প্রতাপাদিত্যের এখন অনেক পরি-বর্ত্তন হইয়াছেঃ—এখন বয়ঃক্রমধর্মী পুরুষ-চিহ্ন শ্মশ্রু উঠিয়াছে, তাহার গণ্ডদেশের আর সে লালিত্য নাই,—এখন তাহার বদনের ন্যায় মনও কঠিন হইয়াছে। এখন প্রতাপাদিত্যকে দেখিলে আমার সময়ে সময়ে বিরাগ জন্মে, আবার এই চিত্রের পরিণাম বলিয়া এক একবার মনও দ্রব হয়।"

সুন্দরী বলিল, "দেবি, আমি এমত সুরূপ বালক কখন দেখি নাই। যদিচ আপনারা আমাঅপেক্ষা বয়সে অধিক বড় হইবেন না, কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে আমি যুবা

অবস্থায় দেখিয়াছি। তাঁহার বাল্যাবস্থায় দেখিলে আমি লজ্জাভয় রাখিতাম না, আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতাম।”

বিমলা বলিলেন, “সুন্দরি, আমি যখন বালিকা ছিলাম ও প্রতাপাদিত্য যখন বালক, তখন আমরা বাল্যক্রীড়ায় পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ করি। পরে মহারাজ বসন্তরায় যশোহর ত্যাগ করিয়া রায়গড়ে আসিয়া বাস করিলে, তাঁহার সহিত আমার আত্মীয়রাও রায়গড়ে আসিয়া বাস করিলেন। আমিও অগত্যা রায়গড়ে আসিলাম কিন্তু আমার মন যশোহরেই রহিল। কিছুদিন পরে মহারাজ বসন্তরায়ের সহিত বিবাহ হইল। একদিন অবকাশ পাইয়া মহারাজকে আমার বাল্যকালের মনের ভাব সমস্ত অবগত করাইলাম। মহারাজ আদ্যন্ত শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, বলিলেন ‘বিমলা, তুমি বিবাহের পূর্ব্বে আমায় এ বিষয় অবগত করাইলে, আমি কখন তোমাকে কষ্টকর নিবন্ধে বদ্ধ করিতাম না। যাহা হউক, এখন দেখিতেছি আমার সহিত তোমার বিবাহে উভয়ের অসুখ হইবেক সন্দেহ নাই। তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী হইয়াছ; তুমি সদ্বংশজাত বংশের গুণে ও তোমার স্বীয় ধর্ম্মভয়ে ও আস্থায় তোমার পরকাল রক্ষা করিবেক, আমি তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। তবে জড়শরীর সকল সময় মনের বশবর্ত্তী হয় না; অতএব সেই কায়িক সন্তোষের জন্য;—আমার নিকট প্রতাপাদিত্যের বাল্যকালের একটি চিত্রপট আছে, তোমাকে দিব। তোমার মন ব্যাকুল হইলে তুমি সেটি নির্জ্জনে বসিয়া দেখিবে—তোমার বিমলপ্রেম তাহাতেই সন্তোষ-

লাভ করিবেক। তোমার প্রতি আমার ভক্তি ও করুণা উদয় হইতেছে। তোমার নির্ম্মল ও প্রকৃত প্রেমে আমার শ্রদ্ধা হইল, আর তোমার উদারতায় তোমার মানসিক ব্যথা অবগত হওয়ায়, আমার করুণা উদ্ভূত হইল। তোমার ব্যথা দূর করিবার কোন উপায় নাই। তোমার উভয়সঙ্কট। তুমি আমার প্রতি অবিশ্বাসী হইলে জন্মের তরে কষ্ট পাইবে, জনসমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইবে; তুমি আপনি আপনাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু তোমার স্বভাব অত্যন্ত শান্ত দেখিতেছি। বিমলা ইহজন্মে কষ্ট সহ্য করিলে পরকালে পরম সুখে কটাইবে। এই প্রতিমূর্ত্তিকে তোমার মনের চিত্রপুত্তলিকা জ্ঞানে সর্ব্বদা দেখিও।' বলিয়া আমায় একটি চুম্বন করিলেন। আহা! সেই আমার ধর্ম্মস্বামীর শেষ চুম্বন! মহারাজ বসন্তরায় সেই দিন অবধি আমাকে দিদির অপেক্ষা অধিক স্নেহ, ও বিশেষ যত্ন ও মান্য করিতেন, কিন্তু কখন আমার সহিত আর একেলা বসিতেন না। তাঁহাকে একাকী দেখিয়া আমি নিকটে গেলে তিনি অপর কাহাকে ডাকিয়া লইতেন। আমার প্রীতির জন্য—আহা! তিনি কমলাদেবীর সহিতও একাকী বসনে নাই। এমত বিবেচক স্বামীকে আমি ভক্তিশ্রদ্ধা ব্যতীত কখন ভাল বাসিতে পারিলাম না! কমলা সরলতার চাক্ষুষ পরিচয়! তিনি কতদিন রাজাকে আমার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু রাজা নানাপ্রকার ওজর আপত্তি করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়াছেন। পরে আমরা দুই ভগিনীতেই তাঁহার সহিত বাস করিতাম।"

সুন্দরী বলিল, "দেবি, আপনার কথা শুনিয়া আমার

হৃৎকম্প হইতেছে। আমি পুর্ব্বেই এ সকল অনুমান করিয়াছিলাম; কিন্তু এ চিত্রপটের কথা কিছুই জানিতাম না। এখন দেখিতেছি এই পটই আপনার প্রেমের ভাজন! এ বিশুদ্ধ প্রেম কেহ জানে না—বুঝে না—দেবি, তুমি অসামান্যা!”

বিমলার চক্ষু দিয়া অনর্গল জল বহিতে লাগিল। বিমলা অঞ্চল দিয়া মুখ আবরণ করিলেন। সুন্দরী তাঁহার কণ্ঠ ধরিয়া বলিল, “দেবি, আপনি একান্ত দুরদৃষ্টা! যাহা হউক, আপনার বিশুদ্ধ চরিত্র দেখিয়া আমার এত ভক্তি হইতেছে, যে আমি আপনাকে দেবাংশ বলিয়া জ্ঞান করিতেছি!”

বিমলা সুন্দরীর কণ্ঠদেশ ধরিলেন ও তাহার পীন কোমল স্তনদ্বয়ের দ্রোণীতে স্বীয় মুখারবিন্দ ঢাকিলেন—যেন শরচ্চন্দ্র হিমাচলের কন্দরমধ্যে লুকাইল! সুন্দরী বলিল, “দেবি, অস্থির হইও না।—আমি যে সান্ত্বনা করিবার কোন কথাই পাইতেছি না।” সুন্দরীও তাঁহার স্কন্ধের উপর কপোলদেশ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার নিরবহালিকায় ভয়ানক কোলাহল হওয়ায় বিমলা চমকিয়া উঠিয়া যেন চেতনা পাইলেন, বলিলেন, “সুন্দরি, ভাই, শীঘ্র যাও আমাকে সমাচার আনিয়া দাও।” সুন্দরী গৃহ হইতে কিছুদূর যাইতে না যাইতে একজন রায়গড়ের রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, “ছোট মা! রায়গড় আর দাড়াইতে পারে না! মালিকরাজের অধীন সেনারা নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল। প্রতোলীপ্রাকারের বাহিরে নূতন আগত একদল সৈন্য দেখিয়া প্রাকারস্থ সেনামণ্ডলীতে কোলাহল হইল। দির্ঘীরতীরস্থ মালিকরাজের পঞ্চহাজারী কয়েকজন প্রাকারে গোলের কারণ দেখিতে

গিয়া নিরবহালিকার বহির্দ্দেশে নবাগত অসভ্যজাতীয় উলঙ্গ-প্রায়, দীর্ঘ শেলহস্ত সৈন্য দেখিয়া তাহাদিগের মধ্যে নাএক, তাহাদিগকে জয়ন্তীপুরের সেনা বলিয়া চিনিল ও মহা আনন্দে কোলাহল করিয়া সূর্য্যকুমারের পঞ্চহাজারী প্রতোলীপ্রাকারে ডাকিল। সকলে মহা উৎসাহে প্রতোলীপ্রাকারে যাইয়া প্রতাপাদিত্যের দুর্গরক্ষার্থী সেনাদিগকে হাত ধরিয়া নামাইয়া দিল। তদবধি দুর্গের সে দিকে আর যুদ্ধ নাই। তত্রত্য আক্রমী সেনারা অপর আক্রমী সেনার অপেক্ষা করিতেছে। প্রতাপাদিত্য এক্ষণে ভগ্নোৎসাহ, হতোদ্যম হইয়াছেন। কমলাদেবীকে এ বিষয় অবগত করায় তিনি কি বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। এক্ষণে আমরা কি করিব ?"

বিমলা বলিলেন, "তোমাদের অন্য কিছুই করিতে হইবেক না। আর কয়জনই বা আছ ? তবে যেখানে যত বারুদ আছে সমস্ত আনিয়া এই দণ্ডমন্দিরে রাখ। তোমার বড় মাতা ও মহিষীকে দীর্ঘির দক্ষিণ বাটীতে ত্বরায় যাইতে বল, আমিও যথাকালে সেখানে উপস্থিত হইব।"

রাজপুরুষ চলিয়া গেলে সুন্দরীকে বলিলেন, "ভাই, আমার মন একান্ত অস্থির হইয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইলেই বা আমার কি ? আর মানসিংহ পলায়ন করিলেই বা আমার কি ? রাজ্যনায় আমার ভাল লাগে না।"

সুন্দরী বলিল, "দেবি, উতলা হইবেন না, দেখুন কোথাকার জল কোথায় মরে ; এখনও কিছু প্রতাপাদিত্য পরা-

জিত হন নাই। আপনার যদি এতই কষ্ট হইতেছে তবে যখন ভজহরি সমাচার আনিয়া ছিল, তখন তাহাকে দুর্গ-রক্ষার উদ্যোগ করিতে বলিলেই হইত।"

বিমলা বলিলেন, "তখন দুর্গরক্ষা করা যুক্তিমত হইল না। প্রতাপাদিত্য অন্যায় করিয়া রায়গড়ে স্বসৈন্য নিবেশ করিলেন; একবার মুখের কথা আমাকে বলিলেন না। আবার গুপ্তগতিমুখে যাহা শুনিলাম তাহাও সহ্য হইল না।"

সুন্দরী বলিল, "তিনি যদ্যপি দুর্গই অধিকার করেন, তাহা হইলেই বা তোমাদিগের কি? তোমরা পতিপুত্রবিহীনা। রাজা গড় অধিকার করিলে কিছু তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করিতেন না।"

বিমলা বলিলেন, "কি! দুর্গের অধিকারিণী হইয়া আবার একজনের হাততোলার মধ্যে থাকিব? আমি দ্বিতীয়া হইতে পারি না! দিদি আমাকে বিবাহ অবধি সমস্ত কর্মের ভার দিয়াছেন। মহারাজ বসন্তরায়ও—" দণ্ডমন্দিরের পার্শ্ব দিয়া হল্লা করিয়া সেনামণ্ডলী পলাইতেছে, ব্যস্ত হইয়া একজন রায়-গড়ের রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, "ছোট মা, মানসিংহ দুর্গভেদ করিয়াছেন! প্রতাপাদিত্যের সৈন্য ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোথায় কেহ বলিতে পারে না। আপনি একবার দীঘির দক্ষিণের বাসগৃহে চলুন, বড় মা আপনাকে ডাকিতেছেন। মহিষী ও রাজকন্যা অভিভূতা হইয়া পড়িয়া আছেন!"

বিমলা বলিলেন, "তুমি অগ্রসর হও আমি যাইতেছি।" রাজপুরুষ চলিয়া গেলে প্রাঙ্গণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সুন্দরীকে

ডাকিলে সুন্দরী নিকটে আসিল। বলিলেন, "ভাই, একবার জন্মের তরে কোলদাও, আমি তোমাকে অন্য অনেক কটুবাক্য বলিয়াছি—" সুন্দরী ব্যস্তে বিমলাকে আলিঙ্গন করিল। বিমলা ক্ষণেক পরে সুন্দরীকে ছাড়াইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি এই চিত্রপটকে লইয়া সহমরণ করিব! তুমি ভাই আমার সৎকার করিও।" সুন্দরী সিহরিয়া বলিল, "দেবি, এমত কর্ম করিবেন না!"

বিমলা বলিলেন, "বিচারের সময় নাই, তুমি এস্থান হইতে পলাও, যাও যাও বিলম্ব করিও না!"

সুন্দরী বলিল, "আমার উপর কোপ করিবেন না। আমি ভয়ে এ পরামর্শ দিই নাই। তবে বলি সহমরণের সময় আছে।"

বিমলা বলিলেন, "কি! তুমি আমার সহিত ব্যঙ্গ কর!" বিমলার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল! বিমলা স্বীয় অঞ্চল কটীদেশে জড়াইয়া দন্তে দন্ত দিয়া বলিলেন," যা! আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে; প্রতাপাদিত্য নষ্ট হইয়াছে; আমিও সহমরণ করিব!"

সুন্দরী বলিল, "দেবি, একথা কাহাকেও বলিবেন না। এ শুনিতে লজ্জা ও বলিতেও লজ্জা! যাহা আছে মনে মনে রাখুন।"

বিমলা উন্মত্তাপ্রায় হইয়া বলিলেন, "লজ্জার কথা কি? আমি মনে মনে কন্যাবস্থায় তাহাকে বরণ করিয়াছি! যদিচ বসন্তরায় আমাকে শাস্ত্র ও লৌকিক নিয়মে বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অশাস্ত্র! বিশেষে যখন সে বিবাহ কখন সম্পা-

দিত হয় নাই—ধর্ম্ম স্বাক্ষ্য! আর মহারাজা বসন্তরায়ের প্রেত যদি এস্থানে উপস্থিত থাকে, স্বাক্ষ্য দিবেক সন্দেহ নাই! আমি কায়মনোবাক্যে প্রতাপাদিত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। দৈবদুর্ব্বিপাকে বসন্তরায়ের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কখন আমাকে ব্যবহার করেন নাই! ধর্ম্ম সাক্ষ্য! আমি প্রতাপাদিত্যের চিত্রপট লইয়া জীবন কাটাইয়াছি! কতবার মিলন হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা করিয়াছেন—একটা না একটা উপলক্ষে আমি অভিমান করায় মিলন ঘটে নাই—ধর্ম্ম আমার সাক্ষ্য!" এই কথা বলিতে বলিতে বিমলা ক্রমে জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার স্বর ভীষণ হইতে লাগিল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি এখান হইতে পলাও আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি। তোমার নিকট করপুটে প্রার্থনা করিতেছি, এস্থল ত্যাগ কর—থাকিও না, থাকিও না!" এমত সময় দণ্ডমন্দিরের ছাদ হইতে অতি ভীবরবে শব্দ হইল "থাকিও না, পলাও!"

সুন্দরী শব্দমাত্রে চমৎকৃত হইল ও ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিল; কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

বিমলা বলিল, "পলাও! শুনিতেছ, ভূত প্রেত পর্য্যন্ত আমার দিকে হইয়াছে, পলাও!"

সুন্দরী অগত্যা অল্পে অল্পে দণ্ডমন্দিরের বাহির হইতে লাগিলেন। সুন্দরী প্রায় দণ্ডমন্দির পার হইবার সময় একটি ভয়াবহ হৃৎভেদী অট্টহাস হইল। তাহার পরেই বিমলা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সুন্দরি, আমি প্রতাপাদিত্যের সহিত

সহবাস করি নাই,—আমি ধর্ম্মরক্ষা করিয়াছি,—কিন্তু আমার মন পাপে লিপ্ত! আমি বসন্তরায়ের স্ত্রী নহি—ধর্ম্ম সাক্ষ্য! ওঃ! বসন্তরায় সাক্ষ্য!”

ভীম রৌরবে “সমস্ত সত্য! বিমলার সতীত্ব নষ্ট হয় নাই!” এই শব্দটি হইল। অদূরে একটি ক্ষুদ্র বন্দুকের শব্দ হইল। তাহারই পর একটি গগনভেদী অনির্ব্বচনীয় অবর্ণনীয় ভয়ানক ভীষণ শব্দ হইল; সমস্ত রায়গড়ের দুর্গ কাঁপিয়া উঠিল; যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাহারই পর দণ্ডমন্দির যেখানে ছিল সেই স্থানে প্রলয়োচিত অগ্নিশিখা ও ধূমচয় দেখা গেল! শব্দে যেমন দশদিক পূরিল,—আলোকেও তদ্রূপ দশদিক ভাষিল—বোধ হইল যেন পৃথিবী দ্বিধা হইয়া অন্তরের অগ্ন্যুদ্গার করিতেছে! যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সে সেই খানেই ক্ষণেকের জন্য অচেতন!

অষ্টম অধ্যায়।

নৃত্যৎ কবন্ধঃ স্বর্গস্ত্রীমুক্তপ্রকৃতূর্যঘোষবান্।

এদিকে সূর্যকুমার দীর্ঘির উত্তরের চাদালের পার্শ্বে ধ্বজা গাড়িয়া স্বীয় পার্বতীয় কুকীসৈন্যদলকে দীর্ঘবংশের যষ্টী একটা লইয়া ভীমবলে বাজাইয়া ডাকিলে, তাহারা মহোৎসাহে হল্লা করিয়া সূর্যকুমারের নিকটস্থ হইল। সে ভীষণ আকার সৈন্য দেখিলেই হৃৎকম্প হয়। তাহারা নগ্ন, সর্বাঙ্গ নানাবিধ উল্কি ও সিন্দূরেখায় রঞ্জিত; শরীরে কোনই আচ্ছাদন নাই—আবরণের মধ্যে এক একটি কৃষ্ণচমরী গবয়ের পুচ্ছ কটীদেশ হইতে সম্মুখে প্রায় একহাত ঝুলিতেছে; তাহাদিগের ঊর্দ্ধ শিখায় মনালাদি পার্বতীয় পক্ষীর পালক; বামহস্তে কাষ্ঠের দীর্ঘ ফলক, চর্মের কর্ম করে ও দক্ষিণ হস্তে সলোম তীক্ষ্ণ শেল; কটীদেশে নেপালী ভোজালী; সকলেরই বামপদে নুপুর; কাহার গলদেশে শঙ্খের মালা; কাহার বা বাহুতে শক্রদন্তের তাবিজ। সূর্যকুমার তাহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদর করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রধান মীরাশদারকে ডাকিয়া বলিলেন, "নন্দরাম, ভাই তোমার কৃপায় আমার জয়ন্তীরাজ্যের মান রক্ষা হইয়াছে; আমার ইচ্ছা আমি প্রত্যেক শূলধারীর সহিত আলিঙ্গন করি।"

নন্দরাম বলিল, "সেনারা আপনার সহিত সাক্ষাতে যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহায় আলিঙ্গন করিলে একেবারে ক্রীতদাস হইবেক। তাহারা আপনার বীরত্ব ও যুদ্ধকৌশল, অমিত-

তেজ ও অসম সাহস দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় অবগত করাইতেছি," বলিয়া তাহাদিগের নিকট চলিয়া গেল। তাহারই কিছুক্ষণ পরে এমৎ ভীমরব করিয়া কুকীসেনারা একটি লম্ফ দিল যে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল। সূর্যকুমার ভাব বুঝিয়া অগ্রসর হইলেন, পরে সূর্যকুমারকে মধ্যে রাখিয়া পাঁচশত কুকীসেনা চক্রাকারে নানা অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য করিতে লাগিল। সূর্য্যকুমার স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয়, তাহাদিগের নৃত্য দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া আপনিও তাহাদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল। চক্রনৃত্য দেখিতে চারিদিকে লোকারণ্য হইলে, মহারাজ মানসিংহ দূর হইতে সূর্যকুমার নৃত্য করিতেছে শুনিয়া কচুরায়কে সঙ্গে লইয়া নৃত্য দেখিতে গেলেন। মালিকরাজ নৃত্য দেখিয়া হাসিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিলে কচুরায় বলিল, "মালিক, এ ব্যঙ্গ করিবার নহে। সূর্যকুমার দেশীয় আচার ব্যবহার বিস্মৃত হয় নাই ও ঘৃণা করে না, ইহা আমাদিগের মহা আনন্দের বিষয়।"

মালিকরাজ বলিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু এরূপ ভূতের নাচ দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারা যায় না। মহাশয়, দেখুন দেখি ঐ বুড় বুড় মিনুষেগুলা কেমন কোমর বাঁকিয়ে হাত ঝুলাইয়া মাথা নুয়াইয়া নাচিতেছে।"

কচুরায় বলিল, "বঙ্গালার নৃত্য অপেক্ষা এ অনেক ভাল। আমাদিগের পুরুষের ত নৃত্যই নাই বলিলে হয়। তবে যা আছে সে নিতান্ত ঢিমে। এ কেমন সতেজ ও বলকারক।"

মালিকরাজ বলিল, "ইহাতে আমোদ হউক বা না হউক, যথেষ্ট পরিশ্রম হয় বটে। এ হেন মাঘমাস, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, এখনও দেখুন সকলেই ঘর্ম্মাক্ত হইল। এ নৃত্য আর ক্ষণেক থাকিলে কেহ আর দাঁড়াইতে পারিবেক না।"

কচুরায় বলিল, "সূর্য্যকুমারের এখন শ্রম হইতেছে। উহারা পার্ব্বতীলোক এরূপ নৃত্য অভ্যাস আছে; সূর্যকুমার বালক-কাল অবধি এদেশে থাকায় কতকটা কোমলবীর্ষ হইয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল, "মহাশয়, এ আবার কি! ঐ দেখুন কুকীরা কি করিতেছে।"

কুকীরা নৃত্য ক্ষান্ত হইলে কয়জনে ছয়টা শেল পূর্ব পশ্চিমে করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইল, আর কয়জনে আর ছয়টা শেল উত্তর দক্ষিণে করিয়া দাঁড়াইল। এরূপে যে শেলের মাচা হইল, সূর্যকুমারকে ধরাধরি করিয়া তাহাতে উঠাইয়া দিলে, সূর্য-কুমার তাহার উপর দাঁড়াইলে, ক্রমে সেই মাচা সকলে স্কন্ধে লইয়া একচক্র ঘুরিয়া আসিয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইল। সূর্যকুমার এক লম্ফে ভূমিতে নামিয়া হাসিতে হাসিতে কচুরায়ের নিকট যাইবামাত্র কচুরায় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "ভাই তোমার মঙ্গল হউক। তোমার স্ফূর্তি দেখিয়া আমার নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইতেছে।"

মালিকরাজ বলিল, "যাহা হউক, সরমা তোমার এত বিদ্যা আছে দেখিলে চমকিয়া উঠিবেন ও আতঙ্কে হয় ত অচেতন হবেন।"

সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল, "আমরা পাহাড়ে লোক আমা-দিগের আমোদও পাহাড়ে।"

কচুরায় বলিল, "নন্দরাম কোথায় ?"

সূর্যকুমার বলিল, "সে কুকীসেনার রসদের জন্য অনঙ্গ-পাল দেবের নিকট গিয়াছে। তাহারা যশোহরে এই যুদ্ধের বিষয় শুনিয়া দ্রুতগমনে আসিতে—পথে একে জঙ্গলবাদা—তাহে এখানে ব্যস্ত থাকায় আহারাদি প্রায় কিছুই হয় নাই।"

কচুরায় বলিল, "চল আমারা ইন্দুমতীর আবাসে যাই। তাহাকে কি দুর্গের ভিতর আনা হইয়াছে ?"

সূর্যকুমার বলিল, "আমি ত আদেশ দিয়াছি। অনুমান করি এতক্ষণে তাহারা অন্তঃপুরে গিয়া থাকিবেন। প্রভাবতী ত যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত ছিলেন; তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলাম।"

কচুরায় বলিল, "রায়গড়ের গতিক ঐপ্রকার। ইন্দুমতীও যুদ্ধে আসিতে চাহিয়া ছিলেন। আমি নিষেধ করায় অগত্যা ক্ষান্ত হইলেন।"

মালিকরাজ বলিল, "ঐ যে তাহারা আসিতেছেন। অরুন্ধতীও অশ্বচাপনে পটু।"

কচুরায় বলিল, "তিনি রাজকন্যা, বিশেষে পার্বতীয়দেশে বাস; তিনি বোধহয় আমাদিগের অপেক্ষা অশ্ববিদ্যায় দক্ষ। দেখিতেছ কি কলে অশ্ব চালাইতেছেন।"

ক্রমে তিনজনে দীর্ঘির নিকটস্থ হইলে সকলেই অশ্ববেগ সংযম করিয়া স্বীয় স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিলেন "দেবি, এখন রায়গড় নিষ্কণ্টক হইল।"

ইন্দুমতী বলিলেন, "নিষ্কণ্টক হইল বটে, কিন্তু বঙ্গও পরাধীন হইল!"

প্রভাবতী বলিলেন, "প্রতাপাদিত্য কোথায়? শুনিলাম, হজুরমল নাকি গড়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল? সে নরাধম কোথায়?"

কচুরায় বলিলেন, "মহারাজ প্রতাপাদিত্য কোথায় আছেন বলিতে পারি না; যাহা হউক তিনি প্রকৃত বীরপুরুষ বটেন। বিধাতা তাঁহার প্রতিকূল না হইলে তাঁহাকে যথাযদ্ধে জয় করে এমত লোক বিরল। স্বীয় বুদ্ধির দোষেই তিনি কষ্ট পাইতেছেন। যে বিষয়ে কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ না করাই বিজ্ঞের কর্তব্য। বলবান শত্রুর সহিত সন্ধি রক্ষাকরা নীতিজ্ঞ রাজার উচিত, নতুবা তাহাকে বিরক্ত করিলে কেবল উদ্বেগের কারণ হয়।"

মালিকরাজ আসিয়া বলিল, "নন্দরাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করে।"

কচুরায় বলিল, "তাহাকে পাঠাইয়া দাও, আমরা এই চাদালে বসি।" মালিকরাজ চলিয়া গেল। কচুরায়, সূর্যকুমার প্রভাবতী ইন্দুমতী ও অরুন্ধতী দীর্ঘীর ঘাটের চাদালে ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট হইলে ভজহরি আসিয়া সম্মুখে একখানা প্রকাণ্ড গালিচা আনাইয়া পাতিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে নন্দরামপ্রমুখ আটজন চৌধুরী ও মিরাশদার আসিলে, তাহাদিগকে ঐ গালিচায় বসিতে আজ্ঞা দিলে তাহারা যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইল। মালিকরাজ সূর্যকুমারের সন্নিকটে ভূম্যাসনে বসিল।

কচুরায় বলিলেন, "নন্দরাম, তোমার সময়োচিত সাহায্যে মানসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ও আমাকে তাঁহার পক্ষ

হইতে, তোমাদিগকে, বিশেষ জয়ন্তীপুরের চৌধূরী চূড়ামণি নন্দরাম তোমাকে প্রশংসা ও ধন্যবাদ করিতে কহিয়াছেন। তোমার সেনাসমাগমে রায়গড়ের সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজের সেনামণ্ডলীতে অভিনব উৎসাহ সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিল ও সেই সহায়তায় রায়গড়ের পশ্চিম প্রাকার প্রায় অনায়াসে লাভ করা হইয়াছে। মহারাজ মানসিংহ সূর্য্যোদয় হইলেই মহাসভা আহ্বান করিবেন, তথায় তোমাদিগেরও স্থান হইবেক।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "নন্দরাম, তোমার সেনামণ্ডলীর আহারের কি বন্দোবস্ত করিলে? অনঙ্গদেব কিছু যোগাড় দিয়াছেন?"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, আপনার প্রসাদাৎ আমাদিগের কিছুই অভাব নাই। অনঙ্গপালদেবের আদেশমতে একসহস্র ছাগ আনান হইয়াছে। ভজহরি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমি হুজুরের সৈন্যদিগকে ইঙ্গিত করিয়াছি তাহারা একটু সাবধান হইয়া পাকাদি করিবেক। তাহাদিগের জন্য একটু নিভৃত স্থান হইলে ভাল হয়।"

কচুরায় বলিলেন, "নিভৃত স্থানের অভাব নাই। রায়গড়ের অশ্বশালা অত্যন্ত বিস্তৃত স্থান, সেখানে এক্ষণে অশ্বাদি কিছুই নাই। আর সে স্থানে কেহই যায় না।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "সেদিকে প্রতাপাদিত্যের অশ্বারোহীদিগের বাসা হইয়াছিল; এক্ষণে যুদ্ধাবশেষ কোথায় আছে বলিতে পারি না। আমি বলিতেছিলাম যে আপনার যদ্যপি অভিপ্রায় হয় ত কুকীসৈন্য তালপুখুরের পূর্ব্বপাড়ে পাঠাই।

সেটি নিভৃত নিঃশলাক স্থান, চারিদিকে অগম্য বন, নিকটে জলপটীও বটে।”

কচুরায় বলিলেন, “তাহাতে কোন হানি নাই। তবে সে স্থান অনুমান করি কুকীদিগের মনোনীত হইবেক না।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, সে স্থান তাহারা আসিবার সময় গত রাত্রিতে দেখিয়া আসিয়াছে; অত্যন্ত রম্যস্থান বলিয়া তাহাদিগের বোধ হইয়াছেঃ—নিকটে চড়িয়ালের দহ আর সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচক্রোশী বিল, স্থানটিও উচ্চ বটে নানা জন্তু সমাকীর্ণ কুকীদিগের প্রিয়।”

কচুরায় বলিল, “যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হয় তাহাই কর।”

নন্দরাম জনৈক পার্শ্বস্থ দল্লুইকে বলিয়া দিলে দল্লুই উঠিয়া চলিয়া গেল।

কচুরায় বলিলেন, “নন্দরাম, তুমি রায়গড়ের যুদ্ধের সমাচার কোথায় পাইলে?”

নন্দরাম বলিল, “আমি যশোহরে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র তথায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাদিগের প্রতি যমুনা-পুরুইয়ে তলব শুনিলাম ও আমাদিগের জনৈক মিরাশদার এখানকার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের বাস ও মানসিংহের আক্রমণ সমাচার দিলে আমি আর বিলম্ব করিতে পারিলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল যে রামচন্দ্ররায়ের সহায়তা করিয়া যশোহর হইতে আধুনিক গোবর্দ্ধনকে বহিষ্কৃত করি। কিন্তু রামচন্দ্রের উদ্ধারের প্রধান উদ্যোগী রমাই বীর সমস্ত কর্ম্মই মসকরাম ও রসিকতায় নির্ব্বাহ করিতে চাহে। তাহাকে যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক রামচন্দ্ররায়কে ছাড়াইবার পরামর্শ



বলায় সে বলিল, "ভায়া, আমরা ভাতখাই কাঁসী বাজাই—আমাদিগের ইন্দুর ধরা পড়িলেই হল, হেঙ্গামে প্রয়োজন ?" সে লোকটি কিন্তু সুচতুর, এত কৌশল ও ছল করিয়াছে যে সহজে কোন বিষয় বোঝা যায় না—সমস্তই যেন ভেলকিবাজী।"

কচুরায় বলিলেন, "রাজা রামচন্দ্র রায় কি স্বদেশে গিয়াছেন, না যশোহরের চাঁদখানের কারাগারে আছেন ?"

নন্দরাম বলিল, "না তিনি সেই রমাইবীরের কৌশলে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন ;—শব বলিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার অনুমতি হয় ; রমাইবীর সন্ন্যাসী সাজিয়া সেই শব লইয়া নৌকায় তোলে, পরে তাহার স্ত্রী প্রতাপাদিত্যের কন্যাকে লইয়া রাতারাতি যশোহর হইতে পলায়ন করিয়াছে। রমাইবীরের কৌশলে গোবর্দ্ধন কিলেদার মাতিয়া উঠিয়াছে ! সে আবার স্বয়ং যশোহরের সিংহাসনে বসিয়া রাজা হইয়াছে ! যশোহরে এখন ভারি গোলযোগ।"

সূর্যকুমার বলিল, "জয়ন্তীপুরের সমাচার কি ?"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, আপনি তথায় যাইলেই নিজের পৈত্রিক সিংহাসনে বসিবেন। লটকা একে ত অক্ষম বলিয়া সমস্ত প্রজাই খড়্গাহস্ত, আবার যেরূপে রাজদণ্ড তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা আমরা সকলে অবগত আছি।"

ভজহরি ব্যস্তে আসিয়া কচুরায়ের সম্মুখে দাড়াইয়া বলিল, মহারাজ দুর্গ প্রবেশকালে যে বিরাটশব্দ পাইয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের সর্বনাশসূচক,—হায় ! হায় ! নরাধম প্রতাপাদিত্য সকল নষ্ট করিল !"

কচুরায় ও ইন্দুমতী একস্বরে বলিল, "কি হইয়াছে ?"

প্রভাবতী ব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমার পিতা কোথায় ?"

ভজহরি বলিল, "অনঙ্গপাল দেব মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে বসিয়া আছেন; সেখানে বল্লভ ও সনদ্বীপের বরদাকণ্ঠ আছেন; তাঁহারা রায়গড়ের বন্দোবস্তের পরামর্শ করিতেছেন ও সেনাদিগের থাকিবার স্থান ও রসদের যোগাড় হইতেছে।"

কচুরায় বলিলেন, "সে শব্দটি কিসের ?"

ভজহরি বলিল, "দীর্ঘির দক্ষিণ পশ্চিমস্থ প্রতোলীপ্রাকারের পূর্ব্বের দণ্ডমন্দির উড়িয়া গিয়াছে। আমাদিগের ছোট মা বিমলাদেবীর ব্যবচ্ছিন্ন শব সেই ভস্মাবশেষ—ভগ্ন-মন্দিরের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। কেহই কিছু বলিতে পারে না। সুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করায় সুন্দরী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। কমলাদেবী এ সমাচার পাইয়া একেবারে নির্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছেন। ইন্দুমতীদেবী একবার সেখানে গমন করিলে ভাল হয়,—মহিষী অভিভূতা, রাজকন্যা সরমা উন্মত্তাপ্রায়, কে কাহাকে সান্ত্বনা করে—অন্তর্মন্দিরের অবস্থা দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! গৃহের দ্বারের উপর সরমা হতাশ হইয়া পড়িয়া আছেন; আহা! তুলিবার কেহই নাই;—তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ গৃহে ও অর্দ্ধাঙ্গ বারাণ্ডে;—কমলাদেবী বারাণ্ডায় পড়িয়া আছেন;—মহিষী শূন্যদৃষ্টিতে স্বহস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন;—মালতী কোথায় গিয়াছেন কেহ বলিতে পারে না!"

ভজহরির বাক্য শেষ হইতে না হইতে ইন্দুমতী প্রভাবতী ও অরুন্ধতী উঠিয়া অন্তর্মন্দিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কচুরায় উঠিয়া বলিলেন, "ভাই সূর্যকুমার, আমি একবার মানসিংহের নিকট হইতে আসিতেছি।"

ভজহরি বলিল, "আপনার সেখানে যাওয়া প্রয়োজন? শুনিতেছি, বল্লভকে ও বরদাকণ্ঠকে অদ্য রাত্রিতেই প্রতাপাদিত্যকে ধরিয়া আনিতে পাঠাইবেন।"

নন্দরাম বলিল, এই লোকটি আসিয়া আমাকে বলিল, "মহারাজ প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছেন।"

ভজহরি বলিল, "কোথায় ধরা পড়িয়াছেন?"

নবাগত লোকটি বলিল, "আমি সবিশেষ অবগত নহি, এইমাত্র স্কন্ধাকারে জনপ্রবাদ শুনিয়া আসিলাম।"

কচুরায় বলিলেন, "যাহা হউক, হজুরমল ও গঞ্জালিসও অনুপরামকে, সনদ্বীপে ব্যস্ত থাকার জন্য অনুসরণ করা হয় নাই; এখন তজ্জন্য লোক পাটান উচিত। আমি যাই দেখি কি হইতেছে।"

কচুরায় চলিয়া গেলে, নন্দরামও উঠিয়া চলিয়া গেল। অপরাপর সকলেই চলিয়া গেলে সূর্যকুমার বলিল, "ভাই মালিক, তোমার মালতী কোথায়?"

মালিকরাজ বলিল, "যমুনাপুরুই হইতে আসা অবধি আমি ত কোন সম্বাদ পাই নাই। ভজহরিদ্বারা বজবজে হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছিলাম তাহার উত্তরও পাই নাই। কে জানে ভাই যেরূপ আজকালের গতি কার অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না—অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবেক। আমার পিতার কিন্তু কোন সম্বাদ পাই নাই।"

সূর্যকুমার বলিল, "আমি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই, অনুমান

হয়, যেন তাঁহাকে দক্ষিণ অঞ্চলে দ্রুতপদে যাইতে দেখিয়াছি।

মালিকরাজ বলিল, "আমি সমাচার না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি। রায়গড়ের যুদ্ধ, ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মত সর্বনাশী হইল! যাই আমি দেখিগে।"

সূর্যকুমার বলিল, "চল আমিও যাই।"

দুই বন্ধুতে একত্রে পরস্পরের স্কন্ধে হস্ত দিয়া চলিয়া গেল।

নবম অধ্যায়।

হিমেনৈব হিমং শাম্যেৎ দুষ্কৃতেনৈব দুষ্কৃতং।

কুলাদান নদীর পূর্বশাখার পূর্বতীরে, নীলপর্বতের নখে, সাগরসঙ্গম হইতে প্রায় বিশক্রোশ উত্তরে, ভৃগুকটকাকীর্ণ শৃঙ্গচয়ের দ্রোণীর মধ্যে, চতুষ্কোণ স্থূল প্রাচীরে বেষ্টিত যক্ষ রাজধানী ম্রোহোঁ। ম্রোহোঁ হইতে অনতিদূরে উত্তর ও পূর্বপ্রান্তরে মাযু ও যোমপর্বতের নখচয়ে অগম্য প্রাক্তনবন-তরুচয়ে পূর্ণ ও নানাবিধ জন্তু সমাকীর্ণ। সৈগন, কাওড়া, গর্জন, কুচিলা ও শিশুর প্রবীণ তরুচয়, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ-স্ফীত গ্রন্থিযুক্ত অভেদ্য বংশনিকর। তাহার নীচে কেতকী, আনা-রস ও বেত্র প্রভৃতি সকণ্টক উদ্ভিদ্। দরীমধ্যে ঢেঁকী, চিলে প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার অপুষ্প পাদপ। সাগরসান্নিধ্য হেতু নদীর জল কর্দমে ঘনীভুত ও গিরিনখ বহির্ভুত নদীভাণ্ড সমতল-নগরীভাগ নদীর জোয়ার ভাঁটায় দিবা-রাত্রিতে দুইবার প্লাবিত হওয়ায় সমতলভুমী তরল কর্দমা-কীর্ণ। তরল পঙ্ককর্বটে স্থূলচিক্কন্ গাঢ়হরিতবর্ণ প্রায় গোল পর্ণ সমন্বিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নোনা, পরেশ, ক্রপা, গরান, গাঁউয়া সুন্দরী প্রভৃতি বীজরুহে পূর্ণ হওয়ায় জলের হ্রাস বৃদ্ধিতে স্রোতরোধ হেতু দিন দিন নদীরয়আনীত মৃত্তিকা পাতিত্ত হইতেছে ও নববীজরুহচয় যেন চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাই-তেছে। বীজরুহের কক্ষায় অধোভাগ নদীরয়াঘাতে পত্র

হীন ও সেইজন্য অনেক দূর দেখা যাইতেছে। পঙ্ককর্বটে দীর্ঘ-পদ কানতুণ্ডী, ব্রহ্মহংস বক্রতুণ্ড কাস্তেচেরা, স্থূলচঞ্চু শামুক-খোল, প্রশস্তচঞ্চু চিন্তে, সোনাজাঙ্গা, বোগলা, কাঁক, অঞ্জন, ডাক, কাম, দলপিপি, পানপায়রা, কুলঙ্গ প্রভৃতি দীর্ঘজঙ্ঘ উভ-চর পক্ষীচয় চরিয়া বেড়াইতেছে। জলের তীরে কাদাখোঁচা, চাবা প্রভৃতি পুচ্ছ নাড়িয়া কীটাহার করিতেছে। মধ্যে মধ্যে গগনগয়ালের বিস্তৃত পক্ষ পড়িয়া আছে।

চতুষ্কোণ দুর্গমধ্যস্থ নগরীটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। তাহার এক-মাত্র দ্বার লৌহকবাটে আবদ্ধ। ঐ দ্বারের অন্তরালে কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু উচ্চশ্রেণীর মগরাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। এখনও সূর্যোদয় হয় নাই বলিয়া গোপুর বন্ধ আছে, সূর্যোদয়কালেই দ্বার খোলা হইয়া থাকে। রাজপুরুষদিগের পরিধেয় বস্ত্র বিচিত্র রেশমের বহির্বাস, পদদ্বয় আজানুলম্বিত চর্মপাদুকাবৃত। দিব্য রেশমের অঙ্গরক্ষ বক্ষের উভয়পার্শ্বে স্বর্ণের বদরী দিয়া রেশমের ঘুণ্ঠীতে বাঁধা। মাথায় চিত্রিত রেশমের রুমাল জড়ান। মুখে এক একটি কাগজের চুরুট মধ্যে মধ্যে নীলিনিভধূম উড়িতেছে। তাহাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠটি বলিল, "মেঙ্গচু, তুমি এত প্রাতে কোথা হইতে আসিলে? কোথা গিয়াছিলে? মফস্বলের সমাচার কি?"

মেঙ্গচু বলিল, "মহাশয়রা যে উদ্দেশে গিয়াছিলেন, আমিও সেই কর্মে ফিরিতেছি; অনুমান করি কতকটা কৃতকার্য হইয়াছি। অদ্য রাত্রে কয়েকজন বিপক্ষদল মঙ্গদোর ক্যেয়াঙ্গে ধরা পড়িয়াছে।"

বৃদ্ধটি বলিল, "হাঁ, ধরা পড়িয়াছে বটে কিন্তু অনুপরাম

কোথায়? দিল্লীর লোকমুখে যাহা শুনা গিয়াছিল তাহা কতক সত্য। বোধকরি যত গর্জ্জে তত বর্ষে না।"

মেঙ্গচু বলিল, "কেন মহাশয়, সকলই সত্য হইবেক, দেখিবেন। আমার নাএব যাহা শুনিয়া আসিয়াছে তাহা সত্য। আবার শুনিয়াছেন? বাঙ্গালার দূতের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক পুংবেশে চর হইয়া আসিয়াছে! স্ত্রীলোকের কি সাহস! একা অশ্বারোহণে চট্টগ্রাম দিয়া কিরূপে আসিল?"

ফোহোসিন—একজন প্রধান অমাত্য উত্তর করিল, "আর ভাই বুঝিতেছ না, সে ত কেবল রাজকর্ম্মে আসে নাই, সে যে স্বীয় প্রাণনাথের রক্ষার্থে আসিয়াছে। আসিবার সময় তাহার আত্মীয়-অন্তরঙ্গের অমতে লুকাইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার স্ত্রীলোক সে বিষয়ে কেমন মূর্খ, জন্মের তরে একবার স্বামী গ্রহণ করে; আবার শুনিয়াছি স্বামীর মৃত্যু হইলে আত্মঘাতী হয়।"

মেঙ্গচু বলিল, "সে আমাদিগের দেশের প্রথা অপেক্ষা ভাল। আমাদিগের স্ত্রীপুরুষে তত প্রেম জন্মে না। স্বল্পকালের জন্য বিবাহ কতকটা অসভ্য প্রথা,—ইহাকে বিবাহ বলা যায় না,—এ একপ্রকার পশ্বাচার!"

ফোহোসিন বলিল, "হাঁ, এখনকার কালের গতিই এই, পুরাতন প্রথাসমুচয়ে দোষ দিয়া বাঙ্গালার প্রথার পুরস্কার করা, কিছু একা তোমার দোষ নহে; যুবামাত্রেই ঐরূপ বলিয়া থাকে, কিন্তু একটু বয়স অধিক হইলে এ সকল ভ্রম দূর হইবেক, তখন মগের প্রথা সুপ্রথা বলিয়া জানিবে। ভাই, যে দেশে যে প্রথাটি জন্মিয়াছে সে দেশে সেটি উপযোগী

না হইলে কখন প্রথারূপে পরিণত হইত না। প্রথা প্রয়োজনীয় ও সুবিধা না হইলে কখন প্রবাহিত হয় না। আমি মনে করিলেই কিছু একটা নুতন প্রথা প্রচার করিতে পারি না। কৈ, তুমি জোয়ার ভাঁটা পরিবর্তন করিতে পার না? নটের মত কোন নুতন নগরী স্থাপিত করিতে কি সক্ষম?'"

মেঙ্গচু বলিল, "মহাশয়, রাজাও ধনী ব্যক্তিই প্রথার মূল। তাহারা যে কর্ম করে, সেইটি আপামর সাধারণে অনুকরণ করিতে করিতে প্রথা হইয়া যায়। আবার যগুপি সে প্রথার আশু সুখভোগ সম্ভাবনা থাকে তাহা হইলেই সে প্রথা এককালে অকাট্য হয়।"

এমত সময় স্থূলশৃঙ্খলের ঝঞ্চনা ও লৌহঅর্গলরে শব্দ শুনিয়া মেঙ্গচু বলিল, "মহাশয়, ঐ দ্বার খুলিতেছে, চলুন শীঘ্র প্রবেশ করা যাক; নতুবা মহারাজ সভায় বসিলে এ সকল সমাচার রাজাকে দেওয়া যাইবেক না। আপনার খবর কি?"

ফোহোসিন বলিল, "চল যাই, কিন্তু আমি ত অনুপরামকে ধরিতে পারি নাই—এখন রাজার কোপে পড়িতে হইবেক।"

মেঙ্গচু বলিল, "কেন আপনার দোষ কি? আপনি ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এখন আমি কি উত্তর দিব? আমি ত সে চরটি কে তাহা স্থির করিতে পারিলাম না, শুনিয়াছি, সে বৈগুনাথ নামক দূতের প্রাণবন্ধু কেননা সে কেবল বৈগুনাথের শরীর রক্ষণে বিশেষ যত্নবান। ঐ যে লাওসী আসিতেছে! তাহার সঙ্গে বন্দীও দেখিতে পাই,—সে কি স্ত্রীদূত ধরিয়াছে নাকি?"

ফোহোসিন বলিল, "কি দূতের প্রতি হস্তক্ষেপ! এ ত

কোন দেশের প্রথা নহে, আমাদিগের রাজার অবিচার! অনুপরাম এ সকল বিষয়েত ভাল ছিল।"

মেঙ্গচু বলিল, "কেন, অনুপরাম অনেক বিষয়ে ভাল—তাহার শরীরে অনেক গুণ আছে। সে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া নির্বোধের মত কর্ম করিয়াছে; সে এখানে দলবদ্ধ হইয়া থাকিলে এতদিনে একটা যাহা কিছু হইয়া যাইত।"

ফোহোসিন বলিল, "হাঁ! বলেছ ভাল! তাহা হইলেই সে আর ইহলোকে থাকিত না! তাহার বিপক্ষে যেরূপ কঠিন আদেশ প্রচলিত হইয়াছিল ও তৎকালে গ্রামকুটের যেরূপ কোপ; তাহার পলায়ন ব্যতীত অপর উপায় কিছুই ছিল না।"

মেঙ্গচু বলিল, "অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া তাহার অন্যায় হইয়াছিল। অরুন্ধতী রুক্ষপ্রদেশের রাজমহিষী হইলে তিনিও সুখী হইতেন; আর আমাদিগের রাজবংশে অপর শোণিতমিশ্রিত হইত না। ভাইবোনে বিবাহ—কি মজা ঘরে ঘরে!—আমাদিগের বহুপুরাতন প্রথা!"

ফোহোসিন বলিল, "এটিকে প্রথা বলা যায় না, তবে আমাদিগের মধ্যে এরূপ ব্যবহারের পূর্বপ্রতিমা আছে।" এই কথা বলিতে বলিতে রাজদ্বারে প্রবেশ করিয়া সভাস্থ হইয়া দেখে, সভায় সকল প্রধান রাজপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অস্ত্রধারী প্রহরীগণ স্তরে স্তরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যক্ষরাজ ভীষণ দৃষ্টিতে ইহাদিগের প্রবেশ লক্ষ করিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিলে পাঁচজন অস্ত্রধারী অগ্রসর হইয়া নবাগত ফোহোসিনপ্রমুখ পাঁচজন রাজপুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ফোহোসিন তাহাদিগকে নিকটে আসিতে দেখিয়া

চমকিয়া উঠিল, মৃদুস্বরে বলিল, "কিহে সমাচার কি?" বিরক্তনয়নে অস্ত্রধারী বলিল, "তোমরা বন্দী হইলে।" ফোহোসিন বলিল, "অপরাধ?" অস্ত্রধারী বলিল, "শুনিবে এখন।"

প্রধান অমাত্য অগ্রসর হইয়া করপুটে বলিল, "মহারাজ, ফোহোসিন ও মেঙ্গচু প্রভৃতি লৌহদ্বারের অধ্যক্ষ উপস্থিত; এক্ষণে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ আদেশ হয়।"

রাজা বলিলেন, "ফোহোসিন, তুমি এই সংসারে বৃদ্ধ হইয়াছ, তোমার এরূপ দুর্বুদ্ধির কারণ কি? তুমি নাকি পামর অনুপরামের সাহায্যে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া আমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিয়াছ? আর ও শুনিতে পাই, একটি বিপক্ষ দলবদ্ধ করিয়াছ। তোমার প্রাণদণ্ডার্হ হইয়াছে, অতএব তোমাকে আপাততঃ কারাবদ্ধ করিলাম, পরে বিশেষ অনুমতি দিব। প্রতিহারিন্, ফোহোসিন প্রভৃতি পাঁচজনকে কারাগারে লইয়া যাও।" অমাত্যের প্রতি "কৈ, দূত কোথা গেল? এখনও এখানে উপস্থিত হইল না?"

অস্ত্রধারী প্রতিহারীরা ফোহোসিন প্রভৃতিকে লইয়া চলিয়া গেলে রাজা অমাত্যকে বলিলেন, "এখন অনুপরামের তত্ত্ব লও, তাহাকে জীবিতই হউক বা মৃতই হউক আমার সম্মুখীন করিতে হইবেক। সে এদেশে স্বাধীন হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিলে বিদ্রোহ বৃদ্ধি করিবেক। আপাততঃ যেরূপ দেশীয় লোকের মনের ভাব, তাহায় সামান্য উৎসাহ বা সাহস পাইলে একেবারে উত্তেজিত হইবে ও উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিবে। আবার গ্রামকূটের এমত স্বভাব, যে যখন উত্তেজিত হয়, তখন উৎসাহ দাতার অধিকারের বহির্ভূত কর্ম করে,

তখন আর কিছুতেই বাগমানে না। অনুপরাম এদেশে আসিয়াছে শুনিয়া কতকগুলি স্বার্থপর অসন্তুষ্ট বিদ্রোহী ওমরাও গুপ্ত সভায় নানাবিধ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে। এ রোগ অঙ্কুরিত অবস্থায় নষ্ট না করিলে হয়ত যুদ্ধনদীর শোণিতপ্লাবনেও ক্ষান্ত হইবেক না। ফোহোসিন বহুকালের মান্য ওমরাও; আমি যদিচ তাহাকে কারাগারে পাঠাইলাম কিন্তু তাহাকে জানাইও যে আমার মন তাহার জন্য এখনও ক্রন্দন করে; আমি তাহাকে বিস্মৃত হইব না; কি করি রাজ্যের কুশলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে আত্মীয় বলি দিতে হয়। ক্রার কৃপায়, অনুমান করি, আমাকে ততদূর নৃশংস ব্যবহার করিতে হইবেক না। যাহা হউক তাহাকে কতকটা সান্ত্বনা করিও। এখন সে প্রিয়দর্শ স্ত্রীদূত কোথায়?"

অমাত্য বলিল, "মহারাজ, আমি শুনিয়াছি স্ত্রীদূত ধৃত হইয়াছে। তাহাকে আনিয়াছে—রাজবাটীতেই আছে; অনুমতি করেন তাহাকে সম্মুখীন করি।"

যক্ষরাজ বলিলেন, "তাহাকে ও বরদাকণ্ঠকে আনাও।"

অমাত্য চলিয়া গেলে যক্ষরাজ নিকটস্থ সিংহলদেশীয় স্ত্রীপুঙ্গীকে বলিলেন, "মায়াদেবি, এক্ষণে কি করা উচিত? দূত সর্বদেশে অবধ্য, তাহাতে আবার স্ত্রীলোক, তাহার কি দণ্ড উপযুক্ত হয়?"

স্ত্রীপুঙ্গী বলিল, "সে আসিলে তাহার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া যথাবিধান করিবেন। তবে বরদাকণ্ঠকে স্বতন্ত্র আনিয়া তাহার বক্তব্য শুনিলে ভাল হয়।"

রাজা ইঙ্গিত করিলে জনৈক রাজপুরুষ ব্যস্তে চলিয়া

গেল, ক্ষণেকপরে আসিয়া বলিল "মহারাজ, তাহাদিগের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। বরদাকণ্ঠ আপনি রাজপুরীতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় আবাসে বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। কোতোয়াল তাহার বাটীর চতুর্দিকে প্রহরী বসাইয়া রাখিয়াছে। সহসা দিল্লীর প্রেরিত দূতের উপর কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করা যায় না; অতএব তাহাকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।"

যক্ষরাজ স্ত্রীপুঙ্গীর প্রতি বলিলেন, "ভাল হইয়াছে, দিল্লীর সুলতান অত্যন্ত বলবান বাদসাহ, তাহার সহিত সামান্য বিষয়ে বিবাদ করা সৎযুক্তি নহে। কোথা, সে স্ত্রীদূত কোথা?"

স্ত্রীপুঙ্গী বলিল, "এ স্ত্রীদূত কি মহারাজের নিকট উপস্থিত হয় নাই?"

রাজা বলিলেন, "না, কৈ স্ত্রীদূতের কথা আমি পূর্ব্বে কিছুই জানি না, তবে আমার নিকট বরদাকণ্ঠমাত্র মহারাজ মানসিংহের পত্র লইয়া উপস্থিত হন। আমি তাহাকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া রাজবাটীর নিকটে আবাস দিয়াছি। বরদাকণ্ঠ এখানে আসিয়াই অনুপরামও গঞ্জালিসের অনুসন্ধানে লোহাদারায় পুনরায় গমন করে। বাঙ্গালীরা অত্যন্ত কঠোর প্রাণ; চট্টগ্রাম হইতে দিবারাত্রি অশ্বে আসিয়া লোহাদারায় কোঁদা ও হাতি চাপিয়া ক্রমান্বয়ে অবিশ্রামে ভ্রমণ করিয়াছে; এখানে যক্ষপুরে তিন ঘণ্টামাত্র ছিল, আর শুনিলাম কেবল দুগ্ধমাত্র আহার করিয়াছিল। নিরামিষভোজী বাঙ্গালীরা আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পটু। গয়ালের দুগ্ধ পান করিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিল।"

মায়াদেবী বলিলেন, “গয়ালের দুগ্ধ, ফলে প্রশংসার যোগ্য। গয়ালতুল্য উপকারী গ্রাম্যজন্তু আর কিছুই নাই। গাভী গ্রাম্যপশুমধ্যে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু যে স্থানে গয়াল নাই সেই দেশেই গাভীর মান্য। গাভীর শরীর সুকোমল, অল্পেতেই রোগান্বিত হয় ও বসন্তে নষ্ট হয়। মহিষেরও বসন্ত হয়, কিন্তু গয়াল সে বিষয়ে অতুল্য, কোন রোগই জন্মে না। বলশালী পশুর দুগ্ধ বলকর পেয়।”

রাজা বলিল, “গয়াল পরিমাণেও অধিক দুগ্ধ দেয়। শুনিয়াছি বঙ্গের গাভী কখন কখন দশসের পর্যন্ত দুগ্ধ দেয়। কিন্তু গয়ালের পক্ষে একমন দুগ্ধ দেওয়া সাধারণ; দুগ্ধে নবনীও যথেষ্ট জন্মায়। গাভীর একসের দুগ্ধে এক ছটাক নবনী উদ্ভব হওয়া কঠিন, কিন্তু গয়ালের একসের দুগ্ধে প্রায় এক পোয়ার অধিক নবনী উদ্ভূত হয়। মহিষ বোধ হয় গয়ালও গাভীর মধ্যগত পশু। বরদাকণ্ঠ গয়ালদুগ্ধ পানান্তে গয়াল দেখিতে আমার গোষ্ঠে গিয়াছিল, পরে গয়ালের দীর্ঘপিচ্ছল শৃঙ্গ দেখিয়া বন্য মহিষ বোধ করিয়াছিল। পরে তাহার রোমরাজী দেখিয়া গয়াল মহিষ নহে সাব্যস্ত করিয়াই আমার নিকট আসিয়া চারিটি দুগ্ধবতী গয়াল ও একটি পুং গয়ালের জন্য বলিলে, আমি তাহা স্বীকার করিয়াছি। আমার ইচ্ছা মহারাজ মানসিংহের জন্যও কয়েকটি ভাল ভাল গয়াল ও গবয় ও চমরী পাঠাইয়া দিব।”

মায়াদেবী বলিল, “রাজওরাড়া মধ্যে পরস্পরের প্রেমবর্দ্ধন জন্য স্ব স্ব দেশীয় উপাদেয় পদার্থ উপঢৌকন দেওয়া উচিত। বরদার সনন্দে কি অপর কোন দূতের কথা উল্লেখ ছিল?”

রাজা বলিলেন, "না, সে পত্রে এই মাত্র ছিল যে, দিল্লীশ্বরের আদেশমতে বঙ্গরাজ্য ফিরিঙ্গী-দস্যু হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশে বাঙ্গালায় আসিয়া সনদ্বীপে আমার প্রধান সেনাপতি পাঠাইয়াছিলাম তেঁহ গেডিজ নামক ফিরিঙ্গী দস্যুর কোটর অধিকার করিয়া তথা হইতে নরাধম গঞ্জালিসকে দূর করিয়াছেন। পাষণ্ড প্রাণভয়ে শুনিতে পাইলাম চট্টগ্রাম হইতে বৈশালী নগরীতে যাইবেক। চট্টগ্রাম বহুদিন অবধি আপনার শাসন অবমাননা করিতেছে ও ফিরীঙ্গির প্রধান আবাস স্থান হওয়ায় নষ্টবিদ্রোহী লোক প্রশ্রয় পাইয়াছে। রুক্ষ সিংহাসনাকাঙ্ক্ষী অনুপরাম কোথায় তাহার অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই। অতএব যথাকালে আপনাকে সমাচার দেওয়া যাইতেছে ও অত্রত্য জনৈক প্রধান আমাত্য সনদ্বীপের পঞ্চ হাজারী ফৌজদার বরদাকণ্ঠকে সন্ধি বিগ্রহাদি সমস্ত ক্ষমতা দিয়া পাঠান গেল তিনি ফিরিঙ্গীর অনুসন্ধান ও শাসন উদ্দেশে চলিলেন। মহারাজ তাহাকে আশ্রয় ও সাহায্য দিবেন। আমরা ত্বরায় চট্টগ্রামে সসৈন্যে উপস্থিত হইব। আপনার সহিত উক্ত চাকলা পুনরায় বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতাও দিল্লীশ্বরের আদেশমতে আমার উপর আছে।"

মায়াদেবী বলিলেন, "তবে আপনি স্ত্রীদূতের সমাচার কোথায় পাইলেন? সেটি স্ত্রীদূত কি গুপ্তগতি? সে কি মিত্রভাবে এদেশে আসিয়াছে?"

রাজা বলিলেন, "বরদা কল্য আমার দরবারে ঐ সনন্দ পেষ করিয়াই লোহাদারায় চলিয়া যায়। তাহারই পর

লোহাদারার নাএব আমার নিকট দিল্লীশ্বরের অপর এক সনন্দের অনুলিপি পাঠাইয়া জনৈক অপর দূতাগমনের সমাচার দিয়াছে; এই দরবার হইতে স্রোহৌ পর্যন্ত তাহার আসিবার ছাড় পাঠান হয়। পরে লোহাদারা হইতে অপর এক কর্মচারী, যখন গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে সমাচার আনে, তখন সেই লোকপ্রমুখাৎ শুনিলাম যে দ্বিতীয় দূতটি স্ত্রীলোক। এই প্রবাদ একবার রটনা হইবামাত্র গ্রামকুটে মহাকোলাহল উপস্থিত হয়। তদবধি কতকগুলি বিদ্রোহী অনুপরাম জীবিত আছে ও তাহার জন্য অস্ত্রধারণ করিলে দুর্বৃত্ত লোকদিগের স্বার্থ সিদ্ধ হইবেক, বিবেচনা করিয়া একটি দল বাঁধিয়াছে।"

মায়াদেবী বলিলেন, "লোহাদারার নাএব, দূতটি স্ত্রীলোক কি পুরুষ বলিয়া কিছুই উল্লেখ করে নাই। স্ত্রীদূত বুঝিলে এমত অসাধারণ সমাচার অবশ্যই মহারাজকে লিখিত। যাহা হউক স্ত্রীদূত কখন শুনা যায় নাই। সেই অবশ্য চর হইবেক, এই যে প্রহরী আসিতেছে। কি, কৈ স্ত্রীদূত আনিলে না?"

প্রহরী বলিল, "সেটা উন্মাদ, তাহাকে মহারাজের সভায় আনিতে সাহস পাইতেছি না; পুনরাদেশ পর্যন্ত দৌবারিক বাহিরে রাখিয়াছে।" এমত সময় রাজবাটীর নীচে বহির্দেশে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। রাজা ব্যস্ত হইয়া গবাক্ষ দিয়া দেখিয়া বলিলেন "একি, এটা যে একান্ত উন্মাদ! এ বৃদ্ধা যে বিষমবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ঐ কি দূত নাকি?"

প্রহরী বলিল, "হাঁ মহারাজ, ঐ দূত এখন দণ্ডের ভয়ে মত্ততা ভান করিতেছে।"

রাজা বলিলেন, "যদি ভান করিতেছ তবে লোকে এত

ভীত হইয়া তাহার নিকট হইতে পলাইতেছে কেন? তাহাকে ধরিয়া বাঁধিতে বল।”

রাজা, মায়াদেবী ও প্রহরী রাজবাটীর বিহারে আসিয়া কাষ্ঠসোপানের উপর দাঁড়াইলে, দূর হইতে উন্মত্তা রেবতী দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া সেই দিকে আসিল।

রাজা বলিলেন, “তুমি কে, এমত বেশ কেন? কোথা হইতে আসিলে, কি চাও?”

রেবতী বলিল, “মহারাজার জয় হউক! অনুপরাম মরুক! গঞ্জালিস মরেছে! আমিও মরিয়াছি! আমার নাম মা! আমি জগতের মা! আমি ভারত প্রতিপালন করি! আমি তোমার মা! ঐ মেয়েটী কে গা? আহা! যৌবনে ও রূপে কি গেরুয়াবসন সাজে! তুমি লক্ষ্মী—আবার সন্ন্যাসী—কার তুমি রাজমহিষী হও—আমি তোমায় ভালবাসি। ভালবাসা ভাল জিনিস। যার ধন নাই তার জিনিস নাই। জিনিস থাক্‌লে চোরে ন্যায়—মনও চোরে ন্যায়—হাঃ হাঃ হাঃ!” বলিয়া ভীম অট্টহাস হাসিয়া একটি খুড়িলাপ খাইয়া লাফাইতে লাফাইতে নাচিতে নাচিতে শুষ্ক কাষ্ঠতুল্য দীর্ঘ হস্তদ্বয় বিস্তারিয়া দূরে চলিয়া গেল। আলুলায়িত কেশা রেবতীর শণের ন্যায় চুলগুলি বায়ুবেগে উড়িতে লাগিল। কটীর অধোদেশে একটি রক্তবর্ণ বনাতের পায়জামা পরা। পায়ে লালজুতা, কটীর ঊর্দ্ধভাগ নগ্ন। শুষ্ক লোলমাংস ও জলৌকাতুল্য স্তনদ্বয় গমনবেগে দুলিতে লাগিল ও চট চট করিয়া বক্ষে ও কক্ষে আঘাত হইতে লাগিল। রেবতীর অদ্ভুত বেশ ও ভীষণ চীৎকার আর অসাধারণ লম্ফ ঝম্ফ দেখিয়া ভয়ে গ্রামকুট পথ

ছাড়িয়া দিল। রাজা এই মূর্ত্তি দেখিয়া কতকটা চমৎকৃত হইয়া আবার কতকটা রোষ করিয়া বলিলেন। "কি আশ্চর্য একটি বৃদ্ধা শুষ্কা স্ত্রীলোক দেখিয়া তোমরা ভয়ে পলায়ন করিলে? সে কি খাইয়া ফেলিবে? প্রহরী, তাহাকে ধরিয়া আন।" প্রহরী অল্পে অল্পে রাজার পশ্চাৎ হইতে কাষ্ঠতোরণ দিয়া নামিয়া গেল। গ্রামকূট বলিল "কোথা যাও ওকি মানুষ যে ওকে ধরিবে। ও নট, ও মুমপর্ব্বতের পেত্নী।"

মায়াদেবী বলিলেন, "এ ব্যাপারটা কি? ঐ উন্মত্তার আদ্যন্ত বিবরণ কে বলিতে পারে? ও স্ত্রীটিকে কে এখানে আনিল?"

রাজা বলিলেন, "এ বিষয় তদন্ত করা উচিত। এই কি লোহাদারায় দিল্লীর দূত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল?"

মায়াদেবী বলিলেন, "এমত ত বোধহয় না।" প্রধান জনৈক রাজপুরুষকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "লেমরু তুমি ঐ পাগলিনীর বিষয় কিছু জান?"

লেমরু বলিল, "মহারাজ, আমি উহার আদ্যন্ত সমস্তই অবগত আছি। যখন লোহাদারায় দিল্লীশ্বরের দ্বিতীয় দূত আসিয়া সনন্দ দেখাইল তখন আমি লোহাদারায় উপস্থিত ছিলাম। আমি রামরি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মঙ্গদোতে থাকিয়া নৌকা হইতে দ্রব্যাদি নামাইতেছি, এমত সময় একটি কঠালে করিয়া একটি সুদৃশ্য বাঙ্গালী রাজপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে দিল্লীর পত্র দারোগার হাতে দ্যায়। পরে নাএবের প্রমুখাৎ পত্রের মর্ম অবগত হইলে তাহার গমনের জন্য একটা পেগুটাটু আনাইয়া তাহাকে

লোহাদারায় পাঠায় আমিও তাহার সহিত লোহাদারায় যাই। পথিমধ্যে তাহার অভূতপূর্ব অশ্বচালন প্রণালী দেখিয়া আমি চমৎকৃত হই। অশ্ব এত বেগে সঞ্চালন করিয়াছিল যে সে দূত আমার লোহাদারায় পৌঁছিবার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে পৌঁছিয়াছে। শুনিলাম যে তথাকার নাএবকে দিল্লীর পত্র দেখাইয়া সেস্থানে অশ্ব ত্যাগ করিয়া একটা জঙ্গলে চলিয়া গিয়াছে। লোকে বলে তাহারা সেই দূতরূপী নটকে অল্পই ক্যেয়াঙ্গ দিয়া মায়ুপর্বত পার হইতে দেখিয়াছিল। কিন্তু অল্প-ক্ষণ পরেই সে নাভঅন্তরীপের দিক হইতে এক মণিপুরী অশ্ব করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা তাহাকে প্রথমবার দেখিয়াছিল সকলেই বলিল যে দূত দ্বিতীয়বারে তদপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও শুষ্ক ও শীর্ণকায় কিন্তু অধিকতর তেজশালী ও বলবানমূর্তি। দূতটি প্রত্যাগমন করিয়া নাএবের নিকট রোষ-প্রকাশ করিয়া অনেক ভৎসনাদি করিল ও অমানুষী আহা-রাদি করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ক্ষণপরেই আবার পদব্রজে পূর্বমত স্বল্পবয়স্ক সুন্দর মূর্তি ধরিয়া আসিয়া পূর্বত্যক্ত পেগু অশ্বের জন্য বলায় নাএব হতবুদ্ধির মত কোন উত্তর করিতে পারিল না। দূত তথাকার কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়া অপর একটি পেগু অশ্ব আনাইয়া চলিয়া গেল। মহারাজ এমতে নটটি একবার তরুণরূপে আর একবার এই পাগলিনীর মত বৃদ্ধারূপে আবির্ভূত হয়। এটি নট বটে, তাহার সন্দেহ নাই।”

মায়াদেবী বলিলেন, “তুমি কি ইহাকে প্রেতযোনি বল?”

রাজা বলিলেন, “হাঁ নট একপ্রকার প্রেতযোনির মতই

বটে। মনুষ্যাদি মরিয়া গেলে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ধর্ম্ম ও গুণযুক্ত হয়, নট স্বতঃই সেই সকল গুণযুক্ত। নট কিছু কোন জীবের প্রেতত্ব অবস্থা নহে, নটের জন্মমৃত্যু নাই। নট বাঙ্গালীদিগের দেবতার মত, কিন্তু সর্ব্বদা মনুষ্যসমাজে ভাল-মন্দ কর্ম্মে মিশ্রিত হয়।"

লেমরু বলিল, "মহারাজ, নট আমাদিগের মধ্যে পুজ্য-যোনি। কেননা যখন ছাক্যমুনি বুদ্ধ হইবার জন্য তপস্যা করিতে বসিয়া ছিলেন তখন নট মার মূর্ত্তিতে তাহার অনেক শাস্তি দেন ও ছাক্যমুনি অবশেষে নটের স্তুতিবাদ করিয়া জয়-লাভ করেন। নট দুই জাতি, সুনটেরা বুদ্ধগৌতমের সময় রাম্মাবতী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অথুয়গণ কুনট। তাহারা মনুষ্যদ্বেষী। বাঙ্গালীরা তাহাকে দেবদ্বেষী অসুর বলে। সুনট ব্যাহামা ও অথুয়ের মধ্যশ্রেণীর জীব। বাঙ্গালীর মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মা আছে তাঁহার উপর পৃথিবী সৃজনের ভার। বুদ্ধ গৌতম বলেন ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি ব্যাহামা আছে, ব্যাহামা নট হইতে উচ্চশ্রেণী, আবার নট অথুয় অপেক্ষা উচ্চ।"

রাজা বলিলেন, "এটি নট হউক বা দূত হউক এ কোথা গেল তাহার তত্ত্ব লও। যাহারা ইহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল তাহাদিগের আমার নিকট পাঠাইয়া দেও।"

লেমরু বলিল, "মহারাজ, এই সৈনিক তাহাকে ধরিয়া আনে।" রাজা সৈনিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে আচা-ভুয়ার ন্যায় ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিল, অভিবাদনাদি কিছুই করিল না; তাহার শূন্যদৃষ্টি, আধবিস্ফারিত বদন, লোল-

ম্লান অধরোষ্ঠ, অবদ্ধ-উষ্ণীশ, মণ্ডিত মস্তক, কর্দমাক্ত শরীর, ছিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাদি দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইলেন। তাহার পার্শ্বের চারি পাঁচ জনের সেইরূপ অবসন্ন বেশও অবিভুত মূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেলেন। "তোমাদিগের এমন অবস্থা কেন? তোমাদিগের বেণী কি হইল।" ব্রহ্মও চীনদেশীয় লোকেরা বেণী অতিযত্নে রক্ষা করিয়া থাকে এমত কি তথাকার গুরুপাপের দণ্ড বেণীর অগ্রভাগ ছেদন। আরাকাণবাসীরাও ব্রহ্মদেশীয় প্রথা অনুসরণ করিয়া বেণী বহু যত্নে রক্ষা করে। বেণীছেদন তাহাদিগের মধ্যে মৃত্যুবৎ অপমান। কয়েকজন সৈনিকের মুণ্ডিত নগ্নশিরের উল্লেখ করায় তাহারা মৃত-প্রায় হইল। পূর্ব্বেই পরাজিত ও ভয়বিপ্লুত হওয়ায় একপ্রকার হতবুদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু রাজা এত জনসমাজে মুণ্ডনের বিষয় উল্লেখ করায় তাহারা নিরুত্তর হইয়া মস্তক করপুটদ্বারা আবরণ করিয়া ভূমে বসিয়া পড়িল। রেবতীর অনৈসর্গিক ব্যবহারে গ্রামকুটের মনে অপূর্ব্ব ভয় জন্মিয়াছিল নতুবা মুণ্ডিতশিরসৈনিক দর্শনে তাহাদিগের হাস্যরসের উদ্ভা-বন হইত সন্দেহ নাই। মুণ্ডিত শিরে লক্ষ পড়িতেই সকলের মনে অনির্ব্বচনীয় ত্রাস উদিত হইল। রাজা মায়াদেবীকে বলিলেন, "এ ব্যাপার কি? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি-তেছি না।"

মায়াদেবী বলিলেন, "মহারাজ চলুন গৃহে চলুন, তথায় স্বীয় আসনে বসিয়া সমস্ত অবগত হইবেন। নটের সম্মুখে অবদ্ধকবচে দাঁড়ান উচিত হয় নাই। রাজসিংহাসনে নটের কি অথুয়ের দৃষ্টি চলে না।" রাজা মায়াদেবীর কথা শুনিয়া

সভাকুট্টিমে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে অতীব মনোহর জনৈক যুবা অস্ত্রধারী বিদেশী রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। রাজাকে দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলে, রাজা বলিলেন, "তুমি কে কোথা হইতে আসিলে?"

রাজপুরুষ বলিল, "মহারাজের জয় হউক! আমি দিল্লী-শ্বরের দূত। মহারাজ মানসিংহ বাঙ্গালায় আসিয়া চট্টগ্রামের দস্যু ফিরিঙ্গীদল শাসন করিবার জন্য যক্ষরাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমায় বৈশালীনগরীতে পাঠাইয়াছেন। সনদ্বীপ ও রায়গড়ের সংগ্রামে গঞ্জালিস প্রভৃতি কএকজনা পলায়ন করায় তাহাদিগের অনুসরণ করিতে বিশেষে অনু-পরামের যক্ষরাজ্যের বিপক্ষে কুপরামর্শ সমস্ত যক্ষরাজকে অব-গত করাইয়া সাবধান করণাভিলাষে তত্রত্য প্রধান ও বিশ্বস্ত কর্মচারীও রায়গড়ের মহারাজ বসন্তরায়ের আশ্রব বল্লভকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সঙ্গেও সনদ্বীপের প্রধান মহাজন পুত্র বরদাকণ্ঠকে প্রেরণ করিলে পর এক দৌত্যে সন্ধিবিগ্রহের কর্ম সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইবার ব্যাঘাত আশঙ্কায় আমি রায়-গড়ের সচীবের সন্তান আমাকে পাঠাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমিও তথা হইতে রওয়ানা হইয়া মহারাজের বিচিত্র রাজ্য দর্শন করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিলাম। সম্প্রতি মহা-রাজা মানসিংহের পত্র যক্ষরাজ সমীপে অর্পণ করিতে মানস করি। অনুমতি যে মত হয়।" যক্ষরাজ সুমিষ্ট মনোহারী কথা শুনিয়া মোহিত হইলেন বিশেষে দূত যুবার অনৈসর্গিক রূপলাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিলেন। "দিল্লীশ্বরের দূত যক্ষপুরে সর্বদা স্বাগত! তোমার পথে কোন কষ্ট ত হয়

নাই? অনুমান করি তুমিই লোহাদারায় নাএবের নিকট হইতে আমাকে সম্বাদ দিয়া ছিলে। পথিমধ্যে অত্রত্য রাজ-পুরুষেরাত তোমার সমুচিত সমাদর করিয়াছে?"

দূত বলিল, "মহারাজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শরৎচন্দ্রের মরীচিবৎ, তাহায় মিষ্টতা রসপূর্ণ। এমত রাজ্যপ্রণালী আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই।"

দশম অধ্যায়।

"যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ"

রাজা দূতের কথা শুনিতেছেন। রাজা দূতের নিকট সমস্ত সমাচার লইতে লাগিলেন এমত সময় লেমরু দ্রুতপদে ব্যস্থ হইয়া অপর দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বেগে রাজসভায় প্রবেশ করিয়াই অবাক্ হইয়া গৃহমধ্যে দাড়াইল। তাহারই অব্যবহিত পরে পাঁচ সাতজনা রাজপুরুষ নষ্টশ্বাস হইয়া বেগে সভায় প্রবেশ করিল। মায়াদেবী রাজার সহিত সভায় প্রবেশ করিয়া নবাগত নবীনবয়স্ক দূতকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্য ক্ষণেক লক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইলেন ও এমত বশীকৃতা হইলেন যে তিলেকের জন্য দূতের মুখ-শ্রী হইতে দর্শন অপসরণ করিতে পারিলেন না। যক্ষরাজ মহারাজা মানসিংহের পত্র পাঠান্তে পুনরায় দূতের প্রতি চাহিলে দূত বলিল, "মহারাজ চট্টগ্রাম অল্প দিন যাবৎ আপনার অধিকার হইতে অপহৃত হইয়াছে। এই বিপ্লবের মূল সেই দুষ্ট গঞ্জালিস ও তাহার নারকী ফিরিঙ্গী অনুচরগণ। মানসিংহ বাহাদুরের অভিপ্রায় যে এই যাত্রাতেই ফিরিঙ্গী দমন করিয়া চট্টগ্রামে পুনরায় নায় শাসন সংস্থাপন করেন। তাহাতে যক্ষরাজের অভিপ্রায় অবগত হইতে মানস। চট্টগ্রাম অধিকৃত করা সেই জগজ্জয়ী মানসিংহের পক্ষে এত অল্পায়াস সাধ্যক্রিয়া যে তন্নিমিত্ত তিনি যক্ষরাজকে চিন্তামাত্র করাইতে অনিচ্ছুক।"

রাজা বলিলেন, "হাঁ বহুদিন যাবৎ ফিরিঙ্গীরা যক্ষরাজ ভাণ্ডারে রীতিমত কর আদায় করে না। তাহারা দণ্ডার্হ হইয়াছে কিন্তু অত্যন্ত নিশ্চিহ্নিত শত্রুজ্ঞানে আমি সে দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই।" আগত লেমরু ও অপরাপর রাজপুরুষদিগের প্রতি। "তোমরা এত ব্যস্ত হইয়া কেন? সেই বঙ্গদূতবেশধারী পাগলিনী কোথায়?" লেমরু ক্ষণেক নিরুত্তরে থাকিয়া পরে সাহস করিয়া বলিল, "মহারাজ এই সে পাগলিনী। মহারাজ সাবধান! ইহাকে বিশ্বাস করিবেন না। ইহার মত মায়াবী আর কেহই নাই। এ ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে। এই বৃদ্ধা পাগলিনী, আবার এই যুবা বঙ্গদূত।"

রাজা এই কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন। মায়াদেবীর দিকে চাহিলেন। মায়াদেবী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। রাজা মায়াদেবীকে ভীত দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। বঙ্গদূত সভায় সমস্ত সভ্যের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া সকলকে বিষণ্ণ ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া বলিল, "মহারাজ নিশ্চিন্ত হউন! ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি নট নহি একান্ত মনুষ্যজাতি। আপনার রাজপুরুষেরা মূর্খতা সুলভভ্রমে ভীত হইয়াছে। আমি সে পাগলিনী নহি। আমি সে পাগলিনীকে দেখিয়াছি সেও প্রকৃত মনুষ্য।"

লেমরু বলিল, "মহারাজ আমরা এইমাত্র সেই পাগলিনীকে অনুসরণ করিতে করিতে রাজবাটীর অন্তদ্বারে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম আর সেই বৃদ্ধা পাগলিনী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র পুরুষবেশ ধারণ করিয়া মহারাজের

সম্মুখীন হইয়াছে। মহারাজ, আমরা যখন প্রথমে যোম-পর্ব্বতের দ্রোণীতে ইহাকে এই বেশে ও এই মূর্ত্তিতে ধরি, তখন কিছুদূর আমাদিগের সহিত অশ্বে এই বেশে আসিয়া দ্রোণীর প্রান্তরে একটা কন্দরমধ্যে লুপ্ত হইয়া যায়! পরে ক্ষণেক সেই কন্দরের নিকট দাঁড়াইলে ইনি বৃদ্ধা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের সহিত নানাবিধ পাগ্‌লামী করেন। ইহার সঙ্গে আর দুইজন ছিল, তাহারা যে কোথায় গেল আর কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারি না; অনুমান করি, তাহারা ইহার শরীরে লীন হইয়াছে! মহারাজ, বিশ্বাস করিবেন না কিন্তু ইহার অপারলীলা! কিছুদূর আমাদিগের সঙ্গে সেই পাগলিনী বেশে আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হওয়ায় পাগলিনী একটি গাছে উঠিয়া গেল, আমরাও সেই গাছের নীচে থাকিতে থাকিতে গাছ হইতে একটি ভাল্লুকবেশে আমাদিগকে বিভীষিকা দেখাইল!—আমরা পলায়ন করিলাম। তদবধি ইহাকে দেখি না, সে সঙ্গের লোক দুটিও নাই,—সেই পাগলিনীও নাই—কেহই নাই! সেই অবধি হতবুদ্ধি হইয়া আমরা রুক্ষ নগরীতে ফিরিয়া আসি; এখানে আসিয়া আবার পাগলিনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, আবার তাহার অনুসরণ জন্য মহারাজের আদেশ পাইয়া পশ্চাদ্গমনে এই এখানে প্রথম মূর্ত্তি বঙ্গদূত দেখিলাম! মহারাজ ইহাকে বহিষ্কৃত করুন, আপনি কখন ইহার মায়ায় মুগ্ধ হইবেন না;—ইহার সহিত কথা কহিলে এ আপনাকে মুগ্ধ করিবে!”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, আপনার রাজপুরুষের বিপক্ষে আমার অনুযোগ করা উচিত নহে, তবে যখন ইহারা এত

ভীত হইয়া অজ্ঞানের মত কথা কহিতেছেন, তখন মহারাজকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মহারাজ, রায়গড় হইতে বরদাকণ্ঠ, বল্লভ ও ভজহরি নামক তিনজন মহারাজ মানসিংহের আদেশমতে গঞ্জালিস ও অনুপরামের সমাচার লইয়া যক্ষপুরে যাত্রা করিলে পর; আমি একক তথা হইতে স্বতন্ত্র অশ্বে, পূর্ব্বগত দূতদিগের অজ্ঞাতে রায়গড় হইতে রওনা হইয়া মৎসদহ ও লৌহদ্বার পার হইয়া য়োমদ্রোণীতে লেমরুর দলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহারা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার গতিরোধ করে; আমি বঙ্গদূত, দূত সর্ব্বত্র অবধ্য বলিয়া নানাপ্রকার বুঝাইলাম ও বলিলাম, যে আমি রাজ্যের প্রয়োজনীয় সমাচার লইয়া যক্ষ-রাজার নিকট যাইতেছি; কিন্তু কিছুতেই মানিল না, আমার শরীরে আঘাত করিবার উপক্রম করিলে, আমি একবার মনে করিলাম যে বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে হঠাইয়া দিই; কিন্তু যখন দেখিলাম যে তাহারা আমাকে যক্ষপুরে লইয়া আসিতে প্রস্তুত, তখন অকারণ রক্তপাত নিষ্প্রয়োজন জানিয়া তাহা-দিগের সহিত একত্রে যক্ষপুরাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে তাহারা তারি ও মদ্যপানে মত্ত হইয়া পড়িয়া রহিল। আমি ক্রমান্বয়ে যক্ষপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। আমি যখন যোমকন্দর হইতে বহির্গত হই তখন ঐ পাগলিনীকে দেখিতে পাই। আমার অনুমান, যে লেমরু সচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে; পরে ঐ পাগ-লিনীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় মত্ততাবশতঃ বুদ্ধিজাড্যহেতু ভীত হইয়া এই সকল অনৈসর্গিক রূপক কল্পনা করিয়াছে।

আমি এখনও বরদাকণ্ঠ, বল্লভ ও ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ করি নাই; অনুমতি হয়, মহারাজের প্রত্যুত্তর লইয়া অদ্যই আমি রায়গড় প্রত্যাগমন করি; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিলম্ব আমার সহিবেক না।”

রাজা বলিলেন, “লেমরু, তুমি এখন স্থানান্তরে যাও। মায়াদেবি, আমরা দিল্লীশ্বরের প্রস্তাবে কি উত্তর দিতে পারি?”

মায়াদেবী বলিলেন, “বহুকাল যাবৎ চট্টগ্রাম ফিরীঙ্গি বশবর্ত্তী হইয়াছে, এক্ষণে দিল্লীশ্বরের সহায়তায় ফিরিঙ্গী দমন হইলেই, উভয় রাজ্যের মঙ্গল।”

রাজা বলিলেন, “পূর্ব্বে ফিরিঙ্গীদিগকে বসবাস করিতে চট্টগ্রামে স্থান দেওয়াই অবোধের কর্ম্ম হইয়াছে। কৃতঘ্নেরা এখন আশ্রয় পাইয়া সেই তরুর মূল ছেদন করিতেছে। অতএব দিল্লীশ্বরের প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত; দূত তুমি মহারাজ মানসিংহকে এই সমাচার দিবা। গঞ্জালিসের সমাচার কিছু অবগত আছ?”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, পথিমধ্যে গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে শুনিয়াছি; অনুপরাম কোথায়—কিছু বলিতে পারি না; অনুমান করি, আমি তাহাকে আঘাত করিয়া ঊরুভঙ্গ করিয়াছি।” রেবতী পূর্ব্ববেশে অন্তর্দ্ধার দিয়া রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বলিল, “অনুপরাম এখন পুঙ্গীবেশ ধারণ করিয়াছে; সে মৎসদহের ক্যেয়াঙ্গে ছিল; যখন গঞ্জালিস ধৃত হয়, সে সেই অবকাশে অন্ধকারে পলায়ন করে। এই বঙ্গদূত অন্ধকারে তাহার ঊরুভঙ্গ করায়, সে নিকটস্থ

ভৃগু হইতে গড়াইয়া নদীর গর্ভে বালুকাচয়ে পড়িয়া অচেতন হয়। আমি সেই নদীতীরে বেড়াইতেছিলাম, নিকটে গিয়া দেখি, যে মাতান্যাড়া অনুপরাম!—তাহার চক্ষে মুখে জল দিয়া চেতনা হইলে, তাহাকে আমি সেইখানে রাখিয়া বঙ্গ-দূতের অন্বেষণে আসিয়াছি। অনুপরামের চলৎশক্তি নাই, লোক পাঠাইলেই ধরিবে। আমি বড় খুসী আছি—আহা! অরুন্ধতীর কি দশাই বাধিল;—পাপী কষ্ট পাইবেক! রাজা শেলাম চল্লুম।" এক লম্ফে অন্তর্দ্বার দিয়া চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "এ ত পাগল নহে, দিব্য সজ্ঞানের মত কথা কহিল। এ অন্তর্দ্বার দিয়া কেমতে আসিল? আমি এতক্ষণে বুঝিলাম যে কেবল মাদকপানে জ্ঞানশূন্য হইয়া লেমরু ভয় পাইয়াছে। যাহা হউক, মায়াদেবি, আপনি অনু-পরামকে ধরিয়া আনিবার জন্য রাজপুরুষ পাঠান। এক্ষণে বঙ্গ-দূতকে পুরস্কার দিয়া বিদায় দিই।" বঙ্গদূতের প্রতি, "তুমি মহারাজ মানসিংহকে বলিবা যে তাঁহার প্রস্তাবে আমার মত আছে।"

বঙ্গদূত বলিল, "মহারাজার জয় হউক! আমি আপনার আদেশ মানসিংহকে অবগত করাইব; কিন্তু চট্টগ্রামের বন্দো-বস্তের বিষয়ে মহারাজার কিরূপ অভিপ্রায়? দিল্লীর সৈন্য-দ্বারা তথাকার দস্যুদমন ও শাসনসংস্থাপনে, মহারাজার পক্ষ হইতে কিঞ্চিৎ সহায়তা আবশ্যক। দিল্লীশ্বর ঈশ্বর জানিত অধিপতি, তাঁহার মান্যরক্ষা করা মহারাজতুল্য অতুলবিক্রম নৃপতির কর্তব্য। মানীর মান্য রক্ষা মানীলোকেই জানে; যাহার মান নাই সে মানীকে মান দিতে প্রস্তুত থাকে না।

আপনার রাজ্যে হস্তি ও গয়াল যথেষ্ট ; সাহায্য বা উপঢৌকন অথবা প্রীতিদানস্বরূপ বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ অত্রদেশসুলভ সামান্য মূল্যের দ্রব্য পাঠাইলে ; অনুমান করি, স্বল্পায়াসে চট্টগ্রামস্থ ফিরিঙ্গীদস্যু শাসন ও ন্যায় সংস্থাপন হয়। মহারাজের যে মত অভিরুচি।”

রাজা বলিলেন, “আমি ত তাহাই চিন্তা করিতেছি ; দিল্লীশ্বরকে চট্টগ্রামের দেওয়ানীর পুরস্কারস্বরূপ কিঞ্চিৎ দেওয়া আবশ্যক। মায়াদেবী কোথা গেলেন?”

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, আমি সাহস পাই না, কিন্তু বঙ্গে যে সকল দ্রব্য আদরে প্রতিগৃহীত হইতে পারে তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি ; অনুমতি করিলে নিবেদিতে পারি।”

রাজা বলিলেন, “ভাল বলিয়াছ, বঙ্গরাজার প্রিয়দত্ত কি?’

বঙ্গদূত বলিল, “মহারাজ, গজদন্ত, হস্তি, গাণ্ডকীখড়্গ ও চর্ম, মণিপুরে টাটু, দুগ্ধবতী গয়াল, ব্যাঘ্রচর্ম ও নখ, লোহাকাঠ প্রভৃতি দ্রব্য—বঙ্গে আদর যথেষ্ট।”

রাজা বলিলেন, “এ সকল ত এখানে অনায়াসলভ্য। ভাল, বর্ষে বর্ষে হাতি এককুড়ি, গজদন্ত এককুড়ি, খড়্গ ও একশত চর্ম, পঁচিশটা মণিপুরের টাটু, দুইটা দুগ্ধবতী গয়াল, এককুড়ি ব্যাঘ্রচর্ম ও নখ ও একশত খণ্ড লোহাকাঠ পাঠাইয়া দিব।”

বঙ্গদূত বলিল, “যথেষ্ট হইয়াছে, দিল্লীশ্বর এই সকল দ্রব্যে সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আদেশ হয় ত আমি বিদায় হই।”

রাজা বলিলেন, “হাঁ, তোমার পুরস্কার লইয়া যাইও।” বঙ্গদূত শির নোয়াইয়া বিদায় হইয়া ঘর হইতে বাহিরে

আসিয়া আবার ফিরিয়া গেল। রাজা বলিলেন, "কি সমাচার ?" দূত বলিল, "মহারাজ পথে যদ্যপি সমস্ত দ্রব্যের নাম স্মরণ না থাকে, তাই বলি, কৃপা করিয়া একটা সনন্দ দিলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন, "ভাল, আমার মীর মুনসীকে ডাকাও।" কিছুক্ষণে মীর মুনসী আসিলে রাজা বলিলেন, "বঙ্গের দূতের অভিপ্রায় মত পারশীক ভাষায় একখানা সন্ধিপত্র লিখিয়া আন, আমি স্বাক্ষরও মোহর করিয়া দিব।" মীর মুনসী ও দূত চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে রীতিমত এক সন্ধিপত্র লিখিয়া উপস্থিত করিল। তাহায় চট্টগ্রামের প্রদেশ দিল্লীশ্বরের শাসন জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল ও যক্ষদেশ রক্ষাজন্য বার্ষিক উল্লিখিত দ্রব্যাদি উপঢৌকনস্বরূপ দিতে স্বীকার করিলেন। রাজা সেই সন্ধিপত্রে ব্রহ্মাক্ষরে স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিলে, বঙ্গদূত সন্ধিপত্র লইয়া শিরে রাখিল ও রীতিমত পুরস্কার সহিত দপ্তর হইতে স্বদেশ প্রত্যাগমন ছাড় লইয়া রাজবাটী হইতে চলিয়া গেল। যক্ষপুরে বাজারে যাইয়া পূর্বাগত দূতদিগের অন্বেষণে তাহাদিগের বাসস্থানে চলিল।

এদিকে প্রাতঃকাল হইলে বল্লভ, বরদাকণ্ঠ ও ভজহরি স্বস্ব বেশভুষা করিয়া রাজবাটীতে গিয়া পৌঁছিল। পরে তাহাদিগের সঙ্গে রাজপুরুষ দেখিয়া ভজহরি বলিল, "মহাশয়, আমাদিগকে এ অসভ্য মগেরা নজরবন্দী করিয়াছে। এক রাত্রিতে এরূপ ভাবের ব্যত্যয়ের কারণ কি ?"

বল্লভ বলিল, "ইহাদিগের আচার ব্যবহার কিছুই বুঝিতে পারি না। এ অসভ্যদিগের রীতিনীতি দেখিয়া আমি

চমৎকৃত হইয়াছি। সে যাহা হউক, গঞ্জালিসকে আনিয়াছে?"

ভজহরি বলিল, "হাঁ, তাহাকে লইয়া এই রাজবাটীর দিকে গেল। তাহার সহিত এত গ্রামকূট লাগিয়াছে যে পথে লোকারণ্য। সকলেই তাহাদিগের গালীগালাজ দিতেছে, কেহ ধূলী ছড়াইতেছে, কেববা ইট মারিতেছে, এমত অবস্থা করিয়াছে যে তাহাদিগের জীবন সংশয়। গঞ্জালিসের সঙ্গে হজুরমলও ধরা পড়িয়াছে। আমরা রাত্রির অন্ধকারে গোলযোগ বুঝিতে পারি নাই। ফিরিঙ্গীবেশধারী সে দীর্ঘাকার লোকটি হজুরমল। আজ প্রাতে যখন রাজমার্গ দিয়া তাহাদিগকে লইয়া যায় তখন আমি চিনিয়া বলিলাম 'কিগো হজুরমলসাহেব, এখন বেগম বাহাদুর কোথায় আর পোলাওয়ের খুঞ্চা কোথায়? তাহাতে সে বলিল, 'যদি ঈষৎ অবগত হইতাম ত দেখিতাম রায়গড়ের রাখালের কি ক্ষমতা'!"

বরদাকণ্ঠ বলিল, "আমি তাহাকে বিশেষ চিনি না বলিয়াই রাত্রিতে বুঝিতে পারি নাই। চল রাজসভায় দেখা যাক কি হইতেছে।"

ভজহরি বলিল, "যাহা হউক, আমাদিগের অদ্যই এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। আর এ জঙ্গলে থাকা পোষায় না। তবে হজুরমলের একটা শাস্তি দেখিয়া গেলেই ভাল হয়।" তাহারা রাজদ্বারে উপস্থিত হইলে, শুনিল যে রাজাজ্ঞায় বন্দীরা কঠিন কারাগারে বদ্ধ হইয়াছে; অনুপরামের আগমনপর্যন্ত তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইবেক না;—সকলের প্রাণ দেশীয় প্রথানুসারে নষ্ট করা হইবেক। এই সমাচার

পাইয়া তাহারা দ্বার হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাজারের দিকে গেলে, একজন রাজপুরুষ আসিয়া বলিল, "মহাশয়রা কোথায় যাইতেছেন—আপনাদিগের বাজারে যাইবার আদেশ নাই।"

বল্লভ বলিল, "কেন, আমরা দিল্লীর দূত, আমাদিগের অগম্যস্থান কোথাও নাই।"

রাজপুরুষ বলিল, "না, আপনারা নজরবন্দী আছেন। এই মার্গপার হইবার অনুমতি নাই। এই মার্গের পূর্ব্বে যত-দূর ইচ্ছা বেড়াইতে পারেন।"

বরদাকণ্ঠ বলিল, "কেন, আমাদিগের নজরবন্দীর কারণ কি? তুমি জান আমরা কে,—আর কাহার দূত? দূতের অগম্য স্থান কোথাও নাই। আমরা অবশ্যই যাইব।"

রাজপুরুষ বলিল, "মহারাজের আদেশ ছিল, যে তোমা-দিগকে মান্যের সহিত ব্যবহার করি, কিন্তু তোমাদিগের স্বীয় অহঙ্কারে, সে অনুগ্রহ আর চলে না। আমি তোমাদিগকে কোথাও যাইতে দিব না। তোমরা দূত নহে, ছদ্মবেশী চর। প্রকৃত বঙ্গের দূত রাজার নিকট উপস্থিত আছে।"

বল্লভ বলিল, "সে আবার কি? বঙ্গের অপর দূত কে আসিল? আমাদিগের আসিবার পূর্ব্বে ত অপর কোন দূত পাঠান হয় নাই। এ ব্যাপারটি সন্দেহসূচক!"

ভজহরি বলিল, "এ আমার বোধহয় গঞ্জালিসের গোল। আমাদিগের আসিবার সম্বাদ পাইয়া—আমাদিগের উদ্দেশ্য নষ্ট করিবার অভিসন্ধিতে—অনুমান করি, কাহাকেও দূত সাজাইয়া পাঠাইয়াছে।"

বরদা বলিল, "যাহা হউক, এ বিষয় তদন্ত করা আবশ্যক।

এ বিদেশ, এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা উচিত নহে।”

বল্লভ বলিল, “বিশেষে অসভ্যমণ্ডলী, ইহাদিগের কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই, ইহারা সকলপ্রকার অত্যাচার করিতে পারে।”

বরদা বলিল, “ভাল, তবে আমাদিগের রাজসন্মুখে লইয়া চল।”

রাজপুরুষ বলিল, “এখন রাজদরবারে যাইবার সময় নহে। এখন রাজা সিংহলদেশীয় পুঙ্গী লইয়া রাজক্যেয়াঙ্গে উপাসনা করিতে গেছেন; এখন সাক্ষাৎ হইবেক না। কল্য প্রাতে তাঁহাকে জানাইব, পরে যদি আদেশ করেন লইয়া যাইব।”

বরদা বলিল, “ও কোন কাযের কথা নহে, আমরা অদ্যই রায়গড়ে রওয়ানা হইব, আমরা আর বিলম্ব করিতে পারি না। আমাদিগের যে উদ্দেশে আসা তাহা সিদ্ধ হইয়াছে,—পাপী গঞ্জালিস ধরা পড়িয়াছে। এখন আমাদিগকে ত্বরায় রায়গড়ে যাইয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট সমস্ত জানাইতে হইবেক। তিনি আবার অবিলম্বে বৰ্দ্ধমান যাত্রা করিবেন।”

রাজপুরুষ বলিল, “আমি ও সকল কিছু বুঝি না। এখন বাসায় চল।”

বল্লভ বলিল, “আমরা বাসায় যাইব না।”

রাজপুরুষ বলিল, “আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব। তোমাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল নহে। তোমাদিগের আপন দোষে কারাবদ্ধ হইতে হইবেক।”

বরদাকণ্ঠ বলিল, “কাহার সাধ্য,—মানসিংহের দূতকে কারাবদ্ধ করে!”

রাজপুরুষ বলিল, "কে তোমার মানসিংহ?—আমরা তাহাকে জানি না। আমাদিগের যক্ষরাজার আদেশমত আমরা কর্ম করিয়া থাকি; যক্ষরাজার অনুমতি পালন করিব।" দূরে অপর চারিজন রাজপুরুষকে দেখিয়া তাহাদিগকে ডাকিলে, তাহারা নিকটে আসিলে "চল, এ তিনজনকে ধরিয়া কারাগারে দিই।" তাহারা আসিয়া বরদাকণ্ঠের স্কন্ধদেশে হাতদিবামাত্র বরদা কটীস্থ তরবারি খুলিয়া বলিল, "অন্তরে থাক,—নিকটে আসিলে তোমার নেড়ামাথা স্কন্ধ হইতে ভূমে পাড়িব!" অপর প্রহরী বরদাকে তরবারি উঠাইতে দেখিয়া স্বীয় হস্তস্থ লাঠী দিয়া বরদার কন্যুষে এমত বেগে আঘাত করিল, যে বরদার হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া ঝনাৎ করিয়া ভূমে পড়িল। অপর একজন প্রহরী সেটি উঠাইয়া লইল। ইত্যবসরে বাজারের লোকেরা একটা হেঙ্গাম দেখিয়া মহা শব্দ করিয়া বঙ্গদূত তিনজনকে আসিয়া ঘেরিল। বল্লভ ও ভজহরি যদিচ বরদাকে রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস করিল, কিন্তু কোন অস্ত্র সঙ্গে না থাকায় ও অনেক লোকের জনতা হওয়ায় ও এরূপ বৈরঘটনা অসম্ভব জ্ঞানে অপ্রস্তুত থাকায়,শীঘ্র পরাজিত হইল ও তিনজনেই গ্রামকূটের প্রহারে ও প্রহরী ও রাজপুরুষের বলে পরাস্ত হইয়া ভূমে পড়িল। কিন্তু ক্ষণমাত্রে যেরূপ বীর্যপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহায় মগমণ্ডলীতে এমত অনির্বচনীয় শঙ্কা জন্মাইয়া ছিল, যে তাহারা ভয়ে মৃত-প্রায় ভূমে পাতিত তিনজনের নিকট সহসা কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। দূর হইতে কাতারদিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতোমধ্যে সন্ধিপত্র লইয়া যুবাদূত স্বীয় অশ্বে যক্ষ-

রাজার পুরস্কার লইয়া মহাসমারোহে সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সঙ্গে অনেক প্রধান প্রধান রাজপুরুষ তাহাকে নগরের প্রান্তরপর্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য তাহার সহিত ছিল। বঙ্গদূত দূর হইতে বাজারের নিকট লোক সমাগম ও ছদ্মবেশী ফিরিঙ্গী ইত্যাদি শব্দ পাইয়া বলিল, "এ কিসের গোল?" একজন প্রহরী আসিয়া বলিল, "মহাশয়, তিনজন ছদ্মবেশী ফিরিঙ্গী বঙ্গের দূত বলিয়া আসিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত প্রহরীদিগের গোলযোগ হওয়ায় মারামারী হইয়াছে।"

যুবাদূত শুনিয়া ব্যস্তে সেখানে গিয়া বরদাকণ্ঠ, বল্লভ ও ভজহরির অবস্থা দেখিয়াই ইঙ্গিত করিলে, প্রহরীরা গ্রামকূট অন্তর করিয়া দিল। যুবাদূত অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জল আনাইয়া স্বয়ং বল্লভের মুখে ও চক্ষে জল সিঞ্চন করিয়া তালবৃন্ত ব্যজন করিলে, বল্লভ সংজ্ঞা পাইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যুবার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক্ হইয়া রহিল,—কিছুই বুঝিতে পারিল না; ক্ষণেক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু চাহিয়াই বলিল, "স্বপ্ন,—না সত্য!" যুবাদূত বল্লভকে সংজ্ঞা পাইতে দেখিয়া জনৈক রাজপুরুষকে তাহার শুশ্রূষা করিতে বলিয়া ভজহরি ও বরদাকণ্ঠকে সচেতন করিলে, ভজহরি বলিল, "কেগা স্বর্গের অমর?" যুবাদূত তাহাদিগকে সচেতন দেখিয়া পরে যাইয়া স্বীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া নিকটস্থ প্রধান রাজপুরুষকে বলিল, "ইহারা প্রকৃত বঙ্গের দূত বটে; এই আমার ছাড়ে ইহাদিগেরও ছাড় আছে; যক্ষরাজ ইহাদিগের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে শুনিলে মহা ক্রোধ করিবেন,

অতএব ত্বরায় ইহাদিগকে শান্ত্বনা করিয়া উপযুক্ত বস্ত্রাদি ও অশ্ব দিয়া আমার পশ্চাতে প্রেরণ কর; আমি অল্পে অল্পে নদীপার হইয়া নদীপারের ক্যেয়াঙ্গে ইহাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিব। দেখিও ইহাদিগকে বিলম্ব করাইও না।" রাজপুরুষ সসম্ভ্রমে বলিয়া গেলে, যুবাদূত অল্পে অল্পে স্বীয় অশ্বচালন করিল ও মধ্যে মধ্যে বল্লভের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল; ক্রমে দ্রোণীতে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে রাজ-পুরুষদিগকে বিদায় দিয়া নিকটস্থ বৃক্ষে স্বীয় অশ্ব বন্ধনপুর্ব্বক ভূমে নামিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল, "বিধাতার ভবিতব্য কেহই খণ্ডাইতে পারে না;—আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে আসিলাম, আর ঘরে যাইবার সময় বিধাতা কি বিপদ ঘটাইল! আহা! বল্লভ কতই কষ্ট পাইয়াছে, কতই বেদনা লাগিয়াছে! ঈশ্বরের অনুগ্রহে কোন অঙ্গ নষ্ট হয় নাই, কিন্তু কোমল অঙ্গ আঘাতে নীলী হইয়াছে! মগেরা যেমত কাপুরুষ অবার তেমনি নির্দ্দয়—হৃদয় এমত ক্রূর আর কোন জাতির নহে। বল্লভ আমাকে চিনিতে পারে নাই। এ বেশে সহজে চেনা যায় না, তাহাতে আবার এদেশে আমার আসাই অস-ম্ভব। এখন ত একপ্রকার পরিত্রাণ হইল। কিন্তু মহারাজ মানসিংহের নিকট কি হইবেক, জগদীশ্বর জানেন। আমি সে সমাচার শুনিয়া অবধি চিন্তায় আর স্থির নাই। আহা! এই কারণেই আমার বল্লভ যাবজ্জীবন অসুখে কাটাইয়াছে,—এই মনব্যথাই তাহার শূলবেদনা! আমি তখন বুঝিতাম না—সে যে বলিত যে আমার সঙ্গে তাহার কখন মিলন সম্ভবে না,—তাহার কারণই এই। কিন্তু ইহাতে তাহার দোষ

কি? সে জানে না যে পাপ প্রতাপাদিত্য এত কঠিনপ্রাণ,—সে জানে না যে বিমলা এমত রাক্ষসী! কিন্তু সে ঔষধ দিবার পরই অনুমান করিয়া থাকিবেক, নতুবা এত মনস্তাপ কিসের? সে যে জেনে শুনে এ হেন নারকীও নৃশংস কর্ম্মে হস্ত দিয়া জন্মেরতরে স্বীয় আত্মাকে কলুষিত করিবে, ইহা অসম্ভব! রেবতী সমস্ত অবগত আছে। আহা! এই সকল দেখিয়াই তাহার জ্ঞানত্যাগ হইয়াছে—মন এত শোক ও কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম! কিন্তু রেবতী বড় বুদ্ধিমতী—কাযের সময় দিব্য জ্ঞান প্রকাশ পায়। তাহারই বুদ্ধিকৌশলে আমি অব্যাহতি পাইলাম ও কৃতকার্য হইয়াছি। যেরূপ সন্ধিপত্র পাইয়াছি তাহায় অবশ্য মহারাজ মানসিংহ সন্তুষ্ট হইবেন। মগেরা একান্ত মূর্খ, ইহাদিগের কোন বিবেক নাই। যাহা হউক রেবতী এখানে কি প্রকারে আসিল? কেমন আবার রক্ষকের ন্যায় যথাযোগ্যকালে উপস্থিত হইয়াছিল! সে এখন কোথায়? তাহাকে পাইলে দুটা মনের কথা কহি। সে আমার সমস্ত মন্ত্রণা অবগত আছে। তাহাকে এ সকল কে বলিল? সেইত পথে গাছের ছালে বল্লভের গতির বিষয় লিখিয়াছিল; সেই ত আমায় পথ দেখাইয়া আনিয়াছে। আমি যখন পথবিষয়ে সন্দেহ করিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিয়াছি, তখনই দেখি যেন কে আমাকে অঙ্গুলী দিয়া পথ দেখাইয়াছে। অনুমান করি, মৎসদহের ক্যেয়াঙ্কে সেই গঞ্জালিসকে দেখিয়া বল্লভকে সমাচার দিয়াছিল; আবার সে বলিল, সেই অনুপরামকে রাখিয়া আসিয়াছে। আমাকে যখন মগ রাজপুরুষেরা স্ত্রীলোক সন্দেহে ধরিয়াছিল তখনই মনে করিয়া-

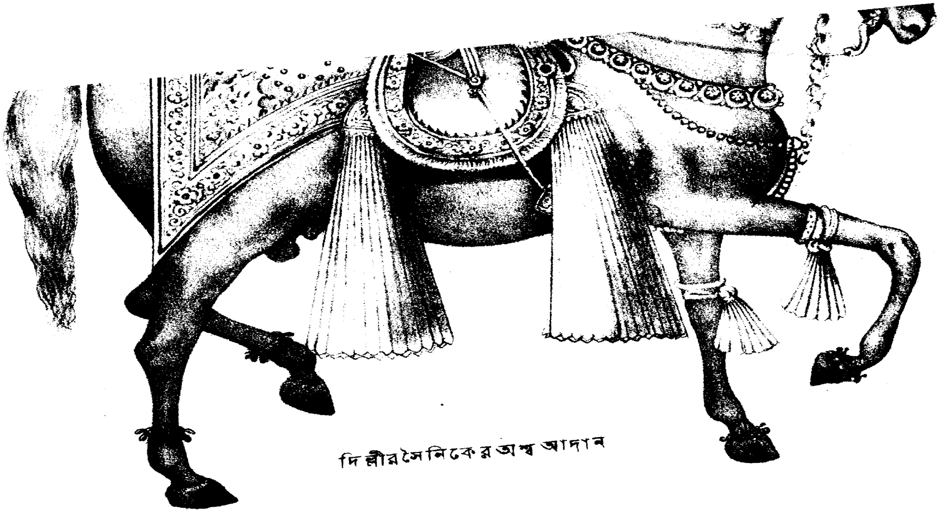
ছিলাম যে বিধাতা আমার অন্তিমকাল উপস্থিত করিলেন। অসভ্য ও কদাচারী মগমধ্যে একাকিনী পুংবেশধারী স্ত্রীলোক আত্মরক্ষায় একান্ত অক্ষম। তখন কি সময়োচিত ব্যবহারই হইয়াছিল! রেবতী কেমনে জানিল যে আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছে! আমি যখন কন্দরদরীতে প্রবেশ করিলাম, যখন দ্বারে ছয়জন নৃশংস মগরাজপুরুষ খড়্গহস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তখন আমার আত্মহত্যায় মন হইয়াছিল—তখন বিধাতাকে স্মরণ করিয়া আমি কণ্ঠে কর্তরিকা নিয়োগ করিতে উদ্যত! রেবতী আমার মাতার ন্যায় কর্ম করিল! দরীর অন্তরাল হইতে আসিয়া আমার হস্ত ধরিল, আমাকে যেন প্রাচীন নীতিদর্শকের ন্যায় কত বুঝাইল, ‘বলিল, এখন নিশ্চিন্ত থাক, মগেরা মদ্যপান করিতেছে, তাহারা এক্ষণেই অচেতন হইবেক;—তাহাদিগের মদ্যে এমত মাদক বকাল দিয়াছি যে এক এক বিন্দু পান করিলে ত্বরায় মৃতপ্রায় হইবেক’। আমাকে পলায়নের পথ দেখাইয়া দিল। আপনি তাহাদিগের কুসংস্কারের সুযোগে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখাইয়া নট বলিয়া বিশ্বাস করাইল। স্বয়ং অকুতোভয়ে তাহাদিগের সহিত নানাবিধ ছলনায় যক্ষপুর পর্যন্ত কখন দৃশ্যভাবে, কখন অদৃশ্যভাবে চলিল। আবার রাজার নিকট যথাকালে দেখা দিয়া আমাকে অন্তর্দ্বার দেখাইয়া কেমন অন্তরালে রহিল! হায়! এ যাত্রা রেবতী না থাকিলে আমার কোন উপায় থাকিত না। রেবতী তুমি আমার মা! একবার আমার মনের অভিলাষ তোমায় দেখি!”

যুবাদূত এই প্রকার নানাবিধ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বল্লভ ভজহরি ও বরদাকণ্ঠের প্রতীক্ষা করিতেছে, এমত সময় দরীর ঊর্দ্ধস্থ ভৃগু হইতে অল্পে অল্পে রেবতী পদদ্বয় ঝুলাইয়া ক্রমে যেন ভূমে খসিয়া পড়িল। যুবাদূত অকস্মাৎ ভৃগূৰ্দ্ধ হইতে মনুষ্য পতনে চমৎকৃত হইতে না হইতে রেবতী যুবার গলদেশ ধরিয়া মস্তকে চুম্বন করিয়া বলিল, "প্রভাবতি, এই তোর রেবতী, কোন চিন্তা করিস না; যখন বিপদে পড়িবি তখনই তোর রেবতী তোরই কমে আছে। না! না! না! আর না! বাড়াবাড়ি কিছুই নয়!" বলিয়া দ্রুতপদে দ্রোণীর অপর দিকে চলিয়া গেল। প্রভাবতী যেন স্বপ্নোত্থিতার ন্যায়, যেন নববিদেশিনীর ন্যায়, যেন সহসা লব্ধনিধি দরিদ্রের ন্যায়, যেন প্রাপ্তচক্ষু জন্মান্ধের ন্যায়, বিহ্বলা হইয়া কতক্ষণ সেই দ্রোণীর প্রস্তরের উপর ভরদিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহা জ্ঞান নাই; পরে নিকটে অশ্বপদ শব্দে চৈতন্য পাইয়া ব্যস্তে স্বীয় অশ্ব আরোহণ করিয়া এক বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল। ক্রমে পদশব্দ নিকটস্থ হইল, ক্রমে ভজহরি বল্লভ ও বরদাকণ্ঠকে দেখা গেল, ক্রমে তাহারা দ্রোণীতে প্রবেশ করিল। প্রভাবতী তাহাদিগের সহিত এক্ষণে সাক্ষাৎ করা উচিত কিনা চিন্তা করিতে করিতে দেখেন যে দ্রোণীর অপরদিক হইতে একটা মনীপুরী টাটুতে রেবতী আসিয়া বল্লভকে বলিল, বল্লভ, চল আমরা ক্যেয়াঙ্গে না গিয়া একেবারে নাভ-অন্তরীপের দিকে যাই, দেখিবে মানসিংহের উপঢৌকনের পোত প্রস্তুত হইতেছে ও আমাদিগের কঠাল সেখানে প্রস্তুত আছে, একেবারে রায়গড়ে পৌঁছিব। পথে কোন ব্যক্তি আমাদিগের সঙ্গে মিলিবেক,

কিন্তু তোমাদিগকে কঠালে স্ব স্ব চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিতে হইবেক।”

বল্লভ বলিল, “রেবতি, তোমার কৃপাতেই আমরা পদে পদে উদ্ধার হইয়াছি। তুমি যেমত আজ্ঞা করিবে তাহার অন্যথা করিব না। কিন্তু—বাজারের নিকট যে পরম সুন্দর দেবপ্রতিম যুবাপুরুষটি আমাদিগের শুশ্রূষা করিতে ছিলেন, তিনি কে?”

রেবতী বলিল, “সে কথা পরে হইবেক, এখন দ্রুত চল।” রেবতীর কথায় ও তাহার অশ্বচালানবেগ দেখিয়া সকলেই বেগে অশ্ব চালাইল। প্রভাবতী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রেবতীর কথা শুনিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকিয়া তিনিও তাহাদিগের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।”



দিল্লীর সৈনিকের অশ্ব আদান

একাদশ অধ্যায়।

"ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবাপৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে।
ধ্রুবম্ বিশ্বম্ ইদম্ জগৎ ধ্রুবোরাজা বিশামযম্॥"

"সাবধান সাবধান! দিদি শীঘ্র উঠে এসগো! ওমা কি হবে? ঐ যে ভুস করে ভেসে আবার ডুবে গেল! কর্ণধার নৌকা ভেড়াও!" কর্ণধার বহুদর্শী, নৌকার পৃষ্ঠদেশে দাঁড়াইয়া দূরস্থ বৃহৎ একটা কুম্ভীরের গতি লক্ষ্য করিতেছিল। কুম্ভীরকে নিকটে আসিয়া ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়া নিকটস্থ দীর্ঘবাঁশের লগী দুই হাতে উঠাইয়া বিষম জোরে ভাসমান খর্জ্জুরস্কন্ধনিভ ভীমমকরের পৃষ্ঠদেশে চটাশ শব্দে আঘাত করিল। আঘাতমাত্র তত্রত্য জল চতুর্দিকে ছিটকাইয়া উঠিল ও তিলেকের জন্য সে স্থানাকাশ জলবিন্দুতে আপ্লুত হইল। কুম্ভীরের পৃষ্ঠদেশে বাঁশটা লাগিয়া মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। কুম্ভীরটা জল ওলটপালট করিয়া তিন চারি হাত পিছলাইয়া যাইয়া ডুবিল। তীরে সুমতী কটীদেশ পর্যন্ত জলে দাড়াইয়া স্নান করিতেছিলেন, শব্দমাত্রে ব্যস্ত হইয়া দৌড়িয়া তীরে যেমন উঠিয়াছেন অমনি তীরস্থ জল আলোড়িত করিয়া ভীষণ লাঙ্গুলহিল্লোলে একে ইচ্ছামতীর ঘোলা জল আরও কর্দমাক্ত করিল। কুম্ভীর এতবেগে সে স্থানে গিয়াছিল যে প্রায় তাহার সকণ্টক শরীর সমস্তই দেখা গেল। "হাঁ হাঁ। ধর ধর! মার মার! সর্বনাশ এগোরে!" বলিয়া চতুর্দিকে

মহাকোলাহল উঠিল; সকলে দূর ও নিকট হইতে শব্দমাত্র করিল, কিন্তু কেহই একপা অগ্রসর লইল না। অকস্মাৎ এই ব্যাপারটি উপস্থিত হওয়ায় সকলে প্রায় হতবুদ্ধি হইয়াছিল। রমাইবীর নিকটের অপর এক নৌকায় বসিয়া কলসীর কানা-ভাঙ্গার উপর বড় সাড়ে পাঁচসেরা গোল ডাবায় প্রায় দুই হাত লম্বা একটা নলের কাটি লাগাইয়া নৌকার কূপকে ঠেস দিয়া ঢিমে চালে অল্পে অল্পে তামাক টানিতে ছিল। মাজির বাঁশ ভাঙ্গিবার পরই দাঁড়াইয়া উঠিল, সুমতীর নিকটস্থ তীরে জলে কুম্ভীরাগমনহেতু আলোড়ন দেখিয়া এক লম্ফে তীরে পড়িয়া নিমেষমধ্যে সুমতীর হাত ধরিয়া টানিয়া উপরে লইয়া গেল। সুমতী ভয়ে লজ্জাহীনাপ্রায় হইয়া দুইহাতে রমাই-বীরের দক্ষিণবাহু চাপিয়া ধরিল। রমাইবীর উপরে যাই-য়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "রামদাদা, আজ তোমার গৃহিণী বেহাত হইল—আমি তাহার এক পাণিগ্রহণ করিয়াছি কিন্তু সুমতীদিদি তোমার জন্য একটিও হাত না রাখিয়া আমাকে দুই পাণি দিয়া গ্রহণ করিল। উলুলু! উলুলু! আজ রমাবীরের বে,—কুম্ভীর তার ঘটক আর ইচ্ছামতী তার ছাঁদলাতলা!" রাজা রামচন্দ্ররায় কোলাহল শব্দমাত্রে নৌকায় উঠে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—রমাইবীরের সময়োচিত সহায়তায় সন্তুষ্ট হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মণ ভাই, তোমার কিন্তু যোগভঙ্গ হইল, এখন অগ্নি পরীক্ষা না করিলে আর আমি সুমতীকে ঘরে লইব না।" সুমতী রমাইবীরের বাক্যে লজ্জিতা হইলেন, ব্যস্তে অঞ্চলদ্বারা মুখ আবরণ করিলেন। রমাইবীরের বাহু ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন। রমাই তাঁহার নিকট হইতে

নাচিতে নাচিতে "আজ আমার বে হবে, কুমীরে সইতে যাবে জল; রামচন্দ্র গয়না দেবে রমাই পাবে ফল।" এই কথা সুর করিয়া গাইতে গাইতে রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার শ্বশুরের আশীর্বাদে আপনাদের ত অগ্নিকার্য নাই; তায় অগ্নি পরীক্ষা কেমনে সম্ভব? আপনার ইচ্ছা হয় ভাসা পরীক্ষা করিতে পারেন। কুমীর মামা ত ডোবা পরীক্ষার চেষ্টায় ছিলেন। আমি কিন্তু নাচা পরীক্ষায় মজবুত।" বলিয়া একপাক তাধেই তাধেই করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিল।

রাজা বলিলেন, "তোমার নাচের ধমকে নৌকার তক্তা ভাঙ্গিয়া গেল। এ নাচের উপযুক্ত পুরস্কার কি?"

রমাইবীর বলিল, "এর পুরস্কার চাঁদখানের দেদো মোণ্ডা। দাদা সত্য কথা বলতে কি, তুমি আবার চাঁদখানের কারাগারে যাও আমি আমবাগানে সাধুবনে বসিয়া দেদার গোল্লা খাই। আমায় তোমার চন্দ্রদ্বীপ হতে দেদো মোণ্ডা ভাল লাগে।"

রাজা বলিলেন, "যা হউক, এ বড় ভয়ানক নদী, ইহার জল যেমত বোদা, আবার তীরেও তেমত জঙ্গল।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, এমনি আপনার শ্বশুরের শাসন যে এদেশে জলে বাঘ ডাঙ্গায় কুমীর; এত বড় প্রকাণ্ড কেঁদ বাঘ ত আমি কখন দেখি নাই।"

রাজা বলিলেন, "কেন আমি পূর্বেই ত বলিয়াছিলাম যে ইচ্ছামতীতে কুম্ভীর অনেক; এখানে জলস্পর্শ করা উচিত নহে।"

রমাই বলিল, "মহারাজ, তা বল্লে কি হয়? আমাদিগের দিদিরা জলের বাঘ কথা কয়ে দেখুন আপনার কপালে হাত না পা। তিনি আমার বাহুতে হাত দিয়ে আপনার স্কন্ধে পা দিবেন।"

রাজা বলিলেন, "সত্য একবার যাইয়া দেখি সুমতী কি বলেন।" রাজা নৌকা হইতে সুমতী নৌকারদিকে গেলেন। সুমতী শ্বাস পাইয়া আপনার নৌকায় গিয়া বসিয়াছেন, দাসীরা তাঁহার সুদীর্ঘ কালীয় সর্পের ন্যায় বেণী দিয়া কবরী ভার বাঁধিয়াছে, তাহে শরচ্চন্দ্রনিভ-মুক্তাফল জড়াইতে জড়াইতে কামিনী নামক সহচরী বলিল, "রমাইবীর প্রকৃত বীরই বটে।"

সুমতী বলিল, "ভাই সত্য বলিতে কি, রমাই আরজন্মে আমাদিগের কেউ ছিল,—নতুবা পদে পদে আমাদিগের জীবন রক্ষা করিবে কেন? যেখানে বিপদ সেই খানেই রমাই বীর। যেখানে সঙ্কট সেই খানেই রমাই বীর!"

কামিনী বলিল, "রমাই যখন তখন পাগল ভাঁড়ের মত এলমেল বেড়ায় কিন্তু কাযের সময় বিশেষ হোঁসিয়ার। কেমন বাগিয়ে আপনার হাত ধরেছিল। আপনিও বেশ ভাবে তার বাহু জড়িয়ে ছিলেন;—আমরা মনে করিলাম বুঝি এই অবকাশে একটা কি হয়ে পড়ে!"

সুমতী ঈষৎ হাস্যবদন অঞ্চল দিয়া আবরণ করিয়া বলিলেন, "ও মা লাজে মরে যাই—আমার তখন চেতনা ছিল না। এত লোকের মধ্যে কেমন করে লজ্জার মাতা খেয়ে ঐ মিনুষেটার হাত ধরিলাম! আমার বড় ভয় হয়ে ছিল, বোধহয় যেন এবারে জন্মেরতরে গেলাম!"

কামিনী বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি এতদিন কি রমাই-বীরকে চিনতে পারেন নি?"

সুমতী বলিল, "আমি তখন পাগলিনী প্রায়;—বহুকাল কারাবাসে, আবার তাহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় আমি জীবনমৃতপ্রায় ছিলাম। যখন কিলোদারের লোক আমায় সেই কুসমাচারটি দেয়, তখন আমাতে আর আমি নাই—আমি যেন উন্মত্তপ্রায় হলাম! আর লাজ্জা ত জীবন পর্যন্ত—যখন সহমরণ করিতে প্রস্তুত তখন আর কি লজ্জা থাকে?"

কামিনী বলিল, "কেন রমাইবীর কি আপনাকে পরামর্শ ভেঙ্গে বলে নাই? আমরা ত সকলে কেউ ভৈরবী, কেউ ব্রহ্ম-চারিণী সেজে, কেউবা মেছুনী, কেউবা নাপতিনি সেজে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বেড়াইতাম, আর রোজকেরোজ দুবেলা রমাইকে সমাচার এনে দিতাম। রমাই যদি আমাদের ইঙ্গিত করিত তাহাহলে চাইকি আমি রোজ দুবেলা আপনার কাছে যেতাম।"

দক্ষিণা বলিল, "আমরা জানি, যে রমাই আপনার সঙ্গে সকল পরামর্শ করিয়া চলিত। আমি রমাইকে একদিন আপনার কথা বলায় সে বলিল, যে ওকায আমাকে ছেড়ে দাও—তোমরা ওতে হাত দিও না।"

সুমতী বলিল, "কামিনি, দিদি তুই কি সেজে ছিলি?"

কামিনী বলিল, "দুঃখের কথা কও কেন? আমি নাপ-তিনি সেজে মহা বিপদে পড়েছিলাম। আমায় রমাই বল্‌লে যে তুমি একবার গোবিন্দের গৃহিণীর কাছে যাও ও তার

ভাবভক্তি বুঝে এস, পার ত তাহার স্ত্রীর মনে ভাল করে বিদ্রোহীর ভাব তুলে দিও। নানারকম ভোচোঙ্গ দিয়ে কেলেগোপালে আমড়াগেছে করে একবার তার মনটা গরম করে গাছে তুলে দিতে পার ত বড়ই ভাল।

সুমতী বলিল, "কেন এত ছলনার প্রয়োজন? আর তার মন গরম হইলেই বা কি ফল?"

দক্ষিণা বলিল, "কেন বুঝিতে পারিতেছ না? তোমা-দিগের পলায়ন সময় দেশে রাজবিপ্লব ও আত্মবিদ্রোহ হইলে, রাজপুরুষেরা সেই বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকিবেক, আপনাদিগের পলায়নের যথেষ্ট সুবিধা—কেহ অনুসরণ করিবার থাকি-বেক না।"

কামিনী বলিল, "শুদ্ধ তাই কেন ভাই? রমাই এই কর্ম-টায় বিশেষ রাজ্যকৌশলে নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে কচুরায় আসিয়া প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন ও তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বঙ্গে দিল্লীর একাধি-পত্য স্থাপন করিবেন; অতএব এ সময় প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে নানাবিধ বিপ্লব না উপস্থিত করিলে, তাহার সমস্ত সেনা একত্র হওয়ায় সম্ভব ছিল।"

সুমতী বলিল, "হাঁ, তা বটে, মহারাজ যদ্যপি স্বীয় সমস্ত সেনা একত্র করিয়া স্বয়ং সেনাপতি হন, তাহা হইলে পৃথিবীর কোন রাজাই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না—তাঁহার তুল্য প্রবলও যুদ্ধকুশলজ্ঞ আর কেহ নাই। আহা! মহারাজের ত সমূহ বিপদ! এখন মহারাজ কোথায় আছেন তাহা কিছু জান?"

কামিনী বলিল, “এখন মহারাজ রায়গড়ে এই আমাদিগের শেষ সম্বাদ। কিন্তু অদ্য মহারাজ কোথা ও কি করিতেছেন আমি বলিতে পারি না।”

এমত সময় মহারাজ রামচন্দ্ররায় নৌকায় উঠিলে, ব্যস্তে একজন সহচরী আসিয়া বলিল, “দিদি, মহারাজ আসিতেছেন!” সুমতী ব্যস্তে শিরোদেশে বস্ত্র টানিয়া দিলেন ও গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। কামিনীও দক্ষিণা কেশবন্ধনের দ্রব্য সকল স্থানান্তরিত করিতে লাগিল। বিস্তৃত দর্পণ লইয়া দক্ষিণা অন্তগৃহে প্রবেশ করিতেছে, সুমতী দর্পণে রাজারও তাঁহার সহিত রমাইবীরের প্রতিবিম্ব দেখিয়া কামিনীকে বলিলেন, “কামিনি, একযোড়া ভাল হিরকের বালা ও একটী নক্ষত্রমালা মুক্তার হার আন।”

মহারাজ প্রবেশ করিলে সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, এমত অসময়ে এখানে যে?”

রাজা বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। তোমার ত কোথাও আঘাত লাগে নাই? কি ঈশ্বরের কৃপা! এক দুঃখ ও বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে না হইতে আবার বিপদ উপস্থিত! মা যশোহরেশ্বরীর কৃপাতেই অদ্য রক্ষা পাওয়া গেল!”

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, এই আসনে বসুন, রমাই বোস ভাই বোস, আজ তোমার দত্তপ্রাণ পাইয়াছি।”

রাজা বলিলেন, “কোন কষ্ট হয় নাই?”

সুমতী বলিল, “মহারজ, এখন বিধাতা আমাদিগের প্রতি

সুপ্রসন্ন, নতুবা এরূপ অসম্ভব অব্যাহতি কেন হইবে? রমাই আমাদিগের মঙ্গলগ্রহ।”

রমাই বলিল, “এ পোড়ার অদৃষ্টে গ্রহগুণ ছুটিল না। বিশেষ অনুগ্রহ তাই কুগ্রহ হই নাই। কেন আর কি কোন মিষ্ট বিশেষণ পেলেন না। আমাকে কেন মঙ্গলঘট বলুন না।”

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ আপনার উপর আমার একটি অভিমান আছে। আপনি যখন রমাইবীরের পত্র পেলেন ও তাহার দত্ত মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিলেন, তখন কেন একবার এ দাসীকে স্মরণ করিলেন না? মহারাজ আপনি বড় কঠিনহৃদয়। পুরুষমাত্রেই নির্দয় তাহারা স্ত্রীলোকের মনের ভাব কখন বুঝিতে পারে না। মহারাজ, একবার স্ত্রী হইলে পতিত্বকর্মে দক্ষতা জন্মিবেক।”

রমাই বলিল, “মহারাজকে আর স্ত্রী হতে হবে না, উনি ত স্ত্রী হইয়াই আছেন। স্ত্রী না হলে স্ত্রীর মর্যাদা জানে না। কিন্তু মহারাজ পতির মর্যাদা যদি জান্‌তেন তাহলে আর আপনার কাছে আস্‌তেন না দিদিকে ডেকে পাঠাতেন।”

সুমতী বলিল, “মহারাজ আমিও ত তাই বলিতেছি; এ দাসীকে একবার ডেকে পাঠালেই হইত।”

রাজা বলিলেন, “সেটা তৎকালে অসম্ভব। আমি নিজে কারারুদ্ধ আমার আজ্ঞা কে বহন করিত?”

সুমতী বলিল, “কেন রমাইকে উত্তর দিয়া লিখে দিলে হত।”

রাজা বলিলেন, “সত্য বলিতে কি আমার উদ্ধারের

সমাচারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে তখন আমার বিবেক ছিল না।”

রমাই বলিল, “মহিষি এইবারে বাগে পেয়েছেন, চেপে ধরুন, ছাড়বেন না। মহারাজ উৎসাহে প্রিয়তমা বিস্মৃত হন!”

রামাইবীরের এই কথাটি শুনিবামাত্র মহারাজের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইল। বলিলেন, “রমাই ভাই তুমি আর বিপক্ষতাচরণ করিও না। এখন আমাকে সাহায্য কর।”

সুমতী বলিল, “না না তা হবে না, রমাই আমার দলে, সে মহারাজের সহায়তা করিবে না।”

রমাই বলিল, “আমি অত জানি না যে আমায় মোণ্ডা দেবে সেই আমার প্রভু।”

রাজা ব্রীড়ীত হইয়া কোনমতে এই প্রস্তাব বিস্মরিবার মানসে বলিলেন, “সুমতি রমাইকে অদ্যকার জন্য কিছু পুরস্কার দেওয়া উচিত। কি বল তোমার মত কি?”

সুমতী ঈঙ্গিত করিবামাত্র কামিনী অলঙ্কারদ্বয় আনিয়া উপস্থিত করিলে রাজা হীরকের বালা লইয়া রমাইবীরের হাতে পরাইবার উদ্যম করিলে রমাই পশ্চাতে হটিয়া যাইয়া বলিল, “মহারাজ এ হাতে আপনার অধিকার নাই।”

রাজা হাসিয়া বলিলেন, “ভাল ভাই আমার ত গলদেশে অধিকার আছে আমি নক্ষত্রহার পরাইয়া দিব।”

রমাইবীর বলিল, “এ কথা অবশ্যই মানিতে হইবেক। আপনি দেশের রাজা কথায় কথায় শির লইতে পারেন কিন্তু হাত রাজমহিষীর।”

সুমতী ঈষৎ হাস্য করিয়া অবনতমুখে হীরকের বালা রমাইবীরের হস্তে পরাইতে চেষ্টা করিলেন। স্ত্রীর উপযোগী-বলয় পুরুষের স্থূল ও প্রশস্ত কন্যুষের অস্থিতে বসিল না। রমাই বলিল, "বাবা আমার বালায় কায নাই এত হাতকড়ি এ রাজকন্যা ও রাজমহিষীর হাতেই ভাল শোভে।" রাজা "দেখি আমি বসাইতে পারি কি না" বলিয়া বলয়ের কীলক খুলিয়া অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বলয়াঙ্গ বলে রমাইয়ের কন্যুষে বসাইতে গেলে রমাই চীৎকার করিয়া অন্তরে পলাইল। কামিনী হার ও বলয় দিয়া অন্তরে দাঁড়াইয়া ছিল চীৎকার শুনিয়া "আহা" বলিয়া রমাইয়ের পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়া রমাইয়ের হাত আপন হস্তে লইয়া অঙ্গুল্যগ্রদিয়া ঘর্ষণ করিতে লাগিল। রমাই বলিল, "মহারাজ আর একবার চেষ্টা করুন সত্য বলিতে কি আপনি দিবারাত্র এমত যন্ত্রণা দিলে আমি ভাল থাকি। যন্ত্রণার ব্যথার পরে প্রতিকারের ঘর্ষণে মায় শুদ শোধ হয়।"

কামিনী রমাইবীরের কথা শুনিয়া লজ্জিতা হইয়া অপর গৃহে পলাইয়া গেলে রাজা ও সুমতী উভয়ে এক স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কামিনী কোথা যাও এস রমা-ইকে আবার বালা পরাইব।"

রমাই বলিল, "মহারাজ কামিনীর দয়া তাহার মনের মত চঞ্চল।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ যাহা হউক এ বালা যদি রমাই-বীরের হাতে না হয় তবে কামিনীকে পরাইয়া দিই তাহা হইলেই রমাই সন্তুষ্ট হইবেন।"

রমাই বলিল, “গহনায় আমার আপত্তি নাই ও বালা কেন এ হারও কামিনীর কণ্ঠে দিলে শোভা পায় তবে মোওার বেলা আমি তাহা বলিতে পারি না। মোওাটা আমি পাইলেই ভাল হয়।”

রাজা বলিলেন, “রমাই এখন ব্যঙ্গ ত্যাগ কর। আমার ইচ্ছা ও আমার বিশ্বাস সুমতীরও আগ্রহ যে তোমাকে আমরা যথা কথঞ্চিৎ সুখী করি। অতএব তোমাকে আমার সরকার বক্লার চাকলেদারী পদ দিই। কামিনী কোথা গেলে লিখিবার কাগজ ও কলম আন।”

ক্ষণেকে দক্ষিণা এক খণ্ড সোণার হলকরা কাগজ ও একটী মীণাকরা কলমদানের লম্বা অপ্রশস্ত বাক্স আনিলে রাজা তাহার ডালা খুলিয়া একটা কঞ্চীর সোণার হলকরা কলম লইয়া বাক্সের অপর পার্শ্বস্থ দোয়াত হইতে কালী লইয়া একটি সনন্দ স্বহস্তে লিখিয়া স্বীয় অঙ্গুরীয়ক দিয়া মুদ্রা করিয়া দিলেন। রমাই শির নোয়াইয়া তাহা লইয়া বলিল, “মহারাজ আমি আপনার কি শত্রুতাচরণ করিলাম যে আমাকে মহারাজের সঙ্গ হইতে বিদায় দিতেছেন? মহারাজ আমি দীনকায়স্থ, আমার সংসারে আর কেহই নাই আমার একমাত্র বন্ধু ও সহায় আপনি; আমার চাকলাদারিতে কোন প্রয়োজন নাই। আমার অর্থেরও আবশ্যক নাই। আমি চক্ষু বুঝাইলেই অন্ধকার। আমার কাঁদিবার লোক নাই। আমাকে এই চাকলাদারীর নাম করিয়া কেন দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করেন। আমাকে সুখী করিবার ইচ্ছা থাকে আমাকে ধনলোভ দেখাইবেন না। আমাকে আপনার সঙ্গে অবাধে ও অভয়ে বাস করিতে দেন

তাহাহইলেই আমার সমুচিত পুরস্কার। হীরা মুক্তাতেও আমার প্রয়োজন নাই। যাহা আমাকে পুরস্কার মনন করিয়াছেন তাহা কামিনীকে দিন সে সন্তুষ্ট হইবেক।”

রাজা বলিলেন, “তবে কামিনীকে ডাক।”

রমাইবীর “কামিনী কামিনী” করিয়া ডাকিল কিন্তু কামিনী উত্তর দিল না পরে রাজার হস্তে তাঁহার সনন্দটি রাখিয়া নৌকা হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন, “সুমতি রমাই অত্যন্ত সৎ ও আমাদিগের একান্ত অনুগত তাহাকে সংসারে স্থিত করিতে পারিলে বড় ভাল হয়। সে এখন উদাসীনের মত যথেচ্ছাচরণে কালকাটাইতেছে, তুমি কামিনীকে ডাকিয়া রমাইয়ের কথা বুঝাইয়া বলিও। রমাই গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করুক। তাহাহইলেই বিষয়াদিতে টান হইবেক।”

সুমতী বলিল, “রমাই আমাদিগকে যেরূপ স্নেহ করে তাহায় সে আত্ম ইষ্টনিষ্ট সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছে। দেখুন না আপনার অপরাপর কর্মচারী ত অনেক ছিল ও আত্মীয় কুটুম্বও যথেষ্ট কিন্তু এতদিন কেহই আপনার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পায় নাই।”

রাজা বলিলেন, “অনুমান করি ইতোপূর্বে চেষ্টা পাইলেও কেহ কৃতকার্য হইতে পারিত না। কেননা একেত পাপের ভোগ পূর্ণ না হইলে উদ্ধার হয় না আবার প্রতাপাদিত্য যতদিন যশোহরে ছিলেন ততদিন ও প্রকার চেষ্টা কেবল উন্মত্ততামাত্র। এখন দেশকাল উপস্থিত হইয়াছে রমাইও কৃতকার্য হইল।”

সুমতী বলিল, "মহারাজ আমার এখন ও ভয় যায় নাই। গোবর্দ্ধন যদি আমাদিগকে অনুসরণ করে তবেই ত ধরিবেক, অতএব আমি বলি যে পথে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

রাজা বলিলেন, "সুমতি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমরা গত সন্ধ্যার সময় যখন চাঁদখান হইতে রওয়ানা হই, তখন চাঁদখানে মহা হুলস্থূল। সত্য বলিতে কি সেখানে এক-প্রকার বিদ্রোহ উপস্থিত। গোবর্দ্ধন কিলেদার রাজত্বগ্রহণ করিয়াছে। সে সনন্দজারি করিয়া অপরাপর লোককে পঞ্চ-হাজারী, কিলেদার, বক্সি প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। মুসলমানসেনা যশোহর হইতে ঢাকা সোণারগ্রাম অঞ্চলে প্রস্থান করিয়াছে। এখন যশোহরে কেবল গোবর্দ্ধন স্বীয় ভটমাত্র লইয়া আছে, তাহে আবার শুনিতে পাই প্রায় তিনশত তল-বারীর অভাব! এস্থলে বলিতে গেলে এখন যশোহরে মোটে ছয় সাতশতমাত্র সেনা আছে। তাহারা যশোহর ছাড়িয়া আমাদিগকে অনুসরণ করিতে পারিবেক না। এদিকে আবার গোবর্দ্ধন নিজের দায়ে উদ্বিগ্ন সে রাজ্য পাইয়াছে। চক্রবর্ত্তী বা ছত্রধারী হইবেক এই উৎসাহে মত্ত সে এখন মাদৃশ বন্দীর অনুসন্ধানে চিন্তিত হইবেক না।"

সুমতী বলিল, "সে রাজত্ব কি উপায়ে পাইতে আশা করে বঙ্গ কি আমার পিতার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধনকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। আর তাহাও যদি হয় কিন্তু মানুল্লা আমাদিগকে শীঘ্র বিস্মৃত হইবেক না। তাহার আমা-দিগের উপর যে জাতঃক্রোধ।"

রাজা বলিলেন, "সুমতি তুমি মিথ্যা উদ্বিগ্ন হইয়া আত্ম-

ক্লেশ বৃদ্ধি করিতেছ। রমাই এই ব্যাপারে এমত কৌশল ও নৈপুণ্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে যে কোন বিষয়ই অনুপকপ্ত নাই। মানুল্লা রাজকোষের দ্বার উড়িয়া গেলে প্রথমে ভীত হইয়াছিল। রমাই তাহার নিকট সেই গোলযোগের সময় ছদ্মবেশে লোক পাঠাইয়া কোষের ধন কিছু মানুল্লাকে হস্তগত করিতে ইঙ্গিত ও পরামর্শ দেওয়ায় মল্লাজি লোভে পড়িয়া রাজকোষের ধন স্বীয় আবাসে লইয়া যান। আবার গোবৰ্দ্ধনের নিকট সেই সমাচার ভাবশুদ্ধে শুনানে গোবৰ্দ্ধন বলপূর্ব্বক সেই ধন ফিরাইয়া লইয়া যাইবার আদেশ দেয়। আবার গোবৰ্দ্ধনের আদেশ মানুল্লার কর্ণগোচর হইতে না হইতে রমাই মানুল্লাকে সাবধান করিয়া দিলে মানুল্লা প্রায় দশজনা অস্ত্রধারী লইয়া সেই ধন রক্ষা করে। আদেশ অমান্য ও তাহার বিপক্ষে অস্ত্রোত্তোলন করায় মহারুষ্ট হইয়া গোবৰ্দ্ধন মানুল্লার গৃহ আক্রমণ করিল। ডমরে তাহাকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। মানুল্লা এখন বন্দী অদ্য এতক্ষণে তাহার যাহা হউক একটা হইয়াছে। অনুমান মানুল্লার শিরশ্ছেদন হইয়া থাকিবেক। গোবৰ্দ্ধন উৎসাহে এমত সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছে যে মানুল্লা জীবিত থাকিতে নিশ্চিন্ত হইবেক না।”

সুমতী বলিলেন, “কোষের দ্বার উড়িল কেন ?”

রাজা বলিলেন, “সেও রমাইবীরের খেলা।”

সুমতী বলিলেন, “গোবৰ্দ্ধন, রাজ্যলাভে কি সাহসে মন দিল।”

রাজা বলিলেন, “সেটি কেবল রমাই ভায়ার কেরামত।

দাদা সাপ হইয়া দংশিয়া আবার ওঝা হইয়া ঝাড়াইয়াছেন। রমাই যে প্রণালীতে আমাদিগের মুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছে অনুমান করি এরূপ সর্ববিধায় সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী বুদ্ধি অপর কাহারও সম্ভবে না। সেই ত প্রথমে সাধু হইয়া যশোহরের সমস্ত সমাচার গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিল। পরে বাক্লায় ফিরিয়া গিয়া তথা হইতে সমস্ত সেনা রাজপুরুষ দাসদাসী সহচরী ইত্যাদি আনাইয়া যশোহরের দূরে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে নানাছলে ও নানাবেশে কেহ চেলা কেহ ব্যবসায়ী কেহ রোগী কেহ অন্ধ কেহ পঙ্গু ইত্যাদি বেশে তাহার নিকট উপস্থিত করাইল। এরূপ ছলনা ও যোগাযোগ না হইলে আমরা কস্মিন্‌কালে মুক্ত হইতাম না। তাহার দুইটি পরামর্শ ছিল যদি কৌশলে আমাদিগকে উদ্ধারিতে না পারিত তাহাহইলে সেই সমস্ত চেলা ও ব্যবসায়ী বেশধারী সেনার দ্বারা যুদ্ধ করিতেও প্রস্তুত ছিল। দৈবযোগে বিধাতা প্রসন্ন হইলেন সূর্য্যকুমারের অন্বেষণে জয়ন্তী রাজ্য হইতে নন্দরাম সচীব রমাইয়ের সঙ্গে যোগ দিল। তাহারও স্বকর্ম সিদ্ধ হইল; সে যশোহরে থাকিয়া সূর্য্যকুমারকে সমাচার পাঠায়। এদিকে রমাই সাধুবেশে একবার গোবর্দ্ধনের মনে লোভ দেখাইয়া আশা অঙ্কুরিত করিয়া ওদিকে গণকরূপে তাহার স্ত্রীর মন এমত উত্তেজিত করিয়া দিল যে গোবর্দ্ধন মত্ত হইয়া উঠিল, কৃতজ্ঞতা মানিল না। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে বিষম পাপে মন লাগাইল। কিন্তু বলিতে কি এ সমস্ত গ্রহের কর্ম প্রতাপাদিত্যের অধোগতির কাল উপস্থিত, নানাপ্রকার উপলক্ষও হইল।"

সুমতী বলিল, "মহারাজ, আপনার কথায় আমার হৃৎকম্প

হইতেছে। আমার এ হরিষে বিষাদ। পিতা আমার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন বটে কিন্তু তিনি যে পিতা একথা আমি বিস্মরিতে পারিতেছি না। যখন বঙ্গাধিপ প্রথমে আপনাকে কারারুদ্ধ করেন তখন রাগে ও শোকে আমার ভক্তির বৈলক্ষণ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন পিতার বিপদ শুনিয়া আমার মন কাঁদিয়া উঠিতেছে। মহারাজ আমি একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।”

রাজা বলিলেন, “হাঁ, তুমি কেন আমিও ইচ্ছা করি, কিন্তু আমি সাক্ষাৎ করিলে অস্ত্র ব্যবহার করিতে ক্রটি করিব না। বলিতে কি আমার এখন ইচ্ছা যে বাক্লাচন্দ্রদ্বীপে না যাইয়া সৈন্য লইয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে যোগ দিয়া নরাধম কায়স্থবংশ কুলাঙ্গারকে তাহার পাপের মত স্বহস্তে শাসন করি।”

সুমতী বলিল, “মহারাজ, তোমার রোষ হইতে পারে, কিন্তু তিনি তোমার গুরুজন। যদি কর্ম্মের গতিতে কোন অকৌশল করিয়া থাকেন তাঁহার মনে স্নেহের অভাব নাই জানিয়া সে বিষয়ে ক্ষমা করা মহতের কার্য। মহারাজ! ক্ষমাই মহত্ত্বের একমাত্র গুণ। তিনি তোমাকে কারারুদ্ধ করেন নাই। অনুমান করি রাজ্যরক্ষার জন্য বাক্লার ভৌমিককে হস্তগত করা আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি বঙ্গের স্বাধিনতার জন্য স্বীয় জামাতার উপেক্ষাও করেন না। মহারাজ এ বড় সামান্য গুণ নহে। রামরাজ্যের জন্য, বঙ্গের মান্যের জন্য তিনি আত্মীয়ের খাতির রাখিলেন না। মহারাজ অযোধ্যাপতি জনপ্রবাদের ভয়ে প্রাণতুল্য জানকীকে বনবাস দেন ও

অগ্নিপরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করেন। আপনিও সেই অধমতারণ নাম ধারণ করিয়া তাঁহার ধর্ম রক্ষা করুন,—স্বীয় স্বাধীনতা-ব্যয়ে দেশের মঙ্গল আশা করা উচিত। মহারাজ, স্বার্থপ্রবণ-নেত্রে যে কর্মকে দোষ বলিয়া দেখিতেছেন, একটু নিরপেক্ষ হইয়া দেখিলে সেটি গুণ বলিয়া মানিতে হইবেক—যশোহর-রাজ যদ্যপি সে সময় আপনাকে কারাগারে না রাখেন, তাহা হইলে আপনি দিল্লীশ্বরের দলভুক্ত হইয়া বঙ্গাধিপের এক-চক্রর হানি জন্মাইতে পারিতেন।”

রাজা বলিলেন, “সুমতি, তোমার বাক্য ও বিচার শ্রুতি-প্রিয়, যেন পশুর প্রতি ঘাতকের উক্তি! হাঁ! হিংস্রক জন্তু হইতে রক্ষার্থে আমাকে বন্ধনস্থ করিয়াছিলেন, আর আমি এখন মুক্তিলাভের আশায় মোচিত হইয়াছি! কিন্তু আমি তোমার কথায় অনুমোদন করিতে পারি না। মহারাজ প্রতাপা-দিত্য যদ্যপি এতই বঙ্গের প্রাধান্য সমর্থনে যত্নবান, তাহা-হইলে বঙ্গের দ্বাদশভৌমিককে একে একে হীনবল করিয়া মধ্যাহ্নসূর্যচিহ্নপতাকা তাহাদিগের দুর্গের উপর উড়ান তাঁহার পক্ষে উচিত হয় নাই। নিজে সমস্ত ভৌমিকের রাজ্য ক্রমে ক্রমে দখল করিয়া লইলেন, স্বরাজ্যের আয়ত্ত বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু দূরদেশে সমুচিত শাসন হইল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রীতিনীতি আচার ব্যবহার প্রভেদ; প্রতাপাদিত্য স্বয়ং তথায় সর্বদা যাতায়াতে ও পর্যবেক্ষণে অক্ষম হওয়ায় তত্রত্য লোক-সমাজে প্রেমলাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমে প্রজারা স্বীয় চিরপরিচিত পুরাতন রাজবংশের অভাব বোধ করিয়া অব-শেষে প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে হস্তোত্তোলন করিল। এমন

অবস্থায় একাকী মিষ্টভোজী কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? এরূপ না করিয়া প্রতাপাদিত্য যদ্যপি সকল ভৌমিকের সহিত প্রীতি প্রণয় রাখিতেন, তাহাহইলে সকলে একত্র হইয়া দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে পারিতাম; এখন প্রতাপাদিত্য একান্ত মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, কেন যশোহরের শাসনে অসন্তুষ্ট? সে যাহাহউক, বঙ্গাধিপ ত হিন্দুধর্মী, বঙ্গাধিপ ত বাঙ্গালী, বঙ্গাধিপ ত কায়স্থ—আমি তাহার সহিত আপনার সম্পর্কের কথা কহিব না—এই তিন কারণে মহারাজ, বঙ্গাধিপের পক্ষ হওয়া উচিত।"

রাজা বলিলেন, "তুমি এমত ক্ষুদ্রদর্শী হইতেছ কেন? হিন্দু ও বাঙ্গালী ও কায়স্থ বলিয়া কি অযোগ্যে মান দিব? আমা হইতে তাহা হইবেক না। তুমি এখন সে সব কথা ত্যাগ কর, এখন আমার রাজধানী কোথায় করিব, তাহার বিচার কর।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, এ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। আমার জ্ঞান এই যে, ঐ তিন কারণের মধ্যে একেই অনর্থ ঘটিতে পারে, সেস্থলে তিনের যোগে যে কি ঘটিবে বলিতে পারি না!"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "সুমতি, তিন অনর্থে এক অর্থ ঘটিল।"

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, বিষয়কর্মের কথা—ব্যঙ্গ করিবেন না। তিন কৃষ্ণে কি এক শ্বেত হয়?"

রাজা হাস্য করিয়া বলিলেন, "সুমতি, এখন আমরা

প্রতাপাদিত্যের কোন বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছি না, অতএব অকারণ আত্মবিচ্ছেদে প্রয়োজন কি? যখন সময় উপস্থিত হইবে তখন বিবেচনা করা যাইবেক। এতকালের কারাবাসের পর সবে পাঁচ প্রহরমাত্র সাক্ষাৎ, এখনও দম্পতীর উপযোগী কোন মিষ্টাভাষণ হয় নাই; আজ প্রায় তিন বৎসর যদিচ একই স্থানে ছিলাম, কিন্তু কাহার অবস্থা কেহ কিছুই জানিতে পারি নাই। তুমি নৌকায় কখন উঠিলে?" রাজা এই কথা বলিতে বলিতে সুমতীর হাত ধরিয়া নিকটের আসনে বসাইলেন।

সুমতী বলিলেন, "মহারাজ, আমি আপনার অমঙ্গলসম্বাদ পাইয়া সহমরণ প্রতিজ্ঞা করিয়া কারাগার হইতে বাহিরে গেলাম, কিন্তু মানুল্লার পরুষ উক্তিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল! আমি কোথায় যাইব কি করিব কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আমবাগানের সাধুর আখড়ায় যাইয়া এক পাসে বসিয়া অনেকক্ষণ কতই কাঁদিলাম, তাহা এখন মনে হইলে স্বপ্নবৎ বোধ হয়। অকস্মাৎ এ দুর্দৈব হওয়ায় কল্পনা সাবিত্রীউপাখ্যান মনে আনিল; কায়মনোবাক্যে যশোহরেশ্বরীর নিকট স্তুতিবাদ করিলাম, শক্রাদি মাহাত্ম্য আদ্যন্ত মনে মনে সংযত হইয়া আবৃত্তি করিলাম, অনেকক্ষণ ধরিয়া জাতবেদসে মন্ত্রজপ করিলাম; ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন অনাহারে কোন ক্ষুদ্বোধ হইল না—"

রাজা বলিলেন, "আহা! এখনও তোমার মুখ মলিন হইয়া আছে। একেই ত কারাবাসের কষ্টে শরীর শীর্ণ, তাতে আবার

গতকল্যের মনঃব্যথা ও উপবাস। সুমতী তোমার মুখ দেখিয়া আমার মন মথিত হইতেছে—পাপ প্রতাপাদিত্য ইহার প্রতিফল অবশ্য ভুগিবেক।”

সুমতী বলিলেন, “মহারাজ, প্রিয়জনের পিতা কোপভাজন হইতে পারে না। মহারাজ, আপনি আমাকে দণ্ড দিন, কিন্তু মনে মনে যাহা থাকুক, এভাব আমার নিকট প্রকাশ করিবেন না।”

সুমতীর সকরুণবাক্যে রাজার মন দ্রব হইল ও কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, “সুমতি, আমার সকল কথা কাণে ধরিও না—যত গর্জ্জে তত বর্ষে না—আমার জীবন থাকিতে তোমার কষ্ট ঘটিবেক না।” সুমতীর কপোলদেশ ঈষৎ রঞ্জিত হইল, তাহে বামে ঈষদুষ্ণ দক্ষিণে ঈষৎ স্নিগ্ধ অশ্রুধারাদ্বয় অতি অল্পে অল্পে বহিল; অধরৌষ্ঠ কাঁপিল।

সুমতী বলিল, “মহারাজ, রমাই যে ঔষধ দিয়াছিল তাহা সেবনের কতক্ষণ পরে আপনার চৈতন্য যায়?”

রাজা শীতোষ্ণবিন্দুদ্বয় চুম্বিয়া বলিলেন, “আমি সে ঔষধ সায়ংকালেই ধারণ করি ও মহাভারতের বনপর্ব্ব কিছুক্ষণ পাঠান্তে, যদ্যপি ঔষধে মন্দফল ঘটে এই আশঙ্কায় একবার চিন্তিত হইয়াছিলাম, কিন্তু কখন অচেতন হই তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে অন্য মাদক কিম্বা বিষপানে যেরূপ কষ্ট হয়, তাহা কিছুমাত্র বোধ করি নাই, ক্রমে যেন আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হইতে লাগিল ও ক্ষণেকে নিদ্রাগ্রস্ত হইলাম। তুমি তাহার পর কি করিলে?”

সুমতী বলিলেন, “প্রদোষসময়ে সাধু আমাকে ডাকিয়া

আমার সহিত কথা কহিলে আমি রমাইকে চিনিতে পারিলাম না। সাধু আমায় বলিলেন, 'মা, ভাবিও না, তোমার মন থাকে ত অবশ্যই সহমরণ করিবে,—এক্ষণেই রাজা রামচন্দ্রের শব ভাগাড়ে ফেলিতে যাইবেক; আমি শবসাধন করিব বলিয়া কিলেদার গোবর্দ্ধনের নিকট হইতে ঐ শব চাহিবার জন্য একজন চেলা পাঠাইয়াছি, লোক ফিরিয়া আসে নাই; অনুমান করি, তিনি ইহাতে কোন আপত্তি করিবেন না; শব পাইলে আমি স্বয়ং শ্মশানে যাইয়া শবসাধন করিব; মা, তুমি আমার সঙ্গে যাইও, আমার সাধনের পর ইচ্ছা হয় সহগমন করিও। আমি মহা সন্তুষ্ট হইয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া তাঁহার চরণস্পর্শ করিতে উদ্যোগ পাইলে, তিনি বলিলেন, 'মা—স্ত্রী—লক্ষ্মী—সাক্ষাৎ শক্তি—আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি অত্যাচার করিও না।' আমি অগত্যা ক্ষান্ত হইলাম, ইতোমধ্যে একজন চেলা আসিয়া বলিল, 'বাবাজি, এই সনন্দ লউন, গোবর্দ্ধন আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছেন ও বলিয়াছেন কল্য প্রাতে আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন;—এত অতি সামান্য আদেশ—শব লইয়া যথেচ্ছা আচরণ করুন। যখন যাহা প্রয়োজন, অনুমতি করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।' চেলার নিকট সনন্দ লইয়া সাধু দিব্য খাটের উপর গদী, লেপ ও তাহায় মখমলের উপর কারচোপের কাযকরা মছলন্দ পাতিয়া বিশজন চেলারদ্বারা মহাসমারোহে ঢোল, ঢাক, ডঙ্কা বাজাইয়া চাঁদখানের কারাগারের দিকে চলিলেন! আমাকে একটা মহাপায়ায় চাপিতে বলিলেন; আমিও মহাপায়ায় চাপিলাম। ক্রমে পথে মহাপায়া হইতে দেখিলাম, যে দশটা হাতির উপর ডঙ্কা; উলঙ্গ, ভস্মমাখা

জটাধারী নাগা সন্ন্যাসীরা ডঙ্কা বাজাইতেছে; তাহার পর ঘোড়ার উপরও সেইরূপ সন্ন্যাসীর দল; তাহার পর দীর্ঘ স্বর্ণ-দণ্ডধারী সন্ন্যাসী; তাহার পর প্রশস্ত রেশমের ও মখমলের নিশান, তাহে কালবতুর কায ও সলমা চুমকীর কায; তাহার পর প্রায় দুইসহস্র অস্ত্রধারী লঙ্গোটিপরা ভস্মমাখা নাগা-সন্ন্যাসী; মহা সমারোহে সাধু সর্বপশ্চাতে পদব্রজে চলিলেন। যশোহরের পথে লোকারণ্য হইল। ক্রমে চাদখানে পৌঁছিয়া মহারাজ, আপনার অচেতন শরীর দিব্য চন্দনাক্ত পাটলাজলে ধৌত করিয়া রাজবেশ পরাইয়া যখন খাটের উপর শোয়াইয়া দিল, মহারাজ, তখন আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, আমি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমার পার্শ্বে কামিনী ও দক্ষিণা আসিয়া নাপতিনি ও মেছুনীর বেশে নানা শান্ত্বনা করিতে লাগিল; আমি এমত মুগ্ধ যে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলাম না, আর মুগ্ধ না হইলেও চিনিতে পারিতাম না—অকস্মাৎ বিদেশে মলিন বস্ত্রাবৃত মৎস্যগন্ধে আচ্ছন্ন, মস্তকে রুহিতের ভার, চুবড়ির উপর ডালা, তাহায় একটা দীর্ঘ বঁটী—অনুমান করি, রাত্রি কালে সেবেশে দক্ষিণা মহা-রাজার নিকট আসিলে আপনিও চিনিতে পারেন না।”

রাজা বলিলেন, “রমাই কি পর্বই করিয়াছে—একীর্ত্তি দেশ বিদেশে রটিবেক। আহা রমাই আমার প্রাণের সখা! সে যে বালককালে পাটশালায় আমায় বলিয়াছিল, যে তুমি রাজপুত্র বট কিন্তু আমার বুদ্ধি না হইলে তরিবে না—এখন সত্যই তাহা ঘটিল। কেবল বুদ্ধি কেন—তাহার শ্রম ও যত্ন—। কামিনী কোথা?”

কামিনী বলিল, "মহারাজ, নাপতিনি একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজ, যে দিন রমাই আমাদিগকে বাকলা হইতে লইয়া যায়, সেদিন আমরা রমাইয়ের কথায় বিশ্বাস করি নাই ও তাহার কথাতেও যশোহরে যাই নাই। আমরা জানিতাম, রমাই পাগল, তবে এই সুযোগে একবার রাজার ও মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ হইবেক, এইমাত্র আশা ও ইচ্ছা ছিল।"

দক্ষিণা বলিল, "মহারাজ, এখন যুগলমূর্ত্তি প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আমাদিগের আমোদ উথলিতেছে। মহারাজ, মনের ইচ্ছা, একবার যেবেশে বিবাহ হইয়াছিল, সেই বেশে যুগলমূর্ত্তি বাকলার রাজসিংহাসনে দেখি।"

রাজা বলিলেন, "তোমরা আমার প্রিয়ার সহচরী—আমার ও প্রিয়তমা। যুগলমূর্ত্তি দেখিতে পাইবে; কিন্তু তাহার সহিত অপর যুগলমূর্ত্তিও চাহি!"

রমাই হটাৎ প্রবেশ করিয়া বলিল, "মহারাজ, বিগ্রহ স্পর্শাদি দুষ্ট হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠা—বিধি, আমরা দেশে যাইয়া যুগলমূর্ত্তি অভিষেক করিব। আর মহারাজের অভিপ্রায় মতে শতযুগলমূর্ত্তির রাশি করিব।"

রাজা বলিলেন, "রমাই, ভাই তোমারই মাহাত্ম্য শুনিতেছিলাম। সুমতী তার পর কি হল?"

রমাই বলিল, "মহারাজ, আমি বলি—তার পর তোমাদের ফুলফুটলো আর সুমতী আপনার সহগমন না করে সহবাস করিলেন।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "খাটের উপর মসলন্দ দিলে কেন?"

রমাই বলিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, যে দুজনকে সেই মসলন্দে শুয়াইয়া লইয়া যাই ও বাকলায় আপনাদিগের শয়নমন্দিরে রাখিয়া চৈতন্য করাই, কিন্তু কাযের গতিকে তাহা ঘটিল না। যাহাহউক, এখন সহবাসটা দেখিলেই সন্তুষ্ট হই।"

রাজা হাসিয়া সুমতীর হাত ধরিয়া বলিলেন, "সুমতি, অপর কোন কারণে না হউক রমাইকে সন্তোষ করিবার জন্য আমাদিগের সহবাস করা উচিত।"

সুমতী লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বড় নির্লজ্জ!"

রমাই বলিল, "দিদি, আপনিই ত বলেছেন যে লজ্জার জীবনপর্যন্ত সীমা। মৃতে এখন সে দোষ কাটাইয়াছেন—আর লজ্জা কি? এখন সব খণ্ডে গেছে।"

রাজা বলিলেন, "তার পর আমার শব কোথায় লইয়া গেল?"

সুমতী বলিল, "ক্রমে শ্মশানের নিকটস্থ হইলে অন্ধকার হইল; দর্শকেরা সরিয়া গেল, নিতান্ত কৌতূহলী যাহারা ছিল, তাহাদিগকে নানাপ্রকার পৈশাচিকবিভীষিকা দেখানতে, তাহারাও চলিয়া গেল। শ্মশানে কেবল সাধুর চেলাগণ রহিল। ক্ষণেক পরে শ্মশানের নিকট নদীতীরে নানাবিধ পোত ও নৌকা আসিয়া লাগিলে, সাধু কি ঔষধ লইয়া আপনার নাসারন্ধ্রে দিয়া চক্ষে জলসেচন করিতে লাগিল, ক্রমে আপনার চৈতন্য হইতে লাগিল। তখন সাধু আসিয়া আমাকে বলিলেন "মহিষি, মহারাজ জীবিত আছেন, আমার নাম রমাই বীর, এই আপনার লোকলস্কর, ঐ লন নৌকায়

চলুন ত্বরায় বাকলা যাত্রা করুন।' আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না, আমি মহারাজের নিকট যাইয়া বসিলাম।"

রমাই বলিল, "দিদি, সত্য বল দেখি, এখন সহগমন করিবে ?"

দ্বাদশ অধ্যায়।

মা নো বধীঃ রুদ্র মা পরাদাঃ মা তে ভূমপ্রসিতৌ হীলিতস্য।
আ নো ভজবর্হিষি জীবশংসে যূয়ম্পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥

মৃগাধানের পরদিন প্রাতে জয়ন্তীপুরে লটকার বাসগৃহ অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত নিকটস্থ আর চার পাঁচ-খানি ঘর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। লটকা ক্রোধান্ধ হইয়া একটি সরল গাছের তলায় একাকী বসিয়া আছে—নিকটে জনপ্রাণী নাই—তাহার স্বীয় অনুচর ভৃত্যেরাও সাহস করিয়া সম্মুখীন হইতেছে না; তাহার স্ত্রী—বর্তমান মহিষী—দূর হইতে তাহার একমাত্র প্রাপ্ত ষোড়শবর্ষ পুত্রকে ডাকিয়া বলিল, "নাগা, যাও, ও পাগলটাকে বুঝাও গৃহদাহ দৈব ঘটনা, অতি সাবধান হইয়া থাকিলেও ঘটে,—পর্ণকুটীর বংশের ও কাষ্ঠের মাচায় যে এতদিন অগ্নি লাগে নাই তাহাই আশ্চর্য! এ সকল গৃহে অগ্নি লাগিলেই হয়! আর এখন কোপ করিয়াই বা কি করিবেন,—কাহাকে মারিয়া ফেলিলে ত দগ্ধগৃহ পুনর্লাভ হইবেক না?"

নাগা বলিল, "আমি যাইতে পারিব না—এখন যেরূপ রোক করিয়া বসিয়া আছে, আমি নিকটে যাইলেই আমাকে মারিবেক। তুমি যাইবে যাও, আর এখন গিয়াই বা কি হইবেক? উনি ত ক্ষান্ত হইবার লোক নহে! যতক্ষণ না দুই একজন আহত হয় ততক্ষণ তাহার এ রাগ পড়িবেক না!"

বুদ্ধু আসিয়া বলিল, "নাগা, কি বলিতেছ?"

নাগা বলিল, "ছোট মা, আমাকে রাজার নিকট যাইয়া সান্ত্বনা করিতে বলিতেছেন।"

বুদ্ধু বলিল, "ভাল, তুমি থাক আমি যাই।"

এমত সময় পুঁড়া আসিয়া বলিল, "কাহারও যাইতে হইবেক না, আমি যাইতেছি।"

বুদ্ধু বলিল, "না—তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমারা রক্তপাঁচিশে, এক্ষণ গিয়াই একটা হেঙ্গাম উপস্থিত করিবে।"

চিমাই বলিল, "একটা হেঙ্গাম করিলেই ভাল হয়—আর ঢাক ঢাক গুড়গুড়ে কায নাই—চল আমরা সকলেই যাই।"

রাজা দূরে হইতে ইহাদিগের ফুস্ ফুস্ পরামর্শ দেখিয়া সব্যস্তে নিকটে আসিয়া আরক্তনয়নে বলিল, "তোরা এখানে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিস্?—কাহারও সর্বনাশ কাহারও পৌষমাস—গৃহদাহে আমার যথাসর্বস্ব নষ্ট হইল, আর তোদের আনন্দ ও পরামর্শ!"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, আমরা মন্দ কথা বলিতেছি না, আপনার গৃহদাহে আমাদিগের সকলেরই চৈতন্য হইয়াছে; যেরূপ তৃণকাষ্ঠের গৃহে আমরা বাস করি, তাহায় সর্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়; গৃহদাহাদি সমস্ত দৈব উৎপাত, তাহার শান্তি করা প্রয়োজন।"

রাজা বলিল, "হাঁ—দৈব বৈ কি! আপনাদিগের দোষ কাটাইবার ওটি দিব্য সহজ উপায়!"

চিমাই বলিল, "মহারাজ, আপনার গৃহদাহে আমাদিগের কি দোষ?"

রাজা বলিল, "আমার অনুমান, এটি দুষ্ট লোকের ক্রিয়া, এটি দৈব ঘটনা নহে। ভাল—যে কারণে হউক, যখন গৃহদাহ প্রকাশ পাইল তখন তোমরা জনপ্রাণী কেহ সাহায্য করিতে আসিলে না—ইহার অর্থ কি? আমি অদ্যই সকলের সমুচিত দণ্ড করিব।"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, আমরা তখন কেহই গৃহে ছিলাম না; আমরা এইমাত্র জঙ্গল হইতে আসিতেছি, এখনও গৃহে যাই নাই।"

রাজা বলিল, "হাঁ, সেটি তোমাদিগের পরামর্শ মত ঘটিয়াছে;—তোমরা সকলেই ইচ্ছাক্রমে স্থানান্তরে ছিলে। কিন্তু সে যাহা হউক, তোমাদিগের বালকেরাও কি কেহ গৃহে ছিল না? আমি স্বয়ং দ্বারে দ্বারে যাইয়া নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলাম, তাহায় কেহ উত্তর দিল না; কেহবা ঘরে থাকিয়াই বলিল, আমার অসুখ করিয়াছে যাইতে পারিব না। বুদ্ধু, তোমার স্ত্রী বাহিরে আসিয়া বলিল, 'মহারাজ, গৃহে অগ্নি লাগিলে নির্বাণ করিতে নাহি—ব্রহ্মার পূজা দিয়া যাহাতে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয় তাহা করা উচিত—ব্রহ্মার খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে তাঁহাকে ভরপুর খাইতে দিন!' ফলে তোমার পরিবারের মতে আমার অপরাপর গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দিয়া ব্রহ্মার পূজা করা উচিত! আমি তাই তোমার ঘরেও আগুন লাগাইয়া দিয়াছি!"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, আপনার যদৃচ্ছা আচরণ করুন, আমার তাহায় কোন দ্বিরুক্তি নাই।"

চিমাই বুদ্ধুর নিকটে মৃদুস্বরে বলিল, "এ দুষ্টটা বলে কি! এ কি সত্য তোমার গৃহে অগ্নি লাগাইয়াছে?"

পুঁড়া বলিল, "ইহার অসাধ্য কর্ম নাই! চল আমরা আপন আপন ঘরে যাই।"

বুদ্ধু বলিল, "মহারাজ, সত্যই কি আমার গৃহে অগ্নি দিয়াছেন?"

রাজা বলিল, "সত্য না ত কি, আমি কি তোমার সঙ্গে ব্যঙ্গ্য করিতেছি?"

বুদ্ধু বলিল, "আমি চলিলাম," ব্যস্তে স্বগৃহাভিমুখে গেল। পর্বতের সানু পার হইয়াই ভৃগুদেশ হইতে দেখে, যে উপত্যকা-ভাগ একেবারে কালীয়বর্ণ—গ্রামের একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত সমস্ত গৃহগুলি দগ্ধ হইয়া ভস্মাবশিষ্ট হইয়াছে। দেখিবা-মাত্র চিমাই, পুঁড়া, শীলা প্রভৃতি সকলে একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, সকলেই হতাশ হইয়া ভূমে বসিল; নীচের দিকে দৃষ্টি-পাতে দেখে যে একটিও ঘর রক্ষা হয় নাই,—অনাশ্রয় বালক বালিকাগণ ফুলকামুখী হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছে, কেহই কোন বিশেষ উদ্দেশে কোথাও যাইতেছে না, অনুমানে বোধ হইল, যেন তাহারা কোথায় যাইয়া যুড়াইবে ও কি করিলে সুখী হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না; স্ত্রীলোকেরা ইতস্ততঃ হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারমধ্য হইতে দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড দিয়া টানিয়া দুই একটা পাত্রাদির উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইতেছে, কিন্তু অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই বলিয়া কিছুই ফলবতী হইতেছে না—অগ্নির তাপে নিতান্ত নিকটস্থ হইতে সাহস করিতেছে না; কিন্তু দুই একবার কাষ্ঠদণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার-মধ্যে প্রবেশ করায় দণ্ডটি জ্বলিয়া উঠিতেছে—অঙ্গার নাড়া-চাড়ায় চারিদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুবেগে বিস্তৃত হইতেছে;

মধ্যে মধ্যে কোথাও অল্প অল্প ধূম উঠিতে উঠিতে ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! গৃহের ছাপ্পর ও কাঁত সমস্ত জ্বলিয়া গিয়াছে, কেবল মোটা মোটা স্তম্ভগুলিন কালিমাবর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কোথাও একটা চেটাইয়ের দগ্ধাবশেষ কোণমাত্র আছে; কোন টুকরার চারিদিকে কাল রেখা, কাহার দুই দিকে কাল অঙ্গার; কোথাও বৃহৎ ব্যাঘ্রচর্ম্ম দগ্ধ হইয়া সঙ্কুচিত অবর্ণনীয় ক্ষুদ্র কদাকার পিণ্ডমাত্র হইয়াছে; কোথাও বাঁশের চোঙ্গার গাটমাত্রটি ফাটিয়া আছে, তাহার অগ্রভাগ দগ্ধ হইয়াছে; কোথাও ধনুকের ছিলাটিমাত্র পুড়িয়া যাওয়ায়, ধনুটি দূরে ঠিক-রাইয়া পড়িয়াছে; কোথাও কাটারির বাঁট পুড়িয়া গিয়াছে ও অস্ত্রভাগ উত্তাপে বিকৃতাবস্থ হইয়াছে; নিম্নদেশে চর্ম্মমাংস ও অপরাপর-দ্রব্য-দগ্ধজাত দুর্গন্ধে পূর্ণ, কোনটি বা বায়ুবেগে জ্বলিতেছে। যদিচ বুদ্ধু ও তাহার দলস্থ সকলে অনেক উর্দ্ধের ভৃগুতে বসিয়াছিল, কিন্তু এক একবার বায়ুবেগে এমত হলকা আসিতে লাগিল, যে তাহাদিগের সেস্থান ত্যাগ করিতে হইল—সকলেই এক মনে যেন অগ্নিদ্বারা আকৃষ্ট হইল—ক্রমে নিম্ন-দেশে নামিতে লাগিল। ক্রমে উপত্যকাভাগে পৌঁছিলে, তাহা-দিগকে দেখিয়া বালকগুলি দৌড়িয়া আসিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিতে লাগিল,—এতক্ষণ যেন আত্মীয় অভাবে তাহাদিগের শোক লাগে নাই। স্ত্রীলোকগুলিও বালকবৃন্দের ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালকবৃন্দের কাতরধ্বনি ও স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তনাদে বুদ্ধু প্রমুখ মৃগাধান হইতে প্রত্যাগত চৌধুরী ও দল্লুইরা আর দাঁড়াইতে পারিল না! তাহারাও ক্রন্দন করিতে করিতে কেহ একটি, কেহ দুই সন্তান ক্রোড়ে করিয়া লইল; কেহ বা

আপনার স্ত্রীর হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে বালকবৃন্দ স্বস্ব পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনের ক্রোড়ে থাকিয়া ক্রন্দন ত্যাগ করিয়া স্থির হইল, কেহ বা বালস্বভাব-সুলভ আমোদে নিযুক্ত হইল; কেহ দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড লইয়া জ্বলদঙ্গারে খোঁচা দিতে লাগিল, আর অঙ্গার হিন্দোলে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিল তাহা দেখিয়া মহা উৎসাহে নাচিতে লাগিল! কেহ বা তাহার পিতার ক্রোড়ে বসিয়াই বলিল, "বাবা কি এনেছিস্? শিকারের খরগোষ খাব।" জনকেরা ক্রমে মোহ হইতে মুক্ত হইয়া শিকারলব্ধ মাংস পাক করিতে নিযুক্ত হইল। বুদ্ধু আপনার পরিবারকে ডাকিয়া আদ্যন্ত সমস্ত অবগত হইয়া বলিল, "দেখ মেঘী, তুমি এ কথা কাহাকেও বলিও না। আপাততঃ লটকার প্রতি সমস্ত লোকের যেরূপ কোপ, তাহে এই সমাচার পাইলে তাহাকে আর জীবিত রাখিবেক না।"

মেঘী বলিল, "আমায় কিছু বলিতে হইবেক না,—গ্রামের সকলেই দেখিয়াছে ও স্বকর্ণে শুনিয়াছে। গ্রামের পুরুষের মধ্যে চারিজনমাত্র ছিল; তাহারা যথাসাধ্য অগ্নি নির্বাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু শুষ্ককাষ্ঠ ও তৃণে অগ্নিস্পর্শ হইলে বারুদ অপেক্ষা তেজে জ্বলিয়া উঠে, তাতে আবার সেই সময় যেরূপ ঘূর্ণা বায়ু বহিতে লাগিল, কেহই নিকটে যাইতে পারিল না—ঐ দেখ কতদূরের গাছ সকল ঝলসিয়া গেছে!" বুদ্ধু পূর্ব দিকে যাইয়া দেখে, যে দেবদারু ও সরল গাছ কয়েকটি জ্বলিতেছে ও মাঝে মাঝে ভীমশব্দে ফাটিয়া যাইতেছে।

বুদ্ধু বলিল, "লটকা কি সত্যই স্বহস্তে আগুন লাগাইয়াছিল—না তাহার গৃহের উল্কা আসিয়া গ্রামে পড়িল?"

মেঘী বলিল, "না—সে ভৃগু হইতে সকলকে সাহায্য করিতে ডাকায়, গ্রামে কেহই ছিল না বলিয়া উত্তর না পাইয়া রোষ-পরবশ হইয়া নিম্নভূমিতে আসিয়া আমার ঘরের পার্শ্বে চূল্লী হইতে জ্বলন্ত সরল ডাল লইয়া প্রথমে আমারই চালে আগুণ লাগাইল। পরে অগ্নি এমত বেগবান হইল যে কেহ সামলা-ইতে পারিল না। অগ্নিব্যাপার দেখিয়া স্ত্রীলোকেরা লট-কাকে মারিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইলে, লটকা পলায়ন করিল। কেহ কেহ প্রস্তর ফেলিয়া মারিয়াছে, তুই একটা তাহার অঙ্গে লাগিয়া থাকিবেক।"

বুদ্ধু এই কথা শুনিয়া নীরব হইল। কতক্ষণ পরে গ্রামস্থ সকল পুরুষ একত্র হইয়া মহা কোলাহলে ও কলরবে বুদ্ধুর নিকট আসিয়া বলিল, "বুদ্ধু, আজ আমরা লটকার প্রাণসংহার করিব; সে যখন আমাদিগকে নির্বাসিত করিয়াছে, তখন আমরা তাহাকে এজন্মের তরে মারিব।"

বুদ্ধু বলিল, "তোমরা ক্ষান্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর। সে তোমাদিগের ঘর জ্বালাইবার অভিপ্রায়ে করে নাই; আমার পরিবারের ক্রটি দেখিয়া, দেশের রাজা, আমাকে শাসন করিতে—দৈবযোগে সেই অগ্নি তোমাদিগের ঘরে লাগি-য়াছে; অতএব তোমরা আমাকে দণ্ড দাও।"

সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, "আর আমরা তোমার কথা শুনিব না।" সকলে হল্লা করিয়া ভৃগুর দিকে ধাবমান হইল। বুদ্ধু তাহাদিগের উত্তেজিত অবস্থা দেখিয়া লটকার প্রাণের জন্য ভীত হইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জামিঃ সিন্ধু নাং ভ্রাতাহইব স্বস্রাং ইভ্যান্নরাজা বনান্ত্যত্তিয়ৎ।
বাতংজতঃ বনাব্যস্থাদগ্নিঃ হ দাতি রোম পৃথিব্যাঃ॥

ভুচ্চুর মৃগাধান হইতে প্রত্যাগমন করিতে অধিক বিলম্ব হইয়াছিল। এখন রাজবাটীর নিকটে আসিয়া দগ্ধাবশিষ্ট ঘর, দ্বার দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, নিকটে কেহই নাই যে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করে; ক্ষণেক দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিয়া চিন্তিত হইল। চতুর্দিক জনশূন্য, একটি পক্ষীরও রব নাই,—কেবল বেগবান বায়ুর সরল বৃক্ষের চমরীপুচ্ছাকৃতি পত্রের মধ্যে শোঁ শোঁ শব্দ, মধ্যে মধ্যে নিম্নদেশে উপত্যকা ভাগের জ্বলৎবংশের গ্রন্থিস্ফোট। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কোথায় যাইবে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধিপ্রায় হইল; পরে কতক্ষণ এক দৃষ্টিতে ভস্মাবশিষ্ট গৃহের স্থান দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া প্রত্যাগমন করিল। পথে একটি বৃক্ষের অন্তরাল হইতে রাজমহিষী সভয়ে ও মৃদুস্বরে "ভুচ্চু ভুচ্চু" বলিয়া দুইবার ডাকিয়াই বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইল। জনশূন্য স্থানে অকস্মাৎ আপনার নাম শুনিয়া ভুচ্চু চমকিয়া উঠিল, বলিল, "কে আমাকে ডাকে?"

রাণী বলিল, "ভুচ্চু, আমি—বিদাই।"

বিদাই-নাম শুনিবামাত্র যেন মৃতশরীর সজীব হইল, ভুচ্চু ব্যস্তে বলিল, "কোথা ? এস এখানে কেহই নাই।"

বিদাই বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইবামাত্র ভুচ্চু তাহার নিকট যাইয়া বলিল, "এখানে একা কেন ?"

বিদাই বলিল, "আমার সমূহ সঙ্কট, আমি প্রাণের দায়ে এখানে লুকাইয়া আছি।"

ভুচ্চু বলিল, "কেন, লটকা কি আবার মত্ত হইয়া তোমার উপর অত্যাচার করিতেছে ? সে নষ্টের দৌরাত্ম্যেত বাস করা দায় হইল,—দুষ্ট লোকের ক্ষমতা হওয়া অতি ভয়ানক ! সে ত সর্বদাই তোমাকে নির্দয়হৃদয়ে প্রহার করে,—এমত কঠিন হৃদয় লোক ত দেখি নাই। একেই স্বভাবতঃ অসভ্যের একশেষ, তাহাতে আবার পান করিলে পশুর অধম হয় !"

বিদাই বলিল, "এখন আর তাহার ভয় করি না—সে দিবাভাগে কিছু করিতে পারিবেক না। তবে রাত্রিতে দেখ কোন্ গাছে আশ্রয় করে ? জীবিতাবস্থায় যত দৌরাত্ম্য করিত, অনুমান করি, এখন ততোধিক অপকারী প্রেত হইবেক। কিন্তু তাহাকে যে প্রকারে মারিয়াছে সেরূপে আমরা শূকরকে মারি না ! লোষ্ট্রে তাহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে ! সে পলায়ন করিলে গ্রামস্থ সকলে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল, ও চলিতে চলিতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আহা ! তুমি দেখিলে তোমারও মনে দয়া হইত ! লটকা পলাইতে পলাইতে হোচট্ খাইয়া পড়িয়া গেল, তবুও নিস্তার নাই ! লট্‌কা উঠিতে উঠিতে আরও লোষ্ট্রাঘাত !—একবার করিয়া দৌড়িয়া আবার পড়িয়া আবার উঠিয়া পাহাড়ের কোলপর্যন্ত

গেল, অবশেষে হতশ্বাস হইয়া যখন পড়িল, তখন একেবারে তিন চারিশত লোক তাহাকে লাঠী বল্লম দাও প্রভৃতি অস্ত্রে, কেহবা বড় বড় প্রস্তরাঘাতে তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিল; সর্ব্বাঙ্গ পেষিত হইল—মুখ নাসিকা কিছুই চেনা গেল না; প্রহারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল! সর্ব্বাঙ্গ রক্তে রঞ্জিত আর ধূলী-কর্দমাভ্যঙ্গশরীর; একটা পাঞ্জি তাহার শরীর ভেদিয়া প্রস্তরে ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, পাঞ্জির অগ্রভাগ কতকটা বাঁশ সহিত তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া রহিল! তাহার মৃত্যুর পরও তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কুক্কুরকে খাওয়াইল ও মধ্যে মধ্যে বাজ শিক্‌রে চিল প্রভৃতি পক্ষীকে খাইতে ফেলিয়া দিল—দেখিয়া আমি পলায়ন করিয়াছি। তাহার পুত্র নাগাকেও সেইরূপ করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে! এখন আমাকে দেখিলেই মারিবেক; তুমি আমাকে রক্ষা কর—” বলিয়া ভুচ্চ্ুর পা দুটি হাত দিয়া ধরিল।

ভুচ্চ্ু বলিল, “আহা! ও কি কর, তুমি রাজমহিষী—স্ত্রী—লক্ষ্মী—তুমি আমার পাদস্পর্শ করিও না। নিশ্চিন্ত হও, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কেহ তোমাকে মারিবেক না।”

বিদাই বলিল, “ভুচ্চ্ু, তুমি সে নৃশংসদিগের নিকট যাইও না; তোমাকে দেখিলেই মারিবেক।”

ভুচ্চ্ু বলিল, “লট্‌কার সঙ্গে এখন আবার কি হইয়াছিল?”

বিদাই বলিল, “তা আর কি বলিব—সে আপনার পাপের ভোগ ভুগিয়াছে; কিন্তু নাগার জন্য আমার দুঃখ হইতেছে। আহা! নিরপরাধী বালক, সে আমাকে কখন সৎমার মতন ব্যবহার করিত না—সে আমাকে ভাল বাসিত।”

ভুচ্চু বলিল, "লটকাকে মারিল কেন ?"

বিদাই বলিল, "লটকার গৃহে, উপত্যকা হইতে কে একজন সাঙ্গার শর মারিয়া ঘরে আগুণ দিয়াছিল। লট্‌কা যদিচ তাহা দেখে নাই, কিন্তু গৃহে অগ্নি লাগিয়াছে দেখিয়াই, এটি শত্রুপক্ষ লোকের কর্ম বিবেচনায় ও অনুমানে প্রথমে উপত্যকায় যাইয়া সাহায্যের জন্য সকলকে ডাকিয়াছিল। গ্রামে পুরুষ ছিল না। পরে বুদ্ধুর স্ত্রীর সহিত কি বচসা হওয়ায়, বুদ্ধুর চুল্লী হইতে জ্বলদঙ্গার লইয়া তাহার গৃহের চালে লাগাইয়া দিল; সেই অগ্নিতে সমস্ত গ্রামটি জ্বলিয়া গিয়াছে।"

ভুচ্চু বলিল, "এ নরাধমের তুল্য নষ্টহৃদয় দুষ্টবুদ্ধি পিশাচ আমি কখন দেখি নাই। আমার ঘর কি হইয়াছে ?"

বিদাই আবার ভুচ্চুর চরণদ্বয় ধরিয়া বলিল, "আমার কোন দোষ নাই—তোমারও গৃহদাহ হইয়াছে।"

ভুচ্চু বিদাইয়ের হাত অন্তর করিয়া বলিল, "তুমি ঐ দরী-মধ্যে অবস্থান কর, আমি একবার দেখিয়া আসি।"

ভুচ্চু চলিয়া গেলে, বিদাই ম্লানবদনে ভয়কম্পিত কলেবরে সতর্ক পদবিক্ষেপে সশঙ্কিতনয়নে চারিদিক দেখিতে দেখিতে দরীর দিকে গেল। এদিকে ভুচ্চু ভৃগুর প্রান্তভাগ হইতে নিম্নভুমির কালীমাবর্ণ দেখিয়া হতাশপ্রায় হইল, চিন্তিল, আমার গৃহ ত দেখিতে পাই না, তবে এখন কাছুয়া জীবিত থাকিলেই আমার যথেষ্ট। দ্রুতপদে উপত্যকায় অবতীর্ণ হইবামাত্র বুদ্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, বুদ্ধু বলিল, "ভাই, এই ত বিপদ। লটকাও মারা পড়িয়াছে, আর উন্মত্ত গ্রামকুটে

নিরপরাধে নাগা রাজকুমারকে মারিয়া ফেলিয়াছে। আহা, আমিই এ সমস্ত অত্যাচারের মূল !”

ভুচ্চু বলিল, “আমারত ঘর জ্বলিয়া গিয়াছে। এখন কাছুয়া কোথা জান ?”

বুদ্ধু বলিল, “কাছুয়া ভাল আছে, কোন চিন্তা নাই। সে তোমার য্যাক্‌কে খুঁজিতে গিয়াছে।”

ভুচ্চু বলিল, “ কখন গিয়াছে ?”

বুদ্ধু বলিল, “লটকার উপর হল্লার সময়, সেও ভৃগুতে গিয়াছিল। তার পর রাজার মৃত্যুর পর সে আমাকে বলিল, চাচা, দাদা কোথায়—এখনও আসেন নাই। আমাদিগের য্যাক কোথা দেখিতে পাইতেছি না। তিনি আসিলে তুমি বলিও—আমি য্যাককে ধরিয়া আনি।”

ভুচ্চু বলিল, “লটকাকে কোথা মারিল ?”

বুদ্ধু বলিল, “তাহাকে খেদাইয়া মারিতে মারিতে দক্ষিণের শিবদরীতে সে পলাইলে, সেইখানের তাহার শেষ। পরে আবার তাহার প্রথম পক্ষের পুত্র নিরপরাধী নাগাকে সেই দরীতে লইয়া মারিল। আহা, তাহার কারুণিক আর্তনাদ এখনও আমার মনে বিদ্ধ হইয়া আছে! গ্রামকুট এমত উন্মত্ত হইয়াছিল, যে তাহার এপক্ষের স্ত্রী বিদাইকেও পাইলে মারিয়া ফেলিত।” বুদ্ধু ঈষদ্‌হাস্যবদনে—“কিন্তু তোমার বিদাই সুচতুরা সময়কালে এমত পলাইল যে কেহ তাহাকে খুঁজিয়া পাইল না!”

ভুচ্চু বলিল, “এখন সে স্ত্রীটাকে বাঁচাইবার কি হইবেক?”

বুদ্ধু বলিল, “আপাততঃ কেহই তাহার নাম করিতেছে

না; তবে দেখিলে হয় ত রাগের উদ্রেক হইতে পারে। গ্রামকূটের চরিত্র বিচিত্র, কিছুই বোঝা যায় না—সময়ে অতীব সহিষ্ণুগুণের পরিচয় পাওয়া যায়, আবার কখন কখন সামান্য কারণে জ্বলিয়া উঠে। যাহা হউক, এখন দুই চারি দিন বিদাই কোথাও লুক্কায়িত থাকুক, পরে যাহা হয় বিবেচনা করা যাইবেক। নন্দরামের কোন সমাচার নাই;—এখন ত জয়ন্তীপুর প্রকৃত অরাজক। ভালই হউক আর মন্দই হউক, যাহা হউক, দেশের একটা মস্তক ছিল;—এখন আমরা হস্তপদাদিবিশিষ্ট কবন্ধের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইলাম। মহারাজ শিবচন্দ্রের পুত্র সূর্যকুমার কি জীবিত আছেন?”

ভুচ্চু বলিল, “কেন—বঙ্গ হইতে যে লেবুর নৌকা আসিয়াছে, তাহায়ত সকল সুসমাচার? আমাদিগের যে পাঁচ শত নাগাসৈন্য গেল, তাহারা অবশ্যই কৃতকার্য হইয়া আসিবেক—সন্দেহ নাই।”

বুদ্ধু কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিল, “ভুচ্চু, তুমি বালক!—বঙ্গে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে পাঁচ শত, কি পাঁচ হাজার কুকীসৈন্য কিছু করিতে পারিবে না; তবে নন্দরামের পরামর্শ, কৌশলে সূর্যকুমারকে এখানে আনিবে। যাহা হউক, এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেই ভাল হয়।”

ভুচ্চু বলিল, “এখন যদি আঙ্গানীনাগারা আমাদিগের অরাজক সমাচার পায়, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব অপমান স্মরণ করিয়া প্রতিশোধ দিতে ছাড়িবেক না।”

বুদ্ধু বলিল, “এখনও সকলে মৃগাধান হইতে ফেরে নাই; একত্র হইলে একটা পরামর্শ করিতে হইবেক।”

ভুচ্চু বলিল, “এখনও লট্‌কার দলভুক্ত কি কেহ আছে? তাহা থাকিলে আত্মবিচ্ছেদ সম্ভব।

বুদ্ধু বলিল, “ইদানী লট্‌কার কুব্যবহারে সকলেই ত অসন্তুষ্ট ছিল। কেবল দুই চারি জন দুষ্টাভিসন্ধি লোকেই স্বীয় স্বার্থ ও ইষ্টলাভেচ্ছায় তাহার অনুসরণ করিত; কিন্তু উপত্যকার গ্রামে অগ্নি লাগা অবধি সকলেরই সমান হানি হওয়ায়, আবাল বৃদ্ধ সকলেই একমত হইয়াছে। অপরাপর গ্রামের কেহই লট্‌কার বশবর্ত্তী ছিল না। কিন্তু দুষ্টলোকের আত্মীয়তা ক্ষণস্থায়ী। একজন ক্ষমতাশালী লোক না থাকিলে সকলপ্রকার প্রবৃত্তির লোককে বশীভূত করিতে পারিবেক না।”

ভুচ্চু বলিল, “বিদাইকে কোথা রাখা যায়? আমি তাহাকে শিবচন্দ্রের দরীতে লুকাইতে বলিয়াছি।”

বুদ্ধু বলিল, “ভাল হইয়াছে—সে নিতান্ত নিভৃত স্থান। কিন্তু বিধাতার কি নিয়ম! সেই দরীতেই শিবচন্দ্রের অকালমৃত্যু হয়। এখন বলিতে কি, প্রতাপাদিত্যই তাঁহাকে শেষ করে। নন্দরাম বলিয়াছিল, যে শিবচন্দ্র সাশ্ব ঐ দরীর নিকট পড়িয়া গেলে, ক্ষণেক পরে চৈতন্য পাইয়া উঠিয়া নিকটে ঝরণার জলপান করিতে অতি কষ্টে গড়াইয়া যান, প্রতাপাদিত্য সেই স্থানে তাঁহাকে আঘাত পূর্ব্বক প্রাণনষ্ট করিয়া দরীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান।”

ভুচ্চু বলিল, “ঐ দরী, দেখিতে পাই, জয়ন্তীরাজদিগের যমদ্বার। বিদাই তথায় থাকিলে কি জানি কি ঘটে!”

বুদ্ধু বলিল, “আপাততঃ কোন চিন্তা নাই। আমার মতে সূর্য্যকুমারের এখানে আসাপর্য্যন্ত বিদাই ঐখানে থাকিলেই

ভাল হয়। কেননা কি জানি, গ্রামকুটের কখন কি প্রকার মন—ক্ষণেকে পরিবর্তন হয়, অকারণ ভয় পায় আর অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে!"

বুদ্ধু বলিল, "ঐ নাও কাছুয়া আসিতেছে।"

কাছুয়া প্রকাণ্ড একটা য্যাকের পৃষ্ঠে শুইয়া আছে, য্যাক ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে দগ্ধগ্রামের নিকটস্থ হইয়া দুই চারিবার বায়ুঘ্রাণ লইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বুদ্ধু বলিল, "য্যাকপর্যন্ত লট্‌কার অত্যাচারে বিস্মিত হইয়াছে। দেখ, দাঁড়াইয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পুচ্ছ উচ্চ করিয়া ফিরিয়া দৌড়িল।"

কাছুয়া পৃষ্ঠে শুইয়াছিল; য্যাক মুখ ফিরাইলে, তাহার পৃষ্ঠে উঠিয়া বসিল ও দীর্ঘ দণ্ড লইয়া আঘাত করিল। কিন্তু য্যাক মানিল না, কিছুদূর দৌড়িয়া গিয়া দাঁড়াইল, ফিরিয়া দেখিতে লাগিল। ভুচ্চু দ্রুতপদে য্যাকের দিকে দৌড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

গামঙ্গৈষ আহ্বয়তি দার্বঙ্গৈষো অপাবধীৎ।
বসন্নরণ্যান্যাং স্যামক্রুক্ষদিতি মন্যতে॥

সনদ্বীপে গেডিজের বন্দরে প্রধান গদীতে একটি মলিন তকিয়া ঠেস দিয়া হাতে একটি ডাবা হুঁকা লইয়া বৈদ্যনাথ বসিয়া আছে। বৈদ্যনাথের বিষণ্নবদন আর অল্প পরিসর মলিন পরিধেয় জানুর উপর উঠিয়াছে। বৈদ্যনাথের বাটীর ঊর্দ্ধদেশে কিছু আবরণ নাই। নিকটের দড়ির আলনায় একটি কোঁচান উত্তরীয় রহিয়াছে। গদীর ঘরটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত; দ্বারে প্রবেশ করিয়াই বামদিগে একখানি তক্তা পাতা, তাহার উপর একখানি সাদা চাদর বহুব্যবহারে স্থানে স্থানে কালী পড়ায় বিকৃতবর্ণ হইয়াছে। ঘরটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। ঘরের পূর্ব্বদিকে কয়েক খানি তক্তা পাতা তাহার দীর্ঘ কাটীর সপের উপর এক এক ছোট ছোট বাক্স; সম্মুখে মোটা মোটা থোকা, খতিয়ান, রোজনামা প্রভৃতি নানাবিধ হিসাবের খাতা পড়িয়া আছে। প্রতি বাক্সের নিকট এক একটি মোটা মাটি লাগান দোয়াত ও একটি করিয়া ছোট মেটে হাঁড়ীর ভিতর চোঁতা কাগজ ও বহুব্যবহৃত চুনাট। প্রতি বাক্সের সম্মুখে এক এক জন বক্সি বসিয়া আছে। তাহার দক্ষিণে একজন করিয়া মুহুরী পাকাখাতা লিখিতেছে।

বৈদ্যনাথ তমাক টানিতে টানিতে বলিল, “মল্লিকজি, গোবিন্দের সমাচার কি? আজ কয়েক দিন হইল বরদাকণ্ঠ মানসিংহের সঙ্গে গেল, কোন সমাচার ত পাওয়া গেল না।”

মল্লিকজী প্রবীণ দেবান, বহুকালাবধি বৈদ্যনাথের সংসারে প্রতিপালিত। মল্লিকজীর পিতা পূর্বে রাজা রামচন্দ্র রায়ের দপ্তরে কানুনগোই ছিল। বৈদ্যনাথের পিতার আমলে—মল্লিকজী বাল্যাবস্থায়, গেডিজবন্দরের গদীতে লেখাপড়া শিক্ষা করেন; পরে ক্রমে মুহুরীপদ হইতে এক্ষণে প্রধান দেবানজী হইয়াছেন। পৈত্রিক কিছু সম্পত্তিও আছে। তাহায় স্বীয় রোজগার যেন সোণার উপর সোহাগা হইয়াছে। মল্লিকজীর কন্যা পুত্র কিছুই নাই। মল্লিকজীকে জন্মবন্ধ্যা বলিলেও হয়! মল্লিকজী গৌরাঙ্গ—স্থূলকায়; ‘নেয়াপাতি রকমের ভুঁড়ী’ গলায় সূক্ষ্ম কাঠের মালা, তাহায় চারি পাঁচদানা সোণার মালার পরিমাণের রুদ্রাক্ষও আছে, একটি ক্ষুদ্র মুক্তা, একটি পলা, একটি রুপার কড়াই। ফলে মল্লিকজীর কণ্ঠে পঞ্চরত্নের অভাব নাই—নবরত্ন হউক বা না হউক সাত আট রত্ন ছিল। মল্লিকজীর একটি সৌখিনী রকমের শিখা, তাহার অগ্রভাগে একটি ছোট সোণার মাদুলী। কেশের মধ্যে একটি কুন্দ ফুল। মল্লিকজীর উত্তরীয়, পশ্চাতের দেবালের গজদন্তে ঝুলিতেছে। মল্লিকজীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ ঊর্দ্ধ পাঁচ বৎসর, চক্ষে কাঁচ-কড়ার বাঁধান বড় গোল চসমা। মল্লিকজী শাক্ত, কেন না ললাটে দীর্ঘ সুগোল রক্তচন্দনের ফোঁটা। মল্লিকজী বৈদ্য-নাথের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে চক্ষু হইতে চসমা নামাইয়া যত্নে কোঁচার কাপড় দিয়া তাহার পাথর দুটি আস্তে আস্তে

মুছিয়া চসমাটি বাক্সের উপর রাখিয়া দীর্ঘ ওবাস্তির পাকা কলমটি কাণে রাখিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে—গোবিন্দের কোন সমাচার পাই নাই। অনুমান করি, দুই এক দিন মধ্যে আসিবেক। বরদাকণ্ঠের সমাচার উড়ো ভাষায় শুনিয়াছি, যে তিনি আরাকাণ হইতে অনুপরামকে ধরিয়া লইয়া রায়গড়ে ফিরিয়া গিয়াছেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "সে কেমন কথা! সে যদি আরাকাণ যাইত, তাহা হইলে অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত—আরাকাণে যাইবারত এই পথ। এমন হবে না। তোমাকে কে বলিল?"

মল্লিকজী বলিল, "আমাদিগের চড়নদারের নিকট শুনিলাম। চড়নদার চট্টগ্রাম হইতে আসিবার সময় আরাকাণের কোঁদাবালার নিকট শুনিয়াছে।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কে চড়নদার—তাহাকে ডাকাও।"

মল্লিকজী এক জন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সে চলিয়া গেলে, মল্লিকজী বলিল, "আপনি সাহবাজপুর হইতে কি ব্যবস্থা পাইলেন?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "ব্যবস্থা পাওয়া অবধি আমি মনস্তাপে আছি—ব্যবস্থায় সমস্তই অরুন্ধতীর পক্ষ। আমি এমন জানিলে, আহা! তাহাকে এত ভর্ৎসনা করিতাম না। যাহা হউক, সে এখন দিব্য আশ্রয় পাইয়াছে। তুমি রায়গড়ে একখানা পত্র পাঠাও, তাহায় ব্যবস্থার নকল পাঠাইও, আর পত্রে বরদাকে লিখিবা, যে সে অরুন্ধতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যবস্থার বিষয় অবগত করায়। আমি আরাকাণ হইতে যে

পত্র পাইয়াছি, সেখানিরও নকল করিয়া ঐ পত্রসহ বরদাকে পাঠাইবা। অরুন্ধতী সত্যই আরাকাণ-রাজকন্যা—কেবল ভ্রাতার সহিত বিবাহ করিতে হইবে ভয়ে, সে পলায়ন করিয়াছে। অরুন্ধতী লক্ষ্মী আর শ্রীমতী!”

মল্লিকজী বলিল, “আমি ত তখনই মহাশয়কে বলিয়াছিলাম, আপনি তখন শুনিলেন না—কেমন যে আপনার কোপ হইল—। ফলে আমার অনুমান, অরুন্ধতীকে আপনার পুত্রবধূ করিতে পারিলে আপনার সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল। সে রাজকন্যা ও সর্ব্বলক্ষণবতী—তাতে আবার ধর্ম্মভীতা; আপনার বরদার সহিত তাহার প্রেমও জন্মিয়াছে। এ সম্পর্কে আপনার ব্যবসায়েরও উন্নতি হইবার সম্ভাবনা।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “আমি সেই বিষয় ত ওতপ্রোত করিয়া বিবেচনা করিলাম, আমার এখন দিব্য বোধ হইয়াছে যে এ সম্বন্ধে আমার শ্রেয়ঃ বটে। মহারাজ রামচন্দ্ররায় শুনিতেছি খালাস হইয়া আসিতেছেন। রমাই এই আমাকে পত্র লিখিয়াছে। আর মহারাজ স্বহস্তেও আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমার নৌকা ও ধনের সহায়তার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তা আর অধিক কি হইয়াছে,—তিনি দেশের রাজা, চিরকাল কারাবাসে থাকিবেন তাহা আমরা দেখিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি। তাঁহার পত্রও বরদাকে পাঠাইতে চাহি, তবে রাজঅক্ষর না পাঠাইয়া একটা অনুলিপি পাঠাও। তুমি এ পত্রখানি দেখ নাই—এই লও” বলিয়া পার্শ্বের বাক্স হইতে পত্র দুইখানি মল্লিকজীর হাতে দিলেন।

মল্লিকজী পত্র দুইখানি লইয়া চক্ষে চসমা দিয়া আদ্যন্ত ও অন্ত হইতে আদিপর্যন্ত দুই তিনবার পড়িয়া চসমা চক্ষু হইতে খুলিয়া পূর্বমত মুছিয়া বাক্সের উপর রাখিয়া আবার পত্র দুইখানি হাতে লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, এত টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইল। এ আপনার চারিখানা জাহাজের লভ্য একেবারে আদায় হইল। আপনার দশ হাজার টাকা, বারখানা নৌকা ও পাঁচশত লোকের খোরাক ও অস্ত্রে উর্দ্ধসংখ্যা আর দশ হাজার পড়ুক ; তিনি আপনাকে হাথিয়া নিষ্কর সনন্দ দিলেন আর চন্দ্রদ্বীপের খাজনা খানার উপর পঞ্চাশ হাজার টাকার চিঠি দিয়াছেন! আর কত লভ্য চান!"

বৈদ্যনাথ বলিল, "মল্লিক, অর্থলাভ ত বটেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ মান্যে। তিনি লেখেন যে ত্বরায় আমাকে পত্র দিবেন।" বৈদ্যনাথ এই কথা বলিয়াই আর আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিল না—তাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু আনন্দাশ্রু নিপতিত হইল। বৈদ্যনাথ একটু স্থির হইয়া বলিল, "একবার আমার ঘাটমাজিকে ডাকাও, রাজা রামচন্দ্রের সমাচার লইব।"

মল্লিকজী বলিল, "মহাশয়, ঘাটমাজিকে ডাকিতে হইবেক না, সে শীঘ্রই এখানে আসিবেক, তাহার একটা হিসাব বাকী আছে,—ঐ যে সে আসিতেছে" বলিয়া "কালু, এদিকে এস—" কালু বহুকালের প্রাচীন লোক, জাতিতে বাগ্দী, এককালে অত্যন্ত বলবান ছিল—এখন বৃদ্ধ হইয়াছে কিন্তু খর্বাকারহেতু

শরীরের গঠন লোল হয় নাই। বৈদ্যনাথের নিকট আসিয়া প্রণাম করিয়া মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইল, মল্লিকজী অঙ্গুলী দিয়া ইঙ্গিত করিলে বৈদ্যনাথের তক্তার নিকট গিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথ বলিল, "কালু, তোমার জাহাজের সমাচার কি?"

কালু বলিল, মহাশয়, অদ্য একখানা জাহাজ আকায়াবে রওয়ানা হইল। বোঝাই—ছোলা ও মটর, আর চারিশত ছাগল ও ভেড়ী; চড়নদার—বিরুগোস্বামীর কনিষ্ঠ রমানাথ; মাল তাহারই, যাত্রিক—দুইজনমাত্র; তাহার মধ্যে একজন কুতুবদিয়ার নীচে মহিষখালি আদিনাথ দর্শনে যাইবেক, সেটি সাধু; আর একজন রামু যাইবেক তাহার নাম তনুমগ, সে নিজে বলে মুৎসুদ্দি।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "হাঁ—আমি আজ তিনদিন হইল একজন হিন্দুস্থানী সাধুকে মহিষখালী যাইবার ছাড় দিয়াছিলাম। তোমার আমদানী জাহাজের কি সমাচার?"

কালু বলিল, "মহাশয়, এখন বন্দরে দুইখানা জাহাজ আছে—একখানা পুরী হইতে শালকাষ্ঠ আনিয়াছে, আর একখানা চট্টগ্রামে যাইবে, জল লইতে, কল্য সন্ধার সময় লাগিয়াছে। অপর কোন জাহাজের সমাচার কিছু পাই নাই। আর কাহার ফিরিবার সময় এখনও হয় নাই। যে জাহাজ সে রাত্রি ফিরিঙ্গীরা লুটিয়াছিল, তাহা অদ্য প্রাতে খুলিয়া গিয়াছে। মহাশয়, অদ্য একজন মাল্লার মুখে শুনিলাম, যে আমাদিগের মহারাজ যশোহর হইতে রওয়ানা হইয়াছেন, দুই একদিন মধ্যে আসিবেন। নদীর যেরূপ জলের

টান অন্ত আসিলেও আসিতে পারেন। রমাইবীরের পত্র লইয়া একজন মাল্লা রাজবাটীতে গিয়াছে, রাজার শুভাগমন জন্য আয়োজন হইতেছে।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কালু, রাজা রামচন্দ্ররায় আমাদিগের আত্মীয় রাজা,—আমার ইচ্ছা তাহার শুভাগমনে আমরা বিশেষ আমোদ প্রকাশ করি। তোমার আপাততঃ ঘাটে কত ডিঙ্গী পাওয়া যাইবেক ?"

কালু বলিল, "মহাশয়, যত্ন করিলে ছোট বড় প্রায় দুইশত ডিঙ্গি যোগাড় হইতে পারে। কি করিতে হইবে ও কখন প্রস্তুত চাহি ?"

বৈদ্যনাথ বলিল, "কিছুই করিতে হইবেক না; তবে আমার ইচ্ছা, একবার রাজাকে আনিতে আগ্‌বাড়ানে যাইব—কি বল ?"

কালু বলিল, "মহাশয়, সে ত মহা আনন্দের কথা। মাল্লা-মহলে মহা উৎসাহ হইবেক—একবার বাচের কথা বলিলেই হয়।'

বৈদ্যনাথ বলিল, "তবে যত ডিঙ্গি পার বাচের জন্য কল্য প্রাতে প্রস্তুত করিও; এখন যাও উদ্যোগ পাও।"

কালু বৈদ্যনাথকে নমস্কার করিয়া মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইলে, বৈদ্যনাথ বলিল, "কালু, তোমার হিসাব এখন থাক, পরে হইবেক; এখন ত্বরা করিয়া বাচের উদ্যোগ দেখ।"

বৈদ্যনাথ বলিল, "মল্লিকজী, কালুর কি কিছু পাওনা হইবেক ?"

মল্লিকজী বলিল, "মহাশয়, হিসাব না দেখিলে বলিতে পারি না।"

কালু বলিল, “আমাকে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেওয়াইয়া দিলেই এখনকার মত কর্ম চলে।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “টাকা এখন তহবীলে অধিক নাই—বিশ টাকা লইয়া যাও।”

কালু বলিল, “মহাশয়, চল্লিশটি না হইলেই নহে।”

বৈদ্যনাথ বলিল, “আচ্ছা—ত্রিশ টাকা দাও। কালু, তুমি একটু ঘুরিয়া আসিও, অপর পরামর্শ আছে।”

কালু মল্লিকজীর নিকট দাঁড়াইলে, মল্লিকজী পঁচিশটি টাকা লইয়া বলিলেন, “এই লও আর এখন হবে না।”

কালু তাহা লইয়া তাহাহইতে একটি টাকা বাক্সের উপর রাখিয়া যোড়হাত করিলে, মল্লিকজী আর তিনটি টাকা বাক্সের ভিতর হইতে লইয়া বাক্সের উপরের টাকার উপর রাখিয়া দিলেন। কালু সেই চারিটি টাকা লইয়া একুনে আঠাশটি টাকা ভূমে বাজাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বৈদ্যনাথকে আর একটি প্রণাম করিয়া গেল। কালু চলিয়া গেলে মল্লিকজী পার্শ্বের মুহুরীকে—“মিত্রজা কালুর নামে ত্রিশ টাকা আজকে খরচ লিখ।” বলিয়া দুটি টাকা বাক্সের মধ্যের থলী হইতে লইয়া বাক্সের দক্ষিণদিকের গেবেতে রাখিতে রাখিতে কালু দৌড়িয়া আসিয়া বৈদ্যনাথকে বলিল, “মহাশয়, মহারাজ রামচন্দ্ররায় জালছিড়ার মোহানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন—ডিঙ্গিতে সমাচার আসিল।”

বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হইয়া বলিল, “কালু, শীঘ্র যত ডিঙ্গি পার সাজাইয়া লও, আর ঘাটে ও বন্দরে আমার বা অপর মহাজনের যত নৌকা ও জাহাজ আছে সকলকে আনন্দসূচক

নিসান উঠাইতে বল। আমি এক ঘণ্টারমধ্যে বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতেছি।” কালু “যে আজ্ঞা” বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ব্যস্ত হইয়া গদীর ভিতর ঘরে গেলেন, যাইবার সময় মল্লিকজীকে বলিলেন, “মল্লিকজি, আজ গদী বন্ধ করিয়া সকল লোকজন মুহুরী কারকুণকে অবকাশ দাও; সকলকে ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘাটে যাইতে বল। আমার লোক-জন সিপাহি লস্কর যে যেখানে আছে সকলকে ঘাটে উপ-স্থিত হইতে বল। এই বন্দর দিয়াই রাজবাটীর পথ,—আমার গোশালা হইতে সমস্ত বৎসযুক্তাগাভী বন্দরের বড়ঘাটের দক্ষিণদিকে রাখিতে বল; ঘাটে রূপার পূর্ণকুম্ভ, অম্রশাখা, কদলী বৃক্ষাদি বসাও; পাড়ার নটীমহলে উলুদিবার জন্য সমাচার দাও, শঙ্খাদির শব্দ করিতে কহিবা; বাজারে যত ব্রাহ্মণ আছে তাহাদিগকে ফোঁটা কাটিয়া ঘাটের দক্ষিণদিকে দাঁড়াইতে বল; আমার তিনটা পোষা চিতেমৃগ আছে তাহাও দক্ষিণ দিকে রাখাইবা; অশ্ব সাজাইয়া সম্মুখে রাখাও; রাজা যেমন ঘাটে পদার্পণ করিবেন, অমনি দক্ষিণের পথের সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা অগ্নি জ্বালাইবা; ভাল ভাল সুন্দরী নটীদিগকে পথের ধারে দাঁড়াইতে কহিবা; বাজারে মালাকরকে ডাকাইয়া কতকগুলা মালা পথে ঝুলাইতে বল; দুই তিনটা ঘৃতের মট্‌কী, সদ্যমাংস, চার পাঁচভার দধি ও দুই তিনভার দুগ্ধ ও দুই তিনকলস মধু আনাও; স্থানে স্থানে শুক্লধান্য ও পতাকা উড়াইও; আর ভীমরব যে এক যুড়ী তোপ আছে, তাহাও চালাইতে কহিবা; খধূপ বড় মঙ্গলসূচক—। আমি চলিলাম, গোবিন্দ থাকিলে

তোমার এত কষ্ট হইত না। যাহা হউক, তোমার উপর সমস্ত ভার।" বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল। মল্লিকজী নাএব ও কারকুণ সকলকে ডাকাইয়া এক এক জনকে এক এক কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে, নিমেষের মধ্যে সকলে সমস্ত কর্ম্মের আয়োজনে ধাবমান হইল। মল্লিকজী স্বয়ং ব্যস্ত হইয়া বাসায় যাইবার পূর্ব্বে জমাদারকে ডাকাইয়া গদীর চারিদিকে চারি তালা লাগাইলেন ও স্বয়ং সদরদ্বারের কুঞ্জী লইয়া চলিয়া গেলেন। বাসায় যাইয়া ব্যস্তে সিন্দুকের উপর কাচের কটোরায় যে অহিফেন ভিজান ছিল, তাহা যথাকাল না হওয়ায় ভাল ভিজে নাই দেখিয়া তর্জ্জণীরদ্বারা শিটা ঘর্ষিয়া অহিফেন গুলিয়া জলটি পান করিলেন ও সেইখানে বড় একবাটি—আনুমানিক দুই সের—ঘনীকৃত দুগ্ধের উপর হরিদ্রাবর্ণ মোটা সর বসিয়াছিল, সর সহিত পান করিয়া একটি পান চিবাইতে চিবাইতে সিন্ধুক খুলিলেন ও অনেক তন্ন তন্ন করিয়া ভাল ঢাকাই মস্‌নবের একটি জোড়া বাহির করিয়া পরিলেন; কোমরে জড়ির পাড় দেওয়া ডিমিটীর কোমরবন্ধ বাঁধিলেন ও মাথায় লাটুদার পাগড়ি; পায়ে লপেটা জুতা পরিয়া বাহিরে আসিলেন। জনৈক উড়িয়া ছোগরা কাণে শালপাতার চুরুট দিয়া প্রায় ছয় হাত দীর্ঘ একটা তলতা বাঁশের উপর আটচালার মত একটা গোলপাতার ছাতা ধরিল। মল্লিকজী এইরূপ সজ্জা করিয়া ঘাটের দিকে চলিলেন। পথে লোকারণ্য;—দুইধারে, কেহ নমস্কার, কেহ প্রণাম, কেহ বা সেলাম, কেহ বা রাম রাম করিয়া সমাদর করিল। দেখেন যে প্রায় সমস্ত সম্ভার আহৃত হইতেছে। এমত সময় মহা কলরবের পর একবার নিস্তব্ধ

হইল, তাহারই পর একটি তোপের ভীমগর্জ্জনে মেদিনী কাঁপিয়া উঠিল! মল্লিকজী ব্যস্ত হইয়া দ্রুতপদে ঘাটের দিকে চলিলেন। পথিমধ্যে দেখেন যে রাজবাটীর লোকেরা ব্যস্ত হইয়া ঘাটে যাইতেছে; পথে লোকারণ্য। ক্রমে "রাজা! রাজা! মহারাজ আসিতেছেন, ঐ যে মহারাজ নামিলেন! আহা কত দিনের পর রাজা স্বদেশে এলেন!" এই সকল শব্দ শুনা গেল। মল্লিকজী আর রাজপুরুষের ভিড়ে অগ্রসর হইতে অক্ষম হইলেন। ক্ষণেকে মহারাজ রামচন্দ্র রায় সস্ত্রীক অশ্বদ্বয়ে চাপিয়া চলিলেন,—দক্ষিণে রমাইবীর, বামে বৈত্থনাথ, অগ্রে রাজসেনা ও বৈত্থনাথের সেনা, পশ্চাতে লোকারণ্য। রাজা বৈত্থনাথের গদীর নিকট আসিয়া একবার দাঁড়াইয়া বৈত্থনাথকে বিদায় দিলেন; কিন্তু বৈত্থনাথ তাহা না শুনিয়া রাজার সঙ্গে চলিল। ক্রমে রাজমার্গ দিয়া সকলে চলিয়া গেল।

ষোড়শ অধ্যায়।

বৃত্রাণিঅন্যঃ সমিথেষু জিঘ্নতে ব্রতানি অন্যঃ অভিরক্ষতে সদা।

দণ্ডমন্দির পরমাণুচয়ে স্ফুলিঙ্গিত হইলে শব্দে সকলেই অভিভূত হইল। সরমা অকস্মাৎ প্রলয়কালীনধ্বনিতে চমকিয়া উঠিলেন। রাজমহিষী ব্যস্ত হইয়া সরমাকে ধরিলেন। সরমা ছিন্নমূল স্বর্ণলতার ন্যায়, নীলীনিভমেঘে বিদ্যুদ্দামের ন্যায়, রয়ক্ষিপ্ত লোহিতমৎস্যের ন্যায় ভূমে পড়িয়া আছেন, মহিষী তাহার পৃষ্ঠদেশে হাত দিয়া ম্রিয়মাণা অধোদৃষ্টিতে—। কমলাদেবী শব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমত সময় শঙ্কর রণবেশে আসিয়া বলিল, "বড় মা ! রায়গড় মহারাজ মানসিংহের অধিকার হইল ! মহারাজ প্রতাপাদিত্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইতেছিলেন, দক্ষিণ পশ্চিমের সুড়ঙ্গের মুখে রামনারায়ণের সৈন্যের হস্তে পড়ায়, তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট লইয়া গিয়াছে। এদিকে দণ্ডমন্দিরের নীচে রায়গড়ের সমস্ত আয়ুধ ও বারুদ ছোটমার আদেশমত আনা হইয়াছিল, অকস্মাৎ তাহায় আগুন লাগায় সমস্ত দণ্ড মন্দিরটি উড়িয়া গিয়াছে। ঐ ভীষণ শব্দ তাহার। ছোট মা সেই সঙ্গে হত হইয়াছেন !" কমলাদেবী এই হৃদয়মথনী কুবার্তা শুনিবামাত্র অচেতন হইয়া দণ্ডকাষ্ঠের ন্যায় ভূমে পড়িলেন ; পতন আঘাতে তাহার নাসিকা ও মুখ দিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল ! মহিষী, "কি হইল !" বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা

হইলেন। সরমা শব্দ শুনিয়াই একপ্রকার চেতনাহীন ছিলেন, শঙ্করের সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন না। শঙ্কর এই মর্ম-ভেদীবার্ত্তা দিয়া, "হায় কি করিলাম!" বলিয়া আপনার ললাটে চপেটাঘাত করিল, গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া কোন দাস-দাসীর দেখা না পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিল। এমত সময় রেবতী ফুল্কামুখী হইয়া বেগে গৃহে প্রবেশ করিল, তিনটি অচেতন রাজাঙ্গনার অবস্থা দেখিল, দ্রুতপদে জল লইয়া প্রথমে কমলাদেবীর মুখে সেচিতে লাগিল ও স্নিগ্ধ বারি দিয়া আপনার অঞ্চল ভিজাইয়া কমলা-দেবীর বদন মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রবেশ করিলে, রাজমহিষী ও সরমার অনাথাবস্থা দেখিয়া আবার ফুঁফিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রেবতী বলিল, "মালতি, এখন কাঁদিবার সময় নহে, আমি একক, নতুবা আমি মহিষীকে তুলিতাম, তুমি এই জল লও মহিষীর মুখে ও চক্ষে দাও। কমলাদেবী শীঘ্রই চেতনা পাইবেন। তিনি একটু সজীব হইলেই আমি সরমাকে তুলিতেছি।"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমাদিগের দশা কি হইল! আমি কি বলিয়া মহিষীকে সান্ত্বনা করিব? আমি আর এমুখ কেমন করিয়া তাঁহাকে দেখাইব? দিদি সরমাই বা সচেতন হইলে কি বলিবেন! আহা! বালিকা কতই সহিবে! আমার বোধ হয় বাছা অচেতনে ভালই আছে।" মালতী আরও কাঁদিতে লাগিল।

রেবতী বলিল, "মালতি, তুমি বিবেচক হইয়া অধীর হই-তেছ কেন? সকলেই এমত সময় যদ্যপি অস্থির হও, তবে

ত মহিলা তিনটি প্রাণে মারা যাইবেক। অনেকক্ষণ হইল ইহারা অচেতন হইয়া আছে—ত্বরায় চেতনা করা আবশ্যক। তুমি কি উন্মত্তা হইলে? এই লও জল লও—না পারত—” আপনার অঞ্চল হইতে এক খণ্ড ছিঁড়িয়া লইয়া বলিল, “দেখ, এই আর্দ্র কাপড় লইয়া তুমি কমলাদেবীর চক্ষে ও নাসিকামূলে ও ওষ্ঠে দাও, আমি ততক্ষণ সরমাকে ও মহিষীকে উঠাইতেছি।”

মালতী পুত্তলিকারমত রেবতীর হাত হইতে আর্দ্রবস্ত্রখণ্ড লইয়া বিমলাদেবীর চক্ষে ও নাসিকামূলে স্নিগ্ধ জল সেচিতে লাগিল। রেবতী সরমার চক্ষে দুই চারি বার স্নিগ্ধবারি সেচন করিলে, সরমা চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, “সূর্য্য-কুমারের কি হইল?” রেবতী কোন উত্তর না করিয়া আরও জল সেচিতে লাগিল। সরমা ক্রমে চেতনা পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। রেবতী সরমাকে উঠিতে দেখিয়া তাঁহার মাতা রাজমহিষীর চক্ষে জলসেচন করিলে, তিনিও চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, “মহারাজ কোথায়? আমি একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব—তোমরা এক বার মানসিংহকে গিয়া বল—আমার জন্মের সাধ এক বার মিটাইয়া লইব!”

রেবতী বলিল, “মহিষি, একটু সুস্থ হও, দেখা হইবেক—দেখিবার জন্য চিন্তিত হইও না।”

সরমা বলিল, “কি, মহারাজের কি হইয়াছে? তিনি কোথায়?”

মহিষী ইঙ্গিত করিবামাত্র রেবতী বলিল, “তিনি রায়-গড়েই আছেন, কোন চিন্তা করিও না।”

ওদিকে কমলাদেবী ক্রমে ক্রমে চেতনা পাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন, পরে, "বিমলা তুমি কোথা গেলে!" বলিয়া চীৎকার করিয়া আবার চক্ষু বুজিলেন! রেবতী কমলার নিকট যাইয়া বলিল, "দিদি, ক্ষান্ত হও—ধৈর্য ধর। তুমি সুবিবেচক হইয়া কেন অধির হইতেছ? বিমলার কাল উপস্থিত হইয়াছিল,—এক্ষণে মহারাজ কচুরায়ের মঙ্গল চিন্তা কর।

ইন্দুমতী ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কোথায়—কচুরায় কোথায়—আহা! তিনি কি জীবিত আছেন?"

কমলাদেবী কচুরায়ের নাম ও ইন্দুমতীর স্বর এককালে শুনিতে পাইয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বেগে উঠিয়া বসিলেন, বসিয়া যেমত ইন্দুমতীকে স্পর্শ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, তিনি টলিয়া পড়িলেন। ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে কোলে ধরিলেন। কতক্ষণ ইন্দুমতী ও রেবতীর শুশ্রূষায় চৈতন্য পাইয়া বলিলেন, "মা ইন্দুমতি, তুই কি সত্যই আবার আসিয়াছিস্? মা, এত দিন বজ বজে কেমন করিয়া রহিলে? এখানে তোর দুটা মা যেন পাগলিনী প্রায় হইয়াছিল!" ইন্দুমতীর গলদেশ ধরিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া ঘন ঘন চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মা, আমার বক্ষঃস্থল শীতল হইল, একবার আমার গাত্রে হাত দাও। —এত স্বপ্ন নহে?" ইন্দুমতী যদিচ কমলাদেবীকে বড় মা বলিয়া ডাকিতেন; কিন্তু অদ্য বিমলাদেবীর ভয়ানক অকাল-মৃত্যু অবগত হইয়া বলিলেন, "মা! আমি এইখানেই আছি, আর কোথাও যাইব না। নরাধম ফিরিঙ্গীরা ধরা পড়িয়াছে। তুমি ক্ষান্ত হও।"

কমলা রেবতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাছা, এ মেয়েটী কে? এ যে আমার কচুরায়ের কথা বলিতেছিল।"

রেবতীর এখন সে মলিন পাগলিনীর বেশ নাই। কষ্টে শুষ্কা হইয়াছিল বটে, কিন্তু অদ্য স্নানাদিরদ্বারা ও হস্তপদাদি ধৌত করিয়া রীতিমত শুক্লবস্ত্র পরিয়া অবগুণ্ঠনপর্যন্ত দিয়া যেন শিষ্টা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে উপস্থিত হইয়াছে। কমলাদেবীর কথা শুনিয়া ইন্দুমতীকে তাহার উত্তর দিতে সময় না দিয়া বলিল, "দিদি, আমি তোমার রেবতী"—আপনার অবগুণ্ঠন তুলিয়া বলিল, "দিদি, এক্ষণ চিনিতে পারিয়াছ? আমাদিগের কি সুখের দিন!"

কমলা বলিলেন, "দিদি, তোকে এমন দেখে আমার প্রাণ যুড়াইল! আহা! তুমি কত কষ্ট পেয়েছ! কত দেশে ঘুরেছ! সকলই আমার জন্য! আহা! এখন কোথা হইতে আসিলে? তোমাকে অনেক দিন আর রায়গড়ে দেখি নাই।"

রেবতী বলিল, "দিদি, আমার অদৃষ্টে যত দিন ভোগ ছিল, তাহা ভুগিলাম, এখন তোমাদিগের কল্যাণে একপ্রকার সুস্থ হইয়াছি। কিন্তু আমি বায়ুগ্রস্ত হইয়া কতই অত্যাচার করিয়াছি? এ সমস্ত হাঙ্গাম মিটিয়া গেলে ভট্টাচার্যের ব্যবস্থা লইয়া একটা প্রায়শ্চিত্ত করিব। সে যাহা হউক, দিদি, এখন তোমার কচুরায় এসেছেন!"

কমলা বলিলেন, "দিদি, আমার কেন? ও তোমার কচুরায়! আমি কেবল গর্ভে ধরিয়াছিলামমাত্র, কিন্তু তুমিই তাহাকে বক্ষে রাখিয়া স্তনপানে জীবন দিয়াছ। তুমিই তাহাকে যশোহরের কচুবনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলে। আহা!

তোমার সে কয়েক দিনের দুর্গতি মনে হইলে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়! তুমি বাছা কচুরায়ের জন্য উন্মাদিনীপ্রায় দেশে দেশে হায় হতাশ করিয়া বেড়াইলে—আমি অনায়াসে তাহাকে বিস্মরিয়া রাজ্যসুখে মত্ত রহিলাম! দিদি, কচুরায় তোমার! সে আমার হইলে, তাহার জন্য আমি পাগলিনী হইতাম! এখন তিনি কোথায়—একবার চক্ষে দেখিতে পাই না?"

রেবতী বলিল, "দিদি, তিনি রায়গড়েই আছেন—তিনি সেই কৃষ্ণবর্মাবৃত পুরুষ!"

ইন্দুমতী বলিলেন, "মা, আমি সেই রাত্রিতেই অনুমান করিয়াছিলাম; তবে সাহস করিয়া—পাছে ভ্রমে তোমাকে কষ্ট দিই আশঙ্কায়—ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। অদ্য মহারাজ মানসিংহ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন।"

প্রভাবতী আসিয়া বলিল, "জেঠাই, আমি আসিয়াছি।"

কমলা বলিলেন, "কেও—প্রভা, এস বাছা, প্রণাম হই। বাছা তোর তরে আমি কত কেঁদেছি। তুই যদি বাছা যুদ্ধের সময় থাকতিস্—।"

প্রভাবতী হাসিয়া বলিল, "জেঠাই, তাহা হইলে তোমার কচুরায়কে পরাজিত করিয়া বাঁধিয়া তোমার চরণে আনিয়া দিতাম।"

অরুন্ধতী এতক্ষণ ম্রিয়মাণা হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, এখন অগ্রসর হইয়া কমলাদেবীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মা, এও তোর আর একটি পাগল মেয়ে।"

কমলা তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইলেন, ইন্দুমতী বলিলেন, "মা, ইনি আরাকাণ রাজকন্যা—অনুপরামের ভগ্নী।

ফিরিঙ্গীরা ইহাঁকে নানাবিধ কষ্ট দিয়াছিল, পরে চন্দ্রদ্বীপের মহাজন বরদাকণ্ঠ ইহাঁকে রক্ষা করিয়া মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে এখানে আনিয়াছেন।"

কমলা বলিলেন, "এস, মা—এস, আমার এখন সময় অত্যন্ত ভাল, নতুবা তোমার মত লক্ষ্মীর দেখা পাব কেন? আহা! বিমলা থাকিলে কত যত্ন করিত। ইন্দুমতি, আমার মন বিমলার জন্য থেকে থেকে কেঁদে উঠে,—বিমলার বিবাহের পূর্ব্বে আমি তাহাকে কত ভাল বাসিতাম, তাহার পর ত আমার ভগ্নীই হল; তুই জানিস, সে আমাকে কত মান্য করিত!" কমলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন, হেঁট-মুণ্ডে ক্ষণেক রহিলেন, চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া গেল। নীরব নিঃশব্দ শোক বড় মর্ম্মভেদী—! ইন্দুমতী কমলার নীরব রোদন দেখিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না—এত যত্ন করিলেন, কিন্তু চক্ষু তাঁহার বশবর্ত্তী নহে, ওষ্ঠ তাঁহার অধীন নহে, বক্ষঃস্থল তাহার ইচ্ছার অনুগত নহে—চক্ষুও ভাসিল, ওষ্ঠও কাঁপিল, বক্ষঃস্থলও প্রলোড়িত হইল, শ্বাসও বদ্ধ হইল, ইন্দুমতী ফুঁফিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! অরুন্ধতী কখন বিমলাকে দেখেন নাই, হইলে কি হয়, সাহিত্যধর্ম্ম অতি প্রবল—দুইজনের শোক দেখিয়া থাকিতে পারিল না—তাঁহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিল। রেবতী—আহা! যে, শোকে পাগলিনী হইয়াছিল, সে কি শোকের ছবি দেখিয়া নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে? তাহারও শোকের ভার ন্যূন নহে! বিমলার অকাল মৃত্যুর জন্য যত হউক না হউক, তাহার স্বীয় হিসাবের অনেক শোক জমা ছিল! আহা!

শোকের অগ্রগণ্য পুত্রশোক প্রবল হইল, তাহার পর অপর শোক—পাগলিনী রেবতীও কাঁদিল। রাজমহিষী—তাঁহার শোকভার ত গুরুতম! তাঁহার স্বামী—বঙ্গে একছত্রী, তিনি রণে পরাস্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন! আহা! নিষ্ঠুর বিধাতা তাহার দ্বাদশপদের আসন লইয়া সন্তুষ্ট হইল না; মানুষ সম্পত্তিশ্রেষ্ঠ প্রাণও ছাড়িবেক না! এ সমাচারে কি রাজমহিষীর মন স্থির থাকে? তাঁহার মন মথিত হইতেছে, ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া যেন তাঁহার শোকারণ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল—তিনিও একেবারে ফাটিয়া উঠিলেন, "ও! মা! গো!" বলিয়া ডাকছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! আহা! কোমলা সরমা!—পিতার এই দশা—তাহাতেইত অস্থির—তাহার উপর আবার প্রেমাস্পদের চিন্তা বলবতী হইল, ভাবিল, এখন কে আমার মঙ্গলচিন্তা করিবেক? কে আমার স্বচ্ছন্দের জন্য ভাবিবেক? তিনিও আপনার মাতার গলদেশ জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মালতী—সেও কি সুস্থিরা? তাহার চিন্তা আছে—তাহারও শোক লাগিয়াছে। প্রতাপাদিত্যকে সে পিতার তুল্য দেখিত। সে চঞ্চলা—সদানন্দ—সদাপ্রফুল্লা কিন্তু সুচতুরা; সে মনে মনে ভাবিল, এই সর্বনাশে তাহারও সমস্ত আশা একেবারে মূলোপাৎটিত হইল, সেও কাঁদিল! আহা! এখন রাজমন্দির ক্রন্দনধ্বনি, আর্তনাদ, বিনয়ন ও কাতরোক্তিতে পূরিল! অনুমান, যেন নির্জীব দেবালগুলিও প্রতিধ্বনিতে কাঁদিতেছে! নিকটে শুকশারিকা ছিল না, থাকিলে তাহারাও কাঁদিত সন্দেহ নাই। অপর দাসদাসীরা কেহ দ্বারে, বাহিরে, কেহ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, কেহ দূরে বসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া

কেহ হেঁটমুণ্ডে, কেহ চক্ষে অঞ্চল দিয়া, কেহ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে, দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! শোক যেন সংসারে আর কোথাও স্থান পায় নাই—যেন রায়গড়েই জন্মিয়াছে আর রায়গড়েই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে! শোক—অতি দারুণ যন্ত্রণা—যে ভুগিয়াছে, সেই জানে। শোক দেখা যায় না, শোক কিন্তু মনকে ছাড়ে না। শোকে বিগত সুখের সমালোচনা করে, আর ভবিষ্যতে সেই সুখের অসম্ভাবিতা জন্য দুঃখ মনে কল্পনা করিয়া দেয়, এই কারণই শোকে লোক বিনাইয়া কাঁদে। যত কেন বিজ্ঞ হউক না, যত কেন বিমলপ্রেম হউক না, শোকের সময় ক্ষীণমন স্বার্থপর হয় আর অভাবজনিত দুঃখ মনে তুলিয়া দেয়—কমলা বিনাইয়া বিমলার জন্য কাঁদিলেন; মহিষী বিনাইয়া প্রতাপাদিত্যের জন্য কাঁদিলেন; সরমা বিনাইতে পারিল না বটে, কেবল "মা আমার কি হবে—ওমা আমি কোথা যাবগো!" করিয়া কাঁদিলেন; রেবতী বিনাইয়া আপনার পুত্রের জন্য কাঁদিল; মালতী কেবল ফুফিয়া কাঁদিল; অরুন্ধতী আপনার অদৃষ্টকে দুষিল, বলিল, "এমতি আমার অদৃষ্ট মন্দ—স্বীয় রাজ্যসুখ পাইলাম না, সনদ্বীপে গেলাম, বৈদ্যনাথ কৃপা করিয়া আমায় আশ্রয় দিলেন; পোড়া বিধাতা তাহার পুত্রকে কারাগারে দিল, তাহার ধন ফিরিঙ্গী লুটিল; আবার কোথা রায়গড়ে জুড়াইতে আসিলাম, তাহা বিধাতা আমার আগমনে এখানেও সর্বনাশ করিল! আমি আর সংসারে থাকিব না—আমার দৃষ্টি পোড়া শনির দৃষ্টি অপেক্ষা খর, আমার সঙ্গ সর্বনেশে সঙ্গ!" দাসদাসীরা কাঁদিল—যে আমাদিগের রাজার যখন রাজ্য গেল, কারাবন্দী

হইলেন, তখন আমাদিগের আশ্রয় গেল, এখন আমরা কি করি—কোথায় যাই? প্রভাবতী ক্ষণেকমাত্র ফেল ফেল করিয়া চাহিয়াছিলেন, তাঁহারাও মৃগনেত্রে বাণ উথলিল—তিনিও কাঁদিলেন,—বল্লভের এইবারে কাল উপস্থিত হইল—প্রতাপাদিত্য একপ্রকার বল্লভের প্রতিভূরস্বরূপ ছিল, এখন আর তাহার পরিত্রাণ নাই, "হায় কি হইল!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। এই ক্রন্দনের কোলাহলের মধ্যে কচুরায় আসিয়া উপস্থিত! গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজমহিলাগণের আলুলায়িতকেশ, বিবর্ণ মুখশ্রী, অশ্রুবিপ্লুত বদন, ভূমিতে উপবেশন ও হায় হাতাশাদি দেখিয়া দ্বারের একপার্শ্বে দাঁড়াইলেন—তাঁহারও মন গলিয়া গেল, তাঁহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল, তাঁহারও বক্ষঃমধ্যে পাষাণতুল্য ভারবোধ হইল! তিনি অল্পে অল্পে কমলাদেবীর নিকট দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রেবতী ক্ষান্ত হইল, অঞ্চলে মুখ মুছিয়া একদৃষ্টে সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিলে, কচুরায় অগ্রসর হইয়া জানুপাতিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দক্ষিণহস্তের দ্বারা রেবতীর দক্ষিণচরণ ও বামকরে রেবতীর বামচরণ স্পর্শকরতঃ গদ্গদস্বরে বলিলেন, "মা, প্রণাম হই! আমি কখন আশা করি নাই যে তোমাকে এ অবস্থায় দেখিব। তোমাকে যখন সনদ্বীপে প্রথম দেখিলাম, মা, তোমার অবস্থায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিন্তু বিধাতা পাংশুস্তূপের মধ্যে কণামাত্র অগ্নি রাখিয়াছিলেন—সেই আমার একমাত্র আশার উপায় ছিল। এখন মাতা আর ধাত্রী একত্রে দেখিলাম," বলিয়া কমলাদেবীর চরণ ধরিয়া প্রণাম করিলেন। রেবতীর বিষাদ অশ্রু

আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল! রেবতী ব্যস্তে কচুরায়ের চিবুকদেশে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন। কমলাদেবী অনেক-দিন কচুরায়কে দেখেন নাই—মার প্রাণ—মা শব্দটি কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র করপুটে পূর্বাস্থ হইয়া উদ্দেশে যশোহরেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মাগো, এ সমস্ত তোর খেলা! তুই এখনও যশোহরবংশকে ভুলিস্‌নি। মা! এখন আশার অতিরিক্ত ফল পাইলাম, যেন অন্তিমকালে চরণে স্থান দিস্!" বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উদ্দেশে প্রণাম করিলেন ও বলিলেন, "বাছা কচুরায়, একবার যশোহরেশ্বরীকে প্রণাম কর।" কচু-রায় মাতার আদেশমতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কমলাদেবীর চরণের নিকট আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "মা, আমার দেবদেব, জগৎগুরু তুমি—তুমিই আমার শ্রেষ্ঠবস্তু ও জগতের ঈশ্বরী! তোমার শ্রীচরণপ্রসাদে আমার সর্বত্র মঙ্গল—মা তুমিই আমার ইষ্টদেবতা!"

কমলা কচুরায়ের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "বাছা, আয় একবার কোলে বস্।" কচুরায় উঠিতে অল্প বিলম্ব করিয়াছেন কি না—কমলা বলিলেন, "বাছা, যত বড়ই হওনা কেন, তুমি মার কোলে বসিতে লজ্জা করিও না।" কচুরায় ভাবিতে ছিলেন যে, মাতা বৃদ্ধা, তাঁহাকে কোলে বসাইতে কষ্ট পাইবেন। যাহা হউক, উঠিয়া মাতার একপার্শ্বে অতি সন্তর্পণে বসিলেন। কমলা বলিলেন, "বাছা, কচুরায় তুই ভালকরে কোল যুড়ে বস্ না—বাবা গাছকে কি ফল ভারি লাগে?"

কচুরায় কমলার কথায় তাঁহার কোল যুড়িয়া ভাল করিয়া বসিলেন। রেবতী দেখিয়া বলিল, "দিদি, এ সাদ আমি

স্বপ্নে দেখিতাম—এখন বিধাতার অনুগ্রহে এ চক্ষে দেখিলাম! দিদি, তুই ধন্য!”

কমলার চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল, কমলা ঘন ঘন মস্তকাঘ্রাণ লইয়া বলিলেন, “বাবা, অনেক দিন তোকে দেখি নাই—একবার মুখ তোল দেখি।”

কচুরায় তাঁহার গর্ভধারিণীর দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলে, কমলা বলিলেন, “আহা! বাছার মুখ শুখাইয়া গেছে, রেবতি, কিছু খাবার নিয়ে এসো।”

ইন্দুমতী ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, কচুরায় বলিল, “মা, এখন প্রায় প্রত্যূষ হইয়াছে, এখন আর খাব না।”

কমলা বলিলেন, “বাবা, মার কোলে বসে খাবি, তার আবার সময় কিরে? ইন্দুমতি, বাছার জন্য কিছু খাবার আন।”

রাজমহিষী কচুরায়ের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সুন্দর সৌম্যমূর্তি দেখিয়া স্থির হইয়া এক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সরমাকে বলিলেন, “সরমা, তোর খুড় এসেছেন, উঠ, তাঁহাকে প্রণাম কর।” সরমা ব্যস্তে উঠিয়া মাতার কাপড় টানিয়া দিয়া কচুরায়ের নিকটে যাইয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কচুরায় বলিলেন, “থাক—অমনি আশীর্বাদ করিতেছি, চিরজীবি হও ও শীঘ্র রাজমহিষী হও। স্ত্রীলোক—পাদস্পর্শ করা উচিত নয়। মহিষি! কন্যা উপযুক্তা হইয়াছেন, এখন একটি পাত্র স্থির কর।”

মহিষী একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, “ভাই, এখন

এ কন্যাদায় তোমার—। আহা! মনে বড় আশা ছিল—তা বিধাতা পাথরে আছাড়িলেন!”

কচুরায় মহিষীর সম্মুখীন হওয়ায়, বিশেষে এই সুরে কথা পড়ায়, কতকটা অপ্রস্তুত হইলেন, বুঝিলেন, এ নিতান্ত ভয়ানক ভুমি, ইহাতে অধিকক্ষণ থাকিলেই ডুবিতে হইবেক; হয় ত মহিষীর অপ্রিয় দুই চারি কথা কহিতে হইবেক। কিন্তু এরূপ সমূহ সঙ্কটের সময় মহিষীর শোকোদ্দীপন করিতে মনে কষ্ট হইল। ইতস্ততঃ ভাবিয়া ঐ কথা চাপা দিবার আশয়ে বলিলেন, “মা, কৈ কি খাবার দিবে?”

ইন্দুমতী ইতোমধ্যে একখানি স্বর্ণপাত্রে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনিলে, কচুরায় স্থানান্তরে উঠিয়া বসিলেন ও আহারের পুর্ব্ব আচমন করিতে উদ্যত হইলে, একটি তোপের শব্দ হইল! চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, “মা, এখন আমি চলিলাম। মহারাজ মানসিংহের অনুমতিতে খধূপ ছুটিতেছে। জয়সূচক ধ্বনিও শুনিতেছি। পূর্ব্বদিক পরিস্কার হইয়াছে, এক্ষণেই মহারাজ মানসিংহের সভা হইবেক; আমার সেস্থলে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না। মধ্যাহ্নে আসিয়া আমরা আপনার নিকট আহার করিব।” রাজমহিষীকে বলিলেন, “মহিষি, আহারের সময় আসিয়া সাক্ষাৎ করিব,” উঠিয়া চলিয়া গেলেন। রেবতী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে বাহিরে আসিলে, কচুরায় তাঁহাকে কি বলিয়াদিলেন। রেবতী প্রথমে অসম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন; কিন্তু কচুরায় আবার বলায় স্বীকার পাইলেন।

ষোড়ষ অধ্যায়।

রাজ্যং নিষ্পাদ্য নির্ব্বিঘ্ন মথবাৎসল্যপৈশলঃ।
বিভাজ্যবন্ধুভৃত্যেষু বুভুজে পার্থিবঃ শ্রিয়ং ॥

"রায়গড় অধিকার হইল। প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। সুর্য্যকুমারের কুকীসেনা তালপুখুরে কটক করিয়াছে।" এবম্বিধ শব্দ সুর্য্যরশ্মি চতুর্দ্দিকের পেটাগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্বেই প্রচার হইয়াছে। আবাল বৃদ্ধ, যুবা ও প্রৌঢ়, স্ত্রী ও পুরুষ, গৃহস্থ ও কৃষীলোক স্বীয় শত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর দিক বিভাগ হইতে ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ুপ্রদিক হইতে কেহ রায়গড়ের প্রতোলী প্রকারাভিমুখে, কেহ দীর্ঘির দিকে, কেহ কমলাদেবীর আবাসে, কেহবা কৌতুহলপ্রিয় তালপুখুরের কুকী কটকে চলিতেছে। যাহারা মহারাজ মানসিংহের আক্রমণের সমাচার পাইয়াও স্বীয় দ্বারপিণ্ড অতিক্রম করে নাই, যাহারা গ্রামসজ্জায় যায় না, যাহারা পিণ্ডমাত্রোপজীবি, যাহারা গ্রামের মধ্যে গোষ্ঠেশ্ব বলিয়া পরিচিত, তাহারাও গোসকালের প্রলয়সুচক ধ্বনিতে ও মেদিনীর কম্পনে চালিত হইয়াছে। কেহ ভয়বিপ্লুত, কেহ কৌতুহলপরবশ, কেহ প্রদ্রাবকল্পনায় দৌড়িতেছে। কেহ বলিতেছে "আগ্নেয়ের উদ্গারে কাকধ্বজের বেগে গত রাত্রিশেষে রায়গড়ের মন্দিরচয় মৃৎস্ফোটে সকলীভুত হইয়াছে।" কেহ—, "রায়গড়ে

জনপ্রাণী নাই, যেখানে সভামন্দির ছিল সেখানে ভীষণ অতল-স্পর্শ দহ হইয়াছে।" কেহ—, "শরশুণার অশ্বত্থগাছের উচ্চতম শাখায় বিমলাদেবীর হস্ত ঝুলিতেছে।" কেহ বলিল, "এমত দুর্ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই।"

গ্রামের গুরুমহাশয়ের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ যাইতে যাইতে পার্শ্বস্থ জনৈক বৃদ্ধ ভগ্নপায়িককে দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁদে গৌষী, শুনেছ—আজ উষাকালে কি ব্যাপার হইয়াছে?"

গৌষী পুর্বে বসন্তরায়ের শাসনে জনৈক মুসলমান পায়িক ছিল। যুদ্ধে তোপস্ফোটে তাহার দক্ষিণপদ ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, মহারাজ তাহাকে জীর্ণ সেবকশ্রেণীভুক্ত করিয়া বৃত্তিনির্ধারণ করিয়া দিয়াগিয়াছেন বলিল, "মশাই, মানসিংহ সুড়ঙ্গস্ফোট-দ্বারা রায়গড় সকলীভূত করিয়াছেন। আমরা মহারাজের সময়ে এপ্রণালীর যুদ্ধ অনেক করিয়াছি। স্ফোটের জন্য বারুদ প্রস্তুত করিতে আমরা গন্ধকের ভাগ অধিক দিতাম।"

গুরুযুবা বলিল, "না হে—তুমি বৃদ্ধ হইয়া সকল বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছ। ধাতুবৈরীর স্ফোটগুণ কিছুই নাই—তর্ক্ষ্যই স্ফোটের উপজীব্য।

গৌষী বলিল, "মশাই, আমি ভুলিয়াছি? এমত কথা কহিবেন না। গন্ধক জোর করতাহৈ, সোরা সোরকরতাহৈ, কোএলালে উড়তাহৈ। সোরার ভাগ কম থাকিলে বারুদে শব্দ বড় হয় না।"

গুরুযুবা বলিলেন, "সে যা হউক, গত প্রাতে একটি নৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ও তোমার 'সোর ও লে উড়্নার' সহিত কোন সম্পর্ক নাই। চট্টগ্রামের আগ্নেয়গিরি নিকট,

দেখনি সর্বদা আমাদিগের এখানে ভূমিকম্প হয়। সীতা-কুণ্ডের গিরিগহ্বরে সাগরবারি প্রবেশ করায়, গিরিস্ফোট হইয়াছে ও তাহারই কম্পনে রায়গড় সকলীভূত হইয়াছে।"

গৌষী জানিত গুরুমহাশয় হইলেই অসামান্য বুদ্ধিশালী হয়। গুরু যুবার কথা শুনিয়া আচাভুয়ার ন্যায় চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর করিল না। এমত সময় উগ্রসেন নামক শরশুণা গ্রামের আঢ্য কাপালিকচণ্ডাল বেগে অশ্বে আসিয়া ইহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বলিল, "গুরুমহাশয়, শুনিয়াছ—প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে? অদ্য বেলা দেড়প্রহরের সময় রায়দীঘির উত্তর তীরে মহাসভা হইবে। গ্রামের আপামর সাধারণের তথায় আহ্বান আছে। তুমি যাইবে না?—আমার ছেলে গণেশকে সঙ্গে লইয়া যাইও।"

গুরুযুবা ব্যস্তে উগ্রসেনকে পথ দিয়া বলিল, "মহাশয়, কোথায় যাইতেছেন? গণেশকে আমি লইয়া যাইব। প্রাতে ভয়ানক শব্দের কারণ কি? গৌষী বলে, বারুদসহায়তায় রায়গড়ের কলত্র স্ফাটিত হইয়াছে। গৌষীর জ্ঞান নাই, তাতে আবার বয়স হওয়ায় ভ্রান্তি জন্মিয়াছে।"

উগ্রসেন বলিল, "গৌষীর অনুমান বড় অন্যথা নহে। গত রাত্রিশেষে বিমলাদেবীর বাসমন্দির সকলীভূত হইয়াছে। কারণ নিশ্চয় হয় নাই, কিন্তু অনুমান, যে বারুদে অকস্মাৎ অগ্নি লাগায় এই ব্যাপারটি ঘটিয়াছে। বিমলাদেবীও নষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার ব্যবচ্ছিন্ন শব দীঘিরকূলে রাখিয়াছে।"

উগ্রসেনের কথা শুনিয়া গুরুযুবা উত্তর দিতে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু উগ্রসেন প্রতীক্ষা না করিয়া অশ্ব চালাইয়া

দৌড়িল। গুরুযুবা বলিল, "গৌষি, উগ্রসেনের অদৃষ্টে কথক-গুলি কড়ি হইয়াছে; কিন্তু জাতীয় বুদ্ধি কোথায় যাইবেক। এ সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রকৃত নিদান বুঝিতে গেলে, জ্যোতিষে অধিকার থাকা আবশ্যক।"

গৌষী কোন উত্তর না করিয়া গুরুযুবার পশ্চাৎ চলিল, ক্রমে যত দীঘির নিকট হইতে লাগিল, দেখে—পথে লোকের জনতা অধিক, লোকারণ্যে পথ চলা সঙ্কট। প্রাতঃকাল বলিয়া ও বিশেষে স্থানে স্থানে গাছের ছায়া ও নবদূর্বাদি তৃণাবৃতহেতু ধূলী তত উঠে নাই।

এদিকে রায়গড়ে কলত্রমধ্যে রাজপুরুষেরা ব্যস্তে স্ব স্ব প্রয়োজনে দৌড়িতেছে। সূর্যকুমার ক্ষণেকে কুকীকটক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মালিকরাজের অন্বেষণ করিতে করিতে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, দূর হইতে গোবিন্দ অভি-বাদন করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "জয়ন্তীরাজ! গত রাত্রিতে আপনার কুকীগুল্মে যথেষ্ট শ্রম করিয়াছে।"

সূর্যকুমার বলিল, "ভাই, ক্ষমতায় যত হউক বা না হউক, অনেকটা বিভীষিকায় সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা যেমত অসভ্য-জাতি, আমাদিগের বেশভূষাও তদুপযুক্ত। আমাদিগের অস্ত্রে, এখনকার যুদ্ধ প্রণালীতে কোন ফল দেখে না। অগ্নি-যন্ত্র যেরূপ শত্রুঘাতী কাণ্ডগোচর ও কঙ্কপত্রে বালক্রীড়ার ন্যায় হইয়াছে। সুবিধার মধ্যে কুকীসেনার অসভ্য আকার, বিকট গর্জ্জন ও অনৈসর্গিক লম্ফঝম্ফ দেখিয়া প্রতাপাদিত্যের সেনারা রাত্রিকাল বলিয়া তাহাদিগকে ভুত প্রেত সংশয়ে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়াছিল।"

গোবিন্দ বলিল, "মহাশয়, আপনার ওকথা আমি শুনিতেছি না। আমি স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়াছি, কুকীসেনার মত অকুতোভয়, অসমসাহসী ও অমিততেজা অস্ত্রধারী গত রাত্রির যুদ্ধে কেহই ছিল না। এত উৎসাহ ও এমত প্রভুভক্ত ভট প্রায় দেখা যায় না।"

সূর্যকুমার বলিল, "আমার পিতা ৺শিবচন্দ্র মহারাজের গুণেই এ কুকীরা এককালে মোহিত হইয়াছিল। এখন তাঁহারই পুত্র বলিয়া আমাকে স্নেহ করে।"

গোবিন্দ বলিল, "তাহার কোন সন্দেহ নাই। অপরিমিত শ্রদ্ধা না থাকিলে আপনার অনবগতিতে তাহারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এতদূর হইতে আপনার আদেশ পালন করিতে আসিত না।"

সূর্যকুমার বলিল, "ইহাতে নন্দরামের বিশেষ সাহায্য আছে। যেরূপ শুনিতে পাই, লটকার শাসনে প্রজামণ্ডলীতে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ত্বরায় আমার সে স্থানে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। নন্দরাম আমাকে রওয়ানা করিবার জন্য ব্যস্ত করিয়াছে। আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালিকরাজের অনুসন্ধান করিতেছি, তুমি মালিকরাজকে কোথাও দেখিয়াছ?"

গোবিন্দ বলিল, "মালিকরাজকে আমি কলত্রের দক্ষিণ দ্বারে দেখিয়াছিলাম—তাহার পিতা বিজয়কৃষ্ণের সহিত কথা কহিতেছিল।"

সূর্যকুমার বলিল, "আমি তাহার নিকট চলিলাম, ত্বরায় পুনরায় সাক্ষাৎ হইবেক। তোমার দেশের সমাচার কি?"

গোবিন্দ বলিল, "এই ত সবে আমরা গেড়িজ হইতে আসিতেছি, আমাদিগের আসিবার পরের সম্বাদ জানি না। মহাশয় নমস্কার হই।"

সূর্যকুমার 'নমস্কার—বরদাকণ্ঠকে আমার প্রিয়ভাষ দিবেন।' বলিয়া গোবিন্দের নিকট হইতে কলত্রের দক্ষিণদিগস্থ সুড়ঙ্গ দিকে চলিল। সুড়ঙ্গের দ্বারের পার্শ্বে একটি কেয়াঝোপের মধ্যে কথোপকথনের শব্দ পাইয়া সূর্যকুমার তাহার পথ অনুসন্ধান করিয়া না পাওয়ায়, একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে মালিকরাজের ধ্বনি বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মালিকরাজ, তুমি কোথায় আমি তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না।" সূর্যকুমারের শব্দ হইবামাত্র ঝোপের কথোপকথন ক্ষান্ত হইল, তাহারই অব্যবহিত পরে মালিকরাজ কেতকীর ঝোপের নীচের কাঁটা ও ডাল সরাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া অল্পে অল্পে বাহিরে আসিলে, সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল, "কি ভায়া, একেবারে মৃৎশায়ী কেন?"

মালিকরাজ বলিল, "বিধাতা ক্ষণেকে অতি উচ্চ পর্বত-শিখরকে সমুদ্রতলে পাড়িতে পারেন,—আমার মৃৎশয়নের আশ্চর্য কি?"

সূর্যকুমার মালিকরাজের শোকপূর্ণ ঔদাসবাক্যে চমকিয়া উঠিলেন, আপনাকে দুষিয়া অগ্রসর হইলেন ও উত্থানোন্মুখ মালিকরাজের করদ্বয় ধরিয়া বলে ও প্রেমে তাহাকে দণ্ডায়মান করিয়া আলিঙ্গন করিতে করিতে বলিলেন, "ভাই, তোমার কথায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে। আমি মূর্খ—সকল বিষয়েই নির্হৃদয়ের ন্যায় অগ্রাহ্য করিয়া এমত পরুষবাক্য ব্যব-

হার করি যে, যাহাকে প্রয়োগ করি তাহার মর্ম্মভেদাপেক্ষা আমার মনস্তাপ গুরুতর হইয়া উঠে।”

মালিকরাজ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া বলিল, “সূর্য্যকুমার তোমার কোন দোষ নাই। ভাই, আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত আশা উন্মূলিত হইয়াছে—এক্ষণে আমার জীবনে কোন সুখ নাই। তোমার কুকীদিগের মুখে কি শুনিলে? তুমি কি একান্ত আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবে?”

সূর্য্যকুমার বলিল, “আমি ভাই একপ্রকার মত্তের ন্যায় হইয়াছি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে আমার অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন কি আমার কুগ্রহ কেন্দ্রী। নন্দরাম আমাকে অদ্যই জয়ন্তীপুরের জন্য যাত্রা করিতে অনুরোধ করিতেছে। এদিকে প্রতাপাদিত্য পরাজিত হইয়া আমার সমস্ত ভরসা উৎসন্ন হইল। আবার এখন শুনিতে পাইলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, দক্ষিণ সুড়ঙ্গে ধরা পড়িয়াছে।”

মালিকরাজ বলিল, “ভালই হউক আর মন্দই হউক প্রতাপাদিত্যের অনেক গুণ ছিল। আমরা তখন বুঝিতে পারিলাম না। ব্যস্ত হইয়া এখন নিতান্ত ঘৃণাস্পদ হইয়াছি। আমার পিতার অবস্থার কথা কহিবার নহে—”

সূর্য্যকুমার বলিল, “তিনি এখন কোথায়? মহারাজ মানসিংহ যেরূপ উদারস্বভাব ও বিবেচক, তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে অন্যায় হইবেক না।”

মালিকরাজ বলিল, “তিনি এক্ষণে এই ঝোপে আছেন। আমাদিগের মহারাজও এই ঝোপে ছিলেন, কিন্তু চঞ্চল স্বভাব

সুলভ অস্থির বুদ্ধির দোষে এখন নষ্ট হইবেন। পিতা এত নিষেধ করিলেন, কিন্তু শুনিলেন না, বলিলেন বিজয়কৃষ্ণ! আমি দ্বাদশ ভৌমিকের শিরোমণি হইয়া এখন সরিসৃপের মত, অনুসৃত মৃগের মত, অনাথা ও পীড়িতা স্ত্রীর মত, কাপুরুষের মত লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিব না। যাই, দক্ষিণ সুড়ঙ্গ দিয়া পেট্টায় যাই, দেখি, যদি রণভঙ্গসেনা সঙ্কলন করিয়া ও রায়গড়ের স্বাধীন সেনাবলে পুনরায় রায়গড় দখল করিতে পারি। মানসিংহ জয়মদে মত্ত হইয়া অবশ্যই বিশ্রাম করিতেছে। এখন দুই একদিন কিছু আমার অনুসরণ ব্যতীত অপর কোন আক্রমণ বা যুদ্ধে ব্যস্ত হইবেক না। ততক্ষণে যশোহরে যে সেনাসঞ্চালনের আদেশ পাঠাইয়াছি, ফলবান হইয়া থাকিবেক। একবার যশোহরের ভটগুল্ম এখানে উপস্থিত হইলে যবনদাস অপমানখাকে দেখি। বর্দ্ধমান চিরকাল জয়কেতে। যদি এক্ষণে আমাকে নিষ্ক্রিয় দেখে, অবশ্যই আমার বিপক্ষে অস্ত্রধারণে দুইবার ভাবিবেক না। যদি তাহাকে কোন বিভীষিকা দেখাইয়া নিরস্ত করিতে পারি, তাহাহইলে কতকটা হয়। সে শুনিতেছি এখন উপঢৌকন দিয়াও অল্প মূল্যের বেদামী রসদ দিয়া ম্লেচ্ছ সভায় মান্য হইয়াছে।” পিতা মহারাজের দুরাশা বলবতী দেখিয়া একেবারে বিরত করিতে পারিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন যে ‘মহারাজ, এখন যেরূপ জয়স্রোত চলিয়াছে, তাহাতে রায়গড়ে আপনি আত্মীয় কাহাকেও পাইবেন না—সকলেই এখন মহারাজ মানসিংহের অনুগমন করিবেক। আপনি এখন কোথাও থাকিয়া ঘটনার গতি লক্ষ্য করুন, সময়েরও সুযো-

বঙ্গাধিপ-পরাজয়। রায়গড় সুড়ঙ্গ বাহির হইতে ৮ম চিত্র



গের প্রতীক্ষা করুন। এখন গ্রামকুটে আপনার বিপরীতা-চরণ করিতে বিলম্ব করিবেক না।' মহারাজ বলিলেন, 'বিজয়-কৃষ্ণ, তুমি চিরকাল ভীরু। কখন আমাকে বীরের ন্যায় পরা-মর্শ দিলে না।' পিতা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একক, এখন শত্রুসেনার হস্তে পড়িলে মান হারাইবেন। অতএব আমার পরামর্শ যে আপনি কোন নিভৃতস্থানে অজ্ঞাতবাস করুন। এখানে প্রথম হাঙ্গাম স্থির হইলে, পরে আমরা সন্ধি-প্রস্তাব পাঠাইয়া মানসিংহের মত অবগত হইতে পারিব। এখন আপনি সহায়হীন ও সম্পত্তিহীন; আপনার একটিও সৈন্যাধক্ষ আপনার নিকট নাই, আর আমার অনুমান, কেহই দলস্থ হইবেক না; কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর মারা পড়িয়া-ছেন; হজুরমল নরাধম মুষলমান জাতীয় আচরণ করিয়াছে—বিশ্বাসঘাতক এখন আপনার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে লজ্জিত হয় না; সূর্যকুমার স্পষ্টই মানসিংহের দলস্থ হইয়া রায়গড় অধি-কার করিল; মালিকরাজ মহারাজার জন্য অস্ত্র ধারণ করি-বেক না—স্বীকার করিয়াছে; মহারাজ, আপাততঃ আপনার মঙ্গল দেখিতে পাই না। তবে যদ্যপি অজ্ঞাতবাসে কিছু-দিন বিলম্ব করেন, তবে কালের মাহাত্ম্যে, ঘটনাপ্রবাহে, কোন নূতন সুযোগ উপস্থিত হইলে, যশোহরেশ্বরীর কৃপায় সমস্ত মঙ্গল হইতে পারিবে।" মহারাজ পিতার এই কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোমার সতর্ক পরামর্শে আমার প্রয়োজন নাই। আমি এক্ষণে দুর্গের বাহিরে যাইলেই গঞ্জা-লিস প্রভৃতি ফিরিঙ্গীদিগের সাহায্য পাইব।" তাহায় রাজাকে নানামতে বুঝাইলেন, কিন্তু মহারাজের কাল উপস্থিত—পরা-

মর্শে কাণ দিলেন না; পিতাকে বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ, তুমি কিছুই বুঝিতেছ না; যাহা হউক, এক্ষণে আমি সুড়ঙ্গ দিয়া চলিলাম, তুমি আমার জন্য একটা অশ্ব ত্বরায় রাগপোতার চড়িয়ালের খেয়াঘাটে পাঠাইয়া দাও।'

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ চিরকাল আত্মাভিমানী।"

মালিকরাজ বলিল, "এখন এমত ভ্রম হইয়াছে যে, এই নিরাশ্রয় অবস্থায়, নারকী গঞ্জালিসের সাহায্য পাইতে দৃঢ়-বিশ্বাস! তাঁহার কি স্মরণ নাই যে, যখন আরাকাণের রাজা বাক্লা অধিকার করিয়াছিল, তখন তাহার মনস্তুষ্টির জন্য ফিরিঙ্গী কিলেদার কার্বালুহুকে আশ্রয় দিয়াও নষ্ট করিয়াছেন? এখনও পিদ্রু—তাহার ভ্রাতস্পুত্র বিদ্যমান আছে, সে কি নিরাশ্রয়, ভ্রষ্ট-রাজ্য, নিঃস্ব রাজাকে ছাড়িবেক?"

সূর্যকুমার বলিল, "কার্বালুহুকে যেরূপে হত্যা করিয়াছিলেন তাহা আর্যমণ্ডলীতে অনুপমেয়, অপূর্বপ্রতিম হইয়াছে। সে কলঙ্ক আমাদিগের শরীর ভস্মীভূত হইলেও যাইবেক না।"

মালিকরাজ বলিল, "তাহা লইয়া আমার পিতার সহিত কয়েক দিন মহারাজার বাক্যালাপ বন্ধ হইয়াছিল। কার্বালুহু বাক্লা হইতে সাহায্যের জন্য প্রথমে দূত পাঠায়। সে দূত আসিয়া রাজজামাতা রামচন্দ্ররায়ের দেবান হইয়া ফিরিঙ্গীরা বাকূলা শাসন করিতেছিল বলায়, মহারাজ দূতকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া অর্থ ও সেনা দিবার আশা দিয়া কার্বালুহুকে আসিতে অনুরোধ করেন।"

সূর্যকুমার বলিল, "সে কি রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের পর?"

মালিকরাজ বলিল, "এ ব্যাপার রামচন্দ্ররায়ের কারারোধের অতি অল্প দিন পরেই ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্ররায় কারারুদ্ধ হইয়াছে, সমাচার বাকলায় পৌঁছিলেই, তত্রত্য ফিরিঙ্গীরা এক মহান্ সভায় বাকলার শাসনের ভার গ্রহণ করে ও যত দিন না রামচন্দ্ররায় অব্যাহতি পান, তত দিন এই নিয়মে শাসন চলিবেক এমত বন্দোবস্ত করে। ক্রমে রামচন্দ্ররায়ের নামমাত্র রহিল, সমস্ত ক্ষমতা ও রাজভাণ্ডার ফিরিঙ্গীরা হস্তগত করিল। ক্রমে উচ্চ রাজকর্ম হইতে হিন্দুদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া ফিরিঙ্গীকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। এদিকে আরাকাণের মগেরা বাকলা লুট করিয়া অনেক ফিরিঙ্গীকে অকস্মাৎ রাত্রিতে আসিয়া নষ্ট করতঃ বাকলায় মগশাসন স্থাপন করিল। কার্বালহু প্রাণভয়ে বাকলা হইতে গেডিজে যাইয়া আশ্রম লইল ও তথা হইতে মহারাজার কথাবার্তা চালাইতে লাগিল। কার্বালহুর উদ্দেশ্য যাহা থাকুক, যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহায় বাকলাতে মহারাজের শাসন স্বীকার করিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে অথবা তাঁহার জামাতা রামচন্দ্র রায়ের পক্ষ হইতে ইজারা লইতে প্রস্তুত ছিল। মহারাজ সমস্ত স্বীকার করিয়া কার্বালহুকে স্বীয় সভায় আনাইলেন ও রাত্রিতে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যশোহরেশ্বরীর মন্দিরের নিকট লইয়া গেলেন, অন্ধকার রাত্রি, অপর কেহই সঙ্গে ছিল না, মন্দিরের দ্বারস্থ হইবামাত্র কয়েকজন লোক আসিয়া কার্বালহুর মুখে বস্ত্রাদি দিয়া আবদ্ধ করতঃ, তাহাকে শূন্যে তুলিয়া লইয়া দেবীর সম্মুখস্থ বলিদানের স্থানে স্তম্ভমধ্যে পশুবৎ ফেলিয়া ছেদন করিল। নৃশংস মহারাজ

উপস্থিত থাকিয়া দেবীর উদ্দেশে নরবলি ঘাতন করিলেন। জনপ্রবাদ এই যে, যখন স্তম্ভে কার্বালূহুকে ফেলিয়াছিল তখন তাহার সমস্ত বন্ধন মোচন করায়, কার্বালূহু মহারাজকে দেখিয়া অতি কাতরস্বরে বলিল, 'মহারাজ, আমার কি অপরাধে এমত দণ্ড হইতেছে? আর একান্তই যদি আমাকে প্রাণে মারেন, তবে আমাকে পশুরূপে বলিদান করিবেন না, আমাকে বীরের ন্যায় কাটিয়া ফেলুন ও আমার মৃত্যুর পর আমাদিগের শাস্ত্রমতে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন। আমি প্রাণ ভিক্ষা চাহি না ও আপনার নিকট পাইতেও আশা করি না; তবে ধর্ম্মের জন্য নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেছি, কিন্তু পিতার নিকট শুনিয়াছি যে, প্রতাপাদিত্য স্বয়ং তথায় ছিলেন না। এ সমস্ত ব্যাপারটি গোবর্দ্ধন নামক কিলেদারের পরামর্শ ও মানুল্লার স্বহস্ত-কৃত।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "নরাধম এখন সেই সকল পাপের প্রতিফল পাইবেক। তোমার পিতা এখন কেমন আছেন?"

মালিকরাজ সূর্য্যকুমারের এই প্রশ্নটি শুনিবামাত্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল ও তাহার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। সূর্য্যকুমার মালিকরাজের হাত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, স্বীয় বস্ত্র দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "ভাই, এত অস্থির হইও না। তোমার পিতার কোন অসুখ হয় নাই ত?"

মালিকরাজ বলিল, "সূর্য্যকুমার বলিতে কি ভাই আমার পিতা জীবিত আছেন, মাত্র। তাঁহার এ বৃদ্ধাবস্থায় কত কষ্টই পাইবেন তাহা বলিতে পারি না। রণবীর

বাহাদূর যুদ্ধে মরণে, একপ্রকার লৌকিক কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন—আর যুদ্ধে মরণেতো স্বর্গলাভ। তিনি জীবিত থাকিলে, এ পরাজয়ের পর বন্দী হইয়া অতি কষ্টে জীবন কাটাইতে হইত।"

সূর্যকুমার বলিল, "তোমার এ আশঙ্কা একান্ত অমূলক, আমার সহিত মহারাজ মানসিংহের এই বিষয় লইয়া কথা-বার্তা হইয়াছিল। তখন আমি রণবীর বাহাদূরের মৃত্যুর সম্বাদ অবগত ছিলাম না। রণবীর বাহাদূর কোথায় ও কি প্রকারে প্রাণ হারাইলেন ?"

মালিকরাজ বলিল, "পিতার নিকট শুনিলাম, তিনি কৃষ্ণ-বর্মাবৃত পুরুষের আক্রমণকালে প্রাণত্যাগ করেন। অন্ধকারে স্বীয় সেনার অস্ত্রে, কি মহারাজ মানসিংহের সেনার হস্তে আহত হন—স্থির নাই।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ মানসিংহ বলিয়াছেন যে, নির্দোষী কর্মচারীগণকে, বিশেষে রণবীর বাহাদূর ও বিজয়-কৃষ্ণ সচিবকে উচ্চপদ দিতে হইবেক; তবে তাঁহারা যদ্যপি অস্বীকার করেন; মানসিংহের ইচ্ছা—তাঁহাদিগকে পদোপ-যোগী বৃত্তি দিয়া বন্দোবস্ত করিবেন।"

মালিকরাজ বলিল, "ভাই, আমার পিতার জন্য সমূহ চিন্তা হইয়াছে। তিনি প্রতাপাদিত্যের প্রধান সচিব, যদিচ মহা-রাজ তাঁহার পরামর্শ লইয়া কোন কর্ম করেন নাই ও যদিচ দিল্লীর সম্রাটের সম্বন্ধে প্রতাপাদিত্য সমস্তই স্বীয় বুদ্ধিতে করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার সচিব দিল্লীর চক্ষে নির্দোষী হইতে পারিবেন না। এ বৃদ্ধবয়সে তাঁহাকে লইয়া আমি কি

প্রকারে রক্ষা পাইব, বলিতে পারি না। তিনি ঐ কেতকীর ঝোপে বসিয়া ক্রমাগত 'হা হতোস্মি! আমার কি হইল! আমি কোথায় যাইব!' এবম্বিধ শোক করিতেছেন।”

সূর্যকুমার বলিল, “চল আমারা তাঁহার নিকট যাই ও তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া লইয়া আসি। এস্থল হইতে তাঁহাকে লইয়া কমলাদেবীর আবাসে রাখিব। পরে কচুরায়কে সমস্ত অবগত করাইয়া তাঁহার সহিত বিজয়কৃষ্ণকে মহারাজ মান-সিংহের দরবারে লইয়া যাইব।”

মালিকরাজ ও সূর্যকুমার কেতকীঝোপে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মধ্যস্থ পরিষ্কার ভূমিতে নবীন কোমল তৃণের উপর বিজয়কৃষ্ণ হেঁটমুণ্ডে বসিয়া আছেন; স্বীয় করতলে কপোল ন্যস্ত করিয়া শূন্যদৃষ্টি করিতেছেন; চক্ষু উন্মীলিত আছে কিন্তু দৃষ্টি নাই; কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে না; অধরৌষ্ঠ কিঞ্চিৎ লম্ব-মান, এককালে শোকে অবসন্ন। সূর্যকুমার বিজয়কৃষ্ণের কাতর অবস্থা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। অতি মন্দ মন্দ পদবিক্ষেপে নিকটস্থ ঘাসের উপর বসিল। বিজয়কৃষ্ণ সূর্যকুমারকে দেখিয়া আর চক্ষু চাহিয়া থাকিতে পারিল না, অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিল, কতক্ষণ এরূপ নীরবে অশ্রুপাতের পর বস্ত্রদ্বারা মুখ মুছিয়া বলিলেন, “সূর্যকুমার—বাবাজী, কেমন আছ? গতরাত্রির যুদ্ধে অনেক কষ্ট পাইয়া থাকিবে, এত প্রত্যুষে বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? যাও—একটু বিশ্রাম কর। আমার জন্য চিন্তিত হইও না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার মৃত্যুকে আশঙ্কা নাই; আমার জীবিতাশাও নাই। এখন আমার কারগার ও প্রাসাদ উভয়ই তুল্য। তবে অপ-

ঘাত অদৃষ্টে ছিল—কি করিব—আমার ত সৎকার নাই। মালিকরাজকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিও ও আমার মৃত্যুর পর অনায়াসে যত্তপি আমার অস্থি সঙ্কলন করিয়া ভাগীরথীর জলে দিতে পার, তাহাহইলেই আমার যথেষ্ট। মাদৃশ নারকীর অস্থি ভগীরথ খাদে পড়িলেই কিছু আমার গঙ্গালাভ হইবেক না—রুদ্রপিশাচ আছে—তবে কোন গতিকে যত্তপি একবার নারায়ণক্ষেত্রে অস্থি-গুলিকে দিতে পার, তাহাহইলেই স্পর্শ-ফল অবশ্যই লাভ করিব। পরে অবকাশ পাইলে এক-বার মালিকরাজাক গয়াধামে পাঠাইও। মালিকরাজকে করুণদৃষ্টিতে দেখিবে — এখন সে অনাথ, আশ্রয় হীন

সূর্যকুমার করুণস্বরে বলিল, "মহাশয়, অকারণ আত্মাকে হইল।"

কষ্ট দিবেন না। যুদ্ধে জয় পরাজয় চিরদিন আছে। রাজ-সেবা যদি চ মানের কর্ম, কিন্তু তাহা তালবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় অস্থির ও চঞ্চল। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য নষ্ট হইল বটে, কিন্তু আপনার পদের কোন হানি এখন পর্যন্ত দেখা যায় না; আপনি হতাশ হইবেন না। মহারাজ মানসিংহ অতি সুবিবে-চক, তাঁহার নিকট কাহারও কোন চিন্তা নাই। প্রতাপাদিত্য স্বীয় দুষ্কর্মের ফলভোগ করিবেন, তাঁহার সহিত আপনার এক্ষণে কোন সম্পর্ক নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল, "সূর্যকুমার, আমরা পুরুষানুক্রমে রায়-বংশে প্রতিপালিত—রায়বংশের উন্নতিতে আমাদিগের বৃদ্ধি ও তাহার অধোগতিতে আমাদিগের সর্বনাশ। মাহারাজ বসন্ত রায়ের আমলে আমরা মহামান্যের সহিত কাটাইলাম,

এখন আমাদিগের পাপে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অকালে অস্ত হইল! হা বিধাতঃ! আমি বর্ত্তমানে রায়বংশের এই দুর্দশা!"

বিজয়কৃষ্ণ কাতর স্বরে বিধাতা স্মরণকরতঃ করতল দ্বারা স্বীয় ললাটে আঘাত করিলেন।

সূর্য্যকুমার বলিল, "মহাশয়, আপনি মুগ্ধ হইবেন না। বিজ্ঞ হইয়া এত অভিভূত হইলে আমরা নিরুপায়—মালিকরাজ আপনার বাক্য শুনিয়া হতোদ্যম হইল। আপনি সাহস বাঁধিয়া তাহাকে আশ্বাস দিন। বিজ্ঞেরা আপৎকালে এত আচ্ছন্ন হয় না। আপনি অস্থির হইলে মালিকরাজের কি হইবে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল, "সূর্য্যকুমার, প্রতাপাদিত্যের অদৃষ্টের কথা চিন্তিয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। এক্ষণে তিনি নিস্বঃ, ভ্রষ্ট-রাজ্য ও নষ্টাত্মীয়। যশোহর হইতে গুপ্তগতি-প্রমুখাৎ যাহা শুনিতেছি, তাহা যদ্যপি সত্য হয়, তবে মহারাজের সে স্থানেও বড় মঙ্গল নহে। এ দিকে জনপ্রবাদ যে যশোহরেশ্বরী যশোহরধামে বাম হইয়াছেন। সরমার বেশে প্রতাপাদিত্যের সভায় উপস্থিত হওয়ায়, মহারাজা কুগ্রহের বশে তাঁহাকে পরুষবাক্য বলিয়াছেন। দেবী মন্দিরে বিমুখ হইয়া বসিয়াছেন। সূর্য্যকুমার, তুমি সুবোধ, সকলই বুঝিতে পার, যেরূপ আনু-সঙ্গিক অমঙ্গল সূচনা চারিদিকে দেখা যায়, তাহাতে তো আমার হৃৎকম্প হয়। সূর্য্যকুমার তোমার ক্ষমতা বলে তুমি ত্বরায় স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হইবে। দেখ, অনাথা সরমাকে ত্যাগ করিও না। সরমা তোমাবই—আর কাহাকেও জানে না। এক্ষণে যে প্রতাপাদিত্য এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাই-

রায়গড় রায় দীর্ঘি



বেন, এমত আশা করি না। সরমা আপাততঃ পিতৃদুঃখে পাগলিনী প্রায় হইবেক। কিন্তু তাহার মন তোমারই—। প্রথম শোকের জ্বালা একটু শীতল হইলে তুমি যত্ন করিও,—সরমা তোমারই—। বাবাজি—আমার নিকট স্বীকার কর যে, পূর্ব্বে মহারাজের উপর যে কিছু অভিমান ছিল, তাহা সরমার জন্য বিস্মৃত হইবে। তুমি উদার-স্বভাব ও দয়ার্দ্র-হৃদয়—ক্ষমাগুণ তোমাতে যথেষ্ট আছে। এখন তোমরা স্বীয় কর্ম্মে যাও, আমি কমলাদেবীর মন্দিরে যাই—রাজমহিষী ও সরমাকে সান্ত্বনা করি, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহা ঘটিবেক।"

"সূর্য্যকুমার বলিল, "মহাশয়, আপনার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। মহারাজ মানসিংহের নিকট যাহা কিছু বলিতে হইবেক, তাহা আমি না পারি, কচুরায়ের দ্বারা বলাইব। সরমাকে আমার প্রেম জানাইবেন। তাহার মনের অবস্থা দেখিয়া যাহা বক্তব্য হয় বলিবেন, আমি বালককালাবধি আপনাকে পিতৃব্যের ন্যায় দেখিয়া থাকি।"

সূর্য্যকুমার মালিকরাজের সহিত একযোগে পথের কাঁটা সরাইয়া দিলে, বিজয়কৃষ্ণ কেতকীবন হইতে বহিষ্কৃত হইলেন; সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ সুড়ঙ্গের দিকে চলিল।

সূর্য্যকুমারেরা কিছু দূর চলিয়া গেলে, বিজয়কৃষ্ণ নিকটস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচের বিশ্রামপ্রস্তরে বসিয়া চিন্তিতে লাগিলেন। ভাবিলেন ইহারা যৌবনসুলভ ভাস্যমানমনে সমস্ত বিষয়ের সুন্দর দিক্ দেখে; কিন্তু আমার বয়োধিক হইয়াছে, আমি শত শত বার হতাশ হইয়াছি, অনেক কষ্টও পাইয়াছি, আমার আশা এখন আর তত বলবতী নাই। এখন কল্পনা সকল

কর্ম্মে কূটার্থ দেখায়। ফলে বিজ্ঞের কর্ত্তব্য, ভবিষ্যৎ-বিচারে প্রথমে কূটের ঘরে লইয়া যাওয়া উচিত, পরে যদি কোন উপায়ে মন্দের কোঠরে স্থান না পাওয়া যায়, তবেই এক দিন ভাল আশা করিতে পারি। এখন প্রতাপাদিত্য যেরূপ আপন্ন, তাহায় যে তিনি আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবেন, এমত বোধ হয় না। কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদূরের মৃত্যু, হুজুরমলের পলায়ন, সূর্য্যকুমারের প্রতিকূলতা, বর্দ্ধমানের অমৈত্রতা একত্র হইয়া অনর্থের মূল হইয়াছে। যখন কুলদেবতা বাম হইলেন তখন অবশ্যই কুদশার উদয় সন্দেহ নাই। প্রতাপাদিত্যের অভিষেক পিতৃব্যশোণিতে হইয়াছিল, এক্ষণে সেই অভিষেকের চরম উপস্থিত। কচুরায়কে রেবতী লুকাইয়া রক্ষা করে, এখন প্রতাপাদিত্য লুকাইয়াও বাঁচিবেন না। যে দিন মহারাজ স্বীয় জামাতাকে হত্যা করিবার আদেশ দেন, তখন মহারাজের সর্ব্বনাশ হইল জানিলাম। যখন শরণাগত ও আশ্রিত কার্ব্বালহু ফিরিঙ্গী আশ্বস্ত হইয়া মহারাজার আশ্রয় লইবার পর, মহারাজ তাহাকে পশুরূপে হত্যা করেন, তখনই প্রতাপাদিত্যের শুভ সূর্য্য অস্ত হইল। যখন মহারাজের বাল্যচাপল্যবশতঃ গুরুজনে বিপরীত দৃষ্টি করিলেন, তখনই তাঁহার সর্ব্বনাশের ইষ্টকারোপণ হইল। যখন মহারাজ স্বীয় খুল্লতাতের রাজ্যে ঈর্ষাদৃষ্টি করিলেন, তখন জানিলাম যে, মহারাজ অধঃপতনে সংকল্প করিলেন। তবে যে এত দিন এমত স্থিরসর্ব্বনশ্বর রাজার অনুকরণও সেবা করিলাম, তাহার কারণ মালিকরাজ। মহারাজ বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় উপযুক্ত আশ্রয় রহিল না। আমার যদিচ তীর্থবাস করিলে চলিত, কিন্তু তনয়ের মঙ্গল

চিন্তায় অগত্যা বর্দ্ধনশীল অধিপতির সেবা করিতে হইয়াছিল। এখন যেরূপ গতি দেখিতেছি, তাহায় স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যের আর শ্রেয়ঃ নাই। এখন তাহাকে ত্যাগ না করিলে, ভগ্নতরির নিমজ্জনের সহিত আমাকেও অধোদেশে যাইতে হইবেক। ক্রমে অবকাশমত মহারাজ মান সিংহের মনোরঞ্জন করিব। সূর্যকুমারের এখন সৌভাগ্যের উদয়; তাহার সহিত আমার চিরদিন প্রীতি আছে; সে যুবা—যৌবনসুলভ ঔদার্য্যে, সকল বিষয়ের প্রকৃত লিঙ্গসমর্থনে ভ্রান্ত হইয়া থাকে; সংসারের মতে সে সরল, অতএব তাহার সরলতার ফলভোগ করা যাইবেক। যদি প্রতাপাদিত্য পুনরায় স্বীয় রাজ্যে অধিষ্টিত হয়, তবে তাহার সেবা গ্রহণ অল্পায়াসসিদ্ধ। স্থিরবুদ্ধিতে ভাবিতে গেলে, এটা একপ্রকার আমারই মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল। যাহা হউক, পূর্ব ঋষিবাক্য অন্যথা হয় না,—সংসারে বুদ্ধিই একমাত্র ধন, বুদ্ধি থাকিলে দর্শনকষ্টকর কর্মে সুখসেব্য ফল পাওয়া যায়। কচুরায় যদ্যপি আসিয়া থাকে তবেত আমার কোন চিন্তা নাই।" এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে বিজয়কৃষ্ণ কমলাদেবীর আবাসে চলিলেন।

এদিকে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ ক্রমে দীর্ঘিরকুলে উপস্থিত হইলে, মোগলসৈনিকের মুখে শুনিলেন যে, প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছে। গড়ের প্রধান মন্দিরে সম্রাট্ সভা হইতেছে, ত্বরায় সকল প্রধান রাজপুরুষের অধিষ্ঠান হইবেক।

সূর্যকুমার বলিল, "মালিক, চল আমরা বেশ পরিবর্তন করিয়া সভায় যাই।"

মালিকরাজ বলিল, "আর বস্ত্র পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? সভা অল্পক্ষণই বসিবেক।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "না—না সম্রাট্ সভার উপযুক্ত বেশ ধারণ না করিলে, মহারাজ মানসিংহের অপমান করা হয়। আমাদিগের বস্ত্র বর্ম্মাদি শোণিতকর্দ্দমাদিতে দূষিত হইয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল, "তবে যদি বেশ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, চল যাই, কিন্তু তাহাহইলে রাজসভার বেশ করিতে হই-বেক।"

সূর্য্যকুমার কোন উত্তর না করিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। পথে ভজহরির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় ভজহরি বলিল, "মহা-শয়, কোথায় ব্যস্ত হইয়া যাইতেছেন—সম্রাট্ সভায় যাইবেন না?"

সূর্য্যকুমার বলিল, "আমি স্বীয় শিবিরে যাইতেছি—বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিব।"

ভজহরি বলিল, "আপনাদিগের স্কন্ধাবার ওদিকে নাই; গড় দখলের পর মহারাজ মানসিংহের আদেশে, প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ছাউনী রায়গড়ের অশ্বশালার নিকট আনীত হইয়াছে ও অপর সেনারা সকলেই রায়গড়ের ভিতরে আছে। বাহিরে কেবল প্রহরীরা চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে। গড়ে যেরূপ অবস্থান হয় এখন তদ্রূপ রীতি চলিয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল, "তবে চল, আমরা অশ্বশালার দিকে যাই।"

সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ একত্রে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া ত্বরায় শিবিরমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যকুমারের শিবির

দেখিতে পাইয়া বলিল, "সূর্যকুমার, এই যে তোমার শিবির!"

সূর্যকুমার বলিল, "তাই ত। এ যে মহারাজ মানসিংহের শিবিরের পার্শ্বেই পাতিয়াছে।"

উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া হস্তপদাদি ধৌত করিয়া যথাযোগ্য বর্ম ও বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছে, এমত সময় নন্দরাম আসিয়া বলিল, "জয়ন্তীরাজার জয় হউক! মহারাজ মানসিংহ আপনাকে সম্রাট্ সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এক্ষণে মহারাজের সঙ্গে কি প্রকার রেষালা যাইবেক, অনুমতি করুন।"

সূর্যকুমার একটু স্থির হইয়া বলিল, "নন্দরাম, এ বিদেশ—আর আমি এখন ত প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হই নাই। এখন আমার রেষালা সঙ্গে লইয়া যাওয়া তত সঙ্গত হয় না।"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, বলেন কি? আপনি স্বাধীন রাজা, আপনি সম্রাট্সভায় সামান্য সৈন্যাধ্যক্ষের বেশে যাইবেন—ভাল নহে।"

মালিকরাজ বলিল, "জয়ন্তীরাজ, আপনার অন্য দেশীয় বেশ ধারণ করা উচিত।

সূর্যকুমার বলিল, "হাঁ, তাহাহইলেই তোমরা সকলে আমাকে দেখিয়া উপহাস কর।"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, আপনাকে উপহাস করে এহেন লোক ভুভারতে নাই। মহারাজ মানসিংহ আমাকে ডাকাইয়া আপনাকে দেশীয় বেশে ও যথোচিত রেষালা সঙ্গে যথাযোগ্য মানে যাইতে বলিয়াছেন। আমিও একশত দীর্ঘকায়,

সুদৃশ্য কুকী অশ্বারোহী প্রস্তুত হইতে বলিয়াছি আর আমাদিগের দেশের ভবরুট বাদ্যও প্রস্তুতের আদেশ দিয়াছি। আমাদিগের দেশের প্রথা, জয়লাভ করিলে, পরাজিত নগরী প্রবেশ করিবার সময় কাতর ও করুণবাদ্য ও ভবরুট ঢক্কা বাজাইয়া থাকি।”

সূর্যকুমার বলিল, “নন্দরাম, তোমার পরামর্শ আমার অবশ্য গ্রাহ্য। আমি এত অল্পবয়সে স্বদেশ ছাড়িয়াছিলাম যে, আমার দেশীয় রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি। যাহা ভাল হয় কর, আমি তোমার পরামর্শ অতিক্রম করিব না।”

নন্দরাম বলিল, “মহারাজ, আমারা অসভ্য পার্বতীয়—আমাদিগের রুচি প্রাকৃত ও নগতুল্য কঠিন। এক্ষণে দিল্লীর সম্রাটের সভায় যাইতে হইবেক, একান্ত পার্বতপ্রিয় বেশভূষায় এ সমাজে শোভা পাইবেক না। যাহায় বিজাতীয় না হয় অথচ সুদৃশ্য হয়, এমত বেশ করুন।”

মালিকরাজ বলিল, “অঙ্গে জালিকাকঞ্চুক, শিরে দেশীয় ঐশিক উষ্ণীষ, ও হস্তে কুকীশেল, পৃষ্ঠে জয়ন্তীখেটিকা ধারণ কর।”

সূর্যকুমার শিবিরের মধ্যে সোপধানপর্পে বসিলে, সৈরিন্ধ্র দিব্য স্বর্ণশৃঙ্খল নির্মিত জালিকাকঞ্চুক অঙ্গে লাগাইল, নীলবর্ণের পট্টবস্ত্র পরিধান করাইয়া দিল; কটীদেশে চিত্রিত ঊর্ণার কটীবন্ধ বাধিয়া তাহার কৃষ্ণচমরীকলনের পুচ্ছ সম্মুখে ঝুলাইল; জঙ্ঘাপিণ্ড ধূমরপট্টদ্বারা বেষ্টিত করিল; পদে সুদৃশ্য চপ্‌লী, মস্তকে সমুরের টোপী, তাহে হোমার ও মনালের পক্ষ; কণ্ঠে মুক্তার গোস্তন, তাহার নীচে প্রবালের

ললন্তিকা; চমরীকলনের পুচ্ছবেষ্টিয়া স্বর্ণশৃঙ্খলা কটীদেশ শোভিল; পদে রৌপ্যহংসক; শৃঙ্খলা হইতে বামভাগে একটি য্যাক্‌শৃঙ্গ ঝুলিতেছে—প্রয়োজন হইলে তূরীর কর্ম দেয়; পৃষ্ঠস্থ জয়ন্তীখেটিকায় বামভাগে একটি নাগাপর্বতীয় তূণ, তাহে নিশীত মনালপক্ষযুক্ত কতিপয় কঙ্কপত্র, বামস্কন্ধে ভীমধনু, দক্ষিণ হস্তে দীর্ঘ কুকী শেল। সূর্যকুমার অতি সুদৃশ্য যুবা—এবম্বিধ পার্বতবেশে যেন বটুক ভৈরবের ন্যায় শোভিল!

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমার, তোমাকে দেখিলেই যে জয়ন্তীরাজ বোধ হয়।"

সূর্যকুমার বলিল, "তুমি এখন কিপ্রকার বেশ ধরিবে?"

মালিকরাজ বলিল, "আমার আয়ুধিক বেশ শোভিবেক না—আমি সভ্যবেশে যাইব। তোমার সভাসদের ন্যায় তোমাকে অনুসরণ করিব। কেননা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে আমার কোন নির্দিষ্ট পদ ছিল না।"

মালিকরাজ সাদা ঢাকাই সবনবের জোড়া পরিল কটীদেশে ঢাকাই ডিমটীর কোমরবন্দ, তাহে দিব্য পেষকবজ লাগাইল, শিরে খিড়কীদার পাগড়ী লইল। সূর্যকুমার একটি মণিপুরের কৃষ্ণবর্ণ উচ্চতর টাটু চাপিলেন, মালিকরাজ একটি পারসীক দেশীয় দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিল। নন্দরাম তাহার একশত কুকী অশ্বারোহী সম্মুখে উপস্থিত করিল, তাহাদিগের সকলেরই অশ্বনিগালে কিঙ্কিণী থাকায় একটি অনির্বচনীয় মনোহর ঝুনুঝুনিধ্বনি উঠিল। অশ্বারোহীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব অশ্বকে স্থির করাইয়া স্বস্ব শৃঙ্গ লইয়া এমত ভীষণ নাদ

করিল, যেন প্রলয়হস্তিযূথ গর্জ্জন করিল। অশ্বের উপর পর্য্যাণ নাই, মুখে বল্‌গাদিও নাই, কেবল এক একটি উর্ণা রজ্জুর গলপাশ অশ্বের প্রোথদেশে বাগুরাবদ্ধ করিয়া আরোহীর কটীবন্ধে লগ্ন আছে। আরোহীরা প্রায় নগ্ন, আবরণ মধ্যে লঙ্গোটী ও কটীদামন্‌ হইতে কৃষ্ণ চমরীর পুচ্ছ একটি করিয়া ঝূলিতেছে। সর্বাঙ্গ উল্কীতে ভুষিত। কণ্ঠে শত্রু দন্তের মালা, কাহার হস্তে শত্রু কপালের বলয়। অতি ভীষণমূর্তি! শরীর যেমন দীর্ঘ, স্নায়ুও তেমন কঠিন। কাহার ললাটদেশ নাগগর্ভে রঞ্জিত। সকলেরই শিরের অগ্রভাগ উর্ণপ্রভ কেশে শোভিত। কপালদেশে আলম্বিত কাকপক্ষ। শিরোদেশে দীর্ঘ কপর্দ, তাহার উপর দণ্ডকাকের কৃষ্ণবর্ণ চিক্কণপক্ষ। সকলের অস্ত্র-মধ্যে দীর্ঘ লোমুষ্টীশেল ও বাম কটীতে প্রশস্ত ধার টাঙ্গী। তাহারা সুর্যকুমারের সম্মুখীন হইয়া শৃঙ্গধ্বনি করিয়া স্ব স্ব টাটু এমত চালাইতে লাগিল যে, দেখিলে অনুমান হয়, অত্যন্ত দৌড়িতেছে, কিন্তু ফলে টাটুগুলি একস্থানে দাঁড়াইয়া খুট্‌ খুট্‌ পদক্ষেপ করিতেছে, একপদও অগ্রসর হইতেছে না। ক্ষণেক অশ্ববিদ্যার নৈপুণ্য দেখাইয়া স্থির হইল, সুর্যকুমার স্বীয় শৃঙ্গ লইয়া বলে বাজাইয়া অগ্রসর হইলেন। মালিকরাজ দক্ষিণ পার্শ্বে ও নন্দরাম বাম পার্শ্বে চলিল। কিছু-দূর যাইতে যাইতে কুকী অশ্বারোহীরা চক্রাকারে তিন জনকে বেষ্টন করিয়া এমত চক্র গতিতে চলিল, যে তিন জনের গতি কণামাত্রেও রোধ হইল না, অথচ সর্বদাই তাঁহারা কুকী সেনা-চক্রের মধ্যে রহিলেন। এবম্প্রকার সজীবচলৎঅশ্বারোহী-আবর্ত-মধ্যগত সূর্যকুমার মালিকরাজ ও নন্দরাম যেন ভৈরব

রায়গড় সুড়ঙ্গ ভিতর হইতে

১০ম চিত্র



মধ্যে উমাকান্ত শোভিল! আবর্ত্তের বহির্ভাগে সকলের অগ্রে ছয় জন কুকী পায়িক করুণস্বরে বংশিধ্বনি করিতেছে, তাহার পশ্চাতে কিঙ্কিণী-ধারী ছয় জন, তাহার পশ্চাতে ছয় জন ভবরূট বাজাইতেছে—অদ্ভুত দৃশ্যে আক্রান্ত গ্রামকূট ও ভটমণ্ডলী, যেন ভীম বঙ্গব্যাঘ্রের দৃষ্টি-আহত কপিচয়, যেন অজগরের নয়নাকৃষ্ট পক্ষিচয়, যেন ঐন্দ্রজাল-বেষ্টিত নির্বোধ মণ্ডলী কাহার বাঙ্‌নিস্পত্তি নাই, যেন কাহার শ্বাস বহিতেছে না। কেহই এ অপরূপ কখন দেখে নাই, ও অশ্বারোহী-আবর্ত্তগত প্রধানত্রয় কহারা, সে ব্যক্তি-জ্ঞান নাই। ক্রমে ভট-যাত্রা যত সভামন্দিরের সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই লোক-জনতা বৃদ্ধি পাইল। রাজমার্গের উভয়পার্শ্বে পদাতিশ্রেণী—মধ্যে মধ্যে ধ্বজা ও পতাকা। কেহবা রূপা বা সোণার আশা, কেহ সোঁটা, কেহ পঞ্জা, কেহ মৎস্য লইয়া কেহবা সভ্যপ্রতিষ্ঠিত কদলী তরুর নিকট দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের নিকটে গাণিক্যমণ্ডলী—সুবেশা সুস্তনী গণিকাগণ সুন্দর বস্ত্র পরিধীত হইয়া কেহ শঙ্খবাদন করিতেছে, কেহবা উলুলবো গাইতেছে, কেহবা শ্রী, স্বস্তি, প্রশস্তপাত্রাদি হস্তে লইয়া মঙ্গল দর্শন করাই-তেছে। পতাকাধারীর মধ্যে জনৈক সূর্যকুমারের আগমন দেখিয়া পতাকা উঠাইল। তাহার দৃষ্টান্তে সকল পতাকাধারী পতাকা উঠাইলে, প্রতোলীপ্রাকারস্থ পতাকাধারী পতাকা উঠাইল, অমনি একটি তোপধ্বনি হইল, ক্রমে পঞ্চাশটি শ্বধূপ ছুটিতে ছুটিতে—সূর্যকুমার সভামন্দিরের দ্বারে প্রবেশ করি-লেন। কচুরায় অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলে সূর্যকুমার স্বীয় অশ্ব হইতে এক লম্ফে অবতীর্ণ হইলেন।

এ দিকে তাঁহার কুকী সেনারা দুই পংক্তি হইয়া তাঁহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল। সূর্যকুমারের হস্ত ধরিয়া কচুরায় বলিলেন, "ভাই সূর্যকুমার, মহরাজ প্রতাপাদিত্য ধরা পড়িয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। এটি তাঁহার স্বীয় দোষে ঘটিল,—তিনি যদ্যপি রায়গড় পরাজয়ের পর এ স্থান ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত; দিল্লীশ্বরের যেরূপ পরুষ আদেশ—তাঁহাকে পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া দিল্লী লইয়া যাইবে। আমি মহারাজ মানসিংহের নিকট করুণ ব্যবহারের জন্য ভিক্ষা পর্যন্ত করিব। কিন্তু ছত্রধারী রাজার বন্দী হওয়াই যথেষ্ট! চল, এখন সভা আরম্ভ হইয়াছে, আমি তোমার প্রতীক্ষায় এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহাশয়, পূর্বে আমার যেরূপ প্রবৃত্তি থাকুক না, কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পরাভবে এখন বিশেষ কষ্ট হইতেছে। বঙ্গের একটি বীর নিপতিত হওয়ায়, অদ্য বঙ্গের স্বাধীনতা উন্মূলিত হইল! মহারাজ মানসিংহ রাজওয়াড়ার লোক— বঙ্গের জন্য তাঁহার এত দরদ নাই। হায়! আমাদিগের স্বেষ্ট চিন্তাত্যাগ করিয়া যদ্যপি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহায়তায় থাকিতাম, তাহাহইলে যুদ্ধে জয়ী হই, বা না হই, মনের এরূপ মালিন্য জন্মিত না। আমাদিগের স্বার্থপরতাই আমাদিগের সর্বনাশ করিল! মহারাজ আমার পৈত্রিক রাজ্য হইতে আমাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছেন; আধুনিক অনুপযুক্ত জনৈক দস্যুইকে সিংহাসনে বসাইলেন; জনপ্রবাদ—আমার পিতার মৃত্যু ও মাতার মনব্যথার কারণ মহারাজ প্রতাপাদিত্য!—যাহা হউক, এ সকল স্বেষ্টবাক্য

বিস্মৃত হইয়া যদ্যপি আমরা তাঁহার দলভুক্ত হইতাম, তাহা হইলে যুদ্ধমৃত্যুতে স্বর্গ হইত সন্দেহ নাই।”

কচুরায় বলিলেন, “ভাই, আমিও ক্ষুদ্রচেতা—আমার পিতৃবৈরির নির্যাতনেচ্ছায় ও পিতৃরাজ্য লাভের উদ্দেশে,—আমার রাজ্যই বা কেন তালুকদারী বলিলে হয়, কেননা প্রতাপাদিত্য ইদানী কাহাকেও কর দিতেন না—কিন্তু আমি কর স্বীকার করিয়া ও যতদিন জীবিত থাকিব, দিল্লীশ্বরের ভর্ত্তাঙ্কিত হইয়া কাটাইব মানস করিয়াছি—সামান্য বিষয়াশায় দেশের সর্ব নাশে প্রবৃত্ত হইলাম! আমার কুবুদ্ধি! যদি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করিতাম, তাহাহইলে একদিন মোগলসেনার সহিত যুদ্ধে অস্ত্র তুলিয়া বঙ্গোদ্ধারের উদ্যম করিতাম! যাহা হউক, এখন দিল্লীশ্বরের সুগ্রহে বঙ্গে পরস্পরের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ উপস্থিত। এখন সকলেই আমোদে দিল্লীর শৃঙ্খল আপন আপন গলদেশে লাগাইলাম! আমরা পামর! স্বীয় ভ্রাতৃ ও সুহৃদের কণামাত্র দৌর্বল্য সহ্য করিতে পারিলাম না, কিন্তু ম্লেচ্ছ দিল্লীর পদনত হইতে আত্মাকে চরিতার্থ মানিলাম!”

সূর্যকুমার বলিল, “রামচন্দ্ররায় এখন কি কারাগার হইতে মুক্তি পাইবেক না? তিনি এখন কোনভাবে অবস্থান করিবেন?”

কচুরায় বলিল, “আমি যখন তোমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারে আসি, তখন পথে জনৈক যশোহরের সমাচারবাহক গুপ্তগতির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মহারাজ মানসিংহের নিকট যাইতেছিল। তাহার প্রমুখাৎ শুনিলাম;—অদ্য, কি গত রাত্রিতে, সে নিশ্চয় বলিতে পারিল না, কেননা গুপ্ত-

গতি নিকটস্থ অপর গুপ্তগতির প্রেরিত—রামচন্দ্ররায় এখন বন্দী নাই; তিনি স্বরাজ্যে গিয়া সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। যশোহরে বিদ্রোহ উপস্থিত, গোবর্দ্ধন নামক জনৈক রাজ-পুরুষ প্রতাপাদিত্যের শাসন অন্যথা করিয়া স্বয়ং রাজলিঙ্গাদি ধারণ করিয়া রাজকোষ দখল লইয়াছে; যদি এ কথা সত্য হয়, তাহাহইলে বঙ্গ একেবারে উচ্ছিন্ন গেল!"

সভা প্রবেশমাত্র নকীব উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "জয়ন্তীকা-সিয়া নাগ, হিমাচল পূর্ব্বভাগ, ভোটচীন সন্নিহিত দেশ। বৌদ্ধ-মধ্যে অগ্রগণ্য, বৈষ্ণবের মহামান্য, শিবচন্দ্র রাজা ধন্য, তার পুত্র তেজ দেখি সূর্য করে দ্বেষ। সূর্যকুমার নাম ধরি সভায় উদিত। সভ্যগণ মান্য কর তার সমুচিত। সঙ্গে চলে বঙ্গ-রাজ, বসন্তরায়ের পুত্র শ্রেষ্ঠ বীরবর। পরাজিয়া শত্রুদল, প্রচারিয়া নিজ বল, রাখিল পিতার নাম কৃষ্ণবর্ম্মধর।" সভাস্থ সকলে, স্ব স্ব আসন ত্যাগ দিয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মহা-রাজ মানসিংহও স্বীয় আসন হইতে উঠিলেন। কচুরায় কিঞ্চিৎ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারিয়া সূর্যকুমারকে ইঙ্গিত করিলে, সূর্যকুমার সমাগত সম্ভ্রান্ত সভ্যপংক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মন এরূপ সম্মানে পুলকিত হইল; মনে মনে স্বীয় ইষ্ট-দেবতাকে প্রণামকরতঃ রাজপদবিক্ষেপে মানসিংহের সম্মুখীন হইলেন। সূর্যকুমারের সাহঙ্কার ও বীরগতি,—প্রশস্ত, উন্নত বক্ষঃস্থল,—উদার বীরনয়ন দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। মান-সিংহ তিনপদ অগ্রসর হইয়া সূর্যকুমারকে কোল দিলে, সূর্য-কুমার আলিঙ্গন করিয়া তাহার জানুদ্বয় স্পর্শ করিলেন। মান-

সিংহ পশ্চাতস্থ কচুরায়কে কোল দিলেন। কচুরায় ও জানু-দ্বয় স্পর্শ করিল। পরে সূর্যকুমারকে আপনার দক্ষিণস্থ আসনে বসাইয়া কচুরায়কে বামের চতুর্থ আসনে ইঙ্গিত করি-লেন। কচুরায় স্বীয় আসনে আসীন হইলেন। ক্রমে সমস্ত সভ্যেরা স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিল।

মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণে সূর্যকুমার, মহারাজ মান-সিংহের বামে ঢাকার নবাব। সূর্যকুমারের দক্ষিণে উড়ি-ষ্যার মন্ত্রী। ঢাকার নবাবের বামে বর্দ্ধমানাধিপ। উড়িষ্যার মন্ত্রীর দক্ষিণে গৌড়ের নবাবের ভ্রাতস্পুত্র। বর্দ্ধমানের বামে ভবানন্দ মজুমদার ও তাহার বামে কচুরায়। দিল্লীর অপরা-পর রাজপুরুষেরা যথাস্থানে আসীন হইল। মহারাজ মান-সিংহ আসীন হইলে কতিপয় খধূপ হইল। তাহার পর সভা মন্দিরের দ্বারে নহোবত বাজিল ও চারিজন সুবেশা সুন্দরী যুবতী নটী আসিয়া সভার সম্মুখে গান আরম্ভ করিল। ক্ষণেক বাদ্যাদিও নৃত্যগীত হইলে, মানসিংহের ইঙ্গিতে জনৈক সভ্য উঠিয়া পান লইয়া নটীর সম্মুখে ধরিলে তাহারা শির নোয়াইয়া পান লইয়া চলিয়া গেল। আবদার গোলাপ লইয়া স্বর্ণনির্ম্মিত বৈঠকী দমকলদ্বারা চারিদিকে পাটলামোদরম্য জল সিঞ্চন করিতে লাগিল। সভাস্থ বিচিত্র কবজধর শূরগণ, মহাবীর্য, পরাক্রমশালী, বিচিত্র ধ্বজকার্ম্মুকী, বিচিত্রাভরণো-পেত বিচিত্র রথবাহন, বিচিত্র স্রগ্ধর, বিচিত্রাম্বরভূষণ শত-সহস্রবীর স্বদেশবেশাভরণ ভূষিত হইয়া ও সেনাপ্রণেতারা যেন ভূত পঞ্চক ব্যথিত করিয়া, যেন মেদিনীকে কম্পান্বিত করিয়া বসিয়াছে। ইঙ্গিতমাত্রে একটি তুরী বাজিল, সভা

নীরব হইল, ক্ষণেকে জনৈক পেষকার দক্ষিণ বাহু উত্তোলনে আসিয়া শির নোয়াইয়া মানসিংহকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আকবর হো আল্লা!" সভাস্থ সকলেই মধুরস্বরে "আকবর হো আল্লা" বলিয়া প্রতিশব্দ করিল। সকলে নিঃশব্দ হইলে পেষকার একখণ্ড দীর্ঘকাগজ বাহির করিলে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, "পেষকার জি, সভা আরম্ভ কর।"

পেষকার বলিল, "আকবর হো আল্লা! দিল্লীশ্বরের জয় হউক, যাহার শাসন ভারতভূমের উত্তরখণ্ড দেবস্থান হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্রপর্য্যন্ত বিস্তৃত। রাজসভায় অগ্রগণ্য ও দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ও প্রধান সেনানী মহারাজাধিরাজ মানসিংহের জয় হউক। সমাগত দেশবিদেশস্থ ছত্রধারী, সম্ভ্রান্ত, মান্য ও গণ্য আমীর ও ওমরাওগণের জয় হউক। সচিব আমাত্য দশহাজারী ও পঞ্চহাজারী সওয়ার ও পদাতির জয় হউক। দিল্লীর কেতু অতিক্রম করিয়া সূর্য্যদেব উদিত হন না। দিল্লীশ্বর যে রাজ্যের পালক তথায় অনাবৃষ্টি, মহাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি প্রজাপীড়ক ইতি দৃষ্ট হয় না। মহারাজ মানসিংহ দিল্লীর ফরমান পাইয়া বঙ্গে ফিরিঙ্গীকণ্টক উৎপাটন করতঃ শান্তি সংস্থাপন করিলেন। বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় করিয়া দিল্লীর পতাকা রায়গড়ে পুনরায় স্থাপন করিলেন। এখন সমাগত জনসমাজে মহারাজ মানসিংহের রাজ্যনায়সম্বন্ধে আদেশ ভাটমুখে রাটীতে ত্বরায় প্রচারিত হইবেক ও দুষ্ট রাজবিদ্রোহী, স্বজন, আত্মীয় পীড়কের শাস্তি হইবেক। সমাগত সমাজ তাহা স্বচক্ষে দেখিবেন।" পেষকার শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া পশ্চাতে হটিয়া গেল।

অনঙ্গপালদেব সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বয় উঠাইয়া বলিলেন, "মহারাজ মানসিংহের জয় হউক। আমি মহরাজ বসন্তরায় বাহাদূরের প্রধান সচিব, তাঁহার জীবদ্দশায় রায়গড়ের কিলেদার ছিলাম। তাঁহার অকালমৃত্যুর পর তাঁহার মহিষীদ্বয়ের অনুমতিমতে রায়গড়ে শান্তিরক্ষা, দুষ্টদমন ও রাজ্যপ্রবাহ চালাইয়া আসিতেছিলাম। আজ তিনদিন হইতে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের যোগে, ফিরিঙ্গী সাহায্যে, অত্রত্য রাজকন্যা ইন্দুমতী দেবীর হরণ ও পরেই প্রতাপাদিত্যের দ্বারা বিনা যুদ্ধে রামগড় অধিকৃত হয়। গতরাত্রি মহারাজ মান সিংহের বলে, দুষ্ট প্রতাপাদিত্য পদচ্যুত হইয়া গড়স্থাবস্থ হইয়াছে, এক্ষণে গড় সম্বন্ধে মহারাজার যেরূপ অনুমতি হয়।"

অনঙ্গপাল দেব বসিলেন, সভা নীরব হইল। সকলেই মহারাজ মানসিংহের দিকে চাহিল। মহারাজ কোন উত্তর না দিয়া হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণেক বিলম্বে জনৈক দিল্লীর সেনানী আসিয়া করপুটে বলিল, "মহারাজার জয় হউক! রামগড়ের কলত্রের দক্ষিণ দিকের সুড়ঙ্গের বহির্দ্বারে উগ্রসেন চণ্ডালের অনুচরের দ্বারা যশোহরাধিপ মহারাজাধিরাজ অমিতবিক্রম প্রতাপাদিত্য রায় বন্দী হইয়াছেন—দ্বারে অবস্থান করিতেছেন!"

মানসিংহের উজীর বলিল, "হুজুর! এই প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে দিল্লীশ্বরের নিকট বহুল শেকায়েৎ দাখিল হইয়াছে, ইহার উপর বহুসংখ্যক দোষারোপিত হইয়াছে। ইনি ইহার পিতৃব্য-পুত্রকে নষ্ট করণাভিলাষে আক্রমণ করিলে, তাহার ব্রাহ্মণী ধাত্রী——"

ব্যস্তবেগে রেবতী আলুলায়িত কেশা হইয়া প্রবেশ করিল ও তাহারই পশ্চাৎ লৌহ-বলয়-বদ্ধ-কর মহারাজাধিরাজ প্রতাপাদিত্য সৈনিক বেষ্টিত হইয়া সম্মুখীন হইলেন।

সভায় রেবতীর অকস্মাৎ প্রবেশ ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের হীনাবস্থ দেখিয়া সকলেই সিহরিল! অতি পরুষ-হৃদয় মুষলমান উজীরও বাক্যহীন হইল। যাঁহার প্রতাপে বঙ্গে সকলেই ভীত ও কম্পান্বিত হইত, সেই দ্বাদশ-ভৌমিক-চূড়ামণি প্রতাপাদিত্য লৌহবলয়বদ্ধকর হইয়া মানসিংহের সম্মুখীন! যেন তেজঃপুঞ্জ লুপ্তপুচ্ছ ধূমকেতু সবিতৃসন্নিহিত হইল ও হিরণ্ময়বপু মানসিংহের কৃষ্ণরজস দেখা দিল। বন্দী প্রতাপাদিত্যের জ্যোতি পদস্থ মানসিংহকে আবরিল। বিধাতা কি বলবান! তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই!

ক্ষণেক নিরব হইলে রেবতী বলিল, "যম দণ্ডের জয় হউক,—বাহন মহিষের শৃঙ্গ বৃদ্ধি হউক,—ভুতপ্রেত সানন্দে নৃত্য করুক,—পিশাচী ও রাক্ষসী অট্টহাস করুক,—প্রলয়বায়ু প্রবাহিত হউক,—যুগান্তরের দ্বাদশাদিত্য উদিত হউক,—দশদিক দগ্ধ হউক,—ব্রহ্মাণ্ড ভস্মাবশিষ্ট হউক! আমি পাগলিনী ব্রাহ্মণী—নামে রেবতী চিরজীবী! আমার মৃত্যু নাই, আমার শোক নাই, আমার মন নাই, আমার মান নাই, ধনত মূর্খের বল—কিন্তু সংসারের মূল! মহারাজ আমি পাগলিনী, আমি অভাগিনী, আমি অনাথিনী, আমি সর্বনাশী!—আমি বসন্তরায়কে খাইয়াছি, আমি তাহার কর্ণে বিষনিয়োজন করিয়াছি, আমি তাহার মহিষীর উপর কুদৃষ্টি করিয়াছি, আমি আবার তাহাকে শকলীভুক্ত করিলাম! আমি কচুবনে ছিলাম, কচু-

রায় আমার শোণিত শোষিয়া বাঁচিত। মহারাজ, আমার এখন জ্ঞান আছে, আমাকে নিতান্ত ঘৃণা করিবেন না। আমি সমস্ত অবগত আছি,—জনসমাজে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু দুরাত্মার লজ্জা নাই, ধর্মভয় নাই—ইন্দুমতী তাহার কন্যা, মহারাজ শিবচন্দ্র রায়ের অকালমৃত্যুর পর তাঁহারই মহিষীর গর্ভে এই কন্যা জন্মে; পাপ নরাধম এই কন্যার মাতার উপর কুদৃষ্টি করিয়াছিল, আবার সেদিন এই কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করে! গত রাত্রিতে কদাচারী বিমলাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেও আমার বন্দু-কের গুলীতে বিমলার মন্দিরস্থ বারুদ রাশি প্রজ্বলিত হইয়া মন্দিরটি শকলীভূত হইয়াছে। বিমলার শব সঙ্কলিত করি-য়াছি, এক্ষণে একবার নরাধমকে সেই ব্যবচ্ছিন্ন শব প্রদর্শন করান।" এই কথা বলিয়া রেবতী মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমে পড়িল। কচুরায় ব্যস্তে তাহাকে উঠাইয়া আপন ক্রোড়ে শুয়াইলে, সূর্য-কুমার তাহার নেত্রে গোলাপ সিঞ্চন করিতে লাগিল।

মানসিংহ বলিলেন, "মহারাজ প্রতাপাদিত্য, আপনার বিপক্ষে যে সকল দোষারোপ করা হইল, তাহায় আপনার বক্তব্য কি?"

জনৈক প্রহরী বল্লভ গুরুমহাশয়কে ধরিয়া আনিল। এদিকে কচুরায় ও সূর্যকুমারের শুশ্রূষায় রেবতী সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, "কচুরায়, কল্য প্রাতে যে পত্র পাইয়াছিলে তাহা পাঠ কর।"

কচুরায় স্বীয় বর্ম্মমধ্য হইতে বর্দ্ধমানাধিপের মুদ্রাচিহ্নিত একখানি পত্র বাহির করিয়া মৃদুস্বরে পাঠ করিলে, সভ্যেরা

চমৎকৃত হইয়া শুনিতে লাগিল। বর্দ্ধমানাধিপ শূন্যদৃষ্টিতে বসিয়া রহিলেন। এমত সময় অপর কয়েকজন প্রহরী হজুরমলের গলদেশে লৌহময় শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া আনিল। ক্রমে পত্রটি সমগ্র পঠিত হইলে মানসিংহ বলিলেন, "ইনিই কি সেই বিষবাহক হজুরমল ?" কেহ কোন উত্তর করিল না। ক্রমে সভামণ্ডপে ইন্দুমতী, প্রভাবতী, অরুন্ধতী প্রভৃতি সকলে আসিয়া এক এক আসনে উপবিষ্ট হইল।

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন, "প্রতাপাদিত্য, এ সকল বিষয়ে তোমার কিছু বক্তব্য থাকে, বল।"

প্রতাপাদিত্য বলিল, "আমার এখানে কিছুই বক্তব্য নাই—এ যথোচিত স্থানও নহে। তবে অকারণ বল্লভ গুরুমহাশয়কে কষ্ট দেওয়া উচিত নহে—তাহার কণামাত্র দোষ নাই,সে অজ্ঞাত বালকের ন্যায় নির্দোষী!"

মানসিংহ হজুরমলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "তোমার প্রাণদণ্ড হইবেক, প্রস্তুত হও।" কচুরায়কে ইঙ্গিত করিয়া সম্মুখে আনিয়া বলিলেন, "রাজকুমার! দিল্লীশ্বরের আদেশ মতে আমি তোমাকে তোমার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম, তুমি রায়গড়ের অধিপতি হইয়া প্রজার মনোরঞ্জন করতঃ কালযাপন কর।" সূর্যকুমারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সূর্যকুমার সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। মানসিংহ বলিলেন, "জয়ন্তীরাজ! তোমার পৈত্রিক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালন কর; পরে আমাদিগের সন্ত্রী পাঠাইলে, তথায় তোমার সহিত দিল্লীশ্বরের কপালসন্ধি প্রস্তাব করিব।" সূর্যকুমার আলিঙ্গন করিল। পরে মানসিংহ বলিলেন, "অদ্য দিল্লীশ্বরের আদেশ-

মতে বর্দ্ধমানাধিপকে তাঁহার অধিকারের রাজত্ব তাহাকে নির্ব্যূঢ় করিয়া দিলাম। বাকৃলার রাজ্যে মহারাজ রামচন্দ্ররায় গতকল্য পুনরভিষিক্ত হইয়াছেন; তাঁহাকে সেই রাজ্যে দিল্লীশ্বরের পক্ষ হইয়া সম্ভাষণ পাঠাইব। যশোহরের দক্ষিণ-পূর্ববিভাগ বাকৃলা ভুক্ত হইল ও দক্ষিণ-পশ্চিমবিভাগ রায়গড়

সপ্তদশ অধ্যায়।

অংশেষুবঃ ঋষ্টয়ঃ পৎস্বখাদয়ো বক্ষঃসু রুক্মাঃ মরুতো রথে শুভঃ।
অগ্নি ভ্রাজসো বিদ্যুতো গভস্ত্যোঃ শিপ্রাঃশীর্ষসু বিততাঃ হিরণ্ময়ীঃ॥

"বামের লগী সামাল!" "গলুইয়ে কে আছ দড়ি টানিয়া বাঁধ!" "কুপকের খীলে দড়ি দাও।" "লগি ভাঙ্গিল আর নৌকা থাকে না।" সোঁ সোঁ করিয়া মরুদ্গাণ গভীরস্বরে ডাকিতেছে, ফর ফর করিয়া নৌকার চালের খড় উড়িতেছে। মড় মড় করিয়া ছাপ্পরের বাঁকারী সব কাঁদিতেছে। কোঁ কোঁ করিয়া বাঁশে বাঁশে ঘর্ষণ। হু হু করিয়া বায়ুবেগ পালে লাগিয়া নৌকার কূপক ঝুঁকিয়া পড়িল। সামাল সামাল শব্দ চারিদিকে রটিল। নৌকা কাত হইয়া নক্ষত্রবেগে ছুটিল। জলের উচ্চ ঊর্মীয়েনছুরী দিয়া কাটিল—যেন নব উত্থিত চড়ার উপর প্রকাণ্ড ফালের লাঙ্গল বায়ুবেগে চলিল। জল কল কল শব্দে কাটিতে লাগিল; মাঝে মঝে চটাশ চটাশ শব্দে নৌকার গোলুই আছাড় খাইতেছে। দণ্ডধারক উঠিয়া দাঁড়াইল। আর দণ্ডে জল পায় না। আরও নৌকা ব্যস্ত হইল, কর্ণধার দণ্ড ধরিতে হুঙ্কারিয়া আদেশিল। দণ্ডধারকেরা পুনঃ বসিয়া কটীদেশ বাঁকাইয়া পদদ্বয় দীর্ঘ করিয়া মাথা নোয়াইয়া বলে দণ্ডক্ষেপণ করিল, কিন্তু নৌকার উন্মত্তনৃত্যে ক্ষেপণীর অগ্রভাগও জলস্পর্শ করিল না। ভীমবেগে একটা বায়ুর দমকে নৌকার চালের খড় ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল, কেবল বাঁকারীর বাতাগুলি রহিল।

সেই দমকেই মড়্ মড়্ করিয়া কুপক ভাঙ্গিয়া গেল। পাল জলে গিয়া পড়িল। নৌকা একেবারে মুখ ফিরাইয়া তীরের দিকে ভাসিল। তীরে তুফান ভয়ানক! এতক্ষণ মরুদ্গণই দেখা-যাইতেছিল, এখন তাহাদিগের পিতা রুদ্রদেবও সহায়তা করিলেন। অন্তকালে সকলকেই রোদন করাও বলিয়া তোমার নাম রুদ্র! আড়ুলীর বাঁশ ঝাড় সহিত প্রকাণ্ড মাটীর চাঁই জলে ভীষণ শব্দে পড়িল। বায়ুর গোঁগ্‌রানিতে কিছুই শোনা যায় না। বৃষ্টির ঝাপটে কিছুই দেখা যায় না। মচাৎ করিয়া নৌকার হালসি ভাঙ্গিয়া গেল। কর্ণধার ভগ্ন কর্ণখণ্ড হস্তে করিয়া জলে পড়িয়া গেল—বেগসম্বরণে অক্ষম। নৌকা ঘুরিতে লাগিল। গতিক দেখিয়া দণ্ডধারকেরা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়—জীবহীন মাংসপিণ্ডের ন্যায় নৌকায় বসিয়া রহিল। সূর্যকুমার মল্লকচ্ছ পরিয়া অনাবৃত দেহে নৌকার উপর পদ-দ্বয়বিস্তারিয়া দাঁড়াইল। নন্দরাম ও মালিকরাজও মল্লকচ্ছ পরিধীত। ভাগীরথীর জল আলোড়িত হইতেছে। এখন জল বলিয়া বোধ হয় না। প্রতি ঢেউ আঘাতে নৌকার তল যেন কাঁপিয়া উঠিতেছে। নৌকার প্রতি তক্তা-ফলক ঊর্মীবেগে জর্জ্জরিত, প্রতি কাঁটা—শিথিল, রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন। বায়ুরগর্জ্জন, জলের কলরব, নৌকার অঙ্গনিকরের মচ মচানি—। বায়ুবেগে ঊর্দ্ধদেশ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা সপল্লব উড়িয়া যাই-তেছে ও জলে পড়িলে প্রায় চতুর্দিক উৎপ্লুত-জল-কণায় আবৃত হইতেছে। সূর্যকুমার বলিলেন, এত বড় ভীষণ দুর্যোগ! কর্ণধার কোথায়?"

নন্দরাম বলিল, "কর্ণধার কোথায় দেখিতে পাই না।

কিন্তু নৌকার হাল নাই, ভাঙ্গিয়া গেছে, তাই নৌকায় এত ধাক্কা ও নৌকা এত ঘুরিতেছে।”

সূর্য্যকুমার “কূপকও উড়িয়া গেছে আর ক্ষণকাল এ প্রকার থাকিলে নৌকা চূর্ণীকৃত—” বলিতে বলিতে নৌকাটী তীরের কাছাড়ে আছাড় খাইল, অমনি টুকরা টুকরা হইয়া গেল। নৌকাস্থ নাবিক কি চড়নদার কাহাকেই দেখা গেল না। ঝড়েরবেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন নদী আর জলের প্রবাহ নহে—কেবল শুভ্রবর্ণ তুলরাশির নৃত্য। এদিকে তীরে আড়ুলী ও কাছার এত ভাঙ্গিতে লাগিল ও এত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃৎখণ্ড—সবৃক্ষ, সবংশ, সতরু, সগৃহ, সদ্বার জলে নিপতিত হইতে লাগিল ও জল এত উথলিল যে, তীরস্থ গ্রামের উপর দিয়া বেগে উর্ম্মী দৌড়িল। কায়সানের মটকা ও চাল উর্ম্মীতে ভাসাইয়া লইয়া গেল। জলের পরমানুচয়ে পরস্পরের বেগ ঘর্ষণে যেন পবমানাগ্নি উত্তেজিত হইল, কেন না জগৎব্যাপ্ত জলকণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ছুটিল। পীঠর-মন্থিত তক্রকণাইবা কি আলোড়িত হয়—জলের আলোড়ন একান্ত অপূর্ব প্রতিমা! বৃহৎ উর্ম্মীগুলি কেহ গড়াইয়া, কেহ উল্টাইয়া, কেহ আঘাতপ্রাপ্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শুভ্রীকৃত হইয়াছে। পবনের বেগে পৃথিবী ও আকাশ জীবশূন্য! অদূরে একটা আবর্ত্তমান জলস্তম্ভ—যেন প্রাক্তনকালের জলোকার ন্যায়, যেন যাতুধানের ন্যায়, যেন সজীব বিরাট রজ্জুর ন্যায়, নদীর জলকে ভীমাকর্ষণে শূন্যমার্গে তুলিতেছে; তাহার শোষণবেগে মৎস্যাদি ও ভাসমান নৌকাখণ্ড উর্দ্ধে চলিতেছে। সংসার রক্ষা হয় না। পৃথ্বী বায়ুবেগ ধারণে অক্ষম! যেন ভূমি-

কম্প হইতেছে !। শব্দে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয় ! বেগে মৃৎশায়ী দূর্বা উন্মূলিত হয় ! পবনবরুণবিপ্লব কি ভয়ানক ! তরল পদার্থ জল, কাঠিন্যে নীললোহ হইতে দৃঢ়, স্থিতিস্থাপকে বায়ু হইতে সূক্ষ্ম। তরলতম পবন সঞ্চালনে সুখসেব্য—কিন্তু যখন প্রলয় প্রবাহে বহে, তখন গিরিশিখর ভূমে পাতিত হয়, তখন প্রবীণ ও প্রকাণ্ড বৃক্ষ যেন মূলকের ন্যায় উৎপাটিত হয় আর তাহার সহিত এত মৃত্তিকা সমুত্থিত হয় যে, মাসাবধি বিশজনে পরিশ্রম করিলে, এত মৃত্তিকা উঠাইয়া গর্ত করিতে পারে না। বায়ু বহিতেছে, পবন যেন উন্মত্ত, জ্ঞানরহিত। পূর্বের বায়ু পশ্চিমে ও উত্তরের বায়ু দক্ষিণে দৌড়িতেছে আবার ঊর্দ্ধের বায়ু অধোভাগে আহত হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড, সপল্লব, সশাখ, সমূলনিচয় সমৃৎরাশি তিন্তিরীবৃক্ষ দুই তিনবার আবর্ত বায়ুতে প্রলোড়িত হইয়া ঊর্দ্ধে শূন্যমার্গে উঠিল। একি ইন্দ্রজাল ! স্বস্থান হইতে দুইরশি দূরে অধঃশাখ ঊর্দ্ধমূল হইয়া পড়িল, আবার পবন পরক্ষণেই তাহাকে মৃৎশায়ী করিল। ইহাতেও নিস্তার নাই। কতকগুলি শাখা যেন ছিড়িয়া দূরে উড়িয়া পড়িল। বৃক্ষস্থ কপিযূথ যথাসাধ্য বলে শাখাচয় হস্ত চতুষ্টয়ও লাঙ্গুলবেষ্টনে ধরিয়াছিল, কিন্তু তনয় বলিয়া পবন তাহাদিগকে অম্লবৃক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইল। তাহারা শাল্মলীর প্রস্ফুটিত, ফল মধ্যস্থ, তুলরাশির ন্যায় শূন্যে উড়িল ও যে যেখানে পড়িল সেইখানেই পশুজন্ম ত্যাগ করিয়া গন্ধর্বজন্ম লাভ করিল। কেহবা অপর বৃক্ষের স্কন্ধে আহত হইয়া ছিন্নগ্রীব, ছিন্নবাহু বা ছিন্নকটী হইয়া পরলোক গমন করিল। কপিচয়ের কাতর-ধ্বনিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, কিন্তু সে ধ্বনি ক্ষণিক, কেননা এখন

আর কিছুই শুনা যায় না। প্রথম বেগেই বায়সাদি পক্ষী বলি আহত হইয়াছে, এখন মর্কট বানরও পবনসেবায় গত। ভাগীরথীর জল, আকাশের বাষ্প, প্রবল বায়ুবেগে একীকৃত হইয়াছে, কি ভীমবাত্যা! প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত আলোড়িত ব্যথিত ও বিকৃত। বিরাটমূর্ত্তির উদয়! বৃক্ষ ভঙ্গের শব্দ, বায়ুর গর্জ্জন জলের কলেবর, কিছুই শুনা যায় না। আকাশ অনির্বচনীয় গোঁগ্‌রাণিতে পূর্ণ। মেঘের আকার নাই। দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর। বায়ুর বেগ অতীব তীক্ষ্ণ কিন্তু পৃথ্বীতে আলোক নাই—অন্ধকারও নহে; দিঙ্মণ্ডল অবর্ণনীয় জ্যোতিতে পূর্ণ—যেন খমণ্ডলে দাবানল, যেন সমুদ্রে বাড়বানল! ঘূর্ণাবায়ু জগৎ ব্যাপিয়াছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে বটে কিন্তু ভয়ানক বাত্যায় বৃষ্টির ধারা ভঙ্গ হইয়া কণাকারে চারিদিকে ছুটিতেছে। কত ঘরের চাল বায়ুর বেগে জলশায়ী হইয়া আবার স্রোতে ভাসিতেছে, তাহার উপর বংশাবশিষ্ট অনাথ বালক, চক্ষে অশ্রু নাই, মুখে শব্দ নাই, স্পন্দরহিত হইয়া মটকার বাতা অমানুষীদার্ঢ্যে ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ক্রমে বায়ু দক্ষিণ বাহি হইল। ক্রমে বায়ুবেগ হ্রাস হইল। ক্রমে দমকে দমকে দীর্ঘশ্বাসের ন্যায় বহিল। ক্রমে বৃষ্টি প্রকৃতিস্থ হইয়া মুষলধারে নিপতিত হইতে লাগিল। বায়ুরবেগ কিঞ্চিত হ্রাস হইল বটে কিন্তু ভাগীরথীরজলের বেগ এখনও কিঞ্চিন্মাত্র শাম্য হইল না বরঞ্চ আর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেলার স্রোত কিছু সুখসাগর পর্যন্ত অনুভব করা যায় না কিন্তু অদ্য ভাগীরথীর জল এত স্ফীত হইয়াছে ও উত্তর বাহিনী স্রোত ঊর্মীওতরঙ্গসহ এত বেগে ছুটিতেছে যে

অনুমান হয়, লবণাব্ধি উথলিয়াছে, তাহার কুল আর তাহার জলরাশি ধারণে অক্ষম—যেন বরুণ দেব পাতালদেশ স্ফাটিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছেন। স্রোতে কতশত গ্রামোপস্কর ভাসিয়া চলিয়াছে—তাহায় প্রশস্ত ভাগীরথী আবৃত। এদিকে সূর্যকুমার ভগ্নতরির কাষ্ঠফলক আশ্রয় করিয়া নির্জীবশবাকারে ভাসিতেছে ও প্রতিহিল্লোলে ফলক-সহিত তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। জলের তীক্ষ্ণ টান, প্রতিবার অনুমান হইতেছে যেন ফলক হইতে কর শিথিল হইল ও সূর্যকুমার জলে ডুবিল। অদূরে নন্দরাম অপর একটি কাষ্ঠফলক আশ্রয় করিয়া যথাসাধ্য সন্তরণ করিয়া সূর্যকুমারের দিকে যাইতেছে। জলের তরঙ্গে একবার নন্দরাম অভিভূত হইয়া মগ্ন হইতেছে, আবার তাহারই পরে বেগে বক্ষঃদেশ পর্যন্ত জাগাইয়া উঠিতেছে। ক্রমে নন্দরাম সূর্যকুমারের পৃষ্ঠ-দেশে হাত লাগাইল। সূর্যকুমার কিন্তু স্পন্দ রহিত। নন্দরাম ক্রমে সূর্যকুমারের দামন বামহস্তে ধরিয়া সূর্যকুমারের শরীর জাগাইয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। দীর্ঘশ্রমক্লান্ত নন্দরাম ক্রমে বলহীন হইলে সূর্যকুমারকে লইয়া মগ্ন হইল। আবার অনৈসর্গিক আয়াসে জলের উপর উঠিয়া বলিল, "হায়! আর—আমার অসাধ্য! আমি বলহীন হইয়াছি!" আবার মাথা নাড়া দিয়া ভাসিয়া বলিল, "জয়ন্তীরাজ, কাষ্ঠফলক ছাড়িও না—আমি চলিলাম," নন্দরাম, এই কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে, ডুবিয়া গেল; তাহার হস্তের কাষ্ঠফলক ক্ষণেক বিলম্বে দূরে ভাসিয়া উঠিল ও জলের বেগে তীরস্থ বৃক্ষমূলে ঠেকিল; অব্যব-বহিত পরেই নন্দরামের মস্তক জলের উপর দেখা গেল। তীর

হইতে মালিকরাজ একটি তৈলের কুপী আনাইয়া জলে অল্প অল্প করিয়া সিঞ্চিলে ভাগীরথীর জল ক্রমে স্নিগ্ধ হইল। নন্দরাম ও সূর্যকুমার জলে হাবু ডুবু খাইতেছে দেখিয়া ব্যস্তে কটীদেশে ভাল করিয়া বস্ত্র জড়াইল ও একটু উত্তর ধারে যাইয়া অপর দুইজনকে সঙ্গে লইয়া জলে নামিল। ক্ষণেকে সূর্যকুমারের ও নন্দরামের নিস্পন্দ শরীর তীরে উঠান হইলে, মালিকরাজ স্বীয় কটীদেশে যে রজ্জু বাঁধিয়া ছিল তাহা খুলিয়া একত্র করিতে করিতে বলিল, "নাবিক ভাই, তুমি শীঘ্র করিয়া দেখ যদি গ্রামের নিকট কোন পাকাবাড়ি থাকে, তথায় ইহাদিগকে লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত কর। জীবন থাকেত আমি ইহাদিগের শুশ্রূষা করি।" নাবিক চলিয়া গেলে অপর নাবিককে বলিল, "দেখ, তুমি নন্দরামের হস্তপদাদি ভাল করিয়া ঘর্ষণ করিয়া দাও। ইহারা এখনও জীবিত আছে; একটু অগ্নি পাইলে ভাল হইত—।" দ্বিতীয় নাবিকটি নন্দরামের করতল ঘর্ষণ করিতে লাগিল। এদিকে মালিক স্বয়ং সূর্যকুমারের সর্বাঙ্গ করতল দিয়া বেগে অথচ কোমলহস্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ঘর্ষণের পর সূর্যকুমারের হস্তপদাদি সঙ্কুচিত হইল ও পরক্ষণই বিস্তৃত হইয়া এমত গাত্রভঙ্গ হইল যে, সূর্যকুমার চক্ষু চাহিয়া একটি কষ্টসূচক অস্ফুট শব্দমাত্র করিল। তাহারই পর "সরমা কোথায়" বলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ক্রমে চেতনা হওয়ায় অল্পে অল্পে মালিকরাজের উপর ভর দিয়া বসিল।

মালিকরাজ বলিল, "ভাই, তোমার এখনও কি মস্তক ভার বোধ করিতেছে?"

নন্দরাম সুস্থলাভ করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "জয়ন্তী-রাজ, কেমন আছেন?"

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমারকে এক্ষণে কিঞ্চিৎ আহার দিতে পারিলে ভাল হইত—সূর্যকুমার অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে।"

সূর্যকুমার মালিকরাজের ক্রোড়ে শুইল। নন্দরাম বলিল, "মহাশয়, আপনি কি প্রকারে রক্ষা পাইলেন?"

মালিকরাজ ক্রোড়স্থ সূর্যকুমারের উরঃদেশ ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "নন্দরাম, আমি দৈববলে রক্ষা পাইয়াছি। নৌকা আছাড় খাইবামাত্র আমি একটা দীর্ঘ তক্তা লইয়া জলে পড়িলাম, আমার সঙ্গে দুইজন নাবিকও লাফাইয়া সেই তক্তা আশ্রয় লইল। তিনজনে যথাসাধ্যবলে ক্রমে কূলে আসিয়া উঠিয়াছি। কি ভয়ানক টান ও বিষম ঝড়!"

নন্দরাম বলিল, "জয়ন্তীরাজ প্রথমে দিব্য সন্তরণ করিতেছিলেন, ক্রমে জলেরস্রোতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। আমি ও একক, শ্রান্ত হইয়াছিলাম, তাহাকে সাহায্য করিতে যাইয়া নির্জীবের মত হইলাম। আমার হস্তপদে খিল লাগিয়াছিল।"

সূর্যকুমার উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, "নন্দরাম, তোমার কৃতের পরিশোধ আমি জন্মাবচ্ছিন্নে করিতে পারিব না।"

নন্দরাম বলিল, "মহারাজ, মালিকরাজের সাহায্যে আপনি জীবিত হইয়াছেন।"

সূর্যকুমার ফিরিয়া মালিকরাজের গলদেশ ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি প্রকৃত বন্ধু! এ বাত্যাতে আমার জন্য জলে লম্ফ দিয়া পড়া তোমার উচিত হয় নাই। তোমার সহিত আমার এত নিকট সম্পর্ক যে তোমাকে নমস্কারাদি করিলে আমার

আত্মাভিমান হয়—তোমাক আমি হৃদয়ের সখা বলিয়া জানি। এখন নিকটে কোন গ্রাম আছে বল—আমার অত্যন্ত ক্ষুধোধ হইতেছে।”

মালিকরাজ বলিল, “এস্থল নবদ্বীপের নিকট হইবেক যাহা হউক, নাবিক ফিরিয়া আসিলে সমস্ত অবগত হইব।”

সূর্যকুমার বলিল, “মহারাজ মানসিংহ কোথায় ছাউনী করিয়াছেন?”

মালিকরাজ বলিল, “নিকটের কোন মাঠে তাঁহার ছাউনী থাকিবেক, কেন না নদীরস্রোতে বড় একটা জয়ঢক্কা ভাসিয়া যাইতেছিল।”

সূর্যকুমার বলিল, “ভাই, তাঁহার ছাউনীতে যদি এ বাত্যা হইয়া থাকে, তাহাহইলে সরমার বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকিবেক। আহা! পিতৃপরাজয়ে সে নবীনা কতই উদ্বিগ্না, তাহায় আবার যদি কায়িক কষ্ট হইয়া থাকে—। মহারাজ মানসিংহের মন অত্যন্ত কঠিন—তিনি কেমন করিয়া দ্বাদশভৌমিকচূড়ামণিকে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ করিলেন! আহা! সরমা সেই অবধি যেন শুষ্কলতার ন্যায় ম্রিয়মাণা—শূন্যস্থ্যেতের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়াছেন। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেই ক্ষুদ্র মনুষ্যাকার লৌহপিঞ্জরের নিকট দাঁড়াইয়া থাকেন! আহা! এখন আর চক্ষে জল নাই—অশ্রুউৎস শুষ্ক হইয়াছে, ভাবিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মালিকরাজ, এ দুরদৃষ্টের মূল আমি! আমা হইতে বঙ্গের অধোগতি! আমি নরাধম! আমাকে কালশাপের ন্যায় দুগ্ধ দিয়া পালন করিয়াছিলেন—। হা পাপিষ্ঠ মন! তুমি স্বীয় প্রতিপালকের সমুচিত

সংকার করিলে! মালিকরাজ! তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর,—এ নরাধমের সঙ্গে থাকিয়া তোমার আত্মাকে কলুষিত করিও না।”

মালিকরাজ বলিল “সূর্য্যকুমার, তুমি অকারণ আত্মাকে নিন্দা করিতেছ। ইহাতে তোমার কোনই দোষ দেখা যায় না।”

সূর্য্যকুমার বলিল, “আমার দোষ নহেত কাহার দোষ? মহারাজ প্রতাপাদিত্য শৈশবাবস্থাবধি আমাকে প্রতিপালন করিলেন; যখন তাঁহার বিপদ উপস্থিত—সেই সময় আমি তাঁহাকে ত্যাগ করিলাম, তাঁহার বিপক্ষদলভুক্ত হইলাম, আবার তাঁহার প্রতিকূলে সেনানিযোজন করিলাম! হায়! আমি কি প্রকারে সরমার সম্মুখীন হইব? আমি তাহার পিতৃ-বাদী—। আমার স্বীয় কৃতজ্ঞতার জন্য যদি না হয়, প্রাণ-প্রিয়া সরমার পিতা বলিয়া স্মরণ করা উচিত ছিল!”

মালিকরাজ বলিল, “গতবিষয়ের শোচনায় কোন ফল দেখি না। এখন বর্ত্তমানের চিন্তা কর। মহারাজের স্কন্ধাবারে শীঘ্র যাওয়া উচিত। বাত্যার পর সেনামণ্ডলীতে বিশেষ দুঃখ উপস্থিত, সন্দেহ নাই। ঐ নাবিক আসিতেছে, অবশ্য কোন একটা আশ্রয় স্থির করিয়া থাকিবে।”

নাবিক আসিয়া বলিল, “মহাশয়, নিকটে নবদ্বীপ গ্রাম, কিন্তু যেরূপ গ্রামের দুর্দশা দেখিয়া আসিলাম, তাহায় আশ্রয় পাওয়া একান্ত দুর্লভ। গ্রামের হাটবাজারে কিছুই নাই। জনৈক-গোয়ালার পাকাবাড়ি আছে, কিন্তু তাহায় এত লোক সমাগম হইয়াছে যে, আমাদিগের সেস্থানে প্রবেশ করা কঠিন।”

সূর্য্যকুমার বলিল, "আমাদিগের কোথাও অবস্থান করিবার প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ আছে। যদি দুই তিনটা টাটুঘোড়া পাওয়া যায়, তাহা হইলে শীঘ্র করিয়া ছাউনীতে পৌঁছনা যায়। চল দেখি কি উপায় হয়।"

নন্দরাম বলিল, "জয়ন্তীরাজ! আপনি যে দুর্ব্বল—এখন আপনার স্থানান্তরে যাওয়া উচিত নহে। কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করুন। ততক্ষণে বন্যারজলও কিঞ্চিৎ কমিয়া যাইবেক। তখন চেষ্টাচরিত্রের সময় হইবেক।"

নাবিক বলিল, "মহাশয়, এখন ঘোড়া লইয়া কি করিবেন? ঘোড়া চলিবার পথ নাই। সমস্ত দেশ জলে প্লাবিত ও এত গাছ ঘর ও বাঁশঝাড় উপড়াইয়া পড়িয়াছে যে রাজ-পথও দুর্গম। গমনাগমনের সুবিধার মধ্যে নৌকা—চারিদিকে ডিঙ্গি ডোঙ্গা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতেছে। গ্রামের মধ্যে এত নৌকা আছে আমার অনুমান ছিল না। কোন বন্দরের ঘাটে এত নৌকা এককালে দেখা যায় না। কতদিক হইতে কতপ্রকার ছোট ছোট নৌকা আসিয়া বেড়াইতেছে।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "মহারাজ মানসিংহের ছাউনীর সমাচার কিছু পাইয়াছ?"

নাবিক বলিল, "মহাশয়, অনেক ডোঙ্গা সেই দিকেই যাই-তেছে। ভবানন্দ মজুমদার নৌকা করিয়া ছাউনীর জন্য রসদ পাঠাইতেছেন। তাঁহার বাটীর ব্রতপ্রতিষ্ঠার সম্ভার এখন দিল্লীর বাদসাহের ফৌজ রক্ষায় নিযুক্ত হইল।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "মালিক, চল একখানা নৌকা লইয়া ছাউনীতে পৌঁছিবার উপায় দেখা যাক।"

মালিকরাজ বলিল, “চল, কিন্তু আমাদিকের অপর নাবিক কোথা গেল ? কয়জন বাঁচিল ?”

নাবিক বলিল, “মহাশয়, আমরা সকলেই আপনার আশী-র্বাদে রক্ষা পাইয়াছি। অপরের সহিত আমার এখন পথে সাক্ষাৎ হইল। তাহারা একখানা ডিঙ্গি পাইয়াছে, সেই ডিঙ্গি করিয়া মাল বোঝাই করিয়া ছাউনি যাইবেক, এইমত চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছি, চলুন তাহারা নিকটেই আছে।”

নন্দরাম বলিল, “ভাল হইল, চলুন তাহাদিগের সন্ধান করি।”

সূর্য্যকুমার এই সমাচারে সন্তুষ্ট হইয়া গাত্রোত্থান করিলে, মালিকরাজ ও নন্দরাম তাহার উভয়পার্শ্বে থাকিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়া চলিল। ক্রমে কিছুদূরে ডিঙ্গি দেখিয়া তাহার নাবিককে ডাকিলে, সে ডিঙ্গি নিকটে আনিল। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজকে দেখিয়া ডিঙ্গির কর্ণধার ডিঙ্গি হইতে নামিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, “মহাশয়, আপনাদিগের আশীর্বাদে আমরা সকলেই রক্ষা পাইয়াছি। আপনাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এখন এই ডিঙ্গিতে আসুন। আমরা এক ভাড়া পাইয়াছি। কিঞ্চিৎ সস্তার নিকটের ছাউনীতে পৌঁছাইয়া দিব। আপনারা ও ত ছাউনীতে যাইবেন ?”

মালিকরাজ বলিল, “ভাল হইয়াছে, চল আমরাও যাই।”

নন্দরাম ও মালিকরাজের সাহায্যে সূর্য্যকুমার ডিঙ্গির উপর উঠিলে ডিঙ্গি ছাড়িয়া দিল। কিছুদূর যাইয়া গ্রামের মধ্যস্থ উচ্চতরভাগে একটা প্রকাণ্ড পাকাবাড়ির দ্বার দিয়া

তাহার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে, প্রাঙ্গণস্থ অপরাপর ডিঙ্গির নাবিকের সহিত কথাবার্তার পর, পার্শ্বস্থগৃহ হইতে ডিঙ্গিতে আহরোপযোগী দ্রব্য কতকগুলি বোঝাই লইয়া নাবিক দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। ক্রমে গাছের ডালের নীচে দিয়া কাহার বাটীর ছাঁচ দিয়া কাহার উঠান দিয়া কোথাও বাঁশঝাড় ঘুরিয়া ধ্বজি মারিতে মারিতে চলিতে লাগিল। কোথাও বা পুষ্করণীর সুতুঙ্গ পাহাড়ের শিখর মাত্র জাগিয়া আছে, দুই চারিটি যে গাছ আছে, তাহার একটি মাত্রও পাতা নাই। তাহার ধার দিয়া যাইতে যাইতে মোহনার নিকট দিয়া পুষ্করণীতে প্রবেশ করিল। সেখানে আর লগী তলায় না। ডিঙ্গি ক্রমে বঁটিয়া বাহিয়া চলিল। কোথায় চলিতে চলিতে সিন্ধুক ভাসিতেছে দেখিয়া নাবিকেরা ব্যস্ত হইয়া তাহা ধরিয়া টানাটানি করিয়া নৌকায় তুলিয়া লইল। এদিকে একটা বস্ত্রের পুঁটুলি ভাসিয়া যাইতেছে, ওখানে মৃতগোরু ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া একটী বালক ভাসিতেছে। সূর্যকুমার দেখিয়া বলিল, “মালিকরাজ, ঐ বালকটিকে তুলিয়া লও।” মালিকরাজ ও নন্দরাম একযোগে নাবিককে বলিল, সে ডিঙ্গি ফিরাইয়া বালকটীকে উঠাইয়া লইল। বালকটি প্রায় চারি-বৎসরের—প্রথমে নাবিকের মুখের দিকে চাহিয়া ক্রমে ক্রমে ফুল্লকামুখে ডিঙ্গিস্থ সকলের মুখের দিকে চাহিল। পরে সূর্যকুমারের মুখদিকে বারবার চাহিলে সূর্যকুমার বাহুপ্রসারিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইলেন। বালকটি সূর্যকুমারের নিকট যাইয়া যেন স্থির হইল। পরে মালিকরাজ বালকের দিকে

হস্ত প্রসারিলে, বালকটি মুখ ফিরাইয়া সূর্যকুমারের গলদেশ জড়াইয়া ধরিল। সূর্যকুমার বালকটিকে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিল ও তাহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া বলিল, "কুমার, আমিও তোমার মত নিরাশ্রয় হইয়া দয়ার পুত্র হইয়াছিলাম। তুমি আমার সন্তান—আমি তোমাকে যত্নে প্রতিপালন করিব।"

মালিকরাজ বলিল, "সূর্যকুমার, শিশুটি অতি সুলক্ষণ। দর্শনে যেমত সুন্দর লক্ষণও তেমন শুভকর।"

নন্দরাম বলিল, "জয়ন্তীরাজ, এ বালকটি দেখিয়া আমার মায়া জন্মিতেছে!"

মালিকরাজ বলিল, "এমন কমনীয় শিশু দেখিয়া কোন্ কঠিন হৃদয়ের মন না দ্রবীভূত হয়? আহা! ইহার মাতা পিতা জীবিত থাকেত ইহার অভাবে কতই শোক পাইতেছে! অনুমান করি, এ শিশু নিকটের গ্রাম হইতে আসিয়া থাকিবেক। কিন্তু গাভীর আশ্রয় কেমন করিয়া পাইল?"

নাবিক বলিল, "মহাশয়, দেখেন নাই? বালকটিকে গাভীর পৃষ্ঠে বাঁধিয়া দিয়াছিল। অনুমান করি, মহা ঝড় ও জলপ্লাবনে গৃহ নষ্ট হওয়ায়, ইহার আত্মীয়েরা আত্মরক্ষণে অক্ষম হইয়া ধর্মের হস্তে বালকটি সমর্পণ করিয়াছিল।"

কর্ণধার বলিল, "মহাশয়, ঐ—ছাউনীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। আহা! উরুদু বাজারের চিহ্নও নাই। কত হাতি, ঘোড়া, উট, বলদ গাধা ভাসিয়া যাইতেছে! আমার এত বয়স হইল কিন্তু আমি এমত সর্বনাশক ঝড় কখন দেখি নাই। মহাশয়, এ ছাউনীতে একটিও তাঁবু নাই! এখানে দেখিতে পাই ঝড় অত্যন্ত ভয়ানক বেগে বহিয়াছিল।"

সূর্য্যকুমার বালকটি ক্রোড়ে লইয়া নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া ভূমে নামিল। মালিকরাজ ও নন্দরাম তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। ইহারা ছিন্ন ভিন্ন উরুতু বাজার দিয়া ক্রমে যাইতে যাইতে মহারাজ মানসিংহের শিবির অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু প্রায়-সকল শিবির ছিন্ন ভিন্ন ও ভূমিসাৎ হওয়ায়, অনু-সন্ধান পাইতেছেন না। স্কন্ধাবারের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্র, বিবর্ণবস্ত্র, কর্দমাক্তবস্ত্র পরিধীত সেনাগণ ব্যস্তে দৌড়াদৌড়ি করি-তেছে। জনৈক সৈনিক সূর্য্যকুমারকে দেখিয়া বলিল, "মহাশয়, কোথায় ছিলেন? আমাদিগের সব নষ্ট হইয়াছে। এখন আহার ও বস্ত্রাভাবে ব্যাত্যাহতাবশিষ্ট ভটমণ্ডলীর রক্ষা পাওয়া ভার। মহারাজ মানসিংহ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া চারি-দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; মহাশয়কে দেখিলে সন্তুষ্ট হই-বেন। ভবানন্দ মজুমদার অদ্য যথাকালে অনেক রসদ যোগাই-য়াছেন।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "মহারাজ এখন কোথায়? কচুরায় কি এখানে আছেন?"

সৈনিক বলিল, "কচুরায় ঐ ভগ্নকদক উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের দিকে গিয়া-ছেন। মহাশয়, এ বালকটি কাহার? আহা! এ সুকুমার শিশু এ ঝড়ে কেমনে রক্ষা পাইল?"

সূর্য্যকুমার বলিল, "এটি জলে একটি গাভী আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল; আমরা ইহাকে তুলিয়া লইয়াছি।"

সূর্য্যকুমার ক্রমে ভগ্ন কদকের নিকটস্থ হইলে, কচুরায় দূর হইতে সূর্য্যকুমারকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বাহু প্রসারিয়া

বলিলেন, "ভাই, তুমি কোথা হইতে আসিলে? ঝড়ের সময় কোথায় ছিলে? রায়গড়ের সমাচার কি? আমরা এখানে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছি। আহা! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কষ্ট দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আহা! আমি সরমার কাতরোক্তি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না! মহারাজ পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া যে শিবিরে ছিলেন, প্রথম ঝড়েই সে শিবিরের কাণ্ডপট উড়িয়া গেল। পিতৃপ্রাণা সরমা সেই পিঞ্জরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রথমে স্বীয় বস্ত্র দিয়া আবরণ করেন, পরে বায়ুর বেগ বৃদ্ধি হইলে আত্মশরীরদ্বারা প্রতাপাদিত্যকে রক্ষা করেন! আহা! শীর্ণা সরমা—প্রতাপাদিত্যের সেবায় এত উৎসাহ ও প্রীতি, যে অপর কাহাকেও তাঁহার কণামাত্র সেবা করিতে দেন না। সরমার অপূর্বদৃষ্ট পিতৃভক্তি, অলৌকিক শ্রদ্ধা, ও অসামান্য অধ্যবসায় দেখিয়া ছাউনীর ভটমণ্ডলীতে তাহার জন্য প্রতাপাদিত্যের প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে। সেই দুর্যোগের সময় মহারাজ মানসিংহের অনুমতি লইয়া প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জর মানসিংহের কদকের মধ্যে আনান হয়। কিন্তু হায়, প্রতাপাদিত্যের কি দুর্জ্জয় অহঙ্কার!—মনে করিলে হৃৎকম্প হয়। সেই দুর্যোগের সময় যখন প্রকৃতি বিকৃত, যখন সংসারে শত্রুমিত্র ভাব ছিল না, যখন আত্মরক্ষা ও বিদ্যমানসাধারণ বিপদ হইতে মুক্তির চিন্তা সকলের মনে বলবতী ছিল, সেই প্রলয়কালে মহারাজ প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "আমাকে যবনসম্বন্ধী হিন্দু কুলাঙ্গার ম্লেচ্ছসেবকের সম্মুখ হইতে স্থানান্তরিত কর। ঐ পামরের দর্শন পবনবরুণের কোপ হইতে আমাকে লক্ষগুণে কটুবোধ হয়।" তাঁহার বিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে

মানসিংহের শিবির হইতে স্থানান্তরিত করা যায়। পরে তাঁহাকে আমার ভগ্ন শিবিরের মধ্যে লইয়া গেলে, তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কচুরায় নিকটে আইস। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়াছি; কিন্তু তখন বুঝিতে পারি নাই যে বঙ্গের এই অবস্থা ঘটিবেক। আমি তোমাকে তোমার পৈত্রিকরাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে, তোমার প্রতি দ্বেষ করি নাই। আমার দ্বেষের কারণ কেহই জানে না ও বুঝিতে পারে নাই। আমার রাজ্যলোভ ছিল না—স্বার্থ-পরতার বশবর্ত্তী হইয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। আমার একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য বঙ্গে স্বাধীনতা সংস্থাপন। আমি দেখিলাম যে বঙ্গ বহুতর ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকিলে কখনই উন্নত হইতে পারিবেক না। আমি দেখিলাম বঙ্গো-দ্ধারের একমাত্র উপায় একাধিপত্য। আমার ইচ্ছা ছিল যে বঙ্গে স্বায়ত্তশাসন সংস্থাপন করি। কিন্তু বঙ্গে রাজমণ্ডলীতে দেখিলাম যে, পরস্পরের প্রতি এত দ্বেষ ও পরস্পরের এত হিংসা যে, ঐক্যতার লেশ নাই। একতান না হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না। বঙ্গের নীচ প্রবৃত্তিহেতু রাজসভা হইতে কিছুকালের জন্য ঐকমত্য দূরীকৃত হইয়াছে। এমত স্থলে যখন একতান করিতে অসমর্থ বোধ করিলাম, তখন প্রীতির শৃঙ্খল দূরে ফেলিলাম, তখন দণ্ডও শাসনের আশ্রয় লইতে হইল। অগত্যা হীনবুদ্ধি, ক্ষুদ্রচেতা, আত্মীয়দ্বেষী, বন্ধুহিংসক, স্বার্থ-পর, নীচ প্রবৃত্তি, পরশ্রীকাতর, বাঙ্গালীদিগের পদাবনত করাই, শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল, দ্বাদশ ভৌমিককে পরাজয় করিয়া তাহাদিগের রাজ্যে স্বীয় নায়-

স্থাপন পুর্ব্বক প্রজাবর্গের অবস্থা উন্নত করিয়া তাহাদিগের প্রীতিভাজন হইলে, ভৌমিকের রাজকোষের সাহায্যে ও প্রজার বলে, যবন দিল্লীর মোগলকে বঙ্গ হইতে দূরীকরণ করিব। রাজস্থানের রাণা ও মহারাজদিগের সহিত আমার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলাপ হয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগেরও এ সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ হয়। যদি ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার যবন-শ্যালক অপমানশূন্য স্বীয় ভগ্নীর সহিত আপনার আত্মাকে না বিক্রয় করিত, যদি বর্দ্ধমানাধিপ ও বাকলার মূঢ় জামাতা কাপুরুষ না হইত, ভাই, যদি তুমি সামান্য পৈত্রিক তালুকের লোভ সম্বরণ করিতে, তাহাহইলে দেখিতে যে একান্ত দিল্লীর মিনারে আমার মধ্যাহ্নসূর্য্যপতাকা উড্ডীন হউক বা না হউক, রাজমহলের পুর্ব্বে ধর্ম্মদ্বেষী গাভীঘাতী ম্লেচ্ছের অধিকার থাকিত না! যাহা হউক এখন কালের গতিতে, বঙ্গের পোড়া অদৃষ্টে সকলেই স্বার্থচেষ্টায় অন্ধ হইলে, আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিলে, আমার বৈপরিত্যে প্রীতি পাইলে, কিন্তু বুঝিলে না যে প্রতাপাদিত্যের অস্তে বঙ্গাদিত্য অস্তমিত হইবে! আমি বঙ্গের জন্য কত ভানই করিয়াছি ও কত অকর্ম্মও স্বীকার করিয়াছি। আগামীস্তন লোকেরা সমস্ত অবগত না হইয়া আমাকে কলির অবতাররূপে জানিবে। যাহা হউক, আমি এত উচ্চ ও এত উন্নতাভিপ্রায়, যে, নীচ ক্ষীণ-বুদ্ধির তিরস্কার পুরস্কার কিছুই গ্রাহ্য করি না। ভাই, তুমি এখন রায়গড়ের শাসন স্বহস্তে পাইয়াছ; একবার মন খুলিয়া অকপটে আমাকে বল দেখি, তোমার অতীব শত্রু প্রতাপা-দিত্যের শাসন ভাল, না কদাচারী বিজাতীয় মুসলমানের

শাসন ভাল? যদি আমার শাসন তোমার মনোনীত না হইল, তবে আমার সহিত যুদ্ধ করিলে না কেন? তুমি রাজ-পুত্র হইয়া নিজে দুষ্ট প্রতাপাদিত্যের দণ্ড না করিয়া বিপরীত-ধর্মীর পদনত হইলে, তাহার আধিপত্য স্বীকার করিলে, তুচ্ছ তালুকের জন্য আপনার মাথা কাটাইলে, আপনার স্বাধীনতা বিক্রয় করিলে, দাসত্বশৃঙ্খল গলদেশে লাগাইলে! তোমরা সুখপ্রিয় কাপুরুষ! আমি ত এখন মৃতকল্প হইয়াছি—আমার জীবনের আশা নাই, ও ইচ্ছাও নাই, তবে অগঙ্গারদেশে প্রাণ-ত্যাগ করিব না। আমার ইচ্ছা, বারাণসীধামে পৌঁছিলে, আমাকে সপ্তাহ বাস করিতে দাও; তাহার মধ্যেই আমার জীব এ পিঞ্জর ত্যাগ করিবে, আমার শরীর এই খানেই থাকিবেক। এখন আমার সাংসারিক কোন মায়াই নাই। তোমরা এখন কিছুকাল দাসত্ব করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু ফিরিঙ্গীদিগের উপর দৃষ্টি রাখিও। যদি বঙ্গের স্বাধীনতা কখন ঘটে, তাহা কেবল ফিরিঙ্গী সাহায্যতাতেই সম্ভব। তাহারা এখন ঘৃণিত দস্যুদল বটে, কিন্তু তাহাদিগের যথেষ্ট গুণ আছে। তাহারা হীনমন বাঙ্গালী অপেক্ষা উন্নত, তাহা-রাই দিল্লীর কাপুরুষকে পরাজয় করিবেক, অতএব তাহা-দিগের সহিত আত্মীয়তার অন্যথা করিও না। যদি বঙ্গের কুশল প্রার্থনা কর, তবে স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া অপ্রশস্ত দৃষ্টি ভুলিয়া যাও। ফিরিঙ্গীর স্পষ্ট অনুগমন করিতে সুযোগ না পাও, তবে অন্তঃশীলা বহিতে ছাড়িও না। অনেক যুদ্ধকৌশল, অনেক দেশ রক্ষার নায়, তাহাদিগের দ্বারে পাইবে। জয়ন্তীর সূর্য্যকুমার কোথায়? তাহাকে বলিও, সে যেন সহজে দিল্লীর

দাসত্ব স্বীকার না করে। তাহার রাজ্য পর্ব্বতমধ্যস্থ থাকায় একান্ত অগম্য, দিল্লীর এখন অধোগমনের সময়;—যদি সূর্য্য-কুমার একটু বলপূর্ব্বক স্বীয় রাজ্যের দণ্ড ধারণ করে, তবে সুখে কাটাইবে। তাহার স্বাধীনতা কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।' পরে সরমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, 'মা সরমা! তোকে আমি সূর্য্যকুমার সুপাত্রে দান করিব মনন করিয়াছিলাম,—যমুনপরুইয়ে সেই রাত্রি মা তোদের যুগলমূর্ত্তি দেখিতাম! বিধাতার বিপাক! সূর্য্যকুমার যদিচ আমার সভা ত্যাগ করিয়াছে ও দুষ্ট রজপুতের আশ্রয় পাইয়াছে, কিন্তু মা তুই আমার নিকট ধর্ম্মত স্বীকার কর, যে, তাহা মনে করিয়া সূর্য্যকুমারের উপর কোপ করিবিনি। আহা! সে কোপের পাত্র নহে—বিধাতা তাহাকে তোরই জন্য গড়িয়ছিল। মা! সূর্য্যকুমার জয়ন্তীর স্বাধীন রাজা—তোর যোগ্য বর।' সরমা হেঁটমুণ্ডে নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল ও পিঞ্জর মধ্যে সুকোমল হাত দিয়া প্রতাপাদিত্যের পৃষ্ঠদেশে বুলাইতে লাগিল। সে আধপ্রীত আধশোকসূচক দৃষ্টি দেখিলে যেন হৃদয় গলিয়া যায়,—আমার লোমহর্ষণ হইল! সূর্য্যকুমার তুমি একবার প্রতারাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ কর।"

সূর্য্যকুমার বলিল, "মহাশয়, আমার মন তাহার জন্য এখন ক্রন্দন করিতেছে, কিন্তু স্বদোষজ্ঞান আমাকে লজ্জিত করিয়া বিরত করিতেছে। যাহা হউক, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু তাঁহার কি পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই? মহারাজ মানসিংহকে বলিলে কি তাঁহার দয়া হইবে না?"

কচুরায় বলিল, "ভাই, তাহার রোগ এখন চিকিৎসার বহি-

র্ভূত হইয়াছে। দিল্লীশ্বরের আদেশ—প্রতাপাদিত্য জীবিত হউক বা মৃত হওক, বন্দী কর। এ অবস্থায়, বিশেষ, যে সকল দিল্লীর বিপক্ষ, রাজবিদ্রোহী মূলক পত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে প্রতাপাদিত্যবলি দিল্লীর কোপে উৎসর্গিত।"

সূর্যকুমার বলিল, "ভাল, যদি তাহাই হয়, তবে এত বড় ছত্রধারী রাজাকে এরূপ মহাপাতকীর দণ্ড দিবার প্রয়োজন কি? যেরূপ লৌহপিঞ্জরের কথা শুনিতেছি তাহাতে ত হস্ত-পদাদি সঞ্চালন একান্ত অসম্ভব। এ অত্যন্ত অসভ্যও নিষ্ঠুর প্রথা।"

কচুরায় বলিল, "ইহার কোন উপায় নাই। আজ দুই-চারি দিনের মধ্যেই প্রতাপাদিত্য শীর্ণ ও জীর্ণ হইয়াছে। অনুমান্ হয়, আর অধিক দিন তাঁহাকে বাঁচিতে হইবেক না। এমন কি, অস্থ সৌগন্ধ্যায় রায়—প্রতাপাদিত্যেরই রাজবৈদ্য—এক্ষণে মানসিংহের সভ্য, বলিলেন যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য আর দুই চারি দিন আছেন। বারাণশী পৌঁছান তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে না ঘটে সন্দেহ। আহা! তাঁহার অদৃষ্টে এ দুর্দশা ছিল ইহা স্বপ্নেও প্রকাশ ছিল না। আমি এই মহৎপাপের দায়িক। ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আমার মন কখন পবিত্র হইবেক না।"

সূর্যকুমার বলিল, "মহিষী কোথায়?"

কচুরায় বলিল, "মহিষী রায়গড়ের পরাজয়ের পর অবধি শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর মাথা তোলেন নাই। কবিরাজ বলে, তাঁহার রোগ সংকট—তিনি কোন মতেই পরিত্রাণ পাই-বেন না। যাহা হউক, তিনি এক প্রকার আছেন ভাল।

কেন সেই শোকে যে আছাড় খাইয়াছিলেন, তাহায় এমত দুষ্ট-বায়ু প্রকাশ যে, প্রায় তাঁহার চেতনা নাই। সরমা বালিকা—কোমলহৃদয় তাহারই জন্য সকলেই অস্থির। প্রভাবতী ও অরুন্ধতী ও ইন্দুমতী তিনজনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। যখন সরমা প্রতাপাদিত্যের পার্শ্ব হইতে মহিষীর নিকট বসিয়া তাহার শীর্ণা ও ম্লানবদনে চুম্বন করিয়া ভূয়োভূয়ঃ মা মা বলিয়া ডাকেন, তখনই কেবল মহিষী অবসাদিত ও নির্জ্যোতি-নেত্রে চাহিয়া দেখেন—কিন্তু কোন উত্তর করেন না। সেই সময় ব্যতীত আর কেহ কখন মহিষীকে নেত্রোন্মীলন করিতে দেখে না। আহা! সে নেত্রে আর পূর্বমত চাকচিক্য নাই, সেরূপ সচ্ছতা নাই, এখন চক্ষু—একে কোটরস্থ অবসাদিত তাহে আবার আবিল হওয়ায় একান্ত অমানুষী হইয়াছে। সূর্য-কুমার এ মহাপাতক আমার শিরে বসিবেক!”

সূর্যকুমার বলিল, “ইন্দুমতী কেমন আছেন?

কচুরায় বলিল, “তিনিও বিষণ্ণা, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন কাতর হইয়াছে। বিমলাদেবীর অপঘাত তাঁহার বক্ষে শেলসম বিঁধিয়াছে। সর্বদাই তাঁহার জন্য ইন্দু-মতী হায়হুতাশ করেন। অদ্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত দেখিবে। রায়গড়ের যুদ্ধ আমাদিগের সকলেরই অমঙ্গলকর হইয়াছে। এখন আমরা বুঝিতেছি যে, এ একা প্রতাপাদিত্যের সর্বনাশ নহে, এ রায়বংশ উচ্ছিন্ন হইবার প্রথম প্রতিষ্ঠা!”

সূর্যকুমার বলিল, “মহারাজ মানসিংহ, বল্লভের প্রতি কি আদেশিলেন?”

কচুরায় বলিল, "সে বিষয়ে প্রভাবতীর মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে। গেড়িজ হইতে গঞ্জালিশ, অনুপরামও হজুরমল পলায়ন করিয়াছে, সমাচার পাইয়া মহারাজ মান সিংহ তাহাদিগের অন্বেষণে বরদাকণ্ঠ ও ভজহরিকে আদেশ করেন। প্রভাবতী এই সমাচার পাইয়া বল্লভকে পাঠাইতে অনুরোধ করে। বল্লভও স্বয়ং তাহায় উৎসাহপ্রকাশ করায়, মহারাজ তাহাকে বরদাকণ্ঠের সঙ্গে যাইতে আদেশ দেন। তাহারা চট্টগ্রাম হইয়া রুক্ষপুরে গমন করিলে প্রভাবতীও তাহাদিগকে অনুসরণ করে। যক্ষপুরে যাইবার সময় মহারাজার নিকট হইতে এক সনন্দ লইয়া যান। তথায় পৌঁছিয়া আরাকাণের রাজার সহিত যেরূপ কপালসন্ধি করিয়া আসিয়াছেন, তাহায় মহারাজ মানসিংহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হওয়ায়, প্রভাবতী রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া বল্লভের জীবন-ভিক্ষা আর সমস্ত দোষ ক্ষমা-প্রার্থনা করেন। এদিকে প্রতাপাদিত্য বার বার বল্লভ নির্দোষী বলিয়া মানসিংহকে বলায় মানসিংহ বল্লভকে নির্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

সুর্যকুমার বলিল, "চলুন, একবার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করি।" কচুরায় সুর্যকুমারের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া স্বীয় কদকাভিমুখে চলিলেন। মালিকরাজও নন্দকুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে যত কচুরায়ের শিবিরের নিকটস্থ হইলেন, ততই সুর্যকুমারের মুখ ম্লান হইতে লাগিল ততই সকলের গতি মন্দ হইল। শিবিরে প্রবেশকালীন এত লঘুপদে তাহারা প্রবিষ্ট হইল যে, প্রতাপাদিত্যের পিঞ্জরের সম্মুখীন হইলেও সরমাও প্রতাপাদিত্য কেহই ইহা-

দিগের আগমন অবগত হইল না। প্রতাপাদিত্য লৌহপিঞ্জর সহিত ভূমে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, পিঞ্জরাবদ্ধ—পদসঙ্কোচে অক্ষম—বসিতে অক্ষম। ক্ষণেক বা দণ্ডায়মান আবার দণ্ডবৎশয়ান। সরমা পিঞ্জরের বক্ষঃস্থলে মাথা নোয়াইয়া নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য পিঞ্জরের মধ্য হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া সরমার মস্তকের উপর রাখিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যও অশ্রুবিমোচন করিতেছেন। পিতৃ-কন্যার পরম-পবিত্র ও বিশুদ্ধ প্রেম-ভঙ্গের আশঙ্কায় কচুরায় ও সূর্যকুমার অন্তরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমে কচুরায় ও সূর্যকুমার নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আহা! সে কাতরমূর্তি দেখিলে কে অশ্রুসম্বরণে সক্ষম হয়? ক্রমে সকলে স্থির হইলে সরমা আপনার অঞ্চল দিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চক্ষু মুছাইয়া দিলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "সরমা, তুমি সঙ্গদোষে আমাকেও কোমল করিলে! আমার লজ্জা হইতেছে—এখন যেকারণে হউক না কেন, এ আমার অশ্রুপাতের সময় নহে। তুমি অদ্য কচুরায়কে আমার নাম করিয়া বলিবে যে, ত্বরায় সূর্যকুমারকে ডাকাইয়া আনে,—আমার অন্তিমকাল নিকট হইতেছে। ইন্দুমতী কেমন আছে? তাহাকে একবার আমার নিকট ডাকিও। আমি কচুরায়কে ইন্দুমতীর সহিত একত্র দেখিব ও সেই সময় সূর্যকুমার থাকিলে ভাল হয়। সূর্যকুমার কি জয়ন্তীপুর গিয়াছে?"

কচুরায় অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ, সূর্যকুমার ও আমি উভয়ে উপস্থিত আছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র সরমা চমকিয়া আপনার শিরোদেশে বস্ত্র টানিয়া দিলেন।

প্রতাপাদিত্য সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সূর্যকুমার অগ্রসর হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "কচুরায়, তোমরা আসিয়াছ ভাল হইয়াছে। আমার পিঞ্জরটা একবার দণ্ডায়মান করিয়া দাও। কচুরায় পিঞ্জর ধরিয়া দণ্ডায়মান করিলে, প্রতাপাদিত্য বলিলেন, সূর্যকুমার, তোমাকে অনেক দিন দেখি নাই—তুমি কি জয়ন্তীপুর গিয়াছিলে?"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ, আমি জয়ন্তীপুর যাই নাই, তবে আমার দেশীয় কুকীভটক ঢাকাপর্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়া আমি নবদ্বীপ হইয়া আসিতেছি।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "তুমি কখন আসিলে?"

সূর্যকুমার বলিল, "মহারাজ, আমি এইমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছি"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "তুমি তবে ঝড়ে কষ্ট পাইয়াছ? আমার অবকাশ অল্প,—একবার ইন্দুমতীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। মহিষী কোথায়?"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ, মহিষী রুগ্ন হইয়া শয্যাগত আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "কোমলহৃদয় হীনবল স্ত্রীজাতি কত সহ্য করিবে! ভাল, ইন্দুমতিকেই ডাক। রাজমহিলার মধ্যে আর আর কে কে আছেন?"

কচুরায় বলিল, "অনঙ্গপালদেবের কন্যা প্রভাবতী আছেন

আর আরাকাণের রাজসহোদরা অরুন্ধতী মহিষীর সেবা করিবার ইচ্ছায় স্কন্ধাবারে আছেন। মাতাঠাকুরাণী আসিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া নিষেধ করায় তিনি রায়গড়েই রহিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "ভাল করিয়াছ, তিনি সঙ্গে থাকিলে কষ্ট পাইতেন। তবে অবকাশ পাইলে তাঁহাকে বারাণসী ধামে পাঠাইও। সূর্যকুমার! ইন্দুমতী, প্রভাবতী ও আরাকাণ-রাজদুহিতা ও অপরাপর রায়বংশীয় যে কোন স্ত্রীলোক থাকেন, তাঁহাদিগকে এখানে আনিও।"

সূর্যকুমার চলিয়া গেলে মহারাজ বলিলেন, "ভাই কচুরায় সূর্যকুমার অত্যন্ত সুপুত্র। আমি তাহাকে বালককাল অবধি দেখিতেছি, তাহার ন্যায় উদারস্বভাব যুবা আমি প্রায় দেখি না। নন্দরামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ঐ লোকটি কে? মালিকরাজ কেমন আছ? তোমার পিতা কোথায়?"

মালিকরাজ বলিল, "মহারাজ, তিনি যশোহরে গিয়াছেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ, আমার পৈত্রিক-লোক ও অত্যন্ত বিশ্বাসী, আমার পরাজয়ে তাহার সর্বনাশ হইল। অদৃষ্টে সকল ঘটে—তবে তাহার যেরূপ ক্ষতি হই-য়াছে, আমার ক্ষমতা থাকিলে তাহা পূরণ করিতাম। এ বিধাতার হাত! এত বয়োধিক্য তাঁহার অপর কাহার সেবা করা সম্ভবে না। তুমিও আমার সভায় থাকিয়া আত্মোন্নতির কোন উপায় করিলে না। তোমারও ক্ষতি দেখিতে পাই। যাহা হউক, তুমি যুবা, তোমার এখনও সময় আছে, কিন্তু বিজয়-কৃষ্ণ—! হায়! এতকালের রাজসেবার পর নিরাশ্রয় হইল!"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণের ভার আমি লইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহারাজের নিকট এক মানে ছিলেন!"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "অনুমান করি, যুদ্ধে বন্দী হওয়ায় আমার রাজত্ব সমস্তই যবন পামরের অধিকারে হইল। আমার খাষ খামারের প্রতি কি ম্লেচ্ছসম্বন্ধীয় কোন দৃষ্টি আছে?"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ সে সকল সম্বন্ধে মানসিংহ কিছুই পরিষ্কার আদেশ দেন নাই। আমার বোধ হয় সে সমস্তে মহারাজের যথেষ্ট অধিকার আছে। মহারাজ ইচ্ছা করিলে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "আমার যশোহরের রাজকোষ কি হইল।"

মালিকরাজ বলিল, "মহারাজ, গোবর্দ্ধন যশোহরে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া স্বয়ং রাজচিহ্ন ধারণ করিয়াছে।"

প্রতাপাদিত্য শুনিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "যশোহর তবে এখন কি স্বাধীন?"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ, যশোহর স্বাধীন নহে, মানসিংহের সেনাগুল্ম, অনুমান করি, এখন যশোহর দখল করিয়াছে। আমরা সে সমাচার এখনও পাই নাই, ঢাকার নবাব দিল্লীর পক্ষ হইতে যশোহরে গিয়াছেন। গোবর্দ্ধন এতক্ষণে রোগের মত ঔষধ পাইয়া থাকিবেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "নরাধম যদ্যপি ঢাকাকে পরাস্ত করিতে পারে, তাহাহইলে কচুরায় তুমি তাহার সাহায্য করিও। ভাল, আমা হইতে যে কর্ম্ম সিদ্ধ হইল না তাহা যদ্যপি আমার কিলেদার সম্পাদন করিতে পারে, ইহাতেও আমার সন্তোষ।"

কচুরায় বলিল, "মহারাজ, সে যে আপনার বিপক্ষে বিদ্রোহ ধ্বজ উঠাইয়াছে, আপনার কোষস্থনিধি ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে, স্বীয় নামের সনন্দজারি করিয়াছে ও ফরমানদ্বারা কিলেদার ফৌজদার প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিতেছে।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "কচুরায় শুনিয়া আনন্দে আমার মন পুলকিত হইতেছে। গোবর্দ্ধন যে এমত দক্ষ আমি অবগত ছিলাম না। আমি পূর্ব্বে জানিলে তাহার সমুচিত সমাদর করিতাম। যাহা হউক তাহার আচরণে আমার যথেষ্ট অনুমোদন আছে। আমার এক্ষণে কিছুই ক্ষমতা নাই কিন্তু গোবর্দ্ধন আমার সহৃদয় আশীষ লাভ করিয়াছে। কচুরায়, যে ব্যক্তি যে প্রকারে হউক না কেন দাসত্বশৃঙ্খলের বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ, যে ব্যক্তি পরাধীনতা ঘৃণা করে ও স্বপ্নেও সেই বন্ধন মোচনে যত্নবান হয়, সে আমার মান্যস্পদ—আমার প্রীতিভাজন। যে ব্যক্তি পরাধীন হইয়া সসাগরা পৃথ্বীর অধিপতি হয়, সে আমার চক্ষে তত সম্ভ্রম লাভ করে না, কেননা আমি স্ববাহুলব্ধস্বাধীনতা অসভ্য কোল বা রাজবংশীকে ভক্তি করি। কচুরায়, তুমি কটু মনে করিও না। আমি স্বার্থচেষ্ট গোবর্দ্ধনকে যবনপূজক মানসিংহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি; এমন কি আমার রাজত্বে যদ্যপি গোবর্দ্ধনের এই ঘটনা হইত তাহাহইলে আমি কখন রুষ্ট হইতাম না।——"

প্রতাপাদিত্য ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, পরে বলিলেন, "কচুরায়, বাক্লার রামচন্দ্র রায়কে চাদখাণের কারায় রাখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তাহার কি অবস্থা? সে কি এখন কারাবদ্ধ আছে?"

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, রামচন্দ্ররায় স্বরাজ্যে গমন করিয়াছেন। রমাইবীরের সাহায্যে চাঁদখাঁণের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছেন। যেদিন এই ঘটনাটি হয় সেই দিন গোবর্দ্ধন যশোহরের রাজত্ব গ্রহণ করে।’

মালিকরাজ বলিল, “মহারাজ, আমি শুনিয়াছি সুমতী ও রাজা রামচন্দ্র রায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “রামচন্দ্র, এত সমর্থ হইয়াছে ভাল আমি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম।—” সূর্য্যকুমারকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, “কচুরায় সূর্য্যকুমার এ সকল সমাচার অবগত আছে?”

কচুরায় বলিল, “মহারাজ, সূর্য্যকুমার নন্দরামের প্রমুখাৎ সমস্ত অবগত হইয়াছেন। নন্দরাম রমাইবীরের সহিত পরামর্শে একযোগে সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে।”

ইন্দুমতী পিঞ্জরের নিকটে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সরমার হস্ত ধরিয়া দাঁড়াইলে, প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ইন্দু, আমার শেষকাল উপস্থিত। সরমা শোক করিও না, আমি এখনও চারপাঁচ দিন জীবিত থাকিব। কিন্তু অন্তিমকালে আর বিষয় কর্ম্মের কথা কিছু কহিব না ও কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব না বলিয়া তোমাদিগের এখন ডাকিলাম।” ইন্দুমতীর ও প্রভাবতীর চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল। সরমা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন!

প্রতাপাদিত্য বলিলেন, “ইন্দুমতি কমলাদেবীকে আমার প্রণাম জানাইও। বলিও যে মা! তোমার প্রতাপাদিত্য এখন

স্থানন্তরে উদিত হইল। আমি কমলাদেবীকে নানাপ্রকারে যাতনা দিয়াছি কিন্তু কি মধুর স্বভাব! তিনি চিরকাল অবিচলিতস্নেহে আমাকে দেখিয়াছেন। তিনি সত্যকালের লোক তাঁহার শান্তি কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। কচুরায়! এবম্ভূতা মাতা আর কাহারও হয় না, যেমন উদার ততোধিক সরল, এমন মহাশয় অন্তঃকরণ আমি দেখি নাই। তিনি যেন তাপসকন্যা, তাঁহার চরণে আমার নমস্কার।——"

প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত হইল, সমাগত আত্মীয়মধ্যে শব্দের নাম নাই। এমত নীরব ও নিস্তব্ধ যে হৃদ্বেপনের শব্দ শোণা যাইতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য একটু শ্বাস লইয়া বলিলেন, "ইন্দু তুমি জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্রের মৃত্যুত্তরজাকন্যা। সূর্যকুমার তোমার সহোদর। তুমি বসন্তরায়ের প্রতিপালিতা। আমি তোমার বিপক্ষতাচরণে প্রবত্ত হইয়াছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে তোমাকে হস্তগত করিয়া তোমার নাম লইয়া সূর্যকুমার যদি অবাধ্য হইত তাহার বিপক্ষে জয়ন্তীরাজ্য অধিকার করিতাম। যাহা হউক এক্ষণে বিধাতা বিপরীত বিধান করিলেন! আমার সমস্ত আশা উন্মূলিত হইল। আমি আদরে অমৃত রোপন করিয়াছিলাম বিধাতা বাম হইয়া কালকূট দিলেন। সাগর মন্থন শ্রমনিষ্ফল হইয়া নিরস্ত হইল না আবার গরল জন্মিল! ভাল! আমার তাহাও ভুষণ, আমি সহ্য করিলাম! যাহাহউক কিন্তু তুমি যেরূপ উচ্চ বংশজাত তোমার যোগ্য বর কচুরায়। কচুরায়ের প্রতি তোমার অপ্রীতি নাই অতএব এক্ষণে তোমার পিতৃবন্ধু, তোমার পিতৃতুল্য পিতৃব্য বলিলেও হয়, আমার জীবদ্দশায় আমার

একটি প্রিয়কার্য কর। তোমার মাতার মুমুর্ষু কালে আমি স্বীকার করিয়াছিলাম যে তাঁহার কন্যাকে আমি লালনপালন করিব। কিন্তু বহুদিন যাবৎ তোমার অনুসন্ধান না পাওয়ায় তোমার সহোদর সূর্যকুমারকে পুত্রবৎ স্নেহ করিয়াছি। এখন তোমার বংশের উপযুক্ত পাত্র পাইয়াছি তোমাকেও চিনিয়াছি। এখন সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া তোমার নিকট ভিক্ষা চাহি। তুমি আমার মুমুর্ষু কালে স্বীকার পাও যে কচুরায়ে যদি প্রীতি থাকে ত আমার ভ্রাতা বলিয়া ঘৃণা করিবে না।"

মহারাজ একটু শ্বাস লইলে ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রতি ব্রীড়িতা হইয়া কটাক্ষপাত করিলেন। ত্রপাভরাবনতমুখী ইন্দুমতীর ভাবভঙ্গি কচুরায়ও লক্ষ্য করিতে ক্রুটী করিলেন না। প্রতাপাদিত্য পরস্পরের চক্ষের ভাব দেখিয়া বুঝিয়া বলিলেন, "কচুরায় নিকটে আইস" কচুরায় নিকটে আসিলে ইন্দুমতীর হাত ধরিয়া কচুরায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মস্তকে হস্তদ্বয় দিয়া বলিলেন, "কালী দম্পতীকে চিরজীবী করুন!" প্রতাপাদিত্যের চক্ষের জল পড়িল। ভাবে গদ্গদ হইয়া প্রতাপাদিত্য নিঃশব্দ হইলেন। কচুরায় ও ইন্দুমতী উভয়েই অশ্রুপূর্ণনয়নে প্রতাপাদিত্যের হস্ত করদ্বয়ে ধরিলেন। প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "কচুরায়! ভাই আরও নিকটে আইস এই পিঞ্জরের নিকট মস্তক আন।" কচুরায় পিঞ্জরে মস্তক রাখিলে প্রতাপাদিত্য তাহার ললাটদেশ চুম্বন করিয়া ইন্দুমতীরও ললাটদেশ চুম্বিলেন। আহা দেখিয়া সরমা ইন্দুমতীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন, প্রভাবতীও গলদেশ ধরিলেন, আহা তিনজনের মিলনে যেন ত্রিবেণী বহিল।

কতক্ষণ পরে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "মালিকরাজ বল্লভকে ডাকাও" মালিকরাজ চলিয়া গেলে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "মা! সরমা! নিকটে এস! সূর্য্যকুমার নিকটে এস। সূর্য্যকুমার তোমাদিগের মনের ভাব আমরা বহুকাল অবগত আছি! আমার দর্শন-দুষ্ট আচরণে তোমার মন বিচলিত হইয়াছিল। কালে সমস্ত অবগত হইবে, এখন বর্ণনার সময় নহে। আমি দিব্য দেখিতেছি যে সরমার প্রতি তোমার ভাবের অন্যথা হয় নাই। সরমার পিতার যদি কোন দোষ থাকে সরমা তাহায় কলুষিতা হয় নাই। স্ত্রীরত্ন দুষ্কুল হইতেও গ্রহণ করা উচিত। আমার অন্তিমকাল, এখন আমার স্ত্রী কন্যার উন্নতি বাসনা নাই। আমি স্বার্থপরায়ণ হইয়া সুহেতুবাদে তোমাকে প্রবত্ত করিতেছি না। প্রবত্ত করা আমার স্বভাব নহে, বিশেষে জামাতাসংগ্রহে সেটা একান্ত দুষ্য। যাহা হউক তোমাদিগের উভয়ের সুখবর্দ্ধন অভিলাষ করি। তুমি স্বাধীন রাজা! দেখ যেন মুষলমানকুহুকে পড়িয়া স্বীয় আত্মার বিনিময় করিও না। তোমরা পরস্পরের উপযোগী, আমি কোন অনুরোধ করিব না। উভয়কেই আশীর্বাদ করি, সূর্য্যকুমার তুমি স্বাধিন থাক! সরমা তুমি বীরপ্রসূ হও!" মহারাজ ক্ষান্ত হইলে মালিকরাজ বল্লভকে লইয়া প্রত্যাগত হইয়া মহারাজার শেষবাক্য শুনিয়া উভয়ে একশ্বাসে বলিল "ওঁ স্বস্তি!" প্রভাবতী বলিল, "ওঁ স্বস্তি!" ইন্দুমতী বলিল, "ওঁ স্বস্তি!" কচুরায় বলিল, "ওঁ স্বস্তি!" অরুন্ধতীও বলিল, "ওঁ স্বস্তি!"

ক্ষণকাল বিলম্বে প্রতাপাদিত্য বলিলেন, "বল্লভ ও প্রভা-

বতী! তোমরা উভয়েই সৎবংশপালিত, তোমরা পরস্পরের উপযোগী আমি রায়বংশের নামে তোমাদিগকে দম্পতিবরণ করিলাম। মালিকরাজ! তোমার পিতার জন্য আমার কিঞ্চিত গুপ্তনিধি আছে। তাহা ধূমঘাটের কালীর মন্দিরের ঈশাণ কোণে দাড়িম্বতরুর মূলে পোথিত আছে তাহা তুমি উঠাইয়া আমার নামে বিজয়কৃষ্ণকে দিবে। আমার আর ধনে প্রয়োজন নাই। যাহা আছে তাহা সমস্ত পাইলে তোমরা পুরুষানুক্রমে পরম সুখে রাজত্ব করিতে পারিবে। আর আমার খাষখামার সমস্ত আমি বল্লভ ও প্রভাবতী দম্পতিকে দিলাম। কচুরায়! দেখিও যেন ইহার অন্যথা না হয়। যবনসম্বন্ধী যেন ইহাতে লোভ না করে। এখন তোমরা বিদায় হও, অদ্যাবধি যতদিন আমি জীবিত থাকিব আমার প্রার্থনা যেন কেহ আমার নিকট না আইসে। আমি আর মায়াবদ্ধ হইব না। মা! সরমা এখন বিদায়! এখন আমি জগদ্ধাত্রীর পোষণে আত্মাকে অর্পণ করিলাম! মা সরমা তোর সম্পর্ক আশরীর! আজীব! এখন জীবন্মৃতকে ত্যাগ কর এই আমার ভিক্ষা! কালীপদ ভরসা! কচুরায় আমার আহার তুমিই আনিও আর আমাকে কাহারও কোন সমাচার শুনাইও না। আমি আর কাহাকেও চাহি না। তুমি আসিয়া নীরবে আহারাদি দিবা। এখন কালীপদসার! এখন কালীপদ ভরসা!"

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দিবশ্চিত্তেবৃহতো জাতবেদো বৈশ্বানর প্ররিরিচে মহিত্বম্।
রাজা কৃষ্টীনামসি মানুষীণাম্ যুধা দেবেভ্যো বরিবশ্চকর্থ॥

নিঃশলাক জনশূন্য উপত্যকা, নিকটে বিরাট অভ্রভেদী শুভ্র শৃঙ্গপঞ্জ দেখা যাইতেছে; কিন্তু নীচের দিকে দৃষ্টি করিলে তালু শুষ্ক হয়, হৃৎকম্প হয়, মস্তক অস্থির হয়, পদবিচলিত হয়, নেত্র আয়ত্ত অতীত হয়, অনুমান হয় যেন সম্মুখের গিরি সকল সরিয়া আসিতেছে, যেন নীচের অচল চলনশীল হইল। দূরে শিখরদ্বয়মধ্যগতবায়ুরুদ্ধস্থানে ধবল রজতবর্ণ তেজোময় চলৎহিম বিস্তার। শিগ্রী নিশ্চয়অথচমন্দগতিতে সূর্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। নিম্ন-প্রদেশের সরল, চীর, দেবদারুর অগ্রভাগ ম্লান ও শুষ্ক। সূক্ষ্ম-রোমসন্নিভ কণ্টকাকার পত্রনিকর তুষারে শুভ্রীকৃত, কোথাও হিমবদ্ধ, কোথাও হিমকণরঞ্জিত, কোথাও বা হিমিকা নষ্টহেতুক বিবর্ণীকৃত। ক্ষুদ্র উদ্ভিদমাত্র দৃষ্ট হয় না একেই তঅত উচ্চতর-দেশে উদ্ভিদ বিরল তাহে আবার হিমাগমে অধিকাংশই হিমা-নিলে গতাসুপ্রায় হইয়াছে। ভুমি দৃষ্ট হয় না। প্রস্তর দেখা যায় না। সমস্তই রজতগিরি!—সমস্ত শ্বেত।ঃ— সম্মুখে শ্বেত শৃঙ্গ, পার্শ্বে শ্বেতভিত্তী, পশ্চাতে শ্বেত তরুচয়, নিম্নে ও অধো-ভাগে শ্বেতগিরিপৃষ্ঠ। সবে সূর্যোদয় হইতেছে পূর্বদিক অরুণ-

দেব আরক্তবর্ণ করিয়া দিনপতির আগমনসূচনা করিতেছেন। মর্ম্মভেদী সীতবায়ু সর্বাঙ্গ জড়ীভূত করিয়া মনকে নির্ব্বিণ্ন করি-করিতেছে। পান্থদ্বয়ের সর্বাঙ্গ উর্ণবস্ত্র ও সলোম সম্বরচর্ম্মে আবৃত থাকায় বদন ব্যতীত সর্বাঙ্গ স্থূলীকৃত হইয়াছে ও কতকটা তীব্র হিমের কোপ হইতে রক্ষা পাইতেছে। কিন্তু মুখে আবরণ না থাকায় হিমে শুষ্ক হইয়া বিবর্ণ হইয়াছে। নীলীনিভ অগাঢ় বাষ্প চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল এখন শীততম বায়ুতে তুষাররূপে পরিণত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল।

গোবর্দ্ধন বলিল, "অনুপরাম আমি আর শীত সহ্য করিতে পারি না। সোণারগ্রামের নবাবের কশাঘাত ও মুষলমান শকরের লৌহপিঞ্জর এ অবস্থা হইতে লক্ষগুণে ভাল। যেরূপ তীক্ষ্ণ বায়ু আর একপদ অগ্রসর হওয়া কঠিন। চল আমরা গুহা হইতে অধিকদূর আসি নাই, এখন অল্পেই ফিরিয়া যাইতে পারিব। অনুমান করি গুহার অগ্নিও এখন নষ্ট হয় নাই।"

অনুপরাম বলিল, "গুহায় কয়দিন থাকিয়া আমাদিগের রসদও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চল আর একটু চলিলেই ভোটরাজধানীতে পৌঁছিবে। সেখানে কোন ক্যোয়াঙ্গে পৌঁছিলে সুখকর অগ্নি ও তেজস্কর পানীয় পাইব। পঞ্চশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে ইহার পুর্ব্বেই একটা ভাল ক্যোয়াঙ্গ আছে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আজ চারি দিন ধরিয়া তুমি ঐ কথাই বলিতেছ। ক্রমান্বয়ে চারি দিন হইতে ঐ পঞ্চশৃঙ্গ দেখা যাইতেছে কিন্তু এত চলিলাম পথও কমিল না। এখনও পঞ্চশৃঙ্গের আকার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যেরূপ উচ্চ ও সূচ্যগ্র

শিখর অনুমান তাহায় কিছুই নাই কেবল তুষারাবৃত। আমার শরীর অত্যন্ত অবশ হইয়াছে। আমি আর পদ উঠাইতে পারি না।"

অনুপরাম বলিল, "গোবর্দ্ধন আমিও হিমেলু হইয়াছি। কিন্তু এস্থানে যত বিলম্ব করিবে ততই কষ্ট বৃদ্ধি হইবেক। হিমেলু ব্যক্তির পক্ষে পরিশ্রম একমাত্র প্রতিকার অতএব একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া চল ক্রমে শরীরের বেদনা ও জাড্য-দূর হইবেক। গুহায় প্রত্যাগমন করিতে যতটুকু শ্রম হইবেক ততটুকু শ্রম করিলে ভোটনগরীর নিকট হইবে।"

গোবর্দ্ধন বলিল, "আমার আর ক্ষমতা নাই আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেদনায় পুর্ণ আমার সমস্ত গ্রন্থি শিথীল হইয়াছে আমার বস্ত্রাদি বহনে কষ্ট হইতেছে। আমি আর শীত সহ্য করিতে পারি না ?"

অনুপরাম বলিল, "তোমার যদি শরীর এত কোমল তবে তুমি কি বলিয়া বঙ্গের সিংহাসনের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলে ? পর্বতারোহণে যে অসক্ত সে কি সাহসে চক্রবর্তী হইতে ইচ্ছা করে ?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "তোমার ন্যায় ক্রূরহৃদয় লোক আমি কখন দেখি নাই। এখনও তোমার স্বভাবসিদ্ধ নষ্টবুদ্ধির প্রাখর্য হ্রাস হয় নাই"

অনুপরাম বলিল, "হাঁ! আমি ক্রূরবটি, আমার বুদ্ধিও কুটিল কিন্তু গোবর্দ্ধন ধর্মত বল দেখি কৃতঘ্নতা অপেক্ষা কুটি-লতা কি ভাল নহে ? আমি ত রাজবিদ্রোহী হইয়া স্বীয় ভর্তার বিপক্ষে হস্তোত্তলন করি নাই। যাহা হউক এক দিন রাজত্ব

করিয়া তুমি এত সুকুমার হইয়াছ কিন্তু আমি রাজবংশে জন্মিয়া এ সকল কষ্ট ও অভাব অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারগ হইলাম। আধুনিকের রীতিই এই!"

গোবর্দ্ধন বলিল, "পাষণ্ড! তোমার পরামর্শেই ত আমি এই অবর্ণনীয় কষ্ট পাইতেছি। আমি কুবুদ্ধি করিয়া তোমার সঙ্গ লইলাম, আমি যদি উড়িষ্যার দিকে যাইতাম, তাহাহইলে সুখে জীবন কাটাইতাম, আর হয় ত পথান্তর আশ্রয় লইলে পাঠান নবাবের অধিন কোন একটা মানের কর্ম্ম পাইতাম। হায়! আমার স্ত্রীর দশা কি হইল! আর আমারই বা কি হইল!"

অনুপরাম বলিল, "ঠিক বলিয়াছ উড়িষ্যার পাঠানের অধিনে কর্ম্ম পাইয়া আবার তাহার সিংহাসন পাইবার সুযোগ হইত। তোমার মত স্বার্থপর লোকের সঙ্গে পথ চলা উচিত নহে। নরাধম কৃতঘ্ন! এখন আমার আশ্রয় লইয়া তোর মনস্তাপ হইতেছে। কিন্তু যখন মসনদ অলির সৈনিকে তোকে অনুসরণ করে, মনে করিয়া দেখ দেখি তখন আমার সহায় পাইয়া আত্মাকে কৃতার্থ ও লব্ধ-আয়ু মনে করিয়াছিলি কি না? তুই পামর, তুই এখন আবার স্ত্রীর জন্য ভাবিতেছিস্? আহা! তোর স্ত্রীর প্রতি যে দরদ! তখন আমি বলিয়াছিলাম যে তোর স্ত্রীকে সঙ্গে আন। তুই তখন বলিয়াছিলি যে পথে নারি বিবর্জ্জিতা, আবার বলিলি যে "আত্মাবৈ সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" এখন আবার মায়াকন্না কাঁদিতেছিস?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "শবখাদক মগ! তুই আমার স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করিস না। তুই ত আপনার ভগ্নীকে পাঁটীবেচা

করিয়া ফিরিঙ্গীর পদানত হইয়াছিলি। তোদের ধর্মও নাই মায়াও নাই।”

অনুপরাম বলিল, “আহা, তুমি হিন্দুধার্মিক! তুমি সনাতনধর্ম রক্ষা কর,—তাই তুই স্বীয় স্ত্রীকে বোদাচন্দনবাড়ি হইতে পথে ফেলিয়া আসিলি—তাইত পাছে স্ত্রীপুরুষে একত্র থাকিলে নবাবের লোক তোদের সন্ধান পায়, ভয়ে, স্ত্রীকে তীস্তার তীরে তোর মৃত্যুভান করে কাঁদিতে কাঁদিতে বসাইয়া আসিলি!”

গোবর্দ্ধন বলিল, “হা ধর্ম! ‘যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।’ তুই না আমাকে ঐ পরামর্শ দিয়া স্ত্রী ত্যাগ করিয়া আসিতে বলিলি। তোরই কুবুদ্ধি শুনিয়া আমি সন্ধ্যার পর লুকাইয়া রহিলাম; তুই, আমাকে কুম্ভীরে লইয়া গেছে বলিয়া আমার স্ত্রীর নিকট সমাচার দিলি; তার পর সে সতী শোকে অভিভূতা হইলে, তুই তাহার অনাথ অবস্থায় সুযোগ পাইয়া কত নষ্টাম করিলি, অবশেষে তাহাকে সেই স্থানে রাখিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া ভুলাইয়া আনিলি। আমি ভয়ে অভিভূত হইলাম—ভালমন্দ বুঝিতে পারিলাম না,—তোর কুপরামর্শে মুগ্ধ হইলাম — আপনার প্রাণের স্ত্রীকে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলাম! এখন সে আমার সঙ্গে থাকিলে, এ দুর্গমপথের দোসর হইত—কত সেবা করিত, কতই সান্ত্বনা করিত! আহা! যাহার এ বয়সে স্ত্রী নাই সে মনুষ্যই নহে। আমি কি বলিব—এখানে তোর সমুচিত শাস্তি দিবার স্থান নহে, নতুবা তোর নৃশংস ব্যবহারের শিক্ষা দিতাম। পাষণ্ড! দূর হ—আমি আর তোর সঙ্গে যাইব না।”

গোবর্দ্ধন এই কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিরিয়া চলিল।

অনুপরাম গোবর্দ্ধনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ক্রমে গোবর্দ্ধন দূরে গেলে, বলিল, "রে নরাধম বাঙ্গালি! একান্তই গুহায় চলিলি! তাহা কখনই হইবেক না! একা এ পথে আমার যাওয়া উচিত নহে। পর্ব্বতে অপর কাহাকেও আজ তিন দিন দেখি নাই,—অনুমান—আমরা পথ ভুলিয়া আসিয়াছি। গত কল্য রাত্রে যে আলোক দেখিয়া লোকালয় মনে করিয়াছিলাম, তাহা জনকৃত অগ্নি নহে, তাহা পার্ব্বত্য অগ্নি স্বতঃ জ্বলিয়া থাকে—অদ্য সেই দাবানল পথে দেখিলাম। পথ বলিই বা কেন? যে তুষারাবৃতপ্রদেশ দিয়া যাইতেছি, তাহাতে জনসমাগমের কোন ঘূণাক্ষ চিহ্নও দেখি না! এ নিঃশলাকপর্ব্বতে যে অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত আশা করা মূর্খের কর্ম্ম। আজ ষষ্ঠদিবস হইল একজন উলঙ্গ গারো দেখিয়াছিলাম। সে আবার আমাদিগকে দেখিয়া পলায়ন করিল। তাহার পর একটি পক্ষীও দেখি নাই। ভোটরাজ্যে অবশ্যই প্রবেশ করিয়াছি—কেননা কালীজান নদীপার ওল্লীপুর, ভোটের প্রথম দ্বার। তেরাই জঙ্গলমধ্যে যেখানে পানিলহরীয়ার লতা হইতে পানজল পাই, সেই ত রাজাভাতখাওয়া। তাহার পর শাল ও শিশুর প্রবীণ অগম্য বন। তেরাই পার হইলে যখন বৃদ্ধতুরসার উচ্চে পৌঁছিলাম, তখন ত খাষ ভোটমধ্যগত হইয়াছিলাম। তাহার পর ক্রমান্বয়ে উত্তরে আসা উচিত হয় নাই। এখন উপায় ত কিছুই দেখি না। যদিচ ফাল্গুনমাস—কিন্তু এখনও তুষার দ্রব হইবার কোন চিহ্নও দেখি না। আহা-

রও দুর্লভ হইয়াছে। আমার থৈলি ক্রমে লঘু হইয়াছে, আর তিন দিনের উপযুক্ত আহার আছে। কি করি—দেখি ফ্রার যেমন অভিরুচি। বাঙ্গালিটা চটিয়া স্বতন্ত্র হইলে ভাল হইবেক না। তাহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া আসা ভাল হয় নাই। এখন যদ্যপি দুই তিন দিন মধ্যে লোকালয় না পাই তাহাহইলে অনাহারে মৃত্যু! অনুপরাম এত দিন কাটাইয়া অবশেষে অনাহারে মরিবেক?—না! ফ্রার এমত আদেশ নহে। অনুপরামের যদিচ এখনও কুগ্রহ কাটে নাই, কিন্তু তাহার সাহায্যে নট আছে। নটের প্রসাদাৎ ও ফ্রার অনুমতিতে এত সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, এখন কি জীবনরক্ষার আহারও পাইব না?—না! না! তাহা কখনই হইবেক না। উঃ, কি তীব্র হিমানিল! হিমসংহতিতে অস্থির! মজ্জাপর্যন্ত বিদ্ধ হইতেছে। যাই—দেখি বাঙ্গালী কতদূর গেল। এ বাত্যায় উত্তরাস্থ চলাও সুকঠিন। বাপ রে বাপ! আমার মুখ হিমেলু হইল! দেখি যদি তুষার ঘর্ষণে কোন উপকার হয়। আমাদিগের দেশের পূর্বকালের' নটেরা হিমেলুর ঔষধ—তুষারদ্বারা সেই অঙ্গঘর্ষণ ও লেবুচোষণ বলে।" অনুপরাম ভূমি হইতে কার্পাসরাশিনিভ তুষার দুই হাতে উঠাইয়া লইয়া স্বীয় বদনে বেগে ঘর্ষিতে লাগিল। তুষারঘর্ষণ সেই শীতের সময় একান্ত ক্লেশকর, কিন্তু কি করে, শীতাদে ও হিমেলুতে শরীর শিথিল ও ব্যথিত হওয়ায় তুষারঘর্ষণে সাহস করিল। ক্ষণকাল বেগে ঘর্ষণে মুখের ও করদ্বয়ের রক্তসঞ্চালন হওয়ায়, যাতনার কতকটা উপশম হইল। নিকটস্থ তুষারে, হিমশিখরের দক্ষিণ আশ্রমে বসিয়া পাদদ্বয় হইতে স্থূল পাদুকাতল খসাইয়া পদতলে অষ্ঠীবৎ-

পর্যন্ত তুষার লইয়া ঘর্ষণ করিল। ক্রমে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় স্থূলতলপাতুকা লাগাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পরে পৃষ্ঠস্থ অজচর্মস্যূত হইতে কিঞ্চিৎ বাজরা ও গোধূমমিশ্রিত আটার রুটীর টুকরা বাহির করিয়া তাহায় কিঞ্চিৎ ঘৃত ও লবণ মিসাইয়া আহার করিল। পরে কটীদেশস্থ বংশপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ সুরাও পান করিল। বল পাইয়া বলিল, "যাই—অন্তর হইতে গোবর্দ্ধনের গতিকটা দেখি; তাহার সহিত এখন আর সাক্ষাৎ করা বিধেয় নহে;—অবস্থা বিচার করিয়া আচরিব।"

ক্রমে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া একটা হিমটিলা পার হইলে দেখিল, গত রাত্রিতে যে গুহায় উভয়ে আশ্রয় লইয়াছিল, গোবর্দ্ধন সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অনুপরাম কিছুক্ষণ টিলার অন্তরালে অবস্থান করিলে, গোবর্দ্ধন গুহায় প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইল না দেখিয়া অপর তিনচারি টিলা ঘুরিয়া গুহার দ্বারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। তথায় ক্ষণকাল দাঁড়াইতে, গুহার মধ্য হইতে গম্ভীর কাতর ক্রন্দনধ্বনি পাইয়া অতি সতর্ক পদক্ষেপে গুহার দ্বারে গেল। গুহার দ্বার হইতে সুড়ঙ্গপ্রায় যে পথ ছিল, তাহায় প্রবেশ করিয়া প্রথম বেঁকের পর যে কোটর ছিল, তাহায় যাইয়া বসিল।

গোবর্দ্ধন সেই কোটরের অন্তরালে, প্রধান প্রশস্ত কোটরে প্রবেশ করিয়াই নিকটস্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার জন্য একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া অগ্নি নাড়িয়া দিতে দিতে তাহার করে এমত খিল লাগিল যে, চীৎকার করিয়া ঐ জ্বলৎকাষ্ঠটি দূরে নিক্ষেপিল; কিন্তু ক্রমে হস্ত পদাদিতে শীতাদজনক ব্যথা বৃদ্ধি

পাইল ও যত যাতনা বৃদ্ধি হইল ততই কষ্টসূচক ক্রন্দন করিতে লাগিল। কয়দিনের পথশ্রম, লঘু আহার ও অতীব শীতের বায়ু সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায়, ক্রমে শীতাদ এমত বলবতী হইয়া উঠিল যে, এক্ষণে যেন তাহার গ্রন্থি গ্রন্থি কেহ উল্টাইয়া ভাঙ্গিয়া দিতেছে। হিমেলুতে মুখে ক্ষত দেখা দিয়াছিল, তাহার উপর গ্রন্থি ব্যথা এমত কষ্টকর যে, ক্ষণেকে গোবর্দ্ধনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তীব্রবেদনায় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। গোবর্দ্ধন যাতনায় কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিল বটে, কিন্তু সে শব্দ কেবল গোঁগ-রানিমাত্র হইল—ক্রমে শীতাদ গোবর্দ্ধনের কণ্ঠ আশ্রয় করিল। অনুপরাম ক্রমে গোবর্দ্ধনের হীনাবস্থা দেখিয়া সেই কোটরে প্রবেশ করিলে, গোবর্দ্ধন দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বিকটস্বরে বলিল, "নরাধম! তুই এখানে কেন? আমার যাতনা বৃদ্ধি করিস্ না—আমি তোকে দেখিলে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না! তোরই বুদ্ধিতে আমার এই দশা!"

অনুপরাম বলিল, "কৃতঘ্ন বাঙ্গালি! এখন তুই অজাত শিশু অপেক্ষা ক্ষীণবল—আমি মনে করিলে তোর গলদেশে পদ দিয়া তোর ধ্বাঙ্ক্ষরব রোধ করিতে পারি। না—তাহায় যে শ্রম হইবেক—সে নিস্ফল ও নিষ্প্রয়োজন; তোর রুটীর স্থ্যত কোথায়?"

গোবর্দ্ধন শীতাদ বেদনায় প্রায় সংজ্ঞাশূন্য ছিল, উত্তর করিল, "কেন—এই আমার মাথার নীচে আছে, আমি তাহা খাইতে পারিব না। আমার আহারে এমত অনিচ্ছা, অরুচি এত তীব্র, যে আহারের নাম আমার সহ্য হয় না।"

অনুপরাম "হাঁ, তাই তোমার কষ্টকর দ্রব্য তোমার নিকট হইতে দূর করিব।" বলিয়া গোবর্দ্ধনের রুটীর স্যুত লইয়া যখন কোটর হইতে চলিয়া গেল, তখন গোবর্দ্ধন বলিল, "পামর আমার আহার লইয়া পলাইল! হায়! আমার কি হইবে?" কিন্তু ক্ষীণবল হওয়ায় আর অরুচি থাকায় নিঃশব্দ হইয়া রহিল।

অনুপরাম গুহার বাহিরে আসিয়া স্যুত খুলিয়া দেখিল যে, স্যুতটি প্রায় পূর্ণ, গোবর্দ্ধন হিমেলুগ্রস্ত হওয়া অবধি অরুচি থাকায়, কিছুই আহার করিতে পারে নাই। গুহার বাহিরে একটু দঁড়াইয়া ফিরিয়া গিয়া গোবর্দ্ধনের কটীদেশ ও বস্ত্রাদি অস্ত ব্যস্ত করিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা কাড়িয়া লইল। গোবর্দ্ধন ক্ষীণবল হওয়ায় কেবল সাকূতস্বরে রোষসূচক ধ্বনি করিল, ফলতঃ অনুপরামকে নিষেধ করিতে অক্ষম হইল। অনুপরাম এইরূপে গোবর্দ্ধনকে নিঃস্ব করিয়া আহারীয়, পানীয়, অর্থ ও অস্ত্রাদি সমস্ত লইয়া গুহা হইতে বাহিরে আসিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

উদীর্ষ্ব নার্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্ব মভিসংবভূথ॥

"তাঁহারা কি আজও এখানে আছেন, না আরও অগ্রসর হইয়াছেন? আমার অদ্য প্রাতঃকাল হইতে মন কেমন অস্থির হইয়াছে; তাই আমি অদ্য এত রাত্রি থাকিতে তোমাকে ত্যক্ত করিলাম।"

রামচন্দ্ররায় বলিলেন, "অনুমান করি, তাঁহারা বারাণসী-ধামে অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিবেন। কল্য তাঁহারা বারাণসী পৌঁছিয়াছেন। তারিঘাটের লোকেরা ত সেই সমাচার দিল। আমরাও ত কোন বিষয়ে ক্রটি করিতেছি না, রমাই ভাই, তোমার অশ্ব অদ্য কি প্রকার দেখিতেছ?"

রমাইবীর বলিল, "মহারাজ, অদ্য এ চটীতে যেরূপ বলবান অশ্বচতুষ্টয় পাইয়াছি, অনুমান করি, দুই প্রহরের পূর্বেই বারাণসীধামে পৌঁছিব। রামনগর সম্মুখে দেখা যায়।" এই কথা বলিতে বলিতে তুরগচতুষ্টয় কষাঘাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। একার চক্রের ঘর্ঘর শব্দ, অক্ষদণ্ড সংলগ্ন ঝল্লরীর ঝঞ্চনা, অশ্ব-নিগাল লম্ব কিঙ্কিণীর মধুর ধ্বনি একীকৃত হইয়া অতীব মনোহর লাগিল। যদিচ প্রাতঃকাল কিন্তু রথচক্রের বেগ ভ্রমণে ও অশ্বচতুষ্টয়ের বলবতী গতি তে এত ধূলী উত্থিত হইল যে, সুমতী মুখে আবরণ টানিয়া দিলেন।

রাজা রামচন্দ্ররায় চাদখাণের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বরাজ্যে পৌঁছিবার পরই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রায়গড়ের যুদ্ধে পরাজয় ও পরক্ষণেই সুড়ঙ্গের দ্বারে ধৃত হইয়া বন্দী হইয়াছেন, কুসমাচার পাইলে; সুমতী পিতৃচরণ দর্শনের জন্য অত্যন্ত অস্থির হইলেন। রামচন্দ্ররায়কে ভূয়ঃ ভূয়ঃ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাহায় কৃতকার্য না হওয়ায়, রমাই-বীরের সাহায্যে, অনেক আয়াসে ও সনদ্বীপের প্রধান ধনী ও মহাজন বৈদ্যনাথের সহায়তায় অবশেষে রামচন্দ্ররায়কে সম্মত করিলেন। বৈদ্যনাথ এই অবকাশে বরদাকণ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ হইবেক ও রায়গড়ে অরুন্ধতী আছেন শুনিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবেন, অনুমানে, রাজসঙ্গে রায়গড় যাত্রা করিবেন, অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজা রামচন্দ্ররায় রায়গড়ে যাইবেন, স্বীকার করিলে, সুমতী বৈদ্যনাথকে ডাকাইয়া যাহাতে সদ্য রায়গড়ে পেঁছান যায় তাহার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। বৈদ্যনাথ আপনার নির্যাম ও উড়ুপিক ডাকাইয়া জবগামী ছিপ একখানা প্রস্তুত করাইয়া রাজা রামচন্দ্ররায়কে সম্বাদ দিলেন। রাজা, সুমতী ও রমাইবীরকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের নৌকায় আরোহণ করিয়া রায়গড় যাত্রা করিলেন। পশ্চাৎ তাঁহার লোকলস্কর রায়গড়ে উপস্থিত হইতে আদেশিলেন।

রামচন্দ্ররায় পরদিবস প্রাতে রায়গড়ে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, মহারাজ মানসিংহ ছাউনী লইয়া দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন ও মহারাজ প্রতাপাদিত্য লৌহপিঞ্জর বদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত নীত হইয়াছেন। তাহার সঙ্গে কচুরায়ও

দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। মহিষী অভিভূতা থাকায়, তাঁহার সেবাশুশ্রূষার জন্য ইন্দুমতীদেবী মানসিংহের সৈন্যসহ যাত্রা করিয়াছেন। প্রভাবতী ও অরুন্ধতী সরমার রক্ষণাবেক্ষণে সরমার সহিত যাত্রা করিয়াছেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রধান অমাত্যেরা কেহ দিল্লী হইতে সনন্দ পাইবার আশয়ে, কেহবা প্রভুভক্তিবলে, কেহবা কচুরায়ের আত্মীয়তার টানে, সকলেই প্রতাপাদিত্যের অনুগমন করিয়াছে। রায়গড়ে যাহারা ছিল, তাহারা বিমলাদেবীর অকস্মাৎ মৃত্যুর সমাচার রামচন্দ্ররায়কে দিল। রামচন্দ্ররায় কমলাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তাঁহার আবাসে রেবতীর দেখা পাইলেন। রেবতী এখন পূর্ব্বমত পাগলিনী নাই বটে, কিন্তু রামচন্দ্ররায়কে দেখিয়া তাহার কতকটা পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হওয়ায়, উত্তেজিত হইয়া অনেক কথাবার্ত্তা কহিয়া অবশেষে সুমতীকে ও রাজা রামচন্দ্ররায়কে ত্বরায় প্রতাপাদিত্যের অনুসরণ করিতে বলিল, এরূপে কহিল যে, যদ্যপি বিলম্ব হয় তাহা হইলে হয় ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবেক না। রামচন্দ্ররায় বহুদিন ব্যবধানে স্বাধীনতার সহিত স্বরাজ্য লাভ করিয়া তাঁহার অবিদ্যমানে যে সকল বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, তাহা সংশোধন করা দূরে থাকুক, সমস্ত অবগত হইবার অবকাশও পান নাই,—এখন কে কোন্ রাজকার্য্যের ভারে আছে ও কাহার দ্বারা কোন কর্ম্ম সুসম্পাদিত হইবেক, তাহা বিচারের সুযোগও পান নাই,—এমত অবস্থায়, স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে স্বল্পকালের জন্য রায়গড়ে যাইতে অমত করেন নাই বটে, কিন্তু এক্ষণে আবার দিল্লীপর্য্যন্ত গমনে কতদূর সম্মত থাকিতে

পারেন—সহজেই বোধগম্য। তিনি রেবতীর কথায় অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না বটে, কিন্তু রেবতী পশ্চাৎ দেখাইলেই বলিলেন, "বায়ুর বিচিত্র গতি—উনি যেমন বুঝিলেন, তেমন বলিলেন—তাঁহার কথা শুনিয়া বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া মুমূর্ষু শ্বশুরের অনুসরণ করিতে হইবেক! আর অনুগমন করিলেই বা তাঁহার কি উপকার ঘটিতে পারে? তাঁহার প্রাণদণ্ডে ত—কৃতসঙ্কল্প। দিল্লীর আদেশ—প্রতাপাদিত্যকে জীবিত বা মৃত হউক, দিল্লীতে আনহ। আমি যাইয়া কিছু মানসিংহের প্রতি দৃঢ় আজ্ঞার অন্যথা করিতে পারিব না। তবে সঙ্গে থাকিয়াই বা কি করিব? দিল্লীতে আমার প্রতিপত্তি নাই, যে, আমি দিল্লীশ্বরের জাতক্রোধ শীতল করি। চল সুমতি, আমরা স্বদেশে ফিরিয়া যাই। আমার নিজের রাজ্য অশাসনে ভ্রষ্টপ্রণালী হইয়াছে; এখন কতদিনে পুনরায় ন্যায়শাসন সংস্থাপিত হইবেক, বলিতে পারি না। মসনদ্ অলির উপর বঙ্গের কার্য্যের ভার হইতেছে;—ত্বরায় করের জন্য লোকও আসিবেক। বহুকালের পর বঙ্গের করসংগ্রহ হইতেছে, প্রথম করদানে নবাবকে সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে চিরকালের জন্য বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইবেক। এসকল অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনায়,—আমার পরামর্শ—স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন। বরঞ্চ মসনদ্ অলির সহিত সোণার গ্রামে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা অবগত করাইতে পারিলে, করগ্রহের গ্রন্থি কথকটা শিথিল হইতে পারে। রমাই, এ বিষয়ে কি বল?"

রমাইবীর বলিল, "মহারাজ, আপনি যাহা আদেশ করিয়া-

ছেন, তাহা সমস্তই যুক্তিযুক্ত। আপনার রাজ্যে এখন যেরূপ অবস্থা তাহে প্রতাপাদিত্যকে অনুসরণ করা দূরে থাকুক, আমি স্বরাজ্যেও প্রতিগমন করিতে নিষেধ করি। আমার পরামর্শ, বরং সোণারগ্রাম যাইয়া নবাবের নিকট মহারাজের কারাবদ্ধ ও সদ্য মুক্তির কথা কহিয়া করসংগ্রহের জন্য কতক-মাস অবকাশ লইতে পারিলে ভাল হয়। এমন কি এ সময়ে রসদী বন্দোবস্তের রহমদৃষ্টি বরঞ্চ জুরিপেষগী পাওনের চেষ্টা বিধি। কিন্তু জুরিপেষগীপাওনে অসমর্থ হইলে, অবশেষে রসদী বন্দোবস্ত লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। রাণী কিন্তু যাহা বলিতেছেন, মহারাজ, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিলে—কিছু নিতান্ত অসঙ্গত বোধ করিবেন না। স্ত্রীলো-কেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—নায়মালা রচনায় এমত পটু যে সহজে তাঁহাদিগের পরামর্শের মর্মবোধ হয় না। প্রতাপা-দিত্যের অনুসরণ করা—একটা উপলক্ষমাত্র। মহারাজা মান-সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাশয়ের সমস্ত অবস্থা অব-গত করাইতে পারিলে, করগ্রহে যথেষ্ট উপকার সম্ভবিবে; আর মহারাজ মানসিংহের নিকট প্রতিপত্তি লাভের এই মুখ্যকাল; কচুরায় তথায় উপস্থিত আছেন, তিনি থাকিতে মহারাজের সহিত দর্শন হইলে আপনার পক্ষে যথেষ্ট কুশল; আরও মসনদ্ অলি যদ্যপি মহাশয়ের সহিত দিল্লীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধের বিষয় অবগত হন, তাহা হইলেও যথেষ্ট সমাদর করি-বেন; ইহাতে আপনার যেমত অভিরুচি।”

রমাইবীরের পরামর্শে রামচন্দ্র কথকটা প্রতীতি পাইয়া কমলাদেবীর নিকট থাকিয়া অনঙ্গপালদেবের মতামত অব-

গত হইলেন। পরে বৈদ্যনাথেরও সম্মতি দেখিয়া সেই দিবসই প্রতাপাদিত্যের অনুসরণে কৃতসংকল্প হইলেন। বৈদ্যনাথের উপর আপাততঃ প্রয়োজনীয় কর্মাদি ভার দিয়া ও স্বীয় অবস্থানুযায়ী অনুচর ও সৈন্যসম্প্রদায় স্বানুসরণ করিতে আদেশ দিয়া সেই রাত্রিতে পশ্চিম রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রমাইবীরের পরামর্শে জবগামী অশ্বচতুষ্টয় একায় যোজনা করিয়া লইলেন। রমাই সারথী হইল ও সুমতী সঙ্গে চলিলেন। যাত্রাকালে অনঙ্গপালদেবের পরামর্শে রায়গড়ের অস্ত্রশালা হইতে যথাযোগ্য বন্দুক, বারুদ ও গুলী লওয়া হইল। বৈদ্যনাথকে সনদ্বীপে বিদায় দিয়া রমাই রথ চালাইল। কয়েকদিনে ক্রমে মানসিংহের স্কন্ধাবার নিকটস্থ হইতে লাগিল। অদ্য বেলা দেড়প্রহরের সময় রামনগরে পৌঁছিয়া মানসিংহের ছাউনীর জনৈক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায়, অবগত হইলেন যে, মহারাজা মানসিংহ সারনাথের মাঠে ছাউনী করিয়াছেন।

রামচন্দ্ররায় জিজ্ঞাসিলেন, "মানসিংহ এখানে কবে আসিলেন?"

সৈনিক বলিল, "মহাশয়, তিনি আজ তিনদিন এখানে আসিয়াছেন। কল্য সায়ংকাল নাগাইদ রওয়ানা হইবেন—এমত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়াছে। আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন?"

রমাই বলিল, "আমরা বাঙ্গালা হইতে আসিতেছি—কচুরায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

সৈনিক বলিল, "চলুন, আমিও এক্ষণে ছাউনীতে যাই-

তেছি; আমি তাঁহারই আদেশে এখানে—প্রতাপাদিত্যের কি প্রয়োজন আছে বলিয়া—সোমলতার অন্বেষণে আসিয়াছিলাম।”

রামচন্দ্র বলিলেন, “কোথা সোমলতা পাইলেন?”

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, রামগড়ের দক্ষিণে একজন বৃদ্ধ ব্যাপারী আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে লোক দিয়া একবোঝা আনাইয়া দিল। বারাণসীর যজ্ঞীয় সম্ভার সেই সমাহরণ করিয়া দেয়। সে জাতিতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ, যজ্ঞশাস্ত্রে যথেষ্ট অধিকার, তাহার প্রকৃত উপাধি বাজপেয়ী—কেননা সে স্বয়ং ষোড়শ বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখন যজ্ঞকাষ্ঠ ও অপরাপর সম্ভার সংগ্রহ করিয়া দেয় বলিয়া জনসমাজে তাহাকে ব্যাপারী বলিয়া থাকে।”

রামচন্দ্র রায় বলিল, “কেন—সোমলতা লইয়া কি হইবেক?”

সৈনিক বলিল, “মহাশয়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারিলাম না, কিন্তু অনুমান করি যে, সোমলতা লইয়া প্রতাপাদিত্য স্বীয় গার্হপত্য অগ্নির হোমানুষ্ঠান করিবেন।”

রমাই বলিল, “মহারাজ, এই দশাশ্বমেধ ঘাট—ভাগীরথীতে অবগাহন করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শনে আত্মাকে পবিত্র করুন!” রামচন্দ্র রায় এই কথা শুনিবামাত্র নৌকা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সচেল পবিত্র সুরধুনী স্রোতে আবেশন করিলেন। সুমতীও পতির অনুগমন করিল। রমাই নৌকা হইতে রথ নামাইয়া সচেল জলপ্রবেশ করিল; পরে সকলে স্নানাহ্নিক তর্পণাদি সমাপন করিয়া পদব্রজে মণিকর্ণিকায় অবগাহনান্তর পরমারাধ্য বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিল।

তথায় অনাদি ও অনন্ত দেবদেবের লিঙ্গার্চ্চন করিয়া জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণার দর্শনাদি করিয়া বাহির হইলে, সৈনিক বলিল, "আপনারা রথে আরোহণ করুন, আমি আমার অশ্বে সঙ্গে যাইতেছি।" রাজা ও সুমতী আসীন হইলে, রমাই অশ্ব-যোজনা করিয়া সৈনিকের পশ্চাতে রথচালন করিল। অল্প-কাল মধ্যে দূর হইতে দিল্লীর ছাউনী দৃষ্টিগোচর হইল বটে, কিন্তু ছাউনীমধ্যে মহা কোলাহল ও জনতা।

সৈনিক বলিল, "এ জনতার কারণ কি—আমি একটু অগ্রসর হইয়া দেখি।" দুই চার রশি যাইয়া দ্রুতপদে প্রত্যা-গমন করিয়া বলিল, "মহাশয়েরা এখন ধামের নিকটে কোন একটা স্থানে আশ্রয় লইয়া বিশ্রাম করুন—এখন কচুরায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না—তিনি ব্যস্ত হইয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শবের সঙ্গে গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইতেছেন।"

সুমতী শুনিয়া ব্যস্তে "কি! মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইয়াছে! আমি দেখিতে পাইলাম না!" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রমাই সৈনিককে নিকটে ডাকিয়া বলিল, "মহাশয়, ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের প্রথমা কন্যা, আর ইনি বাকলার অধিপতি—রাজা রামচন্দ্র রায়; ইহাঁরা মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় বঙ্গ হইতে যাত্রা করিয়াছেন। এখন এখানে আসিয়া এ সময়ে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে সাহিত্য লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। আপনি কৃপা করিয়া মহারাজ মানসিংহকে এই সমাচার দিন। অনুমান করি, তিনি কখনই অন্য মন করিবেন না।"

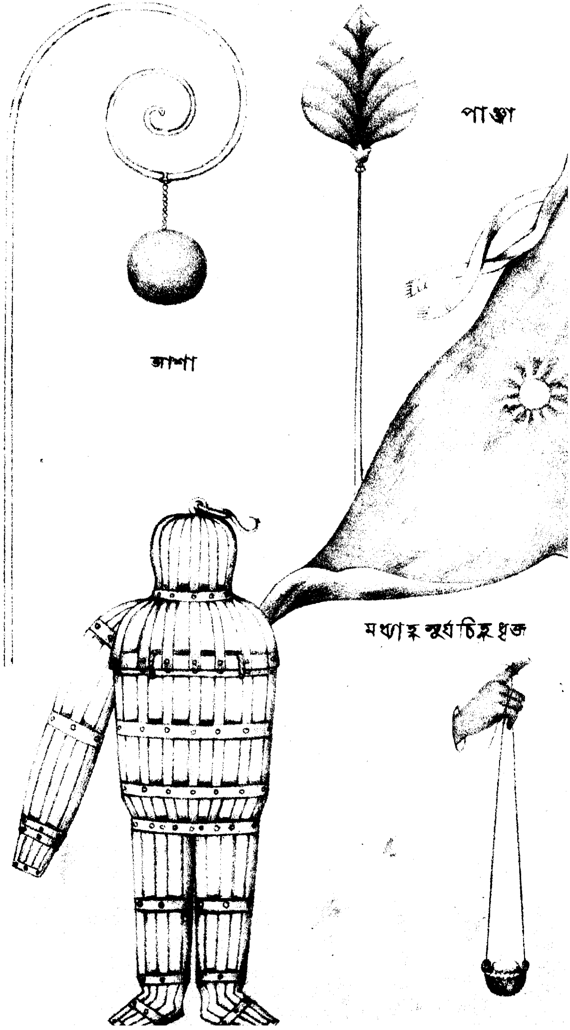
সৈনিক বলিল, "আমি তাহা অবগত থাকিলে অগ্রেই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। যাহা হউক," রাজার প্রতি কর-যোড়ে "মহারাজ, আমার দোষ ক্ষমা করুন, আমি পরিচয় না পাইয়া যথাযোগ্য মান্য করি নাই। রাণি, আমি আপনা-দিগের দাস—আমার নিবাস রায়গড়। চলুন, আপনারা ঐ গঙ্গাযাত্রার মধ্যে সকলেরই সাক্ষাৎ পাইবেন। আমি শুনিয়াছি, মহারাজা মানসিংহ সকল প্রধান অমাত্য সঙ্গে প্রতাপাদিত্যকে অনুগমন করিতেছেন।" এই কথা বলিতে বলিতে রমাই রথ লইয়া ছাউনীর দ্বারে লাগাইল। রমাই-বীর একলম্ফে রথ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অশ্বধারণ করিলে, রাজা রামচন্দ্ররায় সুমতীকে রথ হইতে অবতরণ করাইয়া পদব্রজে স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিলেন। সৈনিকও স্বীয় অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া জনৈক লোককে রমাইবীরের রথের তত্ত্বাবধারণ করিতে বলিয়া ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গেল।

এদিকে অদ্য প্রাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য সূর্যোদয়ের পূর্বেই কচুরায়কে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, অদ্য আমার বারা-ণসীতে চতুর্থ সূর্যোদয়—অদ্য আমার শেষ দিন। তোমার সৈনিক প্রাতে সোমলতা ও অপরাপর যজ্ঞীয় সম্ভার আহরণ কয়িয়া আনিবে। আমার গার্হপত্য বহ্নি সরমার নিকট একটি কাঁকড়ীতে আছে, সে যত্নে রক্ষা করিতেছে। সেই বহ্নিতে আমার সৎকার করিও ও আমার চিতার উপর সেই অগ্নি সংস্থাপন করিয়া তাহায় আমার পক্ষ হইতে তুমিই স্বিষ্ট-কৃতাদি বহ্নির হোমাদি করিয়া বিসর্জন করিও—এই আমার শেষ অভিলাষ। আমার শেষক্ষণ উপস্থিত—আমি আর চক্ষে

ভাল দেখিতে পাইতেছি না—আমার অধমাঙ্গ অবশ হইয়াছে—বাক্‌নিষ্পত্তি হইতেছে না—আমার শেষ উপস্থিত, কালীপদ ভরসা! মাগো!—পায়ে——” প্রতাপাদিত্য এতক্ষণে নিঃশব্দ হইলেন। হায়! বঙ্গের স্বাধীনতা জন্মেরতরে নষ্ট হইল!

কচুরায় ব্যস্তে নিকটের স্বর্ণপাত্রস্থ গাঙ্গবারি কুশা করিয়া লইয়া প্রতাপাদিত্যের মুখে দিলেন ও উচ্চৈস্বরে সরমাকে ডাকিলেন। সরমা প্রতাপাদিত্যের পূর্ব অনুমতি অবধি কখন সম্মুখীন হন নাই বটে, কিন্তু কাণ্ডারের অন্তরালে দিবানিশি বসিয়া থাকিতেন ও যখন যেরূপ প্রয়োজন হইত, কচুরায়কে বলিলে, কচুরায় সহোদরের ন্যায় যত্নে তাহা সম্পাদন করিতেন। প্রতাপাদিত্যের শুশ্রূষায় কচুরায়ের কোমল অন্তঃকরণ ও তত্তুল্য কোমল হস্ত প্রকাশ পাইয়াছিল। সরমাকে বেষ্টিয়া ইন্দুমতী প্রভৃতি রাজাঙ্গনারা সর্বদা বসিয়া থাকিতেন ও পিতৃসেবায় নৈরাশ হওয়া অবধি সরমা মহিষীকে দ্বিগুণ যত্নে সেবিতেন। কাণ্ডপটের অন্তরালে থাকিয়া প্রতাপাদিত্যের শেষবাক্যও তাহারই অব্যবহিত পরে কচুরায়ের ধ্বনি শুনিয়া সরমা কাতরস্বরে কাঁদিয়া দৌড়িয়া পিঞ্জরের নিকটে গেলেন। ইন্দুমতীপ্রমুখ রাজাঙ্গনারাও তাঁহাকে অনুসরণ করিল। মহিষী রায়গড় পরাজয় সমাচার পাইয়া অবধি পক্ষাহত হইয়া অজ্ঞানা ও অভিভূতা ছিলেন, অদ্য যেন বৈদ্যুতবলে স্বীয় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পিঞ্জরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তৎপারিষদ স্ত্রীগণ মহিষীর অকস্মাৎ অনৈসর্গিক আচরণে চমৎকৃতা হইয়া নিস্পন্দপ্রায় দাঁড়া-

১১ম চিত্র



ইয়া রহিল। সরমা নিকটে আসিলে কচুরায় বলিলেন, "সরমা, মহারাজার শেষকাল উপস্থিত, তুমি তাঁহার মুখে গঙ্গাজল দাও। এমত ইচ্ছামৃত্যু আমি কখন দেখি নাই! কোন রোগ নাই অথচ অকস্মাৎ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। বীরপুরুষেরই এমত ইচ্ছামৃত্যু পুরাণে শুনা যায়। হায়! এতদিনে আমার ভ্রাতৃশোক লাগিল! আমি কখন মহারাজকে ভ্রাতার ন্যায় দেখি নাই, কিন্তু অদ্য আমার হৃদয়ে নূতন ভাবের উদয় হইতেছে। মহারাজকে আমি চিরদিন জ্ঞাতির ন্যায় বোধ করিতাম। হায়! আমি কি পামর!—এরূপ সৎভ্রাতার মর্ম বুঝিলাম না, জীবিত থাকিতে তাহার সমুচিত আদর করিলাম না, বরং দ্বেষ ও হিংসা করিয়াছিলাম; এখন জানিলাম, যে, মহারাজের মৃত্যুতে আমরা চিরদিনের তরে পরাধীন হইলাম; বঙ্গ একেবারে নষ্ট হইল! হা বিধাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা মহারাজ! হা প্রতাপাদিত্য! হায়! হায়!—"

সরমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সসম্ভ্রমে সুরধুনীর জল মহারাজের মুখে দিলেন ও চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। এদিকে মহিষী আসিয়া পিঞ্জরের সন্নিধানে গেলে সম্ভ্রমে কচুরায় একটু সরিয়া গেলেন। মহিষী নিকটে আসিয়া একদৃষ্টে কতক্ষণ প্রতাপাদিত্যের নিদ্রিতপ্রায় মুখাবলোকন করিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "মানি! স্বমান রক্ষা করিলে—এখন এ অভাগিনীর মান রক্ষা কর! আমার রোগ হয় নাই, আমাকে ঘৃণা করিও না, আমি তোমার চিরদিনের দাসী!" হস্তদ্বয়

ঊর্দ্ধে তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে ও ঊর্দ্ধনয়নে বলিলেন, "দর্পহারি মধু-সূদন! দ্রৌপদীর লজ্জা-নিবারণ! অহল্যার-পুনর্জ্জীবন! আমাকে অনাথিনী করিও না। যেমন বঙ্গাধিপের মান রাখিলে তেমনি আমারও মান রক্ষা কর!"

মহিষীর কাতর সকরুণ ধ্বনিতে সকলেই গদ্গদ হইল। সরমা একবার নীরবে মাতৃনয়নের দিকে দেখিয়া ভূমি দৃষ্টি করিলেন। ক্রমে স্কন্ধাবারে এই সমাচার রটিলে, মহারাজ মান-সিংহ, সূর্য্যকুমার, মালিকরাজ, বরদাকণ্ঠ প্রভৃতি সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জনৈক সৈনিক আসিয়া কচুরায়ের নিকটে গোপনে রামচন্দ্ররায়ের সম্বাদ দিলে, তিনি বলিলেন, "রাজা রামচন্দ্র রায় ও সুমতী ও রমাইবীরকে এস্থলে ত্বরায় আন। যে সৈনিক যজ্ঞীয় কাষ্ঠাদি আহরণে গিয়াছিল সে কৃতকার্য হইয়া প্রত্যাগমন করিয়া থাকে, তাহাকেও সমস্ত সম্ভার সহিত এখানেআসিতে বল।" সৈনিক চলিয়া গেলে মহিষীকে বলি-লেন, "মহিষি, সুমতী ও বাকলাপতি মহারাজকে দর্শন করিতে বঙ্গ হইতে এইমাত্র আসিয়াছেন।" মহিষী বলিলেন, "ভাই! রামচন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, আহা সুমতীও যথোচিত কষ্ট পাইয়াছে! আসিয়া যদি মহারাজকে জীবিত দেখিত, তাহা-হইলে শ্রমসার্থক হইত! তাহাদিগকে ডাকাও।"

মহিষীর শান্ত ও অশোচিত অবস্থা দেখিয়া সকলেই সিহ-রিল ও মহিষীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সরমা কেবল ভূমি দৃষ্টিতে হস্তে স্বকপোল ন্যস্ত করিয়া ভূম্যাসনে বসিয়া রহি-লেন। মহারাজ মানসিংহ ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "কচুরায়, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অকালমৃত্যু হও-

য়ায়—আমাদিগের অন্ত এস্থান হইতে রওয়ানা হওয়া রহিত কর। মহারাজের যথাযোগ্য ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া পরে যাত্রার পরামর্শ করা যাইবেক। স্কন্ধাবারে এই সমাচার পাঠাও। মহারাজের শব রাজপর্যঙ্কে শয়ান করাও। আমি কি করিব? আমার অভিরুচির বিপরীত আচরণ করিতে হইয়াছে; দিল্লীশ্বরের যেরূপ কঠিন আদেশ—তাহায় পিঞ্জরাবদ্ধ না করিয়া থাকিতে পারি নাই। এক্ষণে মহারাজ প্রতাপাদিত্য মর্ত্যলোকের অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন! মহাসমারোহে তাঁহার সৎকার কর। স্কন্ধাবারে গমীসূচক ধধূপ চালাইতে আদেশিবে ও যখন গঙ্গাতীরে যাইবে, তখন সমুচিত সেনা ও রেশেলা সঙ্গে লইও; আমিও সঙ্গে যাইব।”

মানসিংহ এই আদেশ দিয়া চলিয়া গেলে, কচুরায় তাহার পশ্চাৎ শিবির হইতে বাহিরে যাইয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দ্বাদশদণ্ডকাল শব বিধিমত রক্ষিত হইলে, দ্বাদশ বলীবর্দযুক্ত একটি তোপের শকট আনাইয়া তাহা নানাবিধ পুষ্পমালা ও পতাকাদি দ্বারা রঞ্জিত করিয়া শিবিরদ্বারে আনীত হইল। স্বয়ং শিবিরে প্রবেশ করিয়া দাসদাসীরদ্বারা পিঞ্জর হইতে শব বাহির করাইয়া যথাবিধি ক্ষৌর বিধান জন্য স্বশাখোক্তবিধিতে নখশ্মশ্রু ও কেশবপন হইল; পাটলামোদরম্য জলে ধৌত করাইলেন, মৃগমদ কঙ্কুমাগুরুচন্দনাদিদ্বারা সর্বাঙ্গ চর্চিত হইল। পরে জটামাংসীর জল সিঞ্চন করিয়া জটামাংসীর মালা ললাটে বাঁধিয়া দিল। শব মহারাজ প্রতাপাদিত্যের স্বীয় উৎকৃষ্ট রাজবেশ পরিধীত হইল। বস্ত্রের দশা পুত্রাভাবে সুমতীর হস্তে অর্পিত হইল।

দাসদাসীরা শব লইয়া শকটে শয়ান করাইল। দক্ষিণাগ্র সমূল কুশপুঞ্জ শবের বামভাগে রাখিল। শবের বামহস্তে সগুণ ধনুক ও দক্ষিণ হস্তে সুতীক্ষ্ণ স্বর্ণরঞ্জিত শর দেওয়া হইল। শবের বামকটীতে তলবার রক্ষিত হইল। শব রক্ষার্থে পঞ্চাশৎ জন অনাবৃত চন্দ্রহাসধারী সুসজ্জীভুত হইয়া শকটের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন কচুরায় বলিলেন, "সরমা, মহারাজ তাঁহার গার্হপত্য অগ্নিদ্বারা সৎকারের অনুমতি দিয়াছেন। তোমার নিকট কাঙ্গ্‌রীতে সেই অগ্নি আছে। মা! সেই অগ্নি লইয়া তোমাকে যাইতে হইবেক। অগ্নি কোথায় আছে আন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদিগের কুলপুরোহিত সঙ্গে নাই—এক্ষণে আমাদিগের স্মরণ করিয়া সমস্ত কর্ম করিতে হইবেক।"

মহিষী বলিলেন, "ভাই, তুমি তাহার জন্য চিন্তিত হইও না। এ বারাণসীধাম এস্থলে পুরোহিতের অভাব হইবেক না। মালিকরাজকে বলিলে, মালিকরাজ আমাদিগের কুলপ্রথা সমস্তই অবগত আছেন, দেখাইয়া দিতে পারিবেন।"

কচুরায় বলিল, "মালিকরাজ এই খানেই উপস্থিত আছেন; আমাদিগের সভাসদ্ পণ্ডিতের সাহায্যে সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইবেক।"

সরমা কচুরায়ের কথা শুনিয়া আপনার বস্ত্রের মধ্য হইতে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত গজদন্তমণ্ডিত ক্ষুদ্র কাঙ্গ্‌রী বাহির করিয়া দিলেন। কচুরায় সেই কাঙ্গ্‌রী লইয়া শকটের পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে মহা সমারোহে শকট চলিল। মালিকরাজ যাত্রার পুর্বেই একটা স্বর্ণপাত্র করিয়া কিঞ্চিৎ চরু পাক করাইয়া লইলেন। স্বীয় উত্তরীয় দক্ষিণাবীতি করিলেন সঙ্গের আচা-

র্যেরাও সেই রীত্যনুসারে দক্ষিণাবীতি হইলেন। পিতৃলোকের জন্য দুগ্ধ ও নবনীতমিশ্রিত পৃষদাজ্য সঙ্গে চলিল। সুমতী শ্রৌতাগ্নি বহন করিলেন, সরমা আহবনীয়াগ্নি লইলেন, মহিষী সহ মরণ করিবেন, প্রকাশ করায়, কেবল অস্ত্রশাখা বামস্কন্ধে লইয়া চলিলেন। শকটের ধুরায় একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগ অনুস্তরণিরূপে রজ্জু বদ্ধ হইয়া চলিল। তাহার পশ্চাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়গণ ও তাহাদিগের পশ্চাৎ অপরাপর আত্মীয়, সর্ব্বপশ্চাতে বয়োকনিষ্ঠ। যাত্রার অগ্রভাগে জয়ঢকা প্রভৃতি রাজবাদ্য ক্রূরসাম তালে চলিল। তাহার পশ্চাৎ একশত বেদবিৎ ব্রাহ্মণ নৈঋতাগ্র কুশ হইয়া উগ্রসাম গান করিতে করিতে চলিল। পরে হস্তিমালা উষ্ট্রগ্রন্থি অশ্বারোহী ও পদাতি। মহারাজ মানসিংহ সকলের পশ্চাতে চলিলেন—সকলেই দক্ষিণাবীতি। ক্রমে যাত্রা মনিকর্ণিকার পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলে, দাসেরা গঙ্গাতীরস্থ সর্ব্বতঃ আকাশশালী, বহুলৌষধিক, কণ্টকি ক্ষীরীপ্রভৃতি ষড়্ বৃক্ষ উদ্বাসিত, সর্ব্বতঃ জলগচ্ছত দক্ষিণপ্লবণে দেশে—কেশশ্মশ্রু লোমনখাদিবিহীন, স্থানে উর্দ্ধবাহুক পুরুষপরিমাণ দীর্ঘ ও বিতস্তি পরিমিত অধঃখাত খনন করিল। পরে শকট হইতে শবকে নামাইয়া নিঃপুরীষ করিয়া পৃষদাজ্যদ্বারা শরীর পুর্ণ করিল। পরে খাতদেশে চন্দনাদি গন্ধকাষ্ঠ স্তূপাকারে রক্ষিত হইলে, গৃহানীত পথে অর্দ্ধতক্তাবশিষ্ট চরু খাতদেশের দক্ষিণে স্থাপিত হইল। আহৃত যজ্ঞসম্ভার লইয়া সরমা শবের দক্ষিণহস্তে জুহু নিয়োজন করিলেন, সুমতী সব্যহস্তে মন্ত্রপাঠান্তে উপভৃৎ নিয়োজন করিলেন। রামচন্দ্ররায় দক্ষিণপার্শ্বে স্ফ্য নিয়োজন করিলেন। সূর্য্যকুমার

সব্যে অগ্নিহৌত্র-হবনী নিয়োজন করিলেন। কচুরায় দক্ষে প্রাব্নো নিয়োজন করিলেন। মহারাজ মানসিংহ সম্ভ্রমে উরঃদেশে ধ্রুবও শিরোভাগে কপাল নিয়োজন করিলেন। মহিষী নাসিকায় স্রুক্‌ নিয়োজন করিলেন। সরমা কর্ণদ্বয়ে প্রাশিত্র নিয়োজন করিলেন। সুমতী উদরে পাত্রী নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ সমাদরে শবের উদরে চমস্‌ নিয়োজন করিলেন। বরদাকণ্ঠ জঙ্ঘাদ্বয়ে উদুখল মুষল নিয়োজন করিলেন। কচুরায় পাদদ্বয়ে শূর্প নিয়োজন করিলেন। মালিকরাজ অবশিষ্ট যজ্ঞীয় পাত্র সকল পৃষদাজ্যে পূর্ণ করিলেন। পরে সদ্য নিস্তচীকৃত কৃষ্ণাজিন পাতিয়া তাহার উপর শব রাখিল। পুরোহিত অনুস্তরণীর বপা উৎখেদ করিতে চাহিলে মালিকরাজ বলিলেন, মহারাজ প্রতাপাদিত্য কাতীয়-শাখাভুক্ত, অতএব অনুস্তরণী হনন করা উচিত নহে। পরে কৃষ্ণাজিনে শব প্রচ্ছাদিত হইলে চমস্‌ ও প্রণীতা প্রণয়ন হইল। পরে চরুদ্বারা পিণ্ডদান করা হইলে, মহিষী বামহস্তে অম্রশাখা লইয়া রক্তবস্ত্র পরিবীতা, সিন্দুররঞ্জিত ললাটা, আলুলায়িত কবরী হইয়া চিতা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক শবের বামস্থ ধনু হস্তে লইলে, সরমা ও সুমতী আসিয়া তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। মহিষী কোন উত্তর না দিয়া উৰ্দ্ধ-দৃষ্টিতে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া অবশেষে বলিলেন, "সুমতি! সরমা! মা! তোমরা চিরজীবি হও।" পরক্ষণই এক লম্ফে চিতারোহণ করিয়া শবের বামভাগে শয়ান হইলেন। চতুর্দিকে বাদ্যোদ্যম হইল, কচুরায়, সুমতী ও সরমার হস্তদ্বয় লইয়া উল্কা ধরিয়া চিতাতে নিয়োজন করিলেন। ঘৃত ধূপ সর্জ্জরসাদি

পূর্ণ চিতা অগ্নি গ্রহণ করিল। কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী ও বিশ্বরূপীলেলায়মানা সপ্তজিহ্বা অগ্নি মহাবেগে জ্বলিয়া উঠিল ও যজ্ঞধূম মহাত্মাদ্বয়ের জীবাত্মা পরমাত্মায় বহন করিল। বঙ্গাধিপ পঞ্চভূতে মিলিত হইলেন!

অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মানসিংহ সদলবল প্রত্যাগমন করিলেন। পরদিন প্রাতে কচুরায় অস্থিসঙ্কলন করিয়া ভাগীরথীর তীরে সমাধি দিলেন ও প্রতাপাদিত্যের স্বর্গার্থে বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে গোসহস্র ও স্বর্ণাদি দান করিয়া প্রীতিলাভ করিলেন। পরদিন মহারাজ মানসিংহ দিল্লী যাত্রার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কচুরায় সরমার নিকট বিদায় লইয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। ইন্দুমতী, সরমা ও সুমতীকে লইয়া প্রভাবতী অরুন্ধতী সঙ্গে রায়গড় যাত্রা করিলেন। সূর্যকুমার, বরদাকণ্ঠ, মালিকরাজ, রাজা রামচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই তাহার অনুসরণ করিল। রায়গড়ে পৌঁছিয়া রাজা রামচন্দ্র রায় কিয়দ্দিবস অবস্থানানন্তর সরমা কিঞ্চিৎ সুস্থিরা হইলে, সুমতীকে রাখিয়া রমাইবীরের সহিত স্বদেশ গমন করিলেন। সূর্যকুমার প্রায় দুই বৎসরকাল রায়গড়ে সরমার সেবায় নিযুক্ত রহিলেন, কিন্তু পিতৃবিয়োগ অবধি সরমা ক্রমে শীর্ণা ও জীর্ণা হইয়া কালগ্রস্ত হইলেন। মৃত্যুকালীন সূর্যকুমারকে বলিলেন "সূর্যকুমার! ইহজন্মে তোমার সহিত মিলন আমার অসম্ভব! আমাকে পরজন্মে চরণে স্থান দিও। আমার মন তোমার—শরীর পিতার"। সরমার অকালমৃত্যুর পর সূর্যকুমার ইন্দুমতী ও কচুরায়ের নিকট

বিদায় লইয়া স্বরাজ্যে গিয়া প্রজানন্দন করিতে লাগিলেন। বরদাকণ্ঠ রায়গড়ে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়দ্দিবস অবস্থান করিলে, রাজা রামচন্দ্ররায় কচুরায়ের অনুমতি লইয়া অরুন্ধতীকে নবদ্বীপে লইয়া গিয়া উভয়ের বিবাহ দিলেন। দম্পতি পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া বৃদ্ধবয়সে পুত্রপৌত্রাদি রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিল। অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের সহ মরণ করেন। যতদিন জীবিত ছিলেন উভয়ে একত্র বসিলেই সরমার নিস্ফল প্রেম ও সূর্যকুমারের অকপট হৃদয়ের প্রশংসায় সময় অতিবাহিত করিতেন। সরমার মৃত্যুর তৃতীয় বৎসর পরে কমলাদেবীর বিশেষ অনুরোধে কচুরায় ইন্দুমতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর রায়বংশ প্রায় নির্বংশ হয়। ইহাদিগের বিবাহের পর কমলাদেবী বারাণসী বাস করেন ও যথাকালে শিবলোক লাভ করেন। ইন্দুমতীর বিবাহের লগ্নে বল্লভের সহিত প্রভাবতীর পরিণয় হয়। এই পরিণয়ের ফল—শরশুণার কুল্কীবংশ এক্ষণে কালকবলিত। যাহার প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ জগন্নাথকূল্কীর নাম রায়গড়ে ঘোষেদের ভদ্রাসনের নৈঋতকোণে ছিল, তাহাও এক্ষণে গতমধ্যে গণিত।

পাঠক! জয়ন্তীর ইতিহাস ও দ্বাদশভৌমিকের বৃত্তান্ত স্থানান্তরে দেখ।

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবীমরম্নাদস্কম্ভনে সবিতাদ্যামদৃংহৎ
অশ্বমিব অধুক্ষদ্ ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রং।
যত্র সমুদ্রঃ স্কভিতোবি ঔনদপাং নপাৎ সবিত তস্য বেদ
অতোভূরতঃআঃউত্থিতংরজোঅতোদ্যাবাপৃথিবী অপ্রথেতাং॥

NOTES.

Extracts from A Chronicle of the Family of Ra'ja' Krishnachandra of Navadvipa, Bengal, Edited and Translated by W. Pertsch, Berlin, 1852.

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

* * * *

তদানীং বংগাদিবিষয়েষু প্রতাপাদিত্যপ্রধানা দ্বাদশরাজানো নিষ্করং পৃথিবীমুপভুংজতেস্ম। তেষ্বপি প্রতাপাদিত্যো মহাসত্ত্বো বিজিতারিবর্গো মহাধনসংপন্নঃ ক্ষিতিতলবিখ্যাত আসীৎ। ইংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বরোঽপি করং গ্রহিতুং বহুসৈন্যান্যাদিশ্য একাদশনৃপতীন্ স্ববশমানিনায় প্রতাপাদিত্যস্য পুনঃ পুনঃ প্রেষিতেংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বর বহুসৈন্যানি নির্জিত্য দ্বিতীয়েংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বর ইব ররাজ। অস্মিন্নেব সময়ে জাঁহাগীরনগরাধিকৃতামাত্যো ন হুগলি সংস্থিতামাত্যেন চ প্রতাপাদিত্যস্য দোর্জন্যং বহুবিধং লিপিদ্বারা ইংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বরং বিজ্ঞাপয়ামাস যথা প্রতাপাদিত্য বহুবলসংপন্নঃ যস্য দ্বারি দ্বিপংচাশৎসহস্র চর্মিণঃ একপংচাশৎসহস্র ধন্বিনঃ অশ্বারোহা অপি বহবঃ মত্তহস্তিনাং বহুযূথাঃ সংতি অন্যে চাসংখ্যামুদ্গরপ্রাসাদিহস্তাঃ এভির্বলৈঃ স ক্ষুদ্রান্নৃপান্ বাধতে। কিং বহুনা স্ববংশ্যানপি প্রায়ো নিঃশেষয়ামাস। তদ্বংশে তন্নিহত পিত্রাদিস্বজন একঃ শিশুঃ পলায়নপরো ধাত্র্যা কচ্বীবনে রক্ষিতঃ অতস্তং কচুরায়নামানং কথয়ংতি। কচুরায়ঃ পারসীকাদিশাস্ত্রমধীতে দয়াসূর্পলক্ষণশীলো চ প্রতাপাদিত্যস্তং

হংতু মন্মুদিনং মৃগয়তে। অস্মানপি বাধিতুং প্রবর্ত্ততে। অতো গজাশ্বাদিপরিবারিত বহুসেনাপতিভিঃ সহ যদি কশ্চিৎ প্রধানামাত্যঃ সমায়াস্যতি তদা বয়ং তদনুচরীভূয় প্রতাপাদিত্যং বদ্ধা প্রেষয়িষ্যাম ইত্যাদি। অনংতরমিংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো লিপিতঃ প্রতাপাদিত্যস্য দৌর্জন্যং সমধিগচ্ছন্ কচুরায়েণাপি ইংদ্রপ্রস্থপুরগতেন সাক্ষিণেব তদানীমেব তদ্দৌর্জন্যং গোচরীকৃতং। অথ ইংদ্রপ্রস্থপুরেশ্বরো রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরো দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কংচিৎপ্রধানামাত্যমাদিদেশ যথা মানসিংহ ভবান্ মহতা সৈন্যেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং দুরাত্মানং ঝটিতি বদ্ধাসমানয়তু। ততো মানসিংহো মহাপ্রসাদোঽয়ং দেবস্যেত্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় বহুসৈন্যবৃতো নির্জগাম নির্গতশ্চ যত্র যত্রো বাস তস্মাত্তস্মাৎ লোকাঃ পলায়াংচক্রিরে রাজানশ্চ প্রায়ো ন সাক্ষাদ্বভূবুঃ। অথ কতিপয়দিনানংতরং চাপড়াখ্যগ্রামসমীপবর্ত্তিনদীতটে তৎ সৈন্যং সমাজগাম। তৎসমীপস্থ রাজানঃ সপরিবারাস্তত্তয়াত্তিরোহিতা বভূবুঃ ভবানংদমজমুদারশ্চ মহাসাহসিক এক এব সাক্ষাত্তস্য সমুচিতাশীর্নিবেদনাদিপুরঃসরং কর বিনিহিত হৈমমুদ্রাদিকং সাক্ষাৎকারয়ন্ সৎকৃত্য মানসিংহং বহুপরিতোষয়ামাস জগাদ চ। প্রভো মহাবলপরাক্রম ভবতা মাগমনে নৈতদ্দেশীয়াঃ সকলরাজানঃ পলায়িতা অহমেকঃ কতিপয় গ্রামাধিপো ধর্ম্মবিনেতারং ভবংতং নিরীক্ষিতু মিহাসং ময়াশীর্ব্বাদকেন যদি কিংচিৎকার্য্যমস্তি তদাজ্ঞাপয়েতি। তদা মানসিংহো মজমুদারমুবাচ। ভো মজমুদার নদীমুত্তরিতুং সমুচিতোদ্যোগঃ ক্রিয়তাং যথাসুখেন সৈনিকাঃ পারং যাংতি। মজমুদারঃ পুনরাহ। প্রভো যদ্যপ্যহমল্পপরিবারস্তথাপি ভবদাজ্ঞয়া সর্ব্বং নিষ্পাদয়িষ্যামীতি। ততো বহুবিধনৌকাবাহকাদি সমবধানেন করিতুরগাদিসমাকুলং তৎসৈন্যং সুখেনোত্তরয়ামাস। অনংতরং মানসিংহোঽপি প্রাপ্তনদীপারোমজমুদারং প্রশশংস। অথ প্রাপ্তনদীপারে সপরিবারে তস্মিন্ নিরংতরপতদংবুধরাসিক্তধরণীমংডল প্রবলতরঝংঝানিলসংমর্দ্দিতদিগংতরালতিরোহিতদিনকরতারাগণতয়া দিননিশাবিশেষোপলব্ধিরহিতং দুর্দ্দিনং সপ্তাহাত্মকং প্রবর্ত্ততেস্ম কুত্রাপি গংতু সমর্থং

সমস্তসৈন্যং চ চিংতাব্যগ্রং বভূব। তস্ম চ নাতিপূর্বং মজমুদারোঽপি লক্ষ্মীপ্রতিময়া সহ গোবিংদপ্রতিমায়া বিবাহমহোৎসবং কারয়িতুং বহুবিধ-ভক্ষ্যদ্রব্যাদিসমুপচিতং মহাসংভারমাসাদিতবান্ তাদৃশ মহাবৃষ্টিসময়ে চ তদ্বিবাহস্য শাস্ত্রতোঽকর্ত্তব্যতয়া ততো নিবৃত্তমনাস্তেন সংভারেণ তদানীং ক্রীতভূরিভক্ষ্যদ্রব্যাদিনা চ করিতুরগপাদাতসেনাপতিবংদিমাগধপ্রভৃতীনাং মানসিংহস্য চ যথোচিতাহারদ্রব্যদানেন পরমতৃপ্তিকরমাতিথ্যং সংপাদয়ামাস। সপরিবারোমানসিংহস্তাদৃশদুর্দ্দিনমপি সুখেনৈবাতি-বাহয়ামাস। ততঃ সপ্তাহানংতরং দুর্দ্দিনাবসানতয়া প্রকাশিতদিঙ্মংডলে পরমতোষপরায়ণঃ পুনর্মজমুদারমুবাচ। ভো মজমুদার ইতঃ প্রতাপাদিত্যনগরং কিয়তাদিনেন গংতুং শক্যতে কস্মিন্ দিনে বা কুত্র সেনানিবেশঃ কর্ত্তব্য ইতি লিখিত্বা দেহি। শ্রুত্বা চ মজমুদারঃ সবিশেষং সর্বং লিখিত্বা সমর্পয়ামাস মানসিংহোঽপি বহুভিঃ সাধুবাদৈর্মজ-মুদারং সংকৃত্য সপ্রসাদমাহ। ভো মজমুদার মহামতে ময়া প্রতাপাদিত্যং সপরিবারং বিনির্জিত্য পুনরাগমনসময়ে ভবতাভিলষিতং বক্তব্যং শ্রুত্বা তৎ সর্বমবশ্যং কর্ত্তব্যং ত্বমপি ময়া সার্দ্ধং প্রতাপাদিত্যপুরমাগচ্ছ। ইত্যুক্ত্বা বিররাম। ততঃ কতিপয়ৈর্দ্দিবসৈর্মানসিংহো বহুবলপরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যনগরীং পরিপ্রাপ্তঃ। অনংতরং চরপ্রমুখাৎ বিদিতমানসিংহাগমন-বৃত্তাংতোবিরচিতদুর্ভেদ্যোদুর্গাংতরবিন্যস্তসেনাসমুদায়োঽনধিগতমানসিংহ-সৈন্যপ্রক্ষিপ্তাস্ত্রশস্ত্রপ্রহারোমানসিংহসৈন্যং বহুভিঃ শস্ত্রাস্ত্রৈর্দ্বাপংচাশৎ-সহস্রচর্মিভিরেকপংচাশৎসহস্রধন্বিভির্মহাবলৈরশ্বারূঢৈশ্চ পরিবৃতো বহুজ-র্জ্জরীচকার। এতৎ সর্বং শ্রুত্বা সিংহঃ সক্রোধঃ সেনাপতীনাহ। ভো সেনাপতয়ঃ শীঘ্রং বহুভির্বলৈর্মিলিত্বা দুর্গং ভেদয়ত নোচেদ্ভবতাং সমুচিতং দংডংবিধাস্যামি। ইত্যুক্ত্বা সর্বানেকদা দুর্গভেদেন নিয়োজয়ামাসতে চ মানসিংহাজ্ঞয়াদ্বিগুণ পরাক্রমা ইব ক্রোধকষায়িত নেত্রাংতা যুগপৎ কৃতবহুসংপ্রহারা দুর্গং নির্ভেদয়ামাসুঃ। অথ বিনষ্ট দুর্গপ্রতাপাদিত্যসৈন্যং মানসিংহসৈন্যং চ পরস্পরপ্রাপ্তসমক্ষং বহুধা বহু দিবসং যুদ্ধপরায়ণং বভূব উভয়সৈন্যমেব কিয়ৎ কিয়ৎ ননাশ। অথ

প্রতাপাদিত্যবলং স্বল্পাবশিষ্টতুরগসমাকীর্ণমবলোক্য মজমুদারেণ সহ মংত্রয়িত্বা মানসিংহো বহুবিধ বহুকরিতুরগগণসংকীর্ণ একদৈব সহস্র সহস্র তুরগাদিভিরুপেতঃ প্রতাপাদিত্যসৈন্যং পরিপ্রাপ্তঃ ক্ষণেন তদুপমর্দ্য প্রতাপাদিত্যংবদ্ধা লৌহময়পিংজরেনিক্ষিপ্য পুনরিংদ্রপ্রস্থং জবনাধিপং নিবেদয়িতুং চলিতঃ। অথ কিয়তাকালেন চাপড়াখ্যগ্রামমাগত্যপুরোঽবস্থিতং মজমুদার মুবাচ। ভো মজমুদার ভবতো ব্যাপারেণাস্মিন্ সংগ্রামে মহান্ সংতোষো বৃত্তঃ অবিরলসপ্তাহ দুর্দিনে চ মম সৈন্যস্য প্রাণরক্ষাকৃতা। অতস্তব সমীহিতং ব্রূহি ময়া তদাবশ্যং কর্তব্যং। ইত্যেবং সমাদিষ্টো মজমুদারো ভট্টনারায়ণস্য আদিশূরনগরাগমন বংশপরংপরা রাজ্যশাসন কাশীনাথরায় পলায়ন জবনাধিপকর্তৃকতন্নিধনাধিকংসর্বং কথয়ামাস বাগোয়ানাখ্য প্রভৃতি চতুর্দশপ্রদেশ রাজ্যার্থং স্বাভিলাষং চোদ্ঘাটয়ামাস। এতৎ সর্বং সমাকর্ণ্য ময়ৈতদবশ্যং কর্তব্যমিত্যুদীর্য্য মজমুদারেণ সহ ইংদ্রপ্রস্থাধিপং জবনেশ্বরং দ্রষ্টুং চলিতঃ। অথ বদ্ধস্যপথিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিতস্য বারাণস্যাং পংচত্বমভবৎ। অনংতরং মানসিংহ ইংদ্রপ্রস্থং গত্বা তত্র জবনাধিপং সর্বং জয়বৃত্তাংতং বিজ্ঞাপয়ামাস মজমুদারস্য মহাদুর্দিনসপ্তাহে সমস্তসৈন্যস্যাতিথ্যং প্রতাপাদিত্যজয়ে সহকারিত্বংচ বিস্তরেণ জবনাধিপং শ্রাবয়ামাস। শ্রুত্বা চ জবনাধিপঃ পূর্বপরিচিতং প্রতাপাদিত্যদায়াদং কচুরায়নামানং যশোহরদেশরাজ্যং শাসিতুমাজ্ঞাপয়ামাস যশোহরজিদিতি নামরূপ প্রসাদং চ দদৌ। * * *

ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I.—History, Literature, &c. No. III.—1874. DR. JAMES WISE'S BARAH BHUYAS OF EASTERN BENGAL.

The history of Bengal furnishes little information regarding the seventeen years that elapsed from the death of Dàúd sháh in 1576 to the final conquests of Rájà Màn Sing in 1593. The great military revolt, and the stubborn resistance of the Afghàns, sadly tried the stability of the newly established empire, and it was only after repeated defeats that the power of the malcontents was broken, and the villages of Bengal were releived from the requisitions of the rival armies. In eastern and southern Bengal the contest was most prolonged, and amid the swamps and rivers the Moghul troops were harassed by an enemy who selected his own time and place for fighting, but who generally retreated carrying with him all the boats on the rivers. But besides these advantages the rebels were assisted by many of the great landholders of the country and by their troops, who were inured to the country and accustomed to overcome the physical difficulties which threw so many obstacles in the way of the invaders.

Among the vague traditions lingering in Bengal is one, that at the period mentioned the whole of the country was ruled by twelve great princes, and hence Bengal is often spoken of by Hindús as the "Bárah Bhúya Mulk."

* * * *

The five Bhúyas, whose history is now to be narrated, are—

1. Fazl Ghází of Bhowál.
2. Chand Rái and Kedar Rái of Bikrampúr.
3. Lak'han Mánik of Bhaluah.
4. Kandarpa náráyana Rái of Chandradíp.
5. I'sa Khàn, Masnad i' A'lí of Khizrpúr.

Of the remaining seven Bhúyas, Ràjà Pratápáditya of

Jessore was one, and perhaps Mukund Ràì of Bosnah was another. * * * *

IV. Kandarpa nàràyana Ráí of Chandradíp.

* * * *

It is currently believd that the sons of the five Káyasthas who accompanied the five Bra'hmans from Kanauj in the reign of Bállal Sen, settled in Bakla'-Chandradíp, a parganah which included the whole of the modern zil'ah of Ba'qirganj with the exception of Mahall Salíma'ba'd, The first of the Chandradíp family was Danuj mardan Dé. He is styled by the Ghataks as Ra'ja', and he was the first Sama'j-patí or president, of the Bangaja Ka'yasthss. He lived, according to the pedigree, in the fourteeeth century. The Ghataks enumerate seventeen Ra'ja's of Chandradíp up to the present day, while they name twenty-three generations since the immigration of the Ka'yasthas from Kanuj.

It is not improbable that the founder of this family is the same parson as the Ra'í of Suna'rgon, by name Dhanúj Ra'í, who met the Emperor Balban on his march against Sultan Muhísuddín in the year 1280. It is not likely that the Muhammadan usurper would have allowed a Hindú to remain in independence at his capital Suna'rgaon. If the principality of Chandradíp extended to the river Megna, the agreement made with the Emperor that he would guard aginst the escape of Tughril to the west, becomes intelligible.

The chief event, however, of his rule was the organization of the Bangaja Ka'yasthas. He appointed certain Bra'hmans, whose descendants still reside at Edilpore (A'dilpore), to be Ghataks or Kul-A'cha'ryas of the Ka'yasthas, and he directed that all marriages should be arranged by them, and that they should be responsible that the Kulín Ka'yasthas only intermarried with families of equal rank. He also

appointed a Swarna-mata, or master of the ceremnies, who fixed the precedence of each member of the Sabha', or assembly, and who pointed out the proper seat each individual was to occupy at the feasts given by the Ra'ja'. These offices still exist, and the holders of them are much respected by all Ka'yasthas. * * * *

Jay Deb Ra'i, the fourth in descent, died childless. His heir, a sister's son, was Parama'nand Ra'i' of the Basu family of Dihu'r-ghati' in Chandradi'p, who traced their pedigee to Dasarath Vasu, one of the original Kanauj Ka'yasthas. He and his successors were acknowledged as the sama'j-pati of the Ka'yasthas of southern and eastern Bengal. This Parama'nand Ra'i' is mentioned in the Ai'n i Akbari' by Abulfazl as the son of the Zami'nda'r of Bakla', and his almost miraculous escape during the cyclone of 1583 is described.

The grandson of Parama'nand Ra'i' was Kandarpa na'ra'yana Ra'i', one of the five Bhu'yas, whose history is now being detailed. It is of him that Ralph Fitch writes in 1586—"From Chatigam in Bengal, I came to Bacola "(Bakla') the king whereof is a Gentile, a man very well disposed, and delighteth much to shoot in a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses be very fair and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waste. The women wear great store of silver hoops about their necks and arms, and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephants' teeth."

The only memorial of this Bhu'ya is a brass gun, still preserved at Chandradi'p, with his name and that of the maker Ru'piya Khán of Sri'pu'r engraved on the breech. This gun is 7¾ feet in girth at the breech; and 19½ inches

at the muzzle. Through the trunnions, rings had been inserted by which the gun was fastened to the carriage.

The residence of the Rájás of Chandradi'p was at Kachu'á, close to the modern station of Báqirganj; but during the lifetime of Kandarpa Ra'i', or immediately afterwards, they were obliged to move further inland to a place called Madhavapa'sha, whore the Ra'ja's have resided ever since. This removal was necessitated by frequent forays made by the Mags and Portuguese of Chittagong, against whom the Ra'ja's were unable to contend.

The ruins of temples and dwelling houses are still to be seen at Kachu'a', but the majority of the Ka'yasthas followed their chief to the newly selected town.

Ra'mchandra Ra'i' succeeded on the death of his father Kandarpa Ra i'. Of him many stories are still extant. He married a daughter of Ra'jah Prata'pa'ditya of Jessore. Between the families of Jessore and Chandradi'p there were many ties of friendship, and the marriage was celebrated with great pomp, but ended in a permanent quarrel between the families. Ramchandra, against the advice of all his friends, insited on taking with him a famous jester, named Ramai Bi'r, who amused him by his wit and frolics. On the marriage day, this jester, dressed in female garments, entered the house occupied by the Ra'ni', and conversed with her. His disguise was complete, and she did not detect the imposture. Shortly afterwards, it was discovered, and Ra'ja' Prata'ditya was so enraged, that he vowed he would put his newly-made son-in-law to death. The bride, however, warned her husband, and at night he escaped from the palace and reached the encampment where his followers were. The rivers had all been obstructed, but accompanied by a trusty servant, Ra'm mohan Mal, famous for his strength, he embarked in a small canoe

and fled. At the places where the obstructions were, Ram mohan dragged the boat over the bank, and launched it on the other side. In this way the Ra'ja' escaped and reached Chandradi'p in safety.

It was not until after the lapse of many years, and probably not until the death of Prata'pa'ditya in 1598 that the bride joined her husband. At the place where she halted, until permission was obtained from her husband to proceed, a market was established, which is still called the "Badhu' Thakuráin Ha't."

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part 1.—History. Literature, &. No II.—1875. Dr. James Wise's Barah Bhuyas of Eastern Bengal.

* * * *

Jarric, who derived his information from the Jesuit fathers, sent to Bengal in 1599 by the Archbishop of Goa, mentions that the "prefects" of the twelve kingdoms, governed by the king of the Pathans, united their forces, drove out the Mughuls. * * * *

D'Avity copies this description of Bengal, but gives a few additional particulars of these twelve sovereigns, as he calls them. The most powerful, he informs us, were those of "Siripur et Chandecan, mais le Masandolin ouMaasudalin," is the chief. This is evidntly the primitve way of spelling Masnad i-'A'li, the title of' Isa' Khan of Khizrpu'r.

One of the earliest travellers and writers on Bengal was Sebastien Manrique, a Spanish monk of the order of St. Augustin, who resided in India from 1628 to 1641. On his return he published his Itinerary, in which he states that the kingdoms of Bengal are divided into twelve provinces, to

wit, "Bengal, Angelim, Ourixa, Jagarnatte, Chandekan, Medinipur, Catrabo, Bacala, Solimanvàs, Bulua, Daca, Ragamol." The king of Bengal, he goes on to say, resided at Gaur. He maintained as vassals twelve chiefs in as many districts * * * *

Finally, Purchas describing Sondíp in 1602 gives us some insight into the civil war then waging between different nations at the mouths of the Megna. When Bengal was conquered by the Mughals, they took possession of the island, but Cadaragi [Kedar Ra'i of Sri'pu'r] still claimed it as his rightful property. The Portuguese captured it ; but this roused the anger of king of Arrakan, who sent a fleet to drive the Portuguese out, "and Cadaray (Keda'r Ra'i'), which they say was true Lord of it,, sent one hundred Cossi (kosahs) from Sri'pu'r to help him. The combined fleets were defeated, and the Portuguese entered into a treaty with Keda'r Ra'i'. Carnalius, the leader of the Portuguese, took his disabled vessels to Sripu'r to refit them. There he was attacked by one hundred kosahs under command of Mandaray, a man famous in those parts. The Mughul fleet was defeated and its admiral Mandaray killed.

These authorities advance our knowledge considerably. The Bhu'yas, according to them, had been dependants of the king of Gaur, but had acquired independence by force of arms. They refused to pay tribute, or to acknowledge allegiance to any one. From being prefects appointed by the king, they had become kings, with armies and fleets at their command, ever ready to wage war against each other or to oppose the invasion of Portuguese pirates and Mag freebooters. * * * *

Extracts from Journal of the Asiatic Society of Bengal, Part I History. Literature, &. No II 1876 H. BEVERIDGE, Were the Sundarbans inhabited in ancient times ?

* * * *

Sondi'p itself was, it is true, cultivated in Cæsar Frederick's time (1569), but so it is now, and there is no reason to suppose that its civilization was greater then than it is at present. It may have, but then it certainly had, some thirty or forty years later, one or two Forts, which were marks of insecurity rather than of prosperity, and which do not exist now, simply because the Aracanese and the Portuguese pirates are no longer formidable. Ralph Fitch visited Bacola in 1586, and describes the country as being very great and fruitful. He does not, however, expressly say that Bacola was a city, and it is possible that the people lived then as now in detached houses, and did not lodge together in any great town or mart. But even if we take the words "the houses be very fair and high builded, the streets large" (a most unlikely thing in any oriental city) to mean that there was a city of Bacola and give full credence to Fitch's statements, the next clause of the description, *viz.*, "the people naked, except a little cloth about their waist" does not suggest the existence of much civilization or refinement.

Moreover, there is nothing to show that Bacola was in what are now known as the Sundarbans. It probably was the same as Kochu'a', which, according to tradition, was the old seat of the Chandradi'p Ra'ja's. But Kochu'a' is at this day one of the most fertile and best cultivated parts of Ba'kirganj, and is the only place in the south of the district which contains a large Hindu population. No doubt there has been a great amount of diluviation near Kochu'a', and

the river between the mainland and Dakhin Shahba'zpur has become much wider than it was in old times. In this way the old city of Bakla and much of its territory may have disappeared, and to this extent there probably has been a decay of civilization, but this is a different thing from the supposition that the tract now existing as forest was formerly inhabited by a civilized people. It seems to me also that Fitch cannot have been a very observant traveller, as otherwise he would have noticed the terrible storm which overwhelmed Bakla only a year or two before his visit, and that therefore we should not press his statement too far. Possibly all physical traces of the storm had disappeared, but surely people must still have been telling of it, and Fitch must have heard of it if he stayed at Bakla any time or had any intercourse with the inhabitants. * * *

Fonseca's letter is most interesting. He describes how he came to Bacola, and how well the king received him, and how he gave him letters patent, authorising him to establish churches, &c., throughout his dominions. He says that the king of Bakla was not above eight years of age, but that he had a discretion surpassing his years. The king "after compliments asked me where I was bound for, and I replied that I was going to the king of Ciandecan, *who is to be father in law of your Highness.* These last words seem to me to be very important, for the king of Ciandecan was, as I shall afterwards show, no other than the fsmous Prata'paditya of Jessore, and therefore this boy-king of Bakla must have been Ra'mchandra Ra'i, who we know married Prata'pa ditya's daughter. * * *

Now though the good father evidently had an eye for natural scenery and was delighted with the woods and rivers, it is evident that what he admired so much must have

peared to many to be "horrid jungle," and was very like what the Sundarbans now are. In fact, a great part of this description of the route from Bakla to Ciandecan is still applicable to the journey from Bari'sa'l to Ka'li'ganj, near which Prata'paditya's capital was situated.

The fair prospects of the mission as described by Fernandez and Fonseca were soon overclouded. Fernandez died in November 1602 in prison at Chittagong, after he had been shamefully ill-used and deprived of the sight of an eye; the king of Ciandecan proved a traitor, and killed Carvalho the Portuguese Commander, and drove out the Jesuit priests. Leaving these matters, however, for the present, let us first answer the question, Where was Ciandecan? I reply that it is identical with Prata'paditya's capital of Dhu'mgha't, and that it was situated in the 24-Parganahs and near the modern Ka'li'ganj. My reasons for this view are first that Chandecan or Ciandecan is evidently the same as C h a' n d K h a' n, and we know from the history of Ra'ja' Prata'paditya by Ra'm Ra'm Bosu (modernised by Harish Tarkalankar) that this was the old name of the property in the Sundarbans, which Prata'paditya's father Vikrama'ditya got from king Da'u'd. Cha'nd Kha'n, we are told, had died without heirs, and so Vikrama'ditya got the property.

But besides this, Du Jarric tells us that after Fernandez had been killed at Chittagong in 1602, the Jesuit priests went to Sondi'p, but they soon left it and went with Carvalho the Portuguese Commander to Ciandecan. The King of Ciandecan promised to befriend them, but in fact he was determined to kill Carvalho, and thereby make friends with the king of Arakan, who was then very powerful, and had already taken possession of the kingdom of Bakla. The king therefore sent for Carvalho to "*Jasor*", and there had

him murdered. The news reached Ciandecan, says Du Jarric, at midnight, and this perhaps may give us some idea of the distance of the two places.

I do not think that I need add anything to these remarks except that I had omitted to mention that Fernandez visited Ciandecan in October, 1599, and got letters patent from the king. As an additional precaution, Fernandez obtained permission from the king to have these letters also signed by the king's son, who was then a boy of twelve years age. The boy may have been Udayaditya, and so he must have been only three or four years older than Ra'mchandra Ra'i of Bakla.

Extract from the Proceeding of the Asiatic Society for December 1868. H. J. Rainey on Sunderban

In the reign fo Akbar, (16th century) "Maha'ra'jah Prata'pa'ditya established a magnificent city (founded by his father and uncle, Maha'ra'jah Bikramaditya and Ra'jah Bosontori' respectively) in the grant of one Chand Khan, (who dying without heirs, his property was escheated by the paramount power, Nawa'b Da'u'd, and transferred to the said Maha'ra'jah and Ra'jah,) in what may now be considered the 24 Parganah portion of the Sundarban, then appertaining to Jessore. This Maha'ra'jah Prata'paditya became so powerful as to exercise sway over all the Ra'jahs of Bengal, Behar and Orissa, including even Assam. His great successes induced him to refuse to pay his tribute, and to throw off his allegiance to the Great Mogul. For many years, he succeeded in defeating the armies sent against him. The first general sent was Abram Khan, whose army was nearly annihilated near the fort of Mutlar (Mutlah, now

Port Canning) Twenty five other generals are stated to have been defeated in succession. Finally the Maha'ra'jah Prata'pa'ditya surrendered himself a prisoner, and was sent to Delhi in an iron cage. He died at Benares on the way.

The author shews that at the time of Prata'pa'ditya, though parts of the Sundarban were populated, a great portion was still wild and uncultivated, and thinks, the vast progress in improvement was owing to the great exertions of these princes ; and that the impetus given by them, gave way with the imprisonment and death of the Maha'ra'jah. Subsequently only the very best and most favorably placed portions of the district were cultivated. In addition, the place was exposed to predatory incursions of piratical Mugs, and even of Portuguese buccaneers,—quite sufficient to scare away a timid and probably disunited population.

There remain yet to be considered the effects of a cyclone, and its storm waves. This occurred in Calcutta in 1737, when a wave 40 feet higher than usual, came up. Such would have been sufficient to produce an almost total loss of life in the Sundarban, and its consequent abandonment.

The author thinks the true name is Sundarban, or beautiful forest, as preferable to Sundriban, Soondree forest ; or Sundar band, beautifnl *band* or embankment ; or Somudro ban, the Sea Forest. He thinks the name is of recent origin as applied to the entire district. A record exists of many well-known places described as belonging to zemindarees.

The author concludes by briefly summing up his views, and stating that the country suffered severely from the attacks of Mug pirates and the Portuguese, who finally effected a footing in the country, and that a terrific gale or Cyclone, probably that in A. D. 1737, accompanied by a storm-wave, passed over that tract of country on the sea-board, now

known as the Sundarban, resuling in the most awful destruction of lives, and devastation of properties, which caused the few remaining survivors to totally abandon the place, and move northwards, where finding sufficient surplus land for their habitation and cultivation, they never returned to the south.—

The President then invited discussion on tne paper.

The Rev. J. Long stated that when in Paris in 1848, Monsieur Jomard, the head of the Geographical Department of the Bibliotheque Royale, shewed him a Portuguese Map of India more than two centuries old in which the Sundarban was marked off as cultivated land with five cities therein. This was confirmed by a Map in De Barros' Da Asia, a standard Portuguese history of India. The libraries of Portugal would be worth searching for further information.

He had twenty years ago examined Tarda, a town not far from Port Canning, which was the port of the Portuguese before Calcutta was founded ; it was once an emporium of trade, and ships must have sailed up by the Mutla, but no ruins now remain. He had seen, 40 miles south of Port Canning a fine Hindu temple two centuries old.

At the request of the Hon'ble J. Colvin, late Lieutenant-Governor of the North West Provinces, he had published 16 years ago, in Bengali the life of Ra'jah Prata'pa'ditya, called in the original "the last king of Saugor Island ;" he lived in the days of Akbar, and built a city in the Sundarban, the remains of which are to be found at Ishwaripur.

The Portuguese slave-dealers and Mugs led by their devastation to the depopulation of the Sundarban. Cyclones also did their work ; one swept over Saugor Island, in 1680, which carried away more than 60,000 people. The Mugs, as late as 1824, were objects of terror even to Calcutta, and

in I760, the Government had a *band* thrown across the river near the site of the Botanical Gardens, to prevent them and the Portuguese Pirates coming up.

The Asiatic Society ought to petition Government to send an exploring expedition to the Sundarban.—

Mr. Blochmann said—

"I think the deserted state of the Sundarban is due to the incursions of the Portuguese and the Mugs rather than to cyclones.

The first cyclone known to me is mentioned by AbulFazl in the third book of the A'i'n, where he says—'The Sarka'r, or district of Baglá extends along the sea coast. The fort of the Sarka'r is surrounded by a forest. From new moon to full moon, the waves of the sea rise higher and higher; from the fifteenth to the last day of the moon they gradually decrease. In the 29th year of the present era (A. D. 1585), one afternoon, an immense wave set the whole district under water. The chief of the place was at a feast; he managed to ged hold of a boat, whilst his son Parama'nand, with a few others, climbed up a Hindu temple. Some merchants got on a *ta'la'r*. For nearly five hours the waves remained agitated; the lightning and the wind were terrible; houses and ships were destroyed; only the Hindu temple and the Ta'la'r escaped. About two hnndred thousand souls perished in this hurricane.'

AbulFazl dose not mention the northern boundary of the district of Bagla'; but it cannot have come up as high as Calcutta because Calcutta, or the *Mahall of Kalkattà*, as it is spelt in the A'i'n—very likely the oldest book in which our Capital is mentioned—belonged, at Akbar's time, to the Sarka'r of Sa'tga'nw, near which the Portuguese had founded the town of Hùgli' (Hoogly), which name also occurs in tha A'i'n.

Now the Cyclone of 1585 could not have been the cause of the devastations in the Sundarban, because AbulFazl, eleven years later, in 1596, mentions four towns as belonging to the Sarka'r of Bagla', *viz.* Isma'ílpùr, commonly called Bagla'chi'n ; Srìràmpúr ; Sháhzàdahpu'r ;' A'dilpu'r. These four places must have been of some importance, because the district then paid a revenue of nearly seventy lakhs of *dàms, i. e,* nearly 180,000 Rs., and was besides liable to furnish 320 elephants, and 15,000 zami'ndari' troops. It would be of interest to know whether the Portuguese maps, alluded to by Mr. Long, or some old East India Office Records, mention these four towns. *De Barros'* Map, and Rennels Map of 1772, contain nothing ; and we may at present assume that the ruins of towns discovered in the Sundarban, belong to some of the four towns. It is noticeable that three out of tne four towns have Muhammadan names.

There is a difficulty connected with the name of *Baglá.* The Manuscripts of the A'i'n which are in my hands, give a *B* as the first letter of the name. But the author of the *Siyar i Mutakhkharin,* who copies the above record of the cyclone from the A'i'n, has *Húglà* instead of *Baglà* and distinctly asserts that the coast of Lower Bengal was thus called from *higlà,* a weed used for thatching houses. But he wrote two hundred years after AbulFazl, in 1780.

The second great cyclone occurred, according to Mr. Long, in 1680. The third hurricane, known to me, took place in 1737, during which, according to the Gentleman's Magazine of that year, the English settlement of *Golgota* [Calcutta] severely suffered.

But in 1737 the Sundarban was deserted.

That the eastern part, at least, of the Sundarban was

chiefly devastated by the Mugs, is also asserted on Rennel's Map of Lower Bengal of the year 1772, where the words "Depopulated by the Mugs" are written over the tract between Long. 90° and 91°, south of Ba'qirganj (Backergunje) The name of *Fringy Cally* (Long. 89° 25') which on his map is given to one of the numerous branches of the Ganges, clearly belongs the 'remains' of the Portugese."—

Babu Pratapachandra Ghosha, Assistant Secretary, then read the following note:—

"As I have the supervision of the printing of a Historic Romance in Bengali, which gives an account of Pratapaditya's dealings with the Portuguese adventurers, I had occasion to look np some books, in order to authenticate certain facts therein referred to. In my search for them, I had to investigate the history of Sundarban. The few notes I have taken down in connection with the subject, I will read out to you.

The earliest mention of that portion of Lower Bengal which is now known as the Sundarban, is in the Rama'yana. It is in connection with a legend relating to the origin of the river Ganges. How the numerous sons of Sagara, one of the many universal monarchs of ancient India, were reduced to so many handsful of ashes by Kapila''s malediction, is known to every reader of the Ra'ma'yana. How Bhagiratha, a mere boy of fifteen, by his devotion and prayer pleased the goddess Ganga' to come down to earth, and how Ganga' divided herself into a hundred branches, before she enterd the sea, is likewise known. I may mention that the Sanscrit name for the *sea* is connected with the name of the universal king Sagara.

No mention is made of any other events having happened on the sea coast of Lower Bengal. Names of no ancient

cities, except Baicala (Arrakan) said to have be n situated there, are mentioned in the Maha'bha'rata or the later Pura'-nas. Modern Sanscrit literature is peculiarly deficient, both in geographical accuracy and historical authenticity. For authentic history we must look to the works of foreign travellers.

In Arian's account of India, this portion of Bengal is mentioned in connection with the river Ganges. He gives the names of its several branches, and mentions two cities, which he says are situated in its Delta. It is difficult to identify them now.

Megasthenes who preceded Arian in his description of the Indians, speaks very obscurely of the Ganges. In Arian's list of the tributaries of the Ganges, we recognise the *Sona* in Soamus. Herodotus' account of India is very general and limited to the North Western Provinces. All invasions of any consequence were from the west and northwest of India. So late as Manu, the lawgiver, the Ganges was considered the eastern limit of the country habitable for the A'ryas. In the war of the Maha bha'rata, the king of Bengal is several times mentioned, apparently to strengthen the retinue of the principal warriors. We pass over some centuries without finding any notice of the country.

During the time of the Arab invasion of India (8th century of the Christian era), Sulaiman came to this country. An account of his travels is given in the Bulletin of the Geographical Society of Paris (p. 203). His account of the Delta of the Ganges was then in a flourishing condition. There existed then many cities which traded with Arrakan. The Persian Historians of the Muhammadan rule in India are generally silent about Bengal, most of them being more or less connected with the court of Delhi. They have directed

little or no attention to the history of the secluded portions of the Emperor's dominions in the East, which were always governed by one or more, generally insubordinate, Viceroys. The little that was written by the natives, was either neglected or suppressed by the court followers.

Ibn Batuta passed down the Delta of the Ganges, but he has recorded nothing regarding the Sundarban. He generally speaks of the country as in a flourishing condition. In the 15th century, Nicoli Conti sailed up the Ganges and passed by a city named *Cernove*, which was on the river. This city, he mentions, was then in a flourishing state. He stayed for some time at Buffetania (Burdowan ?). He visited Racha, a city on the banks of the river of the same name. On his way to the city, he crossed the Delta, where he found many good cities. Racha is evidently a misspelling of the Persian name *Rakha'nak* (Arrakan).

Up to this time, we see, the jungles of the Sundarban did not exist. The earlier Portuguese writers unanimously assert that the Delta of the Ganges was much populated. Several cities are marked in De Barro's Da Asia, and two mighty rivers, flowing on the west by Satigam, (Saptagram, Sa'tga'nw), and on the east near the city of Chatigam, (Chittagong), bounded the fertile Delta of the Ganges. In his map, he distinctly lays down three cities as situated within a few miles of the sea.

Manuel de Faria de Souza in his "Portuguese Asia" says—"The Ganges falls into the sea between the cities of Arigola and Pisalta in about latitude 22°". At another place he says, "The Ganges enters the bay about the Lat. 23°, between Chatigam and Satigam, 100 leagues distant." He describes the intervening country as much populated and in a flourishing state.

Dr. Fryer (1674), speaking of deserts in his 'Special Chorography and History of East India,' says : "Here are sandy deserts near the gulph of Combaya (Cambay), and beyond Bengala towards Botan and Cochin China, whence they fetch musk."

It is very difficult to state who first applied the name Sundarban to the jungle in the Delta. No early writer uses the name. The name literally means "the good forest ;" but as some write it *Sunderband*, it means the good embankment." Some are of opinion that the plant *sundri* (*Heritsira littoralis*), which grows in great abundance in the Delta of the Ganges, has given the name of the forest. This appears probable, as a whole district is named Hogla from the occurrence of a weed (*Typha elephantina*) of the same name. I would propose another etymology. There lived in this part of Bengal a semi-barbarous tribe named *Chandabhanda*, very similar to the Malangi (salt manufacturers) of the present day. Their condition was a little better than that of slaves. In a copper plate inscription found in lot No. 55 of Mr. Hodge's Map, near Backergunj, Madhava, evidently a brother to Kesava Sena of the Sena Rajas of Bengal, made a grant of some villages, Bágule (Bogla, according Persian writers) to a Brahman. With the villages, the king conferred on the recipient the right of punishing and employing the *Chandabhanda*, a tribe that innabited the place. This tribe, I believe, gave the name to the uncultivated portion of the Delta, which they then occupied.

It is generally supposed that Portuguess piracy and Mug incursions in the 16th century devastated the whole country. Bernier (1655) speaking of Portuguese oppression, says— "They made women slaves, great and small, with strange cruelty, and burnt all they could not carry away. And hence

it is that there are seen in the mouths of the Ganges so many fine cities quite deserted."

The remains of these fine cities are found in lots Nos. 116, 211, 165, and 146. Mr. Swinhoe has published a figure of the ruins lately discovered in lot 116. The temple is of the Buddhist type of architecture. In lot No. 146, there are brick ruins with terracotta ornaments. Most of the remains are on the banks of the Cobartak. Colonel Gastrell, in his "Geographical and Statistical Report of the Districts of Jessore, Furreedpore and Backergunge," speaking of old ruins, states—"But all inquiry failed; nothing could be found save the ruins already mentioned on the banks of the Cobartak river. The mud-forts entered on Rennell's Map on the banks of the Rabanabad or Goolaceepa river do not exist now-a-days."

To the oppression of the Portuguese pirates we must not wholly attribute the desolations of the Sundarban. It may only be true regarding the eastern portion. We know from history that several partial deluges occurred in Bengal. Two are recorded in Siyar-ul-Mutakhkharín in connection with Sirkar Hogla. The first and more furious of the two, happened in the 29th year of the reign of Akbar (1585). Two hundred thousand of the inhabitants are said to have been drowned. Another is said to have occurred in the reign of Muhammad Shah (1737).

Such occasional deluges, accompanied by cyclones, by breaking up the embankments, may have destroyed some parts of Lower Bengal; the incursions of the Mugs may have done the same for other parts. Portuguese pirates, Mugs, and occasional visitations of cyclones have acted together, to ruin the seacoast of Lower Bengal.

The change, usually observed near the mouths of large

rivers, must have likewise had a share in the general destruction.

With reference to the last cause of the desolation of the Delta of the Ganges, I would refer to what Mr. Ferguson says in the Quarterly Journal of the Geographical Society for 1863. But Sir Charles Lyell says, "Mr. J. Ferguson, in his paper on the Delta of the Ganges, differing from all writers of authority who preceeded him, has argued that the sediment is thrown down in consequence of the overflowing river being checked by meeting with the still water of the jheels or lakes. In point of fact, however, the deposition of the coarser matter takes place immediately on the highest part of the banks where the water first begins to overflow and before they reach those lakes which occur at a lower level in the alluvial plain on each side of the main river. The banks are of equal height and as continuous where no jheels exist."

Mr. Rainey, referring to the only historical anecdote with the Sundarban, mentions Rájá Pratápáditya. His authority is a Bengali work published under the superintendence the Vernacular Literary Society. The work is named "The Life of Pratapaditya." The author Pandita Haris Chundra distinctly states that his history is but an abstract, in modern Bengali of a more elaborate work published by Ram Ram Bose for the College of Fort William. Ram Ram Bose in his work states that he describes the history of Pratàpàditya as he has heard it told by old members of his family. For a more authentic history of the Rájà, particularly of his connection with the Emperor of Delhi, we must look to another work. The Muhammadan Historians do not even mention the Rájá by name. The Siyar ul-Mutakhkharín, however, mentions one as Pratàparudra, which is evidently a misspelling of

Pratápáditya. This prince was defeated in a battle by Rájá Mán Sing. The only written history of Pratápáditya is in the Khitica Charita, a Sanscrit History of the kings of Krishnagar. There the author incidently mentions Pratàpáditya as being taken prisoner by Mán Sing in the beginning of the reign of Emperor Jehângir, and carried off in an iron cage. On his way to Delhi, the Rája' died at Benares. The Bengali romance of which I made mention, describes the intrigues of the Ra'ja' with one Sebastian Gonzales, a Portuguese pirate, who in concert with Anupra'm, a brother to the king of Arrakan, whose sister he had married, waged war against the king of Vaicala. Sebastian Gonzales is described, in De Souza's History, as a Portuguese sailor, who left his employment and established himself in Sundeep.

Bharatachandra, author of the Vidyá Sundara, has evidently taken his history from the Sanscrit work, as the very epithets of Pratápa'ditya, used in the Sanscrit work, are repeated in the poem. Prata'pa'ditya was a powerful prince. The Sanscrit work states, there were twelve other kings of Bengal, all of whom were defeated by Prata'pa'ditya, and he became the sole monarch of the Province.

He had an army of 52,000 swordsmen, 16 chains of elephants, and ten thousand mounted soldiers. He disclaimed all allegiance to the Emperor of Delhi.

Near the old city of Jessore, there are still to be found ruins of the palace and fort of Prata'pa'ditya.

Extracts from The Portugues Asia or the History of the Discovery and conquest of India by the Portugues, containing all their discoveries from the coast of *Africk*, to the farthest Parts of *China* and *Japan*, all their Battles by Sea and Land, Sieges and other Memorable actions ; a Description of

those countries, and many Particulars of the Religion, Government and customs of the Natives &c In three Tomes. Written in Spanish by *Manuel de Faria y Sousa* of the Order of Christ Translated into English by Cap. John Stevens London, Printed for *C. Brome* at the Sign of the *Gun*, at the *West-End* of *St. Pauls'* 1695.

CHAPTER VIII.

of the *Viceroy* D. John Pereyr a Frojas *Count* de Feyra, *in the year 1608.*

* * * * *

3. But since this Viceroy has not afforded Matter for a Chapter let us make it up with one of the greatest Prodigies of the *Portugues* Fortune that *Asia* produced. Three years she was big with this Monster, from 1605 till 1608. We shall see another *James Suarez de Melo*, and another *Philip de Brito and Nicote* famous for their incredible Rise and Insolence. This was *Sebastion Gonzalez Tibao*, a Man of obscure Extraction as born in the Village of *St Antony del Tojal*, near *Lisbon*, a Place never yet produced any worth Note eithe r for Parentage, or worthy Actions. In the Year 1605 be imbarqued for *India*, went over to *Bengala*, listed himself a Soldier and then fell to dealing in Salt which is a great Merchandise there. By this Trade he soon gained as much as purchased a *Falia*, that is, a sort of small Vessel In this Vessel he went with Salt to *Dianga* a great Port of the king of *Arracam* at such time as that King slew 600 *Portuguese*

who resided there and suspected nothing less, living quietly as good subjects under his Protection. The Motive of this Cruelty was, That *Philip de Brito Nicotie* being possessed of *Siriam*, thought it would be for his Advantage to gain *Dianga*, He fitted out some Vessels and sent in them his Son as Embassador to beg that Port of the King. Some Portugueses perswaded the King *Nicote's* design in getting that Port was to deprive him of his Kingdom. He orders the Son with his Officers to come to Court, and there murders them; the same was done in their Vessels, and afterwards that Fury fell upon all the inhabitants of *Dianga*. This was in the biginning of the Year 1607 Some few escaped into the Woods, and 9 or 10 Vessels got to Sea, whereof one was that of *Sebastion.Gonzales*.

4. *Emanuel de Mattos* Commander of *Bandel* of *Dianga*, who died not long before, had been Lord of *Sundiva*, an Island 7o Leagues in Compass. *Fatican* a resolute Moor, whom he had intrusted with the Island in his absence, hearing of his Death, makes himself Master of it, and the more to secure himself, murders all the Portugueses that were in it, with their Wives and Children, and such of the Natives as were Christians then he gathered *Moors* and *Patans* to his assistance, fitted out a Fleet of 40 Sail, and plentifully maintained this Charge with the Revenue of the Island, which is great. *Sebastian Gonzalez* and his Companions, with those 9 or 10 Vessels that escaped at *Dianga*, having no Head to govern them, lived by robbing in the Country of *Arracam*, carrying their Booty to the King of *Bacala's* Ports, who was our Friend. *Fatecan* understanding they plyed thereabouts went out to seek them with such assurance of Success, that he had this

Inscription upon his Colours ; *Fatecan, by the Grace of God, Lord of Sundiva, shedder of chritisan Blood, and destroyer of the Portuguese Nation.*

5. One evening he thought to surprize them, and had effected it, but that they quarrelling about dividing some Spoil they had taken ; this falling out, proved their Preservation : For *Sebastion Pinto* upon that account leaving them in a River of the Island *Xavaspur*, met *Fatecan's* fleet and gave them notice, They engaged and fought desperately all night the morning discovered 80 *Portuguses* victorious over 600 *Moors* and *Patanes*, and 10 Vessels over 40. Not one Sail got off nor a Man escaped being Killed or taken; among the dead was *Fatecan*. Had they been under a Commander that knew how to make use of the Victory, the Island must then have been their own. This obliged them to choose a Head, and they pitched upon *Stephen Palmeyro*, a Man of years, Experience, and Discretion. He gave proof hereof, by refusing (not withstanding their repeated Instances) to Command such wicked People. However they desired him to appoint one, and they would punctually obey him. He named *Sebastian Gonzales Tiboo.*

6. As soon as the Commander was named, they resolved to gain *Sundiva.* More *Portugueses* were gathered from *Bengala,* and other Neighbouring ports. Tiboo articled with the King of *Bacala,* "that he would give him half the Revenue of the Island, if he assisted him to conquer it. The King sent some ships, and 200 Horse. In *March* 1609 he had above 40 sail, and 400 *Portugueses.* The Island having had time to provide for its Defence, was full of Resolute Men. A great number of *Moors*, commanded by *Fatacan's* Brother, recieved them at Landing, but

were forced to retire into a Fort. The *Portugueses* besiege it, and lying long before it, were in danger of perishing, not being able to come at the provisions and Ammunition that were aboard their Vessels. *Gaspar de Pina* a *Spaniard*, delivered them from this Danger for he coming with his Ship to that Port, and resolving to assist them, landed 50 Men he was Captain of, and marching by night with many Lights, and great Noise, made the Enemy believe he brought great succour. As soon as he came up the fort was assaulted, entered, and all within that had life put to the Sword. The Natives of the Island, who before had been subject to the *Portugueses*, presently submitted themselves to *Sebastian Gonzales*. He received them upon condition they should deliver up to him all the Strangers that were in the Island. They brought him above 1000 *Moors*, and as they came he cut off their Heads, about as many more were killed in the fort. Thus *Sebastian Gonzales* became absolute Master of the Island, and was obeyed by the Natives and *Portugueses* as an absotute Lord independent of any Prince, and his Orders had the force of Laws.

7. To recompence the chief *Portugueses* who had served him, he gave them Lands in the Island, and then repenting, took them away, Instead of giving the King of Bacala half the Revenue of the Island, as had been agreed, he made War upon him. As he grew Great, so he grew Insolent and Ungrateful, and had now at Command 1000 *Portugueses*, 2000 Natives well Armed, 200 Horse, and above 80 Sail with good Cannon. Many Merchants traded thither, and he erected a Customhouse. The Neighbouring Kings surprized at his prodigious Success, sought his Friendship. From the King of *Bacala*, to

whom he owed so great Favours, he took the Islands of *Xavapur* and *Patelabanga*, and other Lands from others, so that on a sudden he was possessed of vast Riches, equal with many Princes, and sovereign of many brave Men. But these Monsters are like Comets that last little, and threaten lasting Ruin They are like Lightning, that no sooner gives the flash but it is gone. Let us proceed, and we shall see this verified.

8. Such was the fortune of *Sebastian Gonzales* in *Sundiva*, when there happend a Difference between the Prince of *Arracam* and his Brother *Anaporam ;* the Occasion was, that the latter refused to give the other an Elephant, to which all other Elephants of that Country were said to allow a sort of Superiority. and durst not appear before him. The Prince seeing he could not prevail by Intreaties nor Threats, raises a great Army. and deprives his Brother both of his Kingdom, and that so much coveted Beast. *Anaporam* fled to *Sebastian Ganzales* for Succour, who demanded his Sister as a Hostage. Then he sets out to fight the Conquerror but to no purpose, for he had too great a power, to wit, 80.000 Men, and 700 fighting Elephant. King *Anaporam* returned with *Sebastian Gonzales* to *Sundiva*, bringing over his Wife, Family, Treasure, and Elephants. Thus he remained as a Subject to *Sebastian Gonzales* who Baptizing his Sister, married her, and though so vile a Wretch, pretended he did that Prince a great favour. Soon after the Prince dies, not without suspition of Poison, for *Sibastian Gongazales* seized upon all his Treasure, Elephants, and Goods, without any consideration of his Wife and Son. To stop the mouths of the People he would have married the Queen to his Brother *Antony Tibao* Admiral of his Fleet. but could not compass it,

for she could never be prevailed upon to become a Christian.

9. *Sebastian* waged war upon the King of *Arracam* with good success. An Instance hereof may be, that his Brother *Antony* with only 5 Sail took 100 of that King's. This moved the King to conclude a Peace with him and thereby recovered his sister-in-law and Brother's Widow, whom he married to the King of *Chatigam*, At this time the *Mogol* undertook the Conquest of the Kingdom of Balua, and *Sebastian* considering it might prove of dangerous consequence, that Kingdom lying opposite to him he makes a League with the King of *Arracam* for the defence of that Country. The League concluded, the King takes the Field with 80,000 Men, most of them Musketiers 10,000 *Pegues* that fought with Sword and Buckler, and 700 Elephants loaded with Castles and Armed Men. He put to Sea above 200 Sail, carrying 4000 Men, which were to joyn *Sebastian Gonzales* his Fleet, and to be under his Command. The agreement was, that *Sebastian* should hinder the *Mogol* from passing to the Kingdom of *Balua* till the king of *Arracam* could march thither with his Army; and that the *Mogol* being expelled, half the Kingdom of *Balua* should be given to *Sebastian*, who gave the King, as Hostages for his Fleet a Nephew of his own, and the Sons of some *Portugueses* Inhabitants of *Sundiva*.

10. The King of *Arracam* entring the Kingdom of *Balua* with his army, expelled the *Mogols*. It was thought, that *Sebastian* overcome with Bribes had given them free passage, which, according to the Agreement, with the King of *Arracam*, he was to obstruct, others say, He did it to revenge the Death of the *Portugueses* slain by

that King in *Banguel* of *Dianga*. Be it as it will, he was guilty of an execrable Treachery, for, leaving the mouth of the River *Dangatiar*, he gave them free Passage. He enters a Creek of the Island *Desierta*. with his Fleet, and calling all the King of *Arracam's* Captains aboard his Ship, murders them, then falling upon the Ships, killed or made Slaves of all the Men. Having Committed this infamous Action and secured that Fleet, he returned to *Sundiva*. Meanwhile the *Mogols* Comming down agan with a greater Power, entred the Kingdom of *Balua*, and reduced the King of *Arracam* to such distress, that with much difficulty he escaped by the help of an Elephant, and came almost alone to the Fort of *Chatigam*.

11. *Sebastian Gonzales* understanding the Slaughter the *Mogols* had made of the *Arracam* Army, and that they were possessed of the Kingdom of *Balua*, he sets out with his Fleet, plundering and destroying with Fire and Sword all the Forts of *Arracam* that be along the Coast and were then unprovided, and confiding in the Peace that was between them. He had the Impudence to go up to *Arracam*, where as the Matter was more, so was the Destruction, there were burnt many Merchant Ships of several Nations. The King was highly concerned at these Losses, though not so much at those occasioned by the *Mogol*. as those he sustained by this *Portugueses*, as being all the effects of Treachery ; but above all he resented the loss of a Ship which he kept in that Port for to take his Pleasure. It was of a vast Bigness and wonderful Workmanship with several Apartments like a Palace, all covered with Gold and Ivory and yet the curiosity of the Work surpassed all the rest.

The King seeing the Insolence and falshood of *Sebastian*

Gonzales, and that he did not, or would not remember his Nephew was in his Power as a Hostage, he resolved to put him in Mind ; and causing a Stake to be run through him, made him be set up on a high place below the Port of *Arrcam*, that his Uncle as he went out might see him. But he who had no Honour, valued not at whose Cost he advanced his own Interest. Nevertheless the Guilt of so many Villanies began to touch his Conscience, and being come to *Sundiva*, he began to apprehend some heavy Punishment would fall upon him, which he had little means to avert, for all Men looked upon him as a Traytor unworthy of any Favour, The *Arracams*, because he betrayed them to the *Mogol*, and the *Mogols*, because he was so false to those that trusted him. But what he did not expect from those we call *Barbarians* ; he shall obtain of the *Portugues* Government *in India* which shall assist him, and both he and they that Relieve him shall receive their just Reward as will appear under the Government of *D. Hierome de Azevedo.*

Extracts from Colonel Sir Arthur Phayre's History of Arrakan.

The word Rakhaing appears to be a corruption of *Rek Khayek* derived from the Pali word *Yek—Kha* which in its popular signification means a monster, halfman, half beast which like the Creton Minotaur devoured human flesh. The country was named *Yek—Kha—Pura* by the Buddhist Missionaries from India either because they found the tradition existing of a race of monsters which committed devastations in a remote period or because they found the *Myamma* people worshippers of spirits and demons. It is possible that these traditions of human-flesh devouring monsters, arose from exaggerated stories concerning the savage tribes who inhabited the country when first the *Myam—ma* race entered it. The names given to some of these monsters

bear a close resemblance to names common among the *Khyeng* and *Kami* tribes to this day. Popular superstition still assigns to each remarkable hill and stream its guardian *Nat* or spirit, to whom offerings are made, and this elf worship is the only acknowledgement of a superior power made by the wild hill tribes now living within the boundaries of Arrakan.

The descendants of King *Mdha-tha-ma-da* of the *Budden-ggu-ya* (Buddha Gaya) race, the race of kings who is stated to have first reigned in *Ba-ra-na* thi or Benares. This King reigned in *Yek-kha-pu-ra* that royal golden *Rakhaing* land which is like the city of *Maha-tho-da thana* (a City on the summit of Mount *Myen-mo*) ten thousand *Yu ja na* in extent and in attacking which the fierce *Athu yas* or Asuras (fallen Nat formerly driven from the summit of the *Myen-mo* Mount) were constantly defeated. When the present world era first arose *Byahmas* or Brahma (a celestial being superior to Nats) coming to the earth saw in the centre thereof five tiers of lotuses, together with the eight Canonical requisites. These Consist of; I. Theng-*Kan* a priest's upper yellow garment or mantle ; 2. *Theng Boing,* a priest's lower garment ; 3. *Fakat* part of a priest's dress worn as a scarf across the shoulder ; 4. *Khaban* the girdle ; 5. *Kharoing* water dipper ; 6. *Thengdon* or razor for shaving the head ; 7. *Theng-bit* earthen dish for holding rice. 8. Comprising two articles of use viz *Kaj-nyit* or stylus for writing on palm leaves and *Av* or needle for sewing the canonicals. * * *

A King of this race named *Wa--ayadz dzyau ya* had sixteen Sons ; the world was divided amongst them and the city of *Ram-ma wa ti* built by *Nats* near the present town of *Than-di vai* (sandoway) fell to the share of the eldest named *Thamu ti de-wa* His descendants reigned in *Ram-ma wa ti.*

In that time in the country of *U ta ya·ma·dhu ya* (Uttara Mathura) *Tha ga·ya Dewa* (Sagara Deva) was King ; he in power, glory, ability and skill was perfect. From that King sprung a Son *Maha·Tha·ga-ya* (Maha Sagara) to him were born two sons *Tha·ga ya* (Sagara) and *U·ba-tha·ga-ya* (upa Sagara) At the same period in the Country *A-thet-teng·tsa na* reigned a prince of tho same race named *De wa-Keng·tha* (Deva-Kansa) to whom was born a son *Maha-Keng·tha* (Moha-Kansa) and to *Moha-Keng-tha* were born two Sons *Keng·tha* (Kansa) and *Uba-Keng* (Upa Kansa) ; also a daughter Dewa-Kap-pha (Deva-Kalpa).